গ্রন্থাগার

দ্বাদশ খণ্ড ঃ ১৩৬৯

ঃ সম্পাদক ঃ

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (বৈশাখ হইতে কার্তিক)

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত (অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

নির্ঘণ্ট : ১৩৬৯

নির্ঘণ্টটি তিন অংশে বিভক্ত :

১ম অংশ : **লেখক-আখ্যাসূচী :** বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ও আখ্যায় লেখকের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত। বিন্যাস অভিধানিক তালিকা পর্যায়ের।

২য় অংশ : **বিষয় সূচী :** নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ।

৩য় অংশ : **বিভাগসূচী :** গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভাগের প্রকাশিত নিবন্ধ, সংবাদ বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত, যথা—গ্রন্থাগার, সংবাদ, চিত্র, পরিষদ কথা, গ্রন্থ সমালোচনা, বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয়।

সর্বত্র সংশ্লিষ্ট সংলেখের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত। চিত্রসূচী এইখণ্ড হইতে সংযুক্ত। বর্তমান সূচীটি পরিষদ সদস্য, শ্রীকুমুদনাথ দত্ত কর্তৃক সংকলিত।

লেখক—আখ্যাসূচী

বিষয় সূচী

বিভাগ সূচী

গ্রন্থাগার সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ জেলাভিত্তিক

কলিকাতা

কোচবিহার

গ্রন্থ সমালোচনা

চিত্র সূচী

পরিষদ কথা

বার্তা বিচিত্রা

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

বৈশাখ ১৩৬৯

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতৃদেবের ব্যক্তিসত্তার কয়েকটি দিক

মানবীয় চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রায় প্রতিটি বিষয়েই পিতৃদেব সৃষ্টিক্ষম শিল্পী ছিলেন। বিচিত্র দিঙ্‌মুখী সেই প্রতিভাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর গদ্যে-পদ্যে, চিত্রে-সংগীতে প্রতিভা নানারূপে প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু এগুলি মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে পরিচয়ে সাহায্য করে না। এ বিষয়ে তিনি আমাদের কাছে চিররহস্যময়। তবুও সেই মিশ্র প্রতিভার অন্তরালে ছিল তাঁর ব্যক্তিসত্তা।

সন্তানদের প্রতি সুগভীর ছিল তাঁর ভালবাসা, কিন্তু তাঁর স্নেহ অপরিমিত আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলো না। শিশুমন নিয়েই নিজে আমাদের সঙ্গে খেলা করতেন। সেরূপ স্নেহপ্রবণ চিত্ত দুর্লভ এবং আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পথে তাঁর মতন সম্ভ্রম উদ্রেককারী ব্যক্তিসত্তার সাক্ষাৎ পাইনি।

সাধারণতঃ ঐরূপ সমুচ্চ ব্যক্তিত্বময় পুরুষের মধ্যে স্নেহময় ব্যক্তি মানুষটিকে অস্বাভাবিক মনে হয় এবং অপরিচিত পাঠকের কাছে দুইয়ের সামঞ্জস্যবিধানও হয় না। পিতৃদেব স্বভাবতঃই চাপা এবং সংবেদনশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অপরের জন্য অনেক সময় তিনি দুঃসহ শারীরিক বা মানসিক বিপর্যয় স্বেচ্ছাপূর্বক বহন করতেন—যার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিলোনা। সেই বেদনার মধ্যেও তাঁর সরস চপলতার পরিচয় পাওয়া যেত। সব রকম বাধা গাম্ভীর্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রিয়জনকে যেমন বুদ্ধিদীপ্ত সরস পরিহাসের দ্বারা আনন্দ দান করতেন, তেমনি কোন কোন মুহূর্তে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন তখন কেউ তাঁকে বুঝতে পারত না। মনের এরূপ পরিবর্তনশীলতা অনেক সময়ে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাবার অবকাশ দিয়েছে। তাঁর গ্রহণক্ষম কল্পনাবিলাসী মন কোন কিছুকেই ধ্রুব বলে মেনে নিতে পারতো না। এই বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের

[মহাজাতি সদনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উৎসবে ইংরেজীতে লিখিত এই নিবন্ধটি পঠিত হয়। তর্জমা করেছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশনে-বসনে আবেষ্টনেই ফুটে ওঠে নি, তা ছায়া ফেলেছে তাঁর রচনাসম্ভারেও। প্রচলিত রীতি-নীতি এবং আচার আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গে নূতন ভাবধারার সত্যাসত্য নির্ধারণের প্রয়াস শুধু তাঁর মানসবৈশিষ্ট্যই ছিল না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা মেনে চলেছেন।

সকল প্রকার কর্তব্যের সঙ্গে জড়িত থেকে, নানা লোকের সঙ্গে যথোচিত আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় একই সঙ্গে তিনি রচনা করে গেছেন কাব্য সঙ্গীত, উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী। এর মূলে আছে অসাধারণ অনন্যমনস্কতা। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার কয়েকটি রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালীন বা আরও জনাকীর্ণ পরিবেশে লিখিত।

পিতার আশাবাদী, আনন্দবাদী মনের সঙ্গে সহজ হাস্যরসবোধ মিলে এমন একটি প্রকৃতি গঠিত হয়েছিলো, যার ফলে তিনি পরিবর্তনশীল জীবনের কঠিন আঘাতসমূহকে সহজেই মেনে নিতে পেরেছিলেন। আর্থিক সংকটজনিত দুশ্চিন্তা তার একটি ছোট অংশমাত্র। ৪১ বৎসর বয়সে আমার মাতার মৃত্যুই তাঁর সৃজনী ঐশ্বর্যে দীপিত যৌবনোজ্জ্বল জীবনে প্রথম আঘাত। পরে একে একে তাঁর অন্যতম স্নেহভাজন আমার দুই ভগিনী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং দুই জ্ঞাতির মৃত্যুশোক এসেছিলো। যে সহিষ্ণুতা বলে তিনি ঐ সকল নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। কিন্তু স্বজনবিয়োগ ব্যথা তাঁর মানসিক ভারসাম্যকে বিচলিত করতে পারেনি বা তাঁর সৃষ্টিপ্রবাহও মুহূর্তের জন্য থামেনি। সব ব্যথা-বেদনা যেন আপন মহিমা নিয়ে রচনায় দিয়েছে গভীরতা, করে তুলেছে আরও ব্যঞ্জনাধর্মী।

বাণী বসু

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

শিশু সাহিত্য কর্মের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় হচ্ছে, "বিধাতা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন তবু মানুষের আশা মেটেনা ; বলে, আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব পুতুল খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপনগড়া মানুষ, তারপর ছেলেরা বলে গল্প বলো ; তার মানে, ভাষায় গড়া মানুষ বানাও, গড়ে উঠল কত রাজপুত্তুর মন্ত্রীরপুত্তুর, সুয়োরাণী, দুয়োরাণী, মৎস্যরাণীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিনসন্ ক্রুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল।" বাংলা ভাষায় এই শিশু সাহিত্যের প্রাথমিক রূপ হচ্ছে প্রাচীন-প্রাচীনাদের মুখাশ্রিত রূপকথা ও ছড়া যার উৎস অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অপরদিকে আধুনিক শিশুসাহিত্যের শুভ সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, যার ক্ষীণধারা ক্রমে পুষ্ট হতে থাকলেও

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে তার সুকুমার সাহিত্যিক রূপ ছিল বলা শক্ত। ইংরেজ-রাজ্য স্থাপনের ফলে ইউরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালীর সংস্কৃতির রূপান্তর দেখা দেয়। ফলে রূপকথা ও ছড়া রচনার মতো সামাজিক ও মানসিক পটভূমিকার অবসান দেখা দেয়।

আধুনিক শিশু সাহিত্যের গোড়াপত্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই ইংরেজ মিশনারিদের চেষ্টায় দেখা দেয়। কিন্তু এসব সাহিত্যের রূপ ছিল একান্তই পাঠ্য পুস্তকে সীমিত। এ সময় থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পর্যন্ত যাকিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই শিক্ষামূলক পাঠ্যপুস্তক। মনে হয় তখনকার নিয়মই ছিল শিশু সাহিত্য আনন্দ সর্বস্ব না হয়ে শিক্ষামূলক হবে। আর ঐসব সাহিত্য প্রধানত অনুবাদ ও গদ্যে রচিত হয়। কবিতার স্থান এতে ছিলনাই বলা চলে। অবশ্য সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিতে এতটা নিরসতা ছিলনা। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে শিশু সাহিত্যে কবিতার দিক থেকে এক নতুন ধারার প্রবর্তন দেখা যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীর উপর রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে শিশুদের জন্য যা রচনা করেছেন তার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয় এবং এই রচনা গুলির অধিকাংশই কবিতা। প্রাক্ রবীন্দ্র যুগে সাহিত্যিক গোষ্ঠির মধ্যে যদি কেউ ছোটদের জন্য চিন্তা করে থাকেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রচনা প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ এবং শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর চিন্তা রূপ পেয়েছে কাহিনীর মাধ্যমে নীতিশিক্ষাদানে। কোন মৌলিক রচনা তিনি ছোটদের জন্য করেন নি। বিদ্যাসাগরের পরে এক প্রতিভাবান সার্থক শিশু সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। তাঁর 'ডমরুচরিত' বা 'কঙ্কাবতী'কে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্ভারের সমপর্যায়ে ফেলা চলে। কাহিনীর বর্ণনায় বা ঘটনাবিন্যাসে সামান্য পরিবর্জন ও মার্জনা সম্ভব হোলে 'কঙ্কাবতী'কে আমরা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক কিশোর উপন্যাস বলে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারতুম। এছাড়া তাঁর ভূতুড়ে গল্পগুলোর রসাস্বাদন যদিও সব বয়সের পাঠকের পক্ষেই সম্ভব, তথাপি এই গল্পগুলিকে শিশু-পাঠ্য কাহিনী বল্লেই তাঁর রচনার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও শিল্পগুণ উপলব্ধি করা সহজ মনে হয়। সুতরাং প্রধানত কিশোরদের জন্য লেখা মৌলিক গদ্য রচনা, অর্থাৎ যে রচনায় রূপে, বর্ণে, কল্পনার ঐশ্বর্যে কিশোর জগতের রহস্য ধরা পড়ে, এমন গল্প অথবা উপন্যাস ত্রৈলোক্যনাথ রচনা করেন নি, তবুও তাঁকে বাংলা দেশের প্রথম সার্থক শিশুসাহিত্যিকের ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া অসম্ভব মনে হয় না।

ত্রৈলোক্যনাথের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কয়েকজন সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁরা শিশুসাহিত্য সৃষ্টির দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং সুকুমার রায়কে আধুনিক শিশু ও কিশোর

সাহিত্যের জনক বলে গ্রহণ করতে হয়। এ ছাড়া বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ পরিবেশন করে বাংলা কিশোর উপন্যাসের জমিনকে অসামান্য উর্বরতা দান করেছেন কুলদারঞ্জন রায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক এবং রূপসৃষ্টির যাদুতে ঐশ্বর্যশালী কিশোর উপযোগী বড় গল্প যিনি রচনা করেন, তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 'মুকুট' গল্পটি সেই স্মরণীয় সার্থক সৃষ্টি। এদিক থেকে দক্ষিণারঞ্জন এবং পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারগণ তাঁরই উত্তরসাধক।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদিগের জন্য সময় সময় যে সকল পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেছেন এবং যেসব কাব্য, গদ্য ও নাটক ছোটদের জন্য রচনা করেছেন তার একটি তালিকা প্রস্তুতের তাগিদেই এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত গ্রন্থগুলির পাশেপাশে তাঁকে কেন্দ্র করে যেসব গ্রন্থ ছোটদের উপযোগী ক'রে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিও দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয়ের সহায়কগ্রন্থ হিসেবে। এ ছাড়া শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পৃথিবীব্যাপী রবীন্দ্রনাথকে জানবার জন্য রবীন্দ্র শিল্পকলার অনুধাবন করার যে বিপুল প্রচেষ্টা হয়েছে তাথেকে রবীন্দ্র মানসে সে শিশুচিন্তা কিভাবে কাজ করেছে সে সম্পর্কে নানা ব্যক্তির মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে যথাসম্ভব সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টাও হয়েছে এই তালিকায়। এই পর্যায়ের তালিকায় পত্র-পত্রিকায় লেখকের নামের সাথে পত্রিকার নাম ও পৃষ্ঠার নির্দেশ সমেত প্রকাশন সময়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, অনুসন্ধানী পাঠকের সহায়তার দিকে দৃষ্টি রেখে। যদিও এই তালিকার সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে তথাপি 'শিশু ও কিশোর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' হিসেবে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আটটি গল্প। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১১। ০·৭৫। গল্পগুচ্ছ হইতে বালক বালিকাদের পাঠোপযোগী আটটি গল্প।

—কণিকা, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৪। ০·৫০। কবিতা সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ ১৮৯৯।

—কথা ও কাহিনী, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৫। কবিতা। প্রথম প্রকাশ ১৯০৮।

—কাহিনী, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৫। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গদ্য, কবিতা ও নাট্যকাব্য। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রকাশিত হয়।

—কুরুপাণ্ডব, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৬১। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে গল্প। প্রথম প্রকাশ ১৯৩১।

—গল্পসল্প। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৫। ছবি। ১·৫০। ছোটগল্প ও কবিতা সংকলন।

—চিত্র-বিচিত্র, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৯। ছবি। ৩·০০। কবিতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪।

—ছড়া, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৫। ১'০০। কবিতা সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ ১৯৪১।

—ছড়ার ছবি। বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ছবি। ৩'৫০। কবির স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র সম্বলিত কবিতা সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭।

—ছুটির পড়া, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৪০। ০'৫০। ছোটগল্প, কবিতা ও রচনা ইত্যাদির সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ ১৯২৩।

—ছেলেবেলা, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৭। ২'০০। আত্মজীবনী। প্রথম প্রকাশ ১৯৪০।

—ডাকঘর, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৪। কিশোর উপযোগী নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৯১২।

—তাসের দেশ। বিশ্বভারতী, ১৯৩৩। ০'৭৫ এবং ১'০০। নাটক।

—নদী। আদিব্রাহ্মসমাজ। ১৮৯৬। ০'৩৭। কবিতা। (বাল্যগ্রন্থাবলী, নং ২)।

—পাঠ-প্রচয়, ১ম—৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী, ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৯৩০। পাঠ্য পুস্তক। ছোটগল্প, কবিতা ও রচনার সংকলন।

—প্রাক্তনী, নূতন সং। বিশ্বভারতী, ১৯৬০। ১'০০। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট প্রদত্ত উপদেশ গুলির সংকলন। শান্তিনিকেতন আশ্রম সংঘ হইতে ১৯৩৭ খৃীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

—বিশ্ব পরিচয়, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী ১৯৬২। ১'৮০। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭ খৃীষ্টাব্দে।

—বিসর্জন, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ০'৫০ নাটক।

—বীরপুরুষ। বিশ্বভারতী, ১৯৬২ চিত্র। ১'৩০। অনুমান করা হয় এই কবিতাটি ১৯০৯ খৃীষ্টাব্দে কবি আলমোড়ায় রচনা করেন। রবীন্দ্র শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সচিত্র নূতন সংস্করণ প্রকাশ হয়।

—মুকুট, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৬। ১৮৮৫ খৃীষ্টাব্দে বালক পত্রিকায় গল্পকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯০৮ খৃীষ্টাব্দে নাট্যাকারে কলিকাতা ও এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত হয়।

—শারদোৎসব, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী ১৯৫৮। ২'৫০ নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৯০৮।

—শিশু, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৪। কবিতা-সংগ্রহ। মোহিত-চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' ১৯০৩ খীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯০৯ খৃীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

—শিশু ভোলানাথ, ৩য় সং। বিশ্বভারতী, ১৯৫৫। ১'০০। কবিতা সংগ্রহ। এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান প্রেস হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত।

—সহজপাঠ। ১ম ও ২য় খন্ড। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৯৩০। বিদ্যালয়ে পাঠ্য রচনা, গল্প ও কবিতার সংকলন।

—সে। বিশ্বভারতী, ১৯৩৭। চিত্র। ৩'০০। কবির স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র সমেত গল্প।

—সংকলিতা ১ম—৩য় ভাগ। বিশ্ব-ভারতী। ১৯৫৫। বিদ্যালয়ের পাঠ্যহিসাবে কবিতার সংগ্রহ।

রবীন্দ্রজীবনী বিষয়ক

অখিল নিয়োগী, ছদ্মনাম [স্বপন-বুড়ো]
নাট্যে প্রণাম। অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৬১। ছবি। ৩.০০। রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, প্রফুল্লচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম প্রভৃতির জীবন অবলম্বনে নাটক।

অনিলচন্দ্র ঘোষ এবং অনিল দাস।
রবীন্দ্রনাথ, পরিবর্তিত ৩য় সং। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৬১। ছবি। ১.২৫। ঢাকা, প্রেসিডেন্সি, লাইব্রেরী হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে 'গায়ত্রী দেবী' ছদ্মনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অনিলচন্দ্র ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ (শতবার্ষিকী সং)। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৬১। ছবি। ১.০০।

অরুণ চক্রবর্তী
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, পরিমার্জিত ২য় সং। শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭। ছবি। ০.৭৫। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬।

আগন্তুক, ছদ্মনাম
কবি রবীন্দ্রনাথ। আর্ট ইউনিয়ন, [ ]। ০.৫০। 'ইনিকে' গ্রন্থমালা।

ইন্দিরা দেবী
আবির্ভাব। কলিকাতা, প্রণব সাহা, ৭০বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, ১৯৬১। ৩.০০।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়
মহাকবির জীবনকথা। কোন্নগর, 'শ্রীনাথ নিবাস', ১৯৬১। ১.২৫।

গায়ত্রী দেবী
রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৩১। ছবি। ০.৬২।

গীতা মুখোপাধ্যায়
ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১। ছবি। ১.২৫।

গোবিন্দমোহন গুপ্ত
একশ রবির ছড়ার ছবি। হাওড়া, কে এন পাব্, ১৯৬১। ছবি। ১.০০। কবিতায় রবীন্দ্র জীবনী।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
বাংলার সোনার ছেলে। কিং হাফটোন কোং, ১৯৩৫। ছবি। ০.৫০।

দেবনারায়ণ গুপ্ত
তোমাদের রবীন্দ্রনাথ, পরিবর্দ্ধিত। এইচ্ চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৬০। ১.০০। প্রথম প্রকাশ ১৯৪১

ধীরেন্দ্রলাল ধর
আমাদের রবীন্দ্রনাথ। ক্যালকাটা পাব, ১৯৬১। ছবি। ৮.০০।

নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
তরুণ রবী। ইণ্ডিয়ান পাব হাউস, ১৯৬১। প্রতিকৃতি। ৪.০০।

নীরেন্দ্র গুপ্ত

রবী কাহিনী। কমলা রায়চৌধুরী কলিকাতা, ৩৫সি, মতিলাল নেহরু রোড, ১৯৬১। ছবি। ১'৫০।

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছন্দে বাঁধা ছোট্ট রবি। কলিকাতা, সৌম্যেন গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৩.৩বি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, ১৯৫৫। ছবি। ০'৭৫। কবিতায় রবীন্দ্র জীবনী।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

নবীন রবীর আলো। শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১। ছবি। ১'৭৫।

—রবীন্দ্রচরিত। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ১৯৬১। প্রতিকৃতি। ১'৫০।

বিমল ঘোষ, ছদ্মনাম [মৌমাছি]

শিশু রবী, ৩য় সং। মিত্রালয়, ১৯৬১। ১'০০। নাট্যাকারে জীবনী। প্রথম প্রকাশ ১৯৪১।

বিশ্বনাথ দে

রবীন্দ্রস্মৃতি। ক্যালকাটা বুক, ১৯৬১। প্রতিকৃতি। ৩'৫০।

মনোরম গুহঠাকুরতা

আমাদের কবি, ২য় সং। বৃন্দাবন ধর, ১৯৫০। ১'৫০।

মীরা ভট্টাচার্য

বালক। অশোক বুক সেন্টার, ১৯৬১। ১'৫০। নাট্যাকারে জীবনী।

যামিনীকান্ত সোম

কবিদাদুর গল্প। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ১৯৬১। রঙ্গীন ছবি। ১'৫০।

—ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ, ১০ম সং। সিটি বুক সোসাইটি, ১৯৫৪। ১'৫০ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ।

—ছোট্ট রবি। রীডার্স কর্ণার, ১৯৫৯। ছবি। ১'৪০। প্রথম প্রকাশ ১৯৫০।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। দেবসাহিত্য, ১৯৬১। ছবি। ১'৫০।

রবীন মুখোপাধ্যায়

ছোট রবি। বসু প্রকাশনী, ১৯৬০। ১'০০। নাট্যাকারে জীবনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেবেলা, পুনর্মুদ্রণ। বিশ্ব-ভারতী, ১৯৫৭। ১'২০। প্রথম প্রকাশ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ। আত্ম-জীবনী।

রমেশ দাস, ছদ্মনাম [সবুজ সাথী]

অনেক মানুষ একটি মন। এশিয়া পাব [১৯৬১ ?] ছবি। ২'০০।

—রবীন্দ্র প্রণাম। এশিয়া পাব [ ]। ছবি। ৩'০০।

লীলা মজুমদার

কবি কথা। নিউ দিল্লী, সাহিত্য আকাডেমি, ১৯৬১।০'৫০।

—এই যা দেখা। ত্রিবেণী, ১৯৬১। ছবি। ৩'০০।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, ৫ম সং বৃন্দাবন ধর, ১৯৫৩। প্রতিকৃতি, ছবি। ২'০০। প্রথম প্রকাশ ১৯৪২।

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।

রবীন্দ্রায়ণ। তমলুক (মেদিনীপুর), লেখক, ১৯৬১। ছবি। ১'৭৫।

শৈলেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য
রবি ঠাকুর। বীণা লাইব্রেরী। [ ] পট। ২.০০। নাট্যগুচ্ছ। প্রলয় নাটকটি রবীন্দ্র জীবনী অবলম্বনে।

শ্যামল দাসগুপ্ত
বালক রবীন্দ্রনাথ। মাতৃপ্রকাশনী, ১৯৬১। ১.৫০। নাট্যাকারে জীবনী।

সতীকুমার নাগ
হাজার বছর পরে আমাদের কবি। টি এস বি প্রকাশন ১৯৬০। ৩.৫০। ১৩৫০ সালে 'পাঠশালা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। হাজার বছর পরে দেশের ছেলে-মেয়েরা কবিকে কি ভাবে দেখতে পাবে তারি এক কাল্পনিক চিত্র নাট্যাকারে রচিত।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা
রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা। দেব সাহিত্য। নাট্যকারে জীবনী। ০.৭৫।

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়
পঁচিশে বৈশাখ ঃ রবীন্দ্রজীবনকথা। শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন পুস্তক প্রকাশ সমিতি, ১৯৬১। ১.০০।

সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
দেশেদেশে রবীন্দ্রনাথ। শিশির পাব ১৯৬০। ২.০০।

রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য

চিত্তজিত দে ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার,সম্পা
প্রণাম নাও। শ্রীপ্রকাশ ভবন,১৯৬১। ৪.০০। কিশোর উপযোগী রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের আলোচনা। শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্যের সমালোচনা

অনিলবরণ চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথ ও শিশু জগৎ। [দ্রঃ রবীন্দ্র শত বার্ষিকী সংকলন। যাদবপুর, সংস্কৃতি চক্র, ১৯৬১। পৃষ্ঠা ৩০—৩৭]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিশুদের রবীন্দ্রনাথ [দ্রঃ চিত্তজিৎ দে ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত 'প্রণাম নাও', পৃষ্ঠা ৪১—৪৩।]

অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
শিশু মহামেলায় রবীন্দ্রনাথ। [দ্রঃ 'বিশ্ববাণী', ২৩খণ্ড ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১০৪—১০৯, এবং ২৩ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা পৃষ্ঠা ১৫৩—৫৬, বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৬১]

অরবিন্দ পোদ্দার ও বীরেন চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্য। ইণ্ডিয়ানা, ১৯৫৯। ২.৫০।

আনন্দ বাগচী
ছড়া ঃ রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায় [দ্রঃ 'ধ্রুপদী' ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা। পৃষ্ঠা ৪৭—৪৯, বৈশাখ, ১৯৬১।]

আশাপূর্ণা দেবী
শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। [দ্রঃ 'রবিতর্পণ, পৃষ্ঠা ৫১—৫৭। রাণাঘাট, রবীন্দ্রশত বার্ষিকী কমিটি, ১৯৬১]

ইন্দিরা দেবী
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শিশু। [দ্রঃ রবীন্দ্র জয়ন্তী শতবার্ষিকী অভিজ্ঞান পত্র, পৃষ্ঠা ৫১—৫৩। কলিকাতা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার, ১৩৬৮।

কানাই সামন্ত

রবীন্দ্রপ্রতিভা। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্‌ কোম্পানী, ১৯৬১। ১০·০০। রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা, পৃষ্ঠা ১২৩—১৪৬।

কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

শিশুদরদী রবীন্দ্রনাথ। [দ্রঃ 'প্রবাসী' ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২১৪-২১৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮।] 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' গ্রন্থের আলোচনা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

রবীন্দ্র শিশু সাহিত্য পরিক্রমা। নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১। ৫·০৯

গিরীন চক্রবর্তী

শিশু-সাহিত্য স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। [দ্রঃ বিশ্বনাথ দে সম্পা, 'রবীন্দ্র-স্মৃতি, পৃষ্ঠা ২৯০—২৯৭]।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি-রশ্মি ; পশ্চিম ভাগ, ৪র্থ সং এ মুখার্জি, ১৯৫৩। ৭·০০। শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা, পৃষ্ঠা ৩২—৪০।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শতাব্দীর সূর্য, ৪র্থ সং। এ মুখার্জী, ১৯৬১। ৫·০০। রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৮৮—১৯৭।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা। ক্যালকাটা পাব্‌, ১৯৬১। ৪·০০। [রবীন্দ্রচর্চার বিভিন্ন স্তরের সঙ্কিত শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা ৮১—৮৩ পৃষ্ঠা।]

নিবেদিতা নাগ

শিশুর কবি রবীন্দ্রনাথ। [দ্রঃ 'ঘরে বাইরে' ১০ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৮৫—৮৮, বৈশাখ, ১৯৬১]।

প্রতিভা গুপ্ত

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ১৯৬১। ৬·০০। রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৭৮—২১২।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ [দ্রঃ 'দেশ', ২৯ খণ্ড, ১৪ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৭ ৩২, মাঘ ১৯৬১]।

প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড। মিত্র ঘোষ, ১৯৬১। ৫·০০। পৃষ্ঠা ৮-২২। 'শিশু' কাব্যের আলোচনা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ও শিশু সাহিত্য। [দ্রঃ 'দেশ' পত্রিকা, ২৮ বর্ষ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ৯০৯—৯১০। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বোম্বাইয়ে প্রদত্ত ভাষণ]

—রবীন্দ্রনাথ ও শিশুসাহিত্য। [দ্রঃ 'সুজনী' রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তিস্মারক সংকলন, পৃষ্ঠা ৪৭—৪৮, ১৩৬৮।]

মণি বাগচি

রবির আলো। চিনকো, ১৯৬০। ৩·০০। শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা, পৃষ্ঠা ১০১—১০৭।

মণিদীপা চৌধুরী

শিশুদের কবি রবীন্দ্রনাথ। [দ্রঃ রবীন্দ্র-শতায়ণ (বেথুন বিদ্যায়তন স্মারক গ্রন্থ) ১১৮—১২০ পৃষ্ঠা।]

মনোজিৎ বসু

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান। [দ্রঃ চিত্তজিৎ দে এবং শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত 'প্রণাম নাও', পৃষ্ঠা ১৩৮—১৪৪]

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

শিশুর কবি রবীন্দ্রনাথ। [দ্রঃ 'অঙ্গনা' ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৮—৮৩, বৈশাখ, ১৯৬১]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য। [দ্রঃ 'গল্পভারতী', পৃষ্ঠা ৮৪৯—৮৫৮, বৈশাখ ১৯৬১]।

রাজলক্ষ্মী দেবী

শিশু ভোলানাথ। [দ্রঃ 'মহিলা', ১ম খণ্ড, ১১দশ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৯৯—৮০০, বৈশাখ ১৯৬১]।

লীলা মজুমদার

ছোটদের জন্য। [দ্রঃ পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ', ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৮৯—২৯৪]।

শিবাণী চট্টোপাধ্যায়

শিশুদের কবি। [দ্রঃ 'গ্রামসেবকের চিঠি' রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৩৪—৩৮]।

সুকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপ-কথা। [দ্রঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা কর্তৃক ১৯৬১ খৃঃ প্রকাশিত। "শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ"। পৃষ্ঠ ১২৪ ৩৪]

সুশীলকুমার সেন

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। [দ্রঃ 'সম্মেলনী' মাসিক সাহিত্য পত্রিকা, ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২০৬ —২০৯]।

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ-কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।" —রবীন্দ্রনাথ

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

বই পড়া → গ্রন্থাগারের কাজ → গ্রন্থাগার আইন

কেউ যদি বলে—"একখানি বই নিয়ে আমার গ্রন্থাগার"। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কথাটি কি ঠিক মত ব্যবহার করা হ'লো? সত্য কথা বলতে কি পুস্তক সংখ্যার উপর গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা নির্ভর করে না। অনেকে বলেন সকল প্রকার লিখিত জাতীয় সম্পদ গ্রন্থাগারে সঞ্চিত করতে হবে। তাও সম্ভব নয়। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে বলতে হয় গ্রন্থাগার কখনই সম্পূর্ণ হবে না। একটি গ্রন্থাগার বড় কি ছোট তা যখন পুস্তক সংখ্যার উপর নির্ভর করছে না—তখন কোন গ্রন্থাগারকে বড় আর কোন গ্রন্থাগারকে ছোট বলা যায়? সমাজের অংগ হিসাবে গ্রন্থাগার কতটা কাজ করছে—এদিক থেকে বিচার করলে কোন গ্রন্থাগার বড় বা কোনটা ছোট তা বিচার করা যেতে পারে। একটি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা কম হলেও তার প্রভাব বহুবিস্তৃত হতে পারে—আবার বহু সংখ্যক পুস্তক থাকা সত্ত্বেও কোন গ্রন্থাগারের প্রভাব বহু বিস্তৃত নাও হ'তে পারে। সুতরাং একথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে—যে গ্রন্থাগারে সক্রিয় পাঠক সংখ্যা বেশী, কাজের দিক থেকে সেই গ্রন্থাগার বড়।

কোন এক দেশে গ্রন্থাগারের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে তখন যখন সেই দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু জ্ঞান ও গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানুষের পড়বার ইচ্ছার উপরে। গ্রন্থাগারের বিস্তৃতির দ্বারা মানুষকে পড়বার সুযোগ দেওয়া সম্ভব কিন্তু সমাজের মধ্যে পাঠের প্রয়োজন জাগিয়ে তোলা যায় না। পাঠের প্রয়োজনটা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত।

গ্রন্থাগার,—পাঠের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলবে কিনা তা নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে—মানুষের জীবনের উন্নতির জন্য পাঠের প্রয়োজন আছে একথা সকলে মেনে নিয়েছে। সুতরাং পাঠের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলার যে প্রয়োজন আছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাঠের আগ্রহ থাকলে তবেই পাঠের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা যায়, গ্রন্থাগার পাঠের ইচ্ছার সৃষ্টি করতে পারে না।

মানুষের জীবনের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করেই পাঠের ইচ্ছা জেগে ওঠে। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন কি কারণে মানুষের পাঠের ইচ্ছা জাগে। কোন একটা কাজের পিছনে সব সময়েই একটা উদ্দেশ্য থাকে। বই পড়াও একটা কাজ—এর পিছনের উদ্দেশ্যটা কি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে মানুষের পাঠের প্রয়োজন বিচার করলে দেখা যায়, সে সময়ে পাঠের প্রয়োজন থাকলেও তা অতি নগণ্য এবং তা বহুবিষয়ক ছিল না। সে সময়ে পাঠ বলতে বোঝাত ধর্ম সম্বন্ধীয় পাঠ। সে সময়ে ধর্মই ছিল যেন মানুষের জীবনের একটা প্রধান সমস্যা। মুক্তিই ছিল মানুষের প্রধান কাম্য, নিজেকে মুক্ত করাই ছিল মানুষের জীবনের প্রধান সমস্যা। তারা যদি কিছু পড়তো তা ঐ—একমাত্র প্রয়োজনে। সুতরাং "বলবার" প্রয়োজন ছিল ধর্ম সম্বন্ধে এবং "শোনবার" প্রয়োজন ছিল ধর্ম সম্বন্ধে, ফলে 'Communicator ও Communicatee-র মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ ছিল ধর্মের। সুতরাং লেখা হতো কেবল ধর্ম সংক্রান্ত বই এবং পড়া হ'তো কেবল ধর্ম সংক্রান্ত বই। সে সময়ে মানুষের সামাজিক জীবনে জটিলতা ছিল না। মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ছিল সরল—শ্রম বিভাজনের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তখনও কোন সমস্যা দেয়নি। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও কোন সমস্যা ছিল না, কারণ রাষ্ট্র গড়ে উঠতো ধর্মের ভিত্তিতে এবং রাজা ছিলেন ভগবানের প্রতিনিধি। ফলে লেখকের লেখবারও প্রয়োজন ছিল কম এবং পড়বারও প্রয়োজন ছিল কম। মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে মানুষের সামাজিক জীবনের জটিলতার উপর। আর মানুষের জীবনে জটিলতা না থাকলে সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে ইউরোপীয় সমাজে একটা বিরাট পরিবর্তন সুরু হ'লো, বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। শিল্পের উন্নতি, যন্ত্রের ব্যবহার, শ্রম বিভাজন, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে সমষ্টিগত জীবনকে গড়ে তুলল। ফলে মানুষ 'I—awareness" থেকে এসে পড়লো "We—awareness"এ। ঠিক এই সময় থেকে গ্রন্থাগার "জন-সাধারণের প্রতিষ্ঠান" হিসাবে গণ্য হ'তে লাগলো। মানুষের সমাজে এ পরিবর্তন আসবার পূর্বে যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠে ছিল, সে সব গ্রন্থাগারের চরিত্র বিচার করলে দেখা যাবে সেগুলি ছিল কোন ব্যক্তি বিশেষের। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের উপর উপর শেষ আঘাত করে ফরাসী বিপ্লব।

মানুষের জীবনে যখন এ পরিবর্তন এলো তখন মানুষের জীবনে নানা দিক থেকে সমস্যা জাগলো ঃ শ্রম বিভাজনের ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা জাগলো—নিজেকে সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলবার প্রয়োজন হ'লো। 'We—awareness'এর ফলে রাজনৈতিক জীবনে সমস্যা দেখা দিল। রাজার রাজদণ্ড এলো সাধারণ মানুষের হাতে। ফলে মানুষের জীবনে লেখবার প্রয়োজন যেমন এলো তেমনি দেখা দিল পড়বার প্রয়োজন। মানুষের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনে মানুষের যে পাঠের প্রয়োজন হ'লো, সে পাঠ কি ধরণের ? সে পাঠের উদ্দেশ্য হলো, নিজেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এ ধরণের পাঠকে বলা যায় কার্যকরী পাঠ অর্থাৎ Achievement reading। এ ধরণের পাঠ ব্যতীত

মানুষের আর এক ধরণের পাঠের প্রয়োজন দেখা দিল। জীবনে নানারূপ সমস্যা দেখা দেওয়ার সংগে সংগে মানুষের জীবনে জাগলো নানা প্রকারের Emotional problems, তখন মানুষ জ্ঞাতসারেই হ'ক বা অজ্ঞাতসারেই হ'ক তার মানসিক সমস্যার রেচক খুঁজতে লাগলো। ফলে সৃষ্টি হ'লো সত্যিকারের সাহিত্যের। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের ও তার পরের সাহিত্য বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে এ কথা কতটা সত্য।

মানুষের সভ্যতার (?) উন্নতির সংগে সংগে মানুষের নানা ধরণের পাঠের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে—ক্রমশঃ পাঠ মানুষের জীবনে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পাঠ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে কেবল সেই সব দেশেই, যেখানে সমাজের পুরানো ভিত ভেংগে যাওয়ার ফলে মানুষের জীবনের সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছে।

আধুনিক গ্রন্থাগার যখন গড়ে উঠেছে মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে, তখন আধুনিক গ্রন্থাগারের কাজ হবে মানুষের পাঠের অভ্যাসের খোরাক যোগান। কোন একটি প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে আর একটি প্রয়োজন মেটানো গ্রন্থাগারের পক্ষে অন্যায় হবে। কোন গ্রন্থাগার যদি আইন করে "নভেল পড়া হ'বে না", অথবা কোন গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য যদি হয় গ্রন্থাগারে পাঠ্য পুস্তক রাখা, বা কোন গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য যদি হয় পুরানো বই জড় করা, তা হ'লে বলতে হ'বে এ সব গ্রন্থাগার যারা চালাচ্ছেন—গ্রন্থাগার কি তা তো তারা জানেনই না—বরঞ্চ তাদের এবিষয়ে অজ্ঞতা "মনুমেণ্ট প্রমাণ"।

আমাদের দেশে কি পাঠের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? অন্যান্য দেশের মত মানুষের মনে কি পাঠের ইচ্ছা জেগেছে—পাঠ কি অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে?

অর্থনীতিবিদদের মতে ভারতবর্ষ under developed দেশ—অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এখনও অনেক নীচে পড়ে আছে। সুতরাং দেশের মানুষের জীবনে সমস্যা বেশী নেই, এবং সামাজিক জীবনে জটিলতাও কম। দেশের শতকরা ৯০ জন চাষী। যারা যন্ত্রের যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর, তারা এইটুকুই জানে যে "বই পড়া বিদ্যে নিয়ে কাজ হয় না।"

শহরে এবং শহরতলীর কিছুটা অংশের মানুষের জীবনে পাঠের প্রয়োজন কতকটা দেখা দিয়েছে, কারণ যে সমস্যাগুলি পাঠের প্রয়োজন জাগিয়ে তোলে সে সমস্যাগুলির কিছুটা এদের জীবনে দেখা দিয়েছে। বিদেশী চিন্তাধারা আমদানী হওয়ায় ফলে, বিদেশীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে ভারতের উন্নতি করার প্রচেষ্টার ফলে শহরে ও শহরতলীর সমাজের ভিতে কিছুটা ভাংগন ধরার এ সব অঞ্চলে emotional tension দেখা দিয়েছে (তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে Arterial Hypertension অর্থাৎ Blood pressure-এর প্রকোপ) তা অস্বীকার করা যায় না। ঠিক এই কারণে উপন্যাস এবং ঐ ধরণের Compensatory Reading-এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গত ৫, ৭ বৎসরের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত বই অনেক ছেপে

বেরিয়েছে এবং এধরণের বইগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচলিত হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে ধর্ম সম্বন্ধীয় বই পড়বার যে উদ্দেশ্য ছিল ; আধুনিক যুগের সভ্য সমাজ কিন্তু সে উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্ম সম্বন্ধীয় বই পড়ে না। ধর্ম সম্বন্ধীয় বই পড়া হয় Emotional tension-এর রেচক হিসাবে অর্থাৎ Compensatory reading হিসাবে। কিন্তু ভারতবাসীর জীবনে এখনও এমন কিছু একটা পরিবর্তন হয়নি যার জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যায় করে গ্রন্থাগার ব্যাবস্থা সারা দেশব্যাপী গড়ে তুলতে হবে। ভারতবর্ষ Underdeveloped country বলে ভারতবর্ষের মানুষকে শিক্ষা দিয়ে এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাব সৃষ্টি করে মানুষের বুকে পাঠের ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা বাতুলতা মাত্র, কারণ পাঠের প্রয়োজনটা নির্ভর করছে সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের উপর, যে পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনে নানা সমস্যা জাগবে।

বাংলা দেশের সমাজের মধ্যে উপরিউক্ত কারণের জন্য পাঠ এখনও অভ্যাস গত হ'য়ে দাঁড়ায়নি। পাঠ যদি অভ্যাসগত না হয়ে থাকে তা হ'লে গ্রন্থাগার আইন করবার সময়ও এখন আসেনি। মানুষের জীবনের যে অভ্যাসগুলির পিছনে সমাজের অনুমোদন আছে কেবল মাত্র সেই সকল অভ্যাসগুলিকেই আইনের পর্যায়ে তোলা যায়—আইন করে অভ্যাসের সৃষ্টি করতে যাওয়া নেহাৎই বাতুলতা। ইংলণ্ড বা Scandinavia'র দেশগুলিতে গ্রন্থাগার আইন হয়েছে পাঠ মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবার পর। গ্রন্থাগার আইনের উদ্দেশ্য ছিল পাঠের সুযোগ দেওয়া—ফলে ১০০ বছরের মধ্যে গ্রন্থাগারের চরম উন্নতি হয়েছে। আমাদের দেশে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তা ভিত্তি-হীন, কারণ 'The need for reading does not result from the fact that books & libraries are available, but goes much deeper. If the demand were there, it would be met but the demand itself is less···because the rate of ·tension is lower and the need pattern is simpler. Similarly, the reading habit cannot be created in less developed country simply by teaching reading and by creating libraries. It is a matter of motivation mostly in more complex Societies. *

ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার আইন হয়েছে কারণ সেখানে গ্রন্থাগার আইন করার প্রযোজন ছিল—সেখানে পাঠ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ব্রিটেনে যে অবস্থায় গ্রন্থাগার আইন করবার প্রয়োজন হ'য়েছিল, সে অবস্থা ভারতবর্ষে আসতে এখন অনেক দেরী। একশ' বছর পূর্বেও, অর্থাৎ যে সময়ে ব্রিটেনে গ্রন্থাগার আইন হয়েছিল—ভারত Underdeveloped দেশ ছিল এবং একশ' বছর পরেও ভারতবর্ষ Underdeveloped বলে গণ্য হচ্ছে।

---

* B. Landbeer—Social functions of Libraries, p. 96.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের এক অধ্যায়

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের ইতিহাস অনুকুল বাতাসে পাল খাটাইয়া ভাসিতে পারে নাই। ইংরাজ শাসনকালে জাতীয় উন্নয়নের কোনো ব্যবস্থার সহিত কর্তৃপক্ষের অনুকুল মনোভাব ছিল না। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়—যাঁহাকে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক বলা হইয়া থাকে—বঙ্গীয় আইন পরিষদে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কীয় একটি বিল প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সফল হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথনও মাদ্রাজ আইন সভায় বিল প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া প্রথমে সফলকাম হইতে পারেন নাই। এই ধরণের বিলগুলির অকাল মৃত্যু দেশের শাসক সম্প্রদায়ের বৈরী মনোভাবই যে একমাত্র কারণ তা নয়, দেশের জনসাধারণের সহানুভূতিরও যথেষ্ট অভাব ছিল। এখনও জনমতের সমর্থন আছে কিনা সন্দেহ। স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত মাদ্রাজ ও অন্ধ্র এই দুইটী রাজ্য ব্যতীত অন্য রাজ্য কর্তৃক গ্রন্থাগার আইন গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য হয় নাই। মাদ্রাজ ও অন্ধ্ররাজ্যের গ্রন্থাগার আইন বিশ্লেষণ করিয়া মাদ্রাজের অভিজ্ঞতায় গ্রন্থাগার আইনের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করিয়া কিভাবে ইহার উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে গেলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। অতিরিক্ত কর ছাড়া আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। নূতন কর বা Library cess ধার্য্য করিতে গেলেই আইন সভার অনুমোদন লাগে। ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা কি ভাবে হইয়াছিল ও পাঠক সম্প্রদায়ের বদান্যতার উপর নির্ভর না করিয়া আইন প্রণয়নের প্রেরণা কোথা হইতে আসিয়াছিল প্রথমে তাহার আলোচনা করিতেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সমবেত চেষ্টায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার হইতেছিল। তাহার ফলে পঠনীয় বিষয়ের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। দেশে অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগার ছিল, তাহাদের পক্ষে এই ক্রমবর্ধমান পড়িবার আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত করা সম্ভব ছিল না। উদ্যোগী পুস্তক ব্যবসায়ীরা আপন আপন কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার করিবার এই সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। তাহাদের উদ্যোগে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুলভে অথচ সহজ পাঠ্য নানান ধরণের বহু সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব হয়।

জনসাধারণের জ্ঞান পিপাসা মিটাইবার জন্য যে সকল সাময়িক পত্রিকা এই সময়ে প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই Chambers' Journal পত্রিকাটীর গ্রাহক সংখ্যা ৮০ হাজারের উপর উঠিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইলেও আজ পর্যন্ত এই পত্রিকাটী প্রচলিত আছে। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতারা জনশিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি বই সম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। Chambers' encyclopaedia Chambers' encyclopaedia for the people, Chambers' educational course for the people (১২ খণ্ড) খুবই সাফল্য লাভ করে। আরও যে সকল সাময়িক পত্রিকা এই সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে Family Herald, Cooks journal, ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে জনসাধারণের জানিবার আগ্রহ হইতে পারে এমন যে কোনো বিষয়ের আলোচনা ইহাদের মধ্যে স্থান পাইত। Family Herald পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে নাম করিয়াছিল। প্রেমের গল্প ছাড়া ও জনসাধারণের জানিবার খুঁটিনাটি বহু বিষয়ের, পারিবারিক জীবনযাত্রার বহু ইঙ্গিত ও আমোদ-প্রমোদের আলোচনা ইহাতে থাকিত।

এই সকল সহজলভ্য সাময়িক পত্রিকা ছাড়া সেই সময়কার যে সকল ধরণের পাঠাগার হইতে জনসাধারণ জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাইত তাহাদের মধ্যে পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি, Subscription Library, Mechanical Institute ও Parochial Library গুলি সর্বপ্রধান। এই সকল বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলির কার্যপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক।

Subscription Library স্থাপন বিষয়েও পুস্তক ব্যবসায়ীরা অগ্রণী ছিল। নানা ধরণের Subscription Librarya মধ্যে পুস্তক ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসাবে যে সকল গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল বড় বড় সহরে তাহারা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। বড় বড় সহরে Subscription Libraryগুলি জনসাধারণের পঠনীয় বিষয়ের প্রয়োজনও অনেকখানি মিটাইতে পারিয়াছিল তবে দেশের কথা সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ইহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র ছিল ও ইহাদের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেও কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। ইহাদের অধুনা প্রচলিত পৌরপ্রতিষ্ঠানেরই সমর্থিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অগ্রদূত বলা চলে। লণ্ডন সহরে Penny Library গুলি আজ পর্যন্ত Subscription Library গুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পুস্তক ব্যবসায়ীরা Penny Librariesএরও প্রতিষ্ঠাতা। Penny Librariesএ ২।১ পেনি চাঁদার বিনিময়ে সদস্যরা একখানি করিয়া নুতন বই পড়িবার সুযোগ পাইত। ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার আন্দোলনে পেনি লাইব্রেরীর বিশেষ স্থান আছে।

Mechanical Instituteগুলি শিক্ষা নিকেতন হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রথমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে ইহাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না

mechanical institute-গুলির পত্তনের মূলে George Birkbeon নামে এক পদার্থবিদের নাম জড়িত আছে। তিনি রবিবার প্রতি সন্ধ্যায় Glasgow সহরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইত। যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার সময় কারখানার মিস্ত্রীদের সঙ্গে বিশেষভাবে সংস্পর্শে আসেন। যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্ব জানিবার আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাহাদের শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা করেন তাহা হইতেই mechanic institute-এর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। ১৮০০—১৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি Glasgow সহরে নিজেকে নিয়মিত ভাবে এই কাজে নিয়োজিত রাখেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থী শিল্পীদের জন্য একটী গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থাগারের বইগুলি অধিকাংশই বিজ্ঞান বিষয়ক হইলেও সাধারণ সাহিত্যের বইও তাহাদের মধ্যে ছিল। এই mechanic institute-এর পরবর্তী কালে Glasgow Mechanic Institute এই নাম করণ হয়। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটীর কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে Glasgow Technical College-এর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে Glasgow Royal Technical College এই নামে অভিহিত হইতে থাকে।

কলকারখানার শিল্পীদের জন্য পড়িবার ব্যবস্থার এইরূপ অনুকরণ অন্যান্য সহরেও হইতেছিল। ইহাদের এত দ্রুত প্রসার হইতে থাকে যে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা সাত শ'র উপর উঠিয়াছিল। mechanic institute-এর অঙ্গ হিসাবে সর্বত্রই গ্রন্থাগারও সংযুক্ত ছিল। পৌর প্রতিষ্ঠান রেট সমর্থিত সাধারণ গ্রন্থাগার অনেক ক্ষেত্রেই mechanic institute-এর পুস্তকাগারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। Subscription লাইব্রেরী ব্যতীত বিশ্বপ্রেমিক অনেক দানবীরের বদান্যতার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর যাজক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য বহু লাইব্রেরীর পত্তন হয়। উপযুক্ত ব্যক্তিদের ও যাহারা পরিচয় পত্র সংগ্রহ করিতে পারিত তাহাদের এই গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইত। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বড় বড় গির্জ্জার সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় সংগ্রহগুলি অনেক সময়ই বেশ মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলির মধ্য দিয়া যে ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার হইতেছিল তাহাতে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এই সকল গ্রন্থাগারের কার্যকারিতার প্রধান অন্তরায় ছিল যে ইহারা চাহিদার তুলনায় সংখ্যায় গুটি কয়েক মাত্র ছিল, তাহার উপর ইহাদের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের স্থাপনের মধ্যে ভৌগোলিক কোনো বণ্টন নীতি থাকিতে পারে না—ছিলও না। তাহার ফলে যেখানে হয় তো গ্রন্থাগারের বেশী প্রয়োজন ছিল সেখানে একটীও গ্রন্থাগার ছিল না, আবার যেখানে গ্রন্থাগার ছিল এবং নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন না করিলেও চলিত সেখানে নূতন নূতন গ্রন্থাগারের আবির্ভাব হইত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন

প্রবর্তনের সময় পার্লামেণ্টে যে বিতর্ক হয় তাহাতে দেখা যায় নূতন কর বা library cess ধার্য করিবার জন্য অর্থনৈতিক কারণে আপত্তি উঠে নাই; আপত্তি হইয়াছিল রাজনৈতিক কারণে। শিল্পীদের ও শ্রমিকদের পড়িবার সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে দেশের লোকের মধ্যে এই উপলব্ধি হইয়াছিল যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন লাইব্রেরী কর ব্যতীত এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ অসম্ভব। শুধু উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা নয় সংগঠনের দিক দিয়া পরিচালনার সুবন্দোবস্ত করাও প্রয়োজন। ইংলণ্ডে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে ঐতিহাসিক কারণে প্রচুর ক্ষমতা। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইনে পৌর প্রতিষ্ঠানদের গ্রন্থাগারের বাড়ী নির্মাণ, ক্রয় বা সংস্কার, আলো, পাখা, আসবাবপত্র ইত্যাদি বাবদ লাইব্রেরী কর বা cess লব্ধ টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। এই সব জনপদের ট্যাক্স আদায়ের ধারা এইরূপ ছিল যে প্রতি হোল্ডিংএর জন্য যত ট্যাক্স ধার্য হইত তাহার পাউণ্ড পিছু আধ পেনি হিসাবে গ্রন্থাগার বাবদ ট্যাক্স সংগৃহীত হইত। ১০,০০০ হাজার সংখ্যক লোক অধ্যুষিত যে কোনো জনপদের এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। তবে ইহার জন্য প্রতি জনপদের করদাতাগণের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন ব্যতীত এই আইন পৌর প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিতে পারিত না। এইজন্য ইহাকে adoptive act বলে। ইহার মূলে বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইনের একটী প্রধান ত্রুটী ছিল যে বই ক্রয়ের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সেই জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার সংশোধনের প্রয়োজন হইল; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ½ পেনির পরিবর্তে রেটের বা ট্যাক্সের হার এক পেনিতে বর্ধিত করা হইয়াছিল ও বই, খবরের কাগজ, ম্যাপ, বৈজ্ঞানিক ও চারুকলার নিদর্শন হিসাবে জিনিসপত্র ক্রয় করিবার ক্ষমতা বিধিবদ্ধ করা হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। ১৮৮০-১৮৮৯ পর্যন্ত ৭০টী Town council-এ ১৮৯০-১৮৯৯ পর্যন্ত ১০১টী ও ১৯০০-১৯১৯ পর্যন্ত ২০০টী গ্রন্থাগারে এই আইন পরিগৃহীত হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আইনের ছোটখাট অনেক সংশোধন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতে নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রথম যুদ্ধের পর জীবনযাত্রার খরচের মাপকাঠি এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে গ্রন্থাগারের পক্ষে তাহাদের পরিচালনার ব্যয় এক পেনি রেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনে লাইব্রেরী রেটের সীমা এক পেনি হইতে তুলিয়া দিয়া অনিশ্চিত রাখা হইল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গ্রন্থাগার সেবার ব্যয় অনুযায়ী রেট ধার্য করিবার কোন বাধা রহিল না। County Council

গুলিকে প্রথম গ্রন্থাগার আইন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই দুইটী ধারার সংশোধনের পর পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্ময়কর ভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এখনও শৈশব অবস্থা। সবে স্খলিত চরণে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে জনমতের পরিপোষকতায় ইংলণ্ডে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল সে জনমত এখনও জাগ্রত হয় নাই। দেশের বর্তমান অর্থ সংকটের কথা মনে করিলে library cess বাবদ কোনও নূতন cess বা ট্যাক্সের প্রস্তাব জনমতের সহজে গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দেখা যায় যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মাথাপিছু মাসিক আয়ের হার ২২ টাকা ১০ আনা হইতে পাঁচ বৎসরে ২৪ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯ ভাগ বাড়িয়াছে, অথচ ট্যাক্স বাড়িয়াছে শতকরা ৫০ ভাগ। জনমত গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে গড়িয়া তুলিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে লাইব্রেরী-cess এর অনুকূলে জনমতের অধিকাংশের আপত্তি অপসৃত হইতেও পারে। ইংলণ্ডের ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইনের প্রধান বিশেষত্ব ছিল যে পার্লামেণ্টে আইনের সমর্থন ছাড়াও কোনও অঞ্চলে গ্রন্থাগার আইন গ্রহণ করিয়া নূতন কর ধার্য হইবে কিনা ইহার জন্য সরাসরি ভাবে সেই অঞ্চলের ⅔ অংশ ভোটারদের সমর্থন প্রয়োজন হইত। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে জনমতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ হইতে পারে না। জনমতকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বপক্ষে গড়িয়া তুলিবার জন্য এত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

ট্যাক্স ছাড়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বপক্ষে এত প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। ইহার জন্য আনুমানিক কত টাকা প্রয়োজন হইবে এবং কি ভাবে আবশ্যকীয় টাকা সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে Advisory Committee for Libraries তাঁহাদের report-এ ইহার একটা আনুমানিক হিসাব দিয়াছেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে একদিনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে না। ইহার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী পরিকল্পনার প্রয়োজন। সুতরাং Advisory Committee ২৫ বৎসরের জন্য যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছে তাহাতে অবশ্যই আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। এই ২৫ বৎসরের মধ্যে জনসেবার জন্য বড় বড় সহর ও বিভিন্ন আকারের জনপদের জন্য কি ধরণের গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও তাহাদের বাবদ আজকের দিনেই বা কত টাকা লাগা উচিত ও ২৫ বৎসরের শেষেই বা বরাদ্দ টাকার পরিমাণ কত ঊর্ধে উঠিবে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব কমিটির Reportএ পাওয়া যায় কমিটির হিসাব

১ গ্রন্থাগারের শ্রেণী	২ সংখ্যা	প্রথম বর্ষে খরচের হিসাব	৩ ২৫ বৎসর পর খরচ
রাজ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	১৬ (হিমাচল ও দিল্লীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া)	২৫ লক্ষ	৫০ লক্ষ
জেলা গ্রন্থাগার	৩১০ (৩২৫টি জেলার ১৫টী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত	১০০ লক্ষ	১৪৫ লক্ষ
সহরের গ্রন্থাগার	১৬৩ (৫০ হাজার হইতে ২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত সহর	১২০ লক্ষ	১২০ লক্ষ
সহরের শাখা গ্রন্থাগার	৩০০ (প্রতি ৫০,০০০ হাজার জনপদে একটী করিয়া শাখা)	২০ লক্ষ	৭৫ লক্ষ
সচল বা mobile unit	৪০০	৭৫ লক্ষ	৭৫ লক্ষ
বুক সেন্টার	৪,৫০০ (২০ হাজার হইতে ৫০ হাজার পর্যন্ত অধ্যুষিত জনপদ ও পল্লী অঞ্চল)	২০০ লক্ষ	৪৩০ লক্ষ
অন্যান্য ও প্রচলিত গ্রন্থাগার	৫০	পরিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের গ্রন্থাগার পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার	৭৬৫ লক্ষ ৩৬০ লক্ষ
		৬ কোটী	২৩ কোটী

মত পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে প্রথম বর্ষে ৬ কোটী ও ২৫ বৎসর পর ২৩ কোটী টাকা Recurring খরচ হিসাবে লাগিবে। ইহার তুল্যাংশ বাবদ Non recurring খরচ হিসাবে লাগিবে। এই হিসাবে সবটাই আনুমানিক। কমিটির পরিকল্পনার বুনিয়াদ যে সুদৃঢ় নয় তাহা কতকগুলি কারণে স্পষ্টই বুঝা যায়ঃ

১। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জীবনযাত্রার মান কি হারে বর্ধিত হইবে তাহার সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় না। ২। বর্তমানে লিখনপঠনশীলদের সংখ্যা শতকরা ১৬·২% হইলেও পরিকল্পনা শেষে নিরক্ষরতা দেশ হইতে সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া তো যাইবেই, শিক্ষার মানও অনেক বাড়িবে। গ্রন্থাগারের উপর ইহার ফলে কতখানি চাপ পড়িবে তাহা অনুমান করা কঠিন। ৩। গ্রামাঞ্চল হইতে সহরে migratee-র সংখ্যা বর্তমানে খুব বেশী না হইলেও পঁচিশ বৎসর পরে ইহার কিভাবে পরিবর্ধন হইবে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে যে বর্তমানে প্রয়োজনীয় ৬ কোটী টাকা কোথা হইতে আসিবে। ইংলণ্ড হইতে আমাদের রাষ্ট্রের সংগঠন স্বতন্ত্র। এখানে ট্যাক্স সংগ্রহের তিনটী স্তরঃ ১। কেন্দ্রীয় সরকার, ২। রাজ্যসরকার, ৩। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা Local bodies। কমিটির মতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গ্রন্থাগার বাবদ বাৎসরিক ২ কোটী টাকা কর সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে না। ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দের Taxation Enquiry Committeeর report উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে Property Tax হিসাবে ২৪·৪ কোটী টাকা আদায় হইলে ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে [রিপোর্টটী ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত] এই বাবদ ৩২ কোটি টাকা আদায় হইবে ইহা অনুমান করা অসংগত হইবে না। এই ৩২ কোটী টাকার উপর টাকায় ৬ নয়া পয়সা লাইব্রেরী cess বা কর ধার্য করিলে সহজেই ২ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে ইহা আশা করা যায়। ২ কোটি টাকা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তুলিতে পারিলেই তুল্যাংশ হিসাবে ২ কোটি টাকা রাজ্য সরকার ও ২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে matching grant হিসাবে দাবী করা যাইতে পারে। প্রথমে তিনটি স্তরের নিকট হইতে সমান অনুপাতে টাকা সংগ্রহ হইতে পারে ; এই অনুপাত ভবিষ্যতে পরিবর্ধন করিয়া রাজ্য সরকারের হার তিন অংশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের হার এক অংশ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ইহার তুল্যাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকের দিনে ৬ কোটি টাকা উঠিলেও ২৫ বৎসর বাদে সর্বসাকুল্যে ৩০ কোটি টাকা উঠিবে।

কমিটির আজকের দিনের খরচের অনুপাতে বর্তমানে গ্রন্থাগার বাবদ কত খরচ হইতেছে তাহার ভিত্তিতে হিসাব করিয়াছেন। উপযুক্ত ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার না থাকিলেও ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার খাতে এক কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। অবশ্য এই টাকার অধিকাংশ আসিয়াছিল ব্যক্তিগত চাঁদা হিসাবে। তবে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের নিকট হইতে Grant-in-aid হিসাবেও যে টাকা খরচ হইয়াছিল তাহার পরিমাণও নিতান্ত নগণ্য নয়। ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের নিকট Grants-in-aid আকারে কতটাকা পাওয়া গিয়াছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, ও ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে চাঁদা দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারে কতটাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহার একটা তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

রাজ্যের নাম	১৯৫৬-১৯৫৭ Grant-in-aid	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ	১৯৫৬-১৯৫৭ গ্রন্থাগার খাতে খরচ
অন্ধ্র	৬২,০০০ ২৫,০০০০০ (আইনের বলে)	৫,০৫,০০	৯,৫০,০০০
আসাম	৩৩,৬২০	৩৫,৫৬,০০০	১২,৯৯,৭৪১
বিহার	৭,০৮,৮৯৪	১৬,২৭,০০০	৭,০৮,৮৯৪
বোম্বাই	২,৭৫,৪০৫	৪,৩২,০০০	৫,৫০,০০০
কেরালা	২,৮৪,৪৫৪	১৩,৬৮,০০০	৯,৫০,০০০
মধ্যপ্রদেশ	—	৯,৪৮,০০০	১,৫২,৫৩৩
মহিশূর	৩,০০,০০০	—	৪,৪৭,১১৪
রাজস্থান	৪৭,৭০৫	৭৫,০০০	৪৭,৭৩৫
পাঞ্জাব	৩১,১৪৮	১৮,৪০,০০০	১,৩৮,৪৫২
উত্তর প্রদেশ	১,৫৫,৭০৪	১৯,০০,০০০	—
পশ্চিমবাংলা	১,২০,০০০	১১,৩১,০০০	৭,৩৮,৭৩৭
উড়িষ্যা	৯৮,৪৯৬	৫,০০,০০০	৯৮,৪৯১
হিমাচল প্রদেশ	৩০০	—	১০,০০০
মণিপুর	৫০০	—	৫,০০০
ত্রিপুরা	—	* —	২৬,০২৮
	২১,৭৪,৩৩৬	* সম্পূর্ণ	৮৭,১৭,১৯৫

তথ্যগুলি অসম্পূর্ণ ও কতটা নির্ভরযোগ্য তাহাও বলা যায় না। তাহা হইলে গ্রন্থাগার খাতে বৎসরে ১ কোটি টাকা গ্রন্থাগার আইন ব্যতিরেকেই খরচ হইতেছে এইরূপ অনুমান অসংগত হইবে না।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। অধুনা হায়দ্রাবাদ রাজ্যেও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে গ্রন্থাগার আইন প্রচলিত ছিল। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হইয়াছে।

এই দুইটি রাজ্যে আইন প্রবর্তনের মধ্যে ১২ বৎসরের ব্যবধান থাকিলেও এই দুইটি কাঠামো মোটামুটি একই ধরণের, তবে মাদ্রাজ আইনের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধিত করিয়া আইনের কিছু উন্নতি করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ আইনের প্রধান প্রধান ধারা হইতেছে ঃ

মাদ্রাজ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বলবৎ করিবার জন্য একটি State Library কমিটি গঠিত হইল। শিক্ষামন্ত্রী ইহার সভাপতি হইবেন ও Director of Libraries বা তাঁহার বিকল্পে Director of Public Instructor-কে সাহায্য করিবার জন্য একজন Special Officer নিযুক্ত হইবেন। ইনি কমিটির সম্পাদকের কাজ করিবেন। কমিটির অধিকাংশ সদস্যই মনোনীত হইবেন তবে বিশ্ববিদ্যালয়, আইন সভা ও গ্রন্থাগার পরিষদেরও প্রতিনিধি থাকিবেন। কমিটি শুধু পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিবেন। কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইবার তাঁহাদের ক্ষমতা থাকিবে না।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য Director of Libraries-এর অধীনে Department of Library বলিয়া একটি নূতন বিভাগ থাকিবে। Director of Libraries-র অবর্তমানে Special Officerই রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শুধু পরিচালনা করিবেন তাহা নহে, স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের Local Library Authorities-এর কাজের তদারক ও কর্তৃত্ব করিবেন।

মাদ্রাজ সহরের জন্য ও জেলাগুলির জন্য Local Committeeএর ব্যবস্থা আছে। ইহাদের অধিকাংশ সদস্যই সরকারের মনোনীত। কমিটির সম্পাদক ও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা আছে তবে সদস্যরা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করিতে পারিবেন। গ্রন্থাগার উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা Director of Libraries-এর অনুমোদন লাভ না করিলে কার্যকরী হইবে না। ডিরেক্টর ইচ্ছা করিলে বিকল্প পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারেন। Local Library Committee-কেই Local Library authority বলা হইয়াছে। Local Authority Property tax-এর প্রতিটাকায় তিন নয়া পয়সা করিয়া লাইব্রেরী Cess ধার্য করিতে পারিবেন। ইচ্ছা করিলে এই তিন নয়া পয়সা বাড়াইয়া বেশী করও সরকারের অনুমতি লইয়া ধার্য করা চলিবে। ইহার কোনও নির্দিষ্ট সীমা নাই। Local Library Committee তাঁহাদের সকল ক্ষমতা একটী ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহক কমিটির হাতে তুলিয়া দিতে পারিবেন।

মাদ্রাজ আইন অপেক্ষা অন্ধ্র আইনের ধারাগুলি অনেক উন্নত। গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা অন্ধ্র আইনে কিছুটা স্বীকার হইয়াছে। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক State Library কমিটির সদস্য। জেলা কমিটিগুলিতে জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক কমিটির সম্পাদকের কাজ করেন। অন্ধ্র আইনের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব যে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা অনেক হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি সংখ্যা তিনজন করা হইয়াছে।

সকলের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে লাইব্রেরী Cess তিন নয়া পয়সার পরিবর্তে ৪ নয়া পয়সা করা হইয়াছে। Central Classification ও Cataloguingর কাজ ডিরেক্টরের অধীনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। Director of Libraries-এর অধীনে Deputy Director বলিয়া একটী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। Director of Libraries তথা গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের ক্রিয়া কলাপের তদারক ও কর্তৃত্ব করার ক্ষমতার কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করা হয় নাই। তবে Local Library Committee-র মাধ্যমে একদিক দিয়া নূতন দায়িত্ববোধ জন্মাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহারা মাদ্রাজের অনুরূপ কার্য নির্বাহক কমিটির হাতে অন্য সকল ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে পারিলেও আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে পারেন না।

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন এককথা আইনের পরিচালনা অন্যকথা। ডঃ রঙ্গনাথন মাদ্রাজ আইনের পরিচালনা তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কার্যতঃ Department of Libraries-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। Deparment of Public Instruction এর একটী শাখা মাত্র। প্রথমে Director of Public Instructionকে সাহায্য করিবার জন্য যে Special Officer for Libraries নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার কিছু গ্রন্থাগারিক বিদ্যা ছিল। ধীরে ধীরে এই কাজের ভার পড়িয়াছে একজন নিম্নতম কর্মচারীর উপর। গত তিন বৎসরের মধ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সভা আহ্বান করা হয় নাই। জেলা কমিটিগুলির ব্যবস্থাও শোচনীয়। সকল ক্ষেত্রেই Inspector of Schools-কে কমিটির সম্পাদক করা হইয়াছে। জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক তাঁহার অধীনে কর্মচারী বলিয়া গণ্য করা হয়। কাজের ভীড়ে Inspector of Schools গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিতে সময় পান না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের জীবনে তাই জড়তা আসিয়া গিয়াছে।

এই দুইটী গ্রন্থাগার আইনের যে এখনও অনেক ত্রুটি অসংশোধিত আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলেও মাদ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্যে গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

যে সকল ত্রুটির কথা আমাদের মনে পড়ে তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে যে Cess সংগ্রহের দায়িত্ব পৌরপ্রতিষ্ঠনগুলির উপর, কিন্তু পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত Library Committee-গুলির কোনো উপায় নাই। Cess সংগ্রহে পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজে ত্রুটি থাকিলে কমিটির জানিতে পারার সম্ভাবনা কম। জানিতে পারিলেও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা সুকঠিন। অনেকে মনে করেন যে ইংলণ্ড বা আমেরিকার অনুকরণে পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে শুধু কর সংগ্রহের দায়িত্ব নয় পরিচালনার ভার দিলে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা সফল হইবে।

ডঃ রঙ্গনাথন তাঁহার Library Personality and Library bill : West Bengal এই পুস্তিকাতে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আইনের একটী

খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন। এই খসড়াতে অন্ধ্র রাজ্যের ও মাদ্রাজ রাজ্যের গ্রন্থাগার আইনের সংগে আপাতদৃষ্টিতে কিছু পার্থক্য থাকিলেও মূলগত কোনো প্রভেদ নাই। শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ও সভাপতিত্বে রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি গ্রন্থাগার পরিচালনার সকল বিষয়ে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিবে। স্থানীয় লাইব্রেরী কমিটি বা জেলা কমিটি বর্তমান কমিটিগুলির মতই Ad Hoc সংস্থান। অবশ্য ইহাদের সংগঠনে মনোনয়ন নীতির পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুপারিশ রহিয়াছে। গ্রন্থাগারিকদের সকল কমিটির মধ্যে সম্পাদক হিসাবে কিছু মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

এই ধরণের Ad Hoc সংস্থানের মাধ্যমে অবস্থার বিশেষ উন্নয়ন হইবে কিনা সন্দেহ। বিশেষ বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা ইংরাজ শাসনের সময়ে আইন সভার সংগঠনের মধ্যে ছিল। তাহার বিশেষ কারণও ছিল। জনসাধারণের প্রতিনিধি সংখ্যা রাজনৈতিক কারণে হ্রাস করিয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিধান সভায় বা লোকসভায় বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই। জনসাধারণের প্রতিনিধিদেরই বিশেষ বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে লাইব্রেরী cess বা কর সংগ্রহ করার যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তাহার স্বাভাবিক পরিণতি তাহাদের হস্তেই পরিচালনার কর্তৃত্ব অর্পণ করা। বর্তমান ব্যবস্থায় পৌর প্রতিষ্ঠান ও অধুনা প্রচলিত মাদ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্যের লাইব্রেরী কমিটিগুলির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অস্পষ্ট। ডঃ রঙ্গনাথনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাতেও এই সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া তোলা হয় নাই। একটী সংগঠনের হাতে Library cess সংগ্রহ করা ও গ্রন্থাগার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার থাকিলে ভবিষ্যতে বিবাদের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। দ্বৈত দায়িত্ব কতখানি সন্তোষজনকভাবে কাজ করিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দ্বৈত দায়িত্ব সফল করিয়া তুলিতে পরস্পরের মধ্যে যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, আমাদের দেশের বর্তমান পরিবেশের মধ্যে তাহা আশা করা যায় না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রধান বিশেষত্ব কমিটির সাহায্যে স্থানীয় শাসন পরিচালনা করা। লাইব্রেরী কমিটি পৌর প্রতিষ্ঠানের Standing Committee গুলির মধ্যে একটি কমিটি হইতে পারে। ভালোভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করিলে যাহাদের উপকার হইবে ও যাহাদের নিকট হইতে cess সংগ্রহ হইবে তাহাদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানের একটি Standing Committee হিসাবে কাজ করিলে লাইব্রেরী কমিটির প্রতিষ্ঠাও বাড়িবে দায়িত্বও বাড়িবে।

রঙ্গনাথনের প্রস্তাবিত আইনে District Social Education Officerএর জেলা গ্রন্থাগারিকের উপর কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইতে পারিবে না। শিক্ষা বিভাগের ইতিহাস এক শত বৎসরের উপর, স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার বিভাগের এখনও সূচনা হয় নাই। একই শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে দুইটি বিভাগ থাকিলে একশত বৎসরের পুরাতন বিভাগ যে বিভাগের এখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হয় নাই তাহার উপর আধিপত্য করিবে এইরূপ আশঙ্কা করা অন্যায় হইবে না।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন

স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই শিক্ষা বিস্তারের দিকে সমধিক দৃষ্টি দিয়েছেন ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা। শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের প্রতিজ্ঞায় যে কাল-সীমা ছিল তা' অবশ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তবুও শিক্ষা বিস্তারের জন্যে অবিরাম চেষ্টা যে চ'লেছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। জনশিক্ষার বিস্তারের পরিকল্পনার সংগে সংগেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থাগার বিস্তৃতির পরিকল্পনা অতি স্বাভাবিক ভাবেই এসে প'ড়েছে। আমাদের পশ্চিমবংগেই পুরাতন গ্রন্থাগার গুলির অনেকে যেমন সরকারী সাহায্য পাচ্ছে—তেমনই তার পাশে পাশে সরকারের উদ্যোগে নূতন ভাবে রাজ্য গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে—রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা আমাদের পশ্চিমবংগেও রূপ নিতে চ'লেছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিবেচনা ক'রতে হবে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের এই কাজকে আমরা কেমন ক'রে সার্থক ক'রে তুলতে পারি—কেমন ক'রে নিশ্চিত ক'রে তুলতে পারি। আমাদের দেশে আজ গ্রন্থাগার বিস্তৃতির যে আয়োজন চ'লেছে তার মূল হ'চ্ছে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। শিক্ষা বিস্তারের প্রকৃষ্টতম পথ হিসাবে গ্রন্থাগারকে কর্তৃপক্ষ গ্রহণ ক'রেছেন এবং নানাভাবে এর সমুন্নতির জন্য সাহায্য ক'রছেন ব'লেই আজ পশ্চিমবংগে গ্রন্থাগার তার পরিবৃদ্ধির রসদ সংগ্রহ ক'রতে পারছে। আমাদের গত বছরের আয়ব্যয়ের বরাদ্দের একটু আলোচনা ক'রলে অবস্থাটা আমরা অনেকটা বুঝতে পারব। গ্রন্থাগার খাতে পশ্চিমবংগে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে; ঐ ১৫ লক্ষ টাকা মোটামুটি খরচ করা হয় এই ভাবে:

রাজ্য ও গ্রন্থাগার খাতে	৭০,০০০'০০
১৮টি জেলা গ্রন্থাগার বাবদ	২,৩০,০০০'০০
৪৬৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার বাবদ	৯,০০,০০০'০০
তিনটি সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার (বাণীপুর, কালিম্পং ও টার্কী)	৪০,০০০'০০
গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের সাহায্য	৫০,০০০'০০
বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সাহায্য	২,১০,০০০'০০
মোট—	১৫,০০,০০০'০০

এখন লক্ষ্য ক'রতে হবে এই পনর লক্ষ টাকার অর্ধেকেরও বেশী ব্যয় করা হয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য। জনশিক্ষা প্রসারে পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্পাদনে, জনসাধারণের প্রয়োজন নির্বাহে এই সব গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ আমাদের রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা যে কত সুদূর প্রসারী তা' গ্রন্থাগার অনুরাগী মাত্রই অনুভব ক'রে থাকেন। কিন্তু এই গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ব্যয় অনুধাবন ক'রলে আমরা দেখতে পাই, সরকারী তহবিল থেকে এই সব গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন এবং আনুসঙ্গিক ব্যয়ের মাত্র ব্যবস্থা আছে। বই কেনার জন্য পৃথক আর্থিক বরাদ্দ কিছুই করা হয়নি। মনে হয় প্রকারান্তরে এই সব গ্রন্থাগারগুলোকে চাঁদা আদায় ক'রে বই কেনার ব্যয় নির্বাহের জন্যই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

জেলা গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যেও অনেকগুলো জেলাই সরকারী ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে না পেরে চাঁদা আদায়ের বন্দোবস্ত করেছে। তাই মনে হয় দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে যেয়ে আজ আমরা পদে পদে অনুভব ক'রছি অর্থাভাবের আর সেই অভাব পূরণ ক'রতে চেয়েছি পাঠকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে।

কিন্তু চাঁদা তোলা গ্রন্থাগার আমাদের দেশের সমস্যা মেটাতে পারবে না। একে ত' দেশের বিপুল সংখ্যক লোক অশিক্ষিত ব'লে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝে না। তারপরে শিক্ষিত যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অধ্যয়ন বিলাস বর্জন ক'রে চলেন। এ অবস্থায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চাঁদার সাহায্যে গ্রন্থাগার চালাতে হ'লে টাকা দেবার লোক পাওয়া যাবে খুবই কম—এবং টাকা দেবার ভয়ে গ্রন্থাগারের দরজা থেকে ফিরে যাবে অনেক অনেক লোক। এতে একদিকে আমাদের টাকার অভাব ঘুচবে না অন্যদিকে যাদের পড়াবার পরিকল্পনা ক'রে এত আয়োজন তারা সবাই বাদ প'ড়ে যাবে এর সুফল থেকে। তাই বই পড়তে চাওয়ার জন্যে বাড়তি আক্কেলসেলামী চাওয়াটা উঠিয়ে দেওয়ার উপর আমরা এত জোর দিচ্ছি। আমরা ব'লছি আমাদের দেশে বিনা চাঁদায় সকলের জন্য গ্রন্থাগারের বন্দোবস্ত করা হোক।

অনেকে মনে করেন এই বন্দোবস্ত করবার জন্য সরকারের নতুন কর বসানোর দরকার নেই। অন্য অন্য খাতে তাঁরা যা টাকা সংগ্রহ করেন তার থেকেই গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহ করা সবচেয়ে সমীচীন। যুক্তি হিসাবে তাঁরা বলেন আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনধিকারী। সুতরাং তাদের কাছ থেকে গ্রন্থাগারের জন্য কর নেওয়া অন্যায়। কেউবা বলেন সরকারী করের বোঝা এমনিই বহা কঠিন হয়ে উঠেছে, এর উপর আবার নতুন কর চাপালে বসে প'ড়তে হবে। এই দুটো যুক্তিই বিচার ক'রলে দেখা যাবে, এই মতাবলম্বীরা সকলের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চান না। আমাদের দেশে

যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের মধ্যেও জ্ঞান প্রসারের প্রয়োজন যে আছে একথা আমরা ধ'রেই নিয়েছি। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এদের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারের বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করা দরকার। কীভাবে সে কাজ ক'রতে হবে সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং গ্রন্থাগার এঁদের কিছু না ক'রে এঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় ক'রবে এ ভয় ও যুক্তি বিচারে টেঁকেনা। সকলের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সাক্ষর নিরক্ষর কেউই বাদ প'ড়বেন না এই-ই আমরা চাই।

উপযুক্ত গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হলে তার জন্য উপযুক্ত ব্যয় করতে হবে একথা মানতেই হবে। কিন্তু সে ব্যয়ের টাকা আসবে কোথা থেকে, বর্তমান আয় থেকে সে ব্যয় কুলানো যাচ্ছে না তখন টাকা তোল্‌বার জন্য হয় অন্য জিনিসের উপর কর চাপাতে হবে, নয় গ্রন্থাগারের ব্যয় মেটাবার জন্য গ্রন্থাগারের নাম ক'রে টাকা তুল্‌তে হবে। প্রথম পন্থায় টাকা উঠবে বটে কিন্তু গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় কর্‌তেই হবে এমন চাপ দেওয়া যাবে না, দ্বিতীয় পন্থায় তা' যাবে। এখন কোন্ পথ গ্রহণীয় সেটা সহজেই বোঝা যায়।

টাকা তুল্‌তে হ'লে টাকা তোল্‌বার জন্য দেশের সম্মতি চাই। সেই সম্মতি পেতে হ'লে আইনসভায় এই বিষয়টা উত্থাপিত হওয়া দরকার। আইনসভার মঞ্জুরী না পেলে টাকা তোলা যাবে না—দেশব্যাপী যথোচিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা যাবে না।

আমাদের দেশে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত করের জুজুর ভয় দেখিয়ে গ্রন্থাগার আইনের বিরুদ্ধে মত তৈরী করা গেছিল। কিন্তু এখন লোকে বুঝেছে যে, চাঁদা দেওয়া গ্রন্থাগারে একজন লোকের পড়বার সুবিধা পেতে হলে বছরে অন্ততঃ তিন টাকা চাঁদা দিতে হয়। কিন্তু সম্পত্তির অনুপাতে কর ধার্য হ'লে অনেককেই অত টাকাও চাঁদা দিতে হবে না—অথচ পড়্‌বার সুবিধা পাবে বাড়ীর সকলে, মায় আত্মীয় কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগত পর্যন্ত। এটা ঠিক যে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেদের ভাগে হয়ত বেশী কর প'ড়বে—এবং ঐ সব লোকের অনেকে হয়ত এখন গ্রন্থাগারে পড়তে আসেন না—চাঁদাও দেন না। সুতরাং অপারগদের বোঝা কিছুটা শক্ত কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। ব্যাপারটা যে খুব অযৌক্তিক বা অসুবিধার হবে না—এটা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অনেকেই আজ প্রণিধান ক'রতে পেরেছেন এবং তাই আজ গ্রন্থাগার-আইন বিধিবদ্ধ হবার সময় এসেছে ব'লে আমরা মনে করি।

আইন না ক'রেও সরকারী আদেশেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হ'তে পারে—একথা যাঁরা বলেন তাঁদের কাছে আমরা প্রথম বলি, আইন ক'রে যে ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হয় তার সাক্ষী ব্রিটেন, কানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া। আইন না ক'রে যে ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হয় তার সাক্ষী কই, উদাহরণ কোথায়? মহাজন-বিরচিত পরিচিত পথ ছেড়ে অপরিচিত পথে চলার ঝুঁকি আমরা নিতে যাব কেন?

গ্রন্থাগার-আইন দরকার এটা প্রতিপন্ন হ'য়ে গেলে তারপরে আমাদের বিচার্য ঐ আইনের প্রয়োগ হবে কেমন ক'রে। আমাদের দেশে শিক্ষার দায়িত্ব আজ পর্যন্ত কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেনি'—সুতরাং তাদের কারুর উপরই নতুন করে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেবার প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আইন তাই ব্রিটেনের মত হ'তে পারবে না। গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার দায়িত্ব হয় পশ্চিমবঙ্গে নতুন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার উপর নয় বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন ক'রে তাদের উপর দিতে হবে। আজ লোকের স্বাভাবিক ঝোঁক হ'চ্ছে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। তা' ছাড়া গ্রন্থাগারের সঙ্গে স্থানীয় সম্পর্কই হ'চ্ছে খুব বেশী। রোজ-হাজির দেওয়া পাঠকদের বাইরের চাহিদা মেটানো গ্রন্থাগারের প্রথম কাজ। এই কাজ ঠিকভাবে করতে হ'লে স্থানীয় কর্তৃত্ব থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তা'ছাড়া গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কেমনভাবে ক'রলে কোন জায়গায় লোকদের সব চেয়ে সুবিধা হবে সে কথা সে জায়গার লোকেরই ভাল বোঝার কথা। তাই গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব বিভিন্ন অঞ্চলিক সংস্থার উপর দেবার কথা অনেকেই বলেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষেও কিন্তু কম কথা বলবার নেই। এক জায়গার উপর সারা দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকলে দেশের সব জায়গায় সমান উন্নতি হবার সম্ভাবনা থাকবে। না হ'লে ধনী সহর কলকাতা বা ঘন বসতির আসানসোলে গ্রন্থাগার উন্নতি যে পরিমাণে হবে—বীরভূম, বাঁকুড়ার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়েও তার শতাংশ হওয়াও সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। কেন না বই গুলোর বর্গীকরণ. সূচীকরণ প্রভৃতির কাজ এক জায়গার থেকে হলে আমরা জনসংযোগের কাজে আমাদের সামান্য সংখ্যক কর্মীদের লাগাতে পারব। তা' ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে গ্রন্থাগারে আরও ভাল কাজ করার পক্ষে কেন্দ্রীয় সংস্থাই বেশী সুবিধার হবে বলে মনে হয়। তবে প্রত্যোক অঞ্চলে স্থানীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠন ক'রতে হবে। এবং পুস্তক-নির্বাচনে, নূতন পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে আর্থিক কারণে ছাড়া তাঁদের উপদেশকে অবশ্য পালনীয় ব'লে মনে ক'রতে হবে।

বিধানানুমোদিত এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংস্থা সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাক্‌বে। এর অধিকার থাক্‌বে সম্পত্তির জন্য দেয় করের উপর তিন শতাংশ কর ধার্য করার। এই আদায়ী অর্থের উপর রাজ্য সরকার আরও তিনগুণ অর্থ সাহায্য ক'রবেন। বস্তুতঃ বই ছাড়া অন্য সমস্ত পৌনঃপুনিক ব্যয়ের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মত প্রত্যোক গ্রন্থাগারের যাবতীয় প্রারম্ভিক ব্যয় ভার বহন ক'রবেন। কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হ'লে যাতে গ্রন্থাগারগুলো অচল হ'য়ে না পড়ে তা' দেখা দরকার, অথচ

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই দেশের টাকার সবচেয়ে বেশী অংশ। সুতরাং ব্যবস্থা ঐরূপ করা প্রয়োজন।

এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংস্থার গঠন নিম্নরূপ হ'তে পারে ঃ

(১) শিক্ষামন্ত্রী—সভাপতি
(২) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসণ বিভাগের মন্ত্রী
(৩) শিক্ষাধিকর্তা
(৪) আইন সভার দুইজন প্রতিনিধি
(৫) বিভাগীয় কর্মসচিব বা বিভাগাধিকর্তাদের মধ্যে সরকার মনোনীত একজন
(৬) রাজ্যের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি
(৭) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রতিনিধি
(৮) একজন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ
(৯) তালিকাভুক্ত সংস্কৃতি পরিষদগুলির একজন প্রতিনিধি
(১০) মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের একজন প্রতিনিধি
(১১) তালিকাভুক্ত ব্যবসায়িক পরিষদের একজন প্রতিনিধি
(১২) রাজ্য গ্রন্থাগারিক—কর্মসচিব

বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য উপদেষ্টা সমিতি এক রকম করার অনেক অসুবিধা আছে। বোধ হয় অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা ক'রলেই এখানে প্রথম প্রথম অন্ততঃ সব চেয়ে সুফল পাওয়া যেতে পারে। রাজ্য গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতি অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা যেতে পারে।

এই সংস্থা প্রয়োজন মত নানা আকারের, নানা আয়তনের গ্রন্থাগার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন ক'রবে। রাজ্যের কোথায়ও বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার সরকারী ব্যয়ে চালান হবে না। রাজ্যের সব গ্রন্থাগার মিলে দেশে এমন একটা গ্রন্থাগারের জাল বুনবে যায় প্রভাব থেকে কোন অঞ্চল, কোন ব্যক্তি বাদ প'ড়ে যেতে পা'রবে না। *

* গত ১৮ই মার্চ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ষ্টুডেন্টস্ হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল আলোচ্য প্রবন্ধ হিসাবে এই লেখাটি সভায় উপস্থাপিত হয়েছিল।

নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী

গ্রন্থাগার আইনে আর্থিক সংবিধান

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত ভারত সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে পরামর্শদাতা কমিটির* রিপোর্টকে কেন্দ্র করে এই আলোচনার অধুনা বিশেষ সার্থকতা আছে। জানা যাচ্ছে যে এই রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে একটি আদর্শ 'লাইব্রেরী বিল' তৈরী হয়েছে এবং শীঘ্রই উহা প্রকাশিত হবে। এই বিল সম্বন্ধে যদিও কিছু জানা যায় নাই, তবু অনুমান করা ভুল হবে না যে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে উক্ত কমিটি যে সব মন্তব্য করেছেন সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি প্রস্তুত করার সময় অবশ্য বিবেচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টটি সম্বন্ধে ভারতের গ্রন্থাগারিক মহলে সে পরিমাণ আগ্রহপূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত, তা হয়নি। এ দেশের গ্রন্থাগারিকদের অপরিণত অবস্থাই এজন্য দায়ী।

কমিটি রিপোর্টের নবম পর্যায়ে (Ninth Chapter) 'অর্থ ও পরিচালন পদ্ধতি' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে কমিটির পরামর্শ নিম্নলিখিত তিনটি তথ্য ও মন্তব্যের উপর নির্ভর করে :

(১) ১৯৫৯ সালে সারা ভারতে সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় মোট এক কোটি টাকা খরচ হয় ;

(২) তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সুরু থেকে এক ক্রমবর্ধমান হারে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক খরচ করা হবে। প্রথম বছর (১৯৬১-৬২) ছয় কোটি টাকা এ বাবদ বরাদ্দ থাকবে ; আর এই টাকা সমান হারে তিনটি আধার থেকে আসবে—(ক) লাইব্রেরী শুল্ক (Library Cess or Property tax) ; (খ) প্রাদেশিক সরকারসমূহের রাজস্ব, এবং (গ) কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ;

(৩) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খরচ ক্রমশঃ বেড়ে ২৫ বছর পরে, অর্থাৎ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৮৫-৮৬) বার্ষিক ব্যয় ৩৩ কোটি টাকায় পৌঁছাবে ; আর কমিটির মতে এই ব্যয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ লাইব্রেরী শুল্ক থেকে, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে ও বাকী প্রায় তিন পঞ্চমাংশ প্রাদেশিক সরকারসমূহের রাজস্ব থেকে আসবে।

কমিটির এই হিসাব এবং অর্থাগমের উপায় ও অনুমান সংগত ও নির্ভুল নয়। কমিটি অনুমান করেছেন ১৯৬০-৬১ সালে দুই কোটি টাকার মতো লাইব্রেরী শুল্ক

* Report of the Advisory Committee for Libraries. Ministry of Education, Government of India. 1959.

আদায় সম্ভব। এ কথা বললে ভুল হবে না যে ঐ বছর এমন কি ১৯৬১-৬২ সালেও শুল্ক কয়েক লক্ষ টাকার অধিক হবে না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী সাহায্যের ব্যাপারেও অনুসন্ধান করলে একই তথ্য জানা যাবে। এই অবস্থার জন্য যে বা যাহারাই দায়ী হউক না কেন ইহা কমিটির এ বিষয়ে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে। অধিকন্তু কমিটি বর্তমান আর্থিক পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে শুল্ক সংবিধান সম্বন্ধে যে বিশেষ গবেষণা ও সতর্ক নিয়ন্ত্রণ চলছে সে বিষয় মোটেই বিবেচনা করেন নাই। নচেৎ, "লাইব্রেরী শুল্ক সম্বন্ধে জবরদস্ত মত-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কেবল এই শুল্কই গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাগমের মজবুত ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে" (রিপোর্ট পৃঃ ১০২)।

১৯৬০-৬১ ও পরের বছরের আয় বরাদ্দ ও যথার্থ আয়ের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে রিপোর্টের মধ্যে আরও অনেক মন্তব্য রয়েছে সেগুলি বিবেচনা করলে, বর্তমানে এ দেশে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, এবং বিশেষ করে ভারত সংবিধানে (Indian Constitution) নিবন্ধ মূল রাষ্ট্রনীতি সমূহের মধ্যে বাধ্যতামূলক নিঃশুল্ক প্রাথমিক শিক্ষা ও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে দুটি নির্দেশ রয়েছে সেগুলি বিবেচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে কমিটির এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। আর্থিক ব্যবস্থার স্থায়ী মজবুত ভিত্তি স্থাপনের নামে কমিটি বালির বাঁধ বেঁধেছেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত অচল। জটিল সব প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও একথা সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার মিলে ২৫ বছর পরে যদি গ্রন্থাগারের জন্য ২৭ কোটি টাকা বছরে খরচ করতে পারেন তবে ২৫ বছর ধরে চেষ্টার ফলে সারা ভারত থেকে ৬ কোটি টাকা (মোট খরচ ৩৩ কোটি) তোলার একটা ব্যবস্থা চলবে এটা কতকটা যুক্তি সঙ্গত।

আসল কথাটি হচ্ছে, সম্যক উপলব্ধি করা চাই সরকার ৩৩ কোটি টাকা সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য খরচ করবেন কেন? প্রাথমিক শিক্ষাদানের সকল দায়িত্ব যদি সরকারের হয়, এবং সরকার যদি ৩ লক্ষ ৬০ হাজার (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার সকল খরচ বহন করেন তবে সেই শিক্ষাকে সজীব ও কার্যকরী রাখবার ভার কাহার হবে? প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার অবশ্য চাই। এই এই সত্য উপলব্ধি না করতে পারলে, জাতীয় শিক্ষার প্রগতির এই মূল উৎসের প্রয়োজনীয়তা অবিলম্বে স্বীকার না করতে পারলে, শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক, বালিকা, যাহারা কলকারখানায়, দোকান-পাটে ক্ষেত-খামারে কাজ করবে; বিদ্যালয় ত্যাগের কয়েক বছরের মধ্যেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিরুৎসাহ এমনকি নিরক্ষর পর্যন্ত হয়ে পড়বে। ক্রমোন্নত যে নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখছি আমরা তা ব্যর্থ হবে যদি শিক্ষার এই স্বাভাবিক অগ্রগতির ব্যবস্থা না থাকে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের সকল দায়িত্ব সরকারের হবে। আর সরকারী তহবিল থেকে এবাবদ সকল ব্যয়ভার বহন করা হবে। পরিচালন ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুরূপ হবে। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিণামে আর্থিক সংবিধান এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অধুনা দেশে শাসন ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে কোথাও কোথাও 'পঞ্চায়েতী রাজ' প্রচলনের ফলে। গ্রামের কৃষি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সেবার সকল ভার যদি পঞ্চায়েতের উপর আসে, গ্রন্থাগার পরিচালন ভার পঞ্চায়েত নিবেন। যে সাধারণ অর্থকোষ থেকে অন্যান্য সকল ব্যয়ভার বহন করা হবে, গ্রন্থাগারের ব্যয়ও সেই সাধারণ অর্থকোষ বহন করবে; এজন্য পৃথক লাইব্রেরী শুল্ক আদায় অসংগত এবং ইহা অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বরোদায় প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূলনীতি ছিল—যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানেই সাধারণ গ্রন্থাগার। যে ব্যবস্থার সারবত্তা প্রায় ৫০ বছর পূর্বে বরোদায় মহারাজা বুঝেছিলেন তা বুঝতে আজও কি আমরা অক্ষম? যতই এই বৃক্ষরোপণ ও সেই সংগে জলসেচনের ব্যবস্থার সুবুদ্ধির কথা ভাবি ততই মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী খরচার সংগে সাধারণ গ্রন্থাগারে উপর খরচার একটা সুসংগত হার কি স্থির করা যায় না! বিদেশের নজির এসম্বন্ধে নাই বা পেলাম। আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনার সময় উপস্থিত।

পূর্বেই বলেছি গ্রন্থাগার পরিচালনার অর্থ পরিণামে সরকারী যে তহবিল থেকে প্রাথমিক শিক্ষার খরচা আসে সেখান থেকেই আসবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে অবিলম্বে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার সংগতি আমাদের আছে। সংগতির অভাবে আজও নিঃশুল্ক বাধ্যতামূলক শিক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। আরও দীর্ঘকাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ করে এজন্য প্রয়োজনীয় জমি, গৃহ নির্মাণের ব্যয়, প্রাথমিক গ্রন্থসংগ্রহ, ইত্যাদির জন্য সংগতিপন্ন, দানশীল ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রয়োজন হবে। পশ্চিম বাংলায় ও অন্যান্য যে সব প্রদেশে এসম্বন্ধে প্রশংসনীয় কাজ হচ্ছে তার প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কর্তাগণ উপরোক্ত নিবেদন বিবেচনা করতে পারেন।

গত ১৯শে মার্চ স্টুডেন্টস্ হলে গ্রন্থাগার আইনের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রবন্ধটি আলোচিত হয়।

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট

সংকলক ঃ অমিতা মিত্র, গীতা মিত্র, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত

পত্রিকা নির্ঘণ্টের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে মানুষের চিন্তার বাহন রূপে পত্রপত্রিকার ভূমিকা গ্রন্থের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে নূতন চিন্তার প্রথম প্রকাশ পত্র পত্রিকায় হয়ে থাকে। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়ের নূতন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা প্রথমে প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। তারপর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যাচাইয়ে যখন ঐ চিন্তা মানবসমাজে স্বীকৃতি লাভ করে তখনই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে গ্রন্থে। এই বক্তব্যটি বিশেষ করে প্রতীয়মান হয় বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে এক বিজ্ঞান বিষয়েই পৃথিবীতে প্রায় ৬০,০০০ পাঠযোগ্য পত্রিকা প্রকাশ হয়ে থাকে।

মানব চিন্তার মূল্যায়নে পত্রপত্রিকায় এই ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে বিভিন্ন দেশে প্রচেষ্টা হয়েছে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিন্তামূলক প্রবন্ধাদি পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরতে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষিত নির্ঘণ্ট নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে আমাদের দেশে সেই প্রচেষ্টা আজও শুরু হয়নি।

বাংলা ভাষার অনুরাগী ছাত্র মাত্রই জানেন যে আমাদের চিন্তার বিবর্তনে এই বাংলা পত্রপত্রিকার ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। এই সব পত্রপত্রিকায় নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জনসাধারণের সামনে সঠিকভাবে না তুলে ধরার জন্য অনেক সময় এই সব প্রবন্ধ অবহেলিত ও অজ্ঞাত থাকছে। প্রধানত এই কারণে বর্তমানে বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষিত একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করার কথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ চিন্তা করেন। এই প্রচেষ্টা আগেও একাধিক পত্রপত্রিকায় (গ্রন্থাগার, গ্রন্থবাণী) করা হয়েছে কিন্তু নানা কারণে তা স্থায়ী রূপ লাভ করেনি।

নির্ঘণ্ট প্রণয়নের নীতি

১। প্রবন্ধাদির এই নির্ঘণ্টে প্রারম্ভিক পর্যায়ে মোট ৫২টি বাংলা পত্রিকা হতে প্রবন্ধ সঙ্কলিত হবে।

২। বর্তমানে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার বিশেষ একটি সংখ্যা থেকে এই নির্ঘণ্ট শুরু করা হবে। সময়, অর্থ ও লোকবলের অভাবের জন্য বাংলা পত্রপত্রিকার পুরানো সংখ্যার নির্ঘণ্ট এখন প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

৩। এই নির্ঘণ্টের প্রবন্ধাদির বিষয়-বিন্যাসে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের ষোড়শ সংস্করণ ব্যবহার করা হবে।

৪। প্রবন্ধাদির এই নির্ঘণ্ট প্রতি মাসে গ্রন্থাগারের সাথে প্রকাশিত হবে।

৫। ডিউই বর্গীকরণ সংখ্যার সাথে সুনির্দিষ্ট বিষয় শীর্ষ (Subject Heading) ব্যবহার করা হবে।

৬। কেবলমাত্র চিন্তামূলক প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট করা হবে।

নির্ঘণ্টের বিন্যাস

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে বর্গীকৃত এই নির্ঘণ্টে শুধু নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পর্যে দেওয়া হবে (কোন প্রবন্ধে সব তথ্য নাও থাকতে পারে) ঃ

(১) প্রবন্ধকারের নাম (এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে ; অ-এশিয়দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে ; ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছদ্মনামের অধীনে ; প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে ; নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে) (২) প্রবন্ধের নাম (৩) প্রবন্ধটির ক্রমান্বয়তা (ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হলে 'ক্র' বা ক্রমান্বয়ে সংখ্যা দিয়ে বের হলে '১, ২, ৩' ইত্যাদি বন্ধনীর ভিতর) (৪) প্রবন্ধটি একটি বিশেষ বিভাগ বা ফিচারের অধীনে বের হলে ঐ বিভাগ বা ফিচারের নাম (বন্ধনীর ভিতর) (৫) পত্রিকার নাম ; বর্ষ, খণ্ড, সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য ; সাল (বাংলা, ইংরেজী বা শকাব্দ) ও মাস সম্পর্কিত তথ্য ; পৃষ্ঠা (সব তথ্য বন্ধনীর ভিতর) (৬) কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের উপর টীকা (বন্ধনীর ভিতর)। যথা,

ভবতোষ দত্ত[১]

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা[২] (৩[৩]) (সমাজ সংস্কৃতি[৪])
(বসুমতী[৫]। ৩৪ ব, ২খ, ৪সং[৬] ; ১৩৬৮ বাং,
পৌ ; পৃ ১৭২—১৯২[৮])

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের জন্য সংশ্লিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য। একই ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীর্ষের (Subject Heading) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীর্ষের আর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। একই বিষয়ের উপরে একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে। অনুরূপভাবে একই বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধাকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) সাজানো হয়েছে।

কোন গ্রন্থাগার ইচ্ছে করলে ঐ গ্রন্থাগারে যে সব পত্রিকা রাখেন সে সব পত্রিকার প্রবন্ধাদির সূচী নির্ঘণ্ট হতে কেটে কার্ডে লাগিয়ে গ্রন্থাগারের সূচী রূপে ব্যবহার করতে পারেন। ঐ কার্ড প্রয়োজনবোধে গ্রন্থাগারিকরা বর্গীকৃত আকারে (বর্গীকরণ সংখ্যা অনুযায়ী) বা বিষয় শীর্ষ (Subject Heading) অনুযায়ী সাজাতে পারেন। ডিউই সংখ্যা দশমিক রীতি অনুযায়ী পড়তে হবে। যথা ৮৯১·৪৪, ৮৯১·৪৪০৯, ৮৯১·৪৪১, ৮৯১·৪৪১০৯, ৮৯১·৪৪২ ইত্যাদি।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের রূপরেখা, পত্রিকার নির্ঘণ্টে ব্যবহৃত সংকেত এবং পত্র পত্রিকার নির্ঘণ্ট শুরু হওয়ার প্রথম সংখ্যা অন্যত্র দেওয়া হ'ল।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

এই নির্ঘণ্ট প্রণয়নে আমরা অনেকের কাজ থেকেই সাহায্য পেয়েছি। নির্ঘণ্টের জন্য পত্রপত্রিকা ঋণ পাওয়ার জন্য আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটুট অব্ কালচারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল মজুমদার, সর্বশ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রবীর রায়চৌধুরী, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতি মিত্র, শোভা ঘোষ, সুচিত্রা ঘোষ, এবং অন্যান্যদের নিকট হতে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি পত্রপত্রিকা আমরা বিনামূল্যে পেয়েছি। পত্রপত্রিকার তালিকায় সেগুলি তারকা চিহ্নিত। নানাভাবে সাহায্য পাওয়ার জন্য আমরা এঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আমারা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে পাঠকদের সুচিন্তিত অভিমত আহ্বান করছিঃ (ক) ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুযায়ী সূক্ষ্ম বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা, (খ) সুনির্দ্দিষ্ট বিষয় শীর্ষ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা, (গ) পরিবেশিত তথ্য, (ঘ) প্রবন্ধের নির্বাচন সম্পর্কে, (ঙ) পত্রিকার নির্বাচন সম্পর্কে।

সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত—

ব	বর্ষ		সাল
খ	খণ্ড	বাং	বাংলা সাল
সং	সংখ্যা	খৃ	খৃষ্টাব্দ
পৃ	পৃষ্ঠা	শ	শকাব্দ

মাস

বাংলা মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত রূপে ব্যবহার হয়েছে; যথা; বৈ বৈশাখ; শুধু, আশ্বিন মাসের ক্ষেত্রে 'আশ্বি' হবে।

ইংরেজী মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। যথা জানু জানুয়ারী

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের রূপরেখা

০০০	সাধারণ জ্ঞান	৭০০	ললিতকলা, আমোদপ্রমোদ খেলাধূলা
১০০	দর্শন, মনোবিজ্ঞান	৮০০	সাহিত্য
২০০	ধর্ম	৯০০	ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ ও বিবরণ, জীবনী ও আত্মজীবনী
৩০০	সমাজবিদ্যা		
৪০০	ভাষাতত্ত্ব		
৫০০	বিজ্ঞান		
৬০০	ফলিত বিজ্ঞান, ইনজিনিয়ারিং		

পত্রিকাগুলির যে সংখ্যা থেকে নির্ঘণ্ট সংকলন শুরু হয়েছে

পত্রিকা		বর্ষ	খণ্ড	সংখ্যা	সময়
অমৃত—		১ বর্ষ,	৪ খণ্ড ;	৪৫ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
অনুশীলন—		২ বর্ষ,		১ সং,	১৩৬৮, আশ্বিন—অগ্রহায়ণ
আন্তর্জাতিক—				৯ ও ১০ সং,	১৯৬২, ফেব্রুয়ারী—মার্চ
আর্থিক প্রসঙ্গ—	*	১০ বর্ষ		১ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
ইতিহাস—		১০ বর্ষ		১ ও ২ সং,	১৩৬৬, ভাদ্র—মাঘ
উত্তরসূরী—	*	৯ বর্ষ,		২ সং,	১৩৬৮, মাঘ—চৈত্র
উদ্বোধন—	*	৬৪ বর্ষ,		৩ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
এক্ষণ —		১ বর্ষ,		৫ সং,	১৩৬৮, পৌষ—মাঘ
কথা সাহিত্য—	*	১৩ বর্ষ,		৬ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
কবিতা —		২৬ বর্ষ,		৩ সং,	১৩৬৭-৬৮, চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ
কালপুরুষ—	*	১ বর্ষ,		৭ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
গন্ধর্ব—	*	৪ বর্ষ		২ সং,	১৯৬১-৬২, নভেম্বর—জানুয়ারী
গ্রন্থাগার—	*	১১ বর্ষ,		১১ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
গ্রন্থালোক—	*	৩ বর্ষ,		৩ সং,	১৯৬২, জানুয়ারী
চতুরঙ্গ—		২৩ বর্ষ,		৩ সং,	১৩৬৮, কার্তিক-পৌষ
চতুষ্কোণ—				৪ সং,	১৩৬৮, মাঘ-চৈত্র
চিকিৎসা জগৎ—	*	৩৩ বর্ষ,		৫ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
চিত্ত—		৩ বর্ষ,		৩ সং,	১৩৬৮, কার্তিক-পৌষ
জ্ঞান ও বিজ্ঞান—		১৫ বর্ষ,		২ সং,	১৯৬২, ফেব্রুয়ারী
দর্শক—	*	২ বর্ষ,		১৬ সং,	১৯৬২, মার্চ
দর্শন—	*	১৪ বর্ষ,		৩ সং,	১৩৬৭, কার্ত্তিক—পৌষ
দেশ—		২৯ বর্ষ,		২০ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
ধ্রুপদী—		২ বর্ষ,		২ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
নতুন সাহিত্য—	*	১২ বর্ষ,		৪র্থ সং,	১৩৬৮, মাঘ—চৈত্র
পরিচয়—		৩১ বর্ষ,		৮ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
পূর্বপত্র—		২ বর্ষ,		১১ সং,	১৩৬৮, আশ্বিন—অগ্রহায়ণ
প্রবন্ধ পত্রিকা—		২ বর্ষ,		১১ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
প্রবাসী—		৬১ বর্ষ,	২খ,	৬ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
বসুধারা—		৫ বর্ষ,	২ খ,	৬ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
বসুন্ধারা—		১৪ বর্ষ,		৯ সং,	১৩৬৮, পৌষ
বহুরূপী—				১২ সং,	১৯৬১, মে
বিংশ শতাব্দী—		৬ বর্ষ,		৯ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
বিশ্ববাণী—		২৪ বর্ষ,		২ সং,	১৩৬৮, চৈত্র

বিশ্বভারতী পত্রিকা—	১৭ বর্ষ,		২ সং,	১৩৬৮, কার্তিক—পৌষ
বেতার জগৎ—	৩৩ বর্ষ,		৭ সং,	১৯৬২, এপ্রিল
ভারতবর্ষ—	৪৯ বর্ষ,	২ খ,	৪ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
মানব মন—	১ বর্ষ,		১ সং,	১৯৬২, জানুয়ারী—মার্চ
মাসিক বসুমতী— *	৪০ বর্ষ,	২ খ,	৫ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
রাষ্ট্র—	১ বর্ষ,		৩ সং,	১৩৬৮, কার্তিক—পৌষ
শনিবারের চিঠি—	৩৪ বর্ষ,		৫ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
শিক্ষক— *	১৫ বর্ষ,		৯ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
শিক্ষা ও শিক্ষক—	৭ বর্ষ,		৭—৮ সং,	১৯৬১, অক্টোবর—নভেম্বর
শুভবস্তু—	১০ বর্ষ,		৫ সং,	১৩৬৮, ভাদ্র
সপ্তর্ষি—	৫ বর্ষ,		২ সং,	১৩৬৮, কার্তিক—পৌষ
সমকালীন—	৯ বর্ষ,		১২ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা—	৬৬ বর্ষ,		২ সং,	১৩৬৬,
সাহিত্যের খবর— *	৯ বর্ষ,		৬ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন
সুন্দরম—	২ বর্ষ,		২ সং,	১৩৬৮,
সূত্রধার—	২ বর্ষ,		৪ সং,	১৩৬৮, চৈত্র
সংহতি— *	২৮ বর্ষ,		১১ সং,	১৩৬৮, ফাল্গুন

নির্ঘণ্ট

০০০ সাধারণ বিষয়ক

০১২ (সজনী) সজনীকান্ত দাস—গ্রন্থপঞ্জী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস : গ্রন্থপঞ্জী (প্রবন্ধ পত্রিকা। ২ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৫১-৫৪)

০২০'০৯৪৭ গ্রন্থাগার আন্দোলন—সোভিয়েত ইউনিয়ন

প্রীতি মিত্র

সোভিয়েত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (গ্রন্থাগার। ১১ব, ২১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৫১০—৫১৭)

০২০'০৯৫৯ গ্রন্থাগার আন্দোলন—পূর্ব এশিয়া

বিনয়ভূষণ রায়

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গ্রন্থাগার তৎপরতা (গ্রন্থাগার। ১১ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৫২৮—৫৩৭)

০২০'০৯৬ গ্রন্থাগার আন্দোলন—আফ্রিকা

সন্তোষকুমার বসু

নবজাগ্রত আফ্রিকা ও তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (গ্রন্থাগার। ১১ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৫০১—৫০৯)

০২০'০৯৮ গ্রন্থাগার আন্দোলন—লাতিন আমেরিকা

অমিতা মিত্র এবং গীতা মিত্র

গ্রন্থাগার আন্দোলনে লাতিন আমেরিকা (গ্রন্থাগার। ১১ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৫১৮ ৫২৭)

০২৫'৮৪ গ্রন্থ সংরক্ষণ

অশোক গুহ

বই রাখা ও বই রক্ষা (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৪৭ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৭০১—৭০২)

০২৮'১ গ্রন্থ সমালোচনা

দেবেশ রায়

হিরোসিমা ঃ ভস্ম-সন্ততি (সাম্প্রতিক সাহিত্য) (পরিচয়। ৩১ব, ৮সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৮২৪—৮৩০) (রবার্ট জঙ্ক এর 'চিলড্রেন অব্ দি এ্যাসেস' গ্রন্থের উপর আলোচনা)।

বিমল কর

ভাসকো প্রটোলিনি (সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্য) (উত্তরসূরী। ৯ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, মা—চৈ ; পৃ ২৪৭—২৫২)

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত শত বর্ষের শত গল্প : ২য় খণ্ড (গ্রন্থ সমীক্ষা) (কাল পুরুষ। ১ব, ৭সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৭০৪—৭১৪)

শৈলেন ভট্টাচার্য এবং সুবোধ দত্ত

সূর্য সহস্রের চেয়ে ভাস্কর (আন্তর্জাতিক। ৬ব, ৯-১০সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু-মার্চ ; পৃ ৮২৫—৮৩৭) (রবার্ট জুঙ্ক এর 'ব্রাইটার দ্যান থাউস্যান্ডস সানস্'র উপর আলোচনা)

০২৯'৬ গ্রন্থকার পদ্ধতি

শান্তি লাহিড়ী

পেশা হিসেবে বাংলা সাহিত্য (সমকালীন। ৯ব, ১২সং ; ১৩৬৮ বাং ; চৈ ; পৃ ৭৮৭—৭৮৯)

০৫৯'৯১৪৪ বাংলা পত্র-পত্রিকা

অমর দত্ত

জ্ঞানান্বেষণ (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বিন ; পৃ ৮৯—৯৩)

শিবনাথ রায়

ইয়ং-বেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞান'-ন্বেষণ'-এর জন্মকথা (বসুধারা। ৫ব, ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬৪৩—৬৪৭)

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

'বালক' (প্রবন্ধ পত্রিকা। ২ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ২৪—৩৯)

০৭৯'৫৪১৪ বাংলাদেশ—সংবাদ পত্র

সজনীকান্ত দাস

বাংলার নবজাগরণের প্রত্যুষ "সন্ধ্যা" (বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৮ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, কা--পৌ ; পৃ ১৯৮—১৯৯)

১০০ দর্শন ও মনস্তত্ত্ব

১০০ : ৫০০ দর্শন ও বিজ্ঞান

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দর্শন ও বিজ্ঞান (দর্শন। ১৪ব, ৩ সং ; ১৩৬৭ বাং, কা ; পৃ ১—১০)

১১৩ সৃষ্টিতত্ত্ব

অমল দাশগুপ্ত

একটি পৌরাণিক উপাখ্যানে সৃষ্টির বিবরণ (বিজ্ঞান প্রসঙ্গ) (পরিচয়। ৩১ব, ৮সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৮৫৩—৮৫৯)

১৩০ মনস্তত্ত্ব

অসীম নন্দী

নিজের দিকে নজর রাখুন (অমৃত। ১ব. ৪খ, ৫০ সং ; ১৩৬৯ বাং, বৈ ; পৃ ৯৪১—৯৪২)

তরুণচন্দ্র সিংহ

সুখ দুঃখ ও বাস্তব (২) (চিত্ত। ৩ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১১৯—১২৩)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মনের কথা (২) (মানব মন। ১খ, ১ সং ; ১৯৬২, জানু—মার্চ ; পৃ ৪৯—৫০)

১৩১'৩ মানসিক স্বাস্থ্য

অসিতশংকর ভাদুড়ী

মানসিক—স্বাস্থ্যের গোড়ার কথা (চিত্ত। ৩ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ৯৯—১০৩)

১৩২'৯ মানসিক অসুস্থতা

পাভলভ, আই. পি.

শিল্পধর্মী ও চিন্তাধর্মী মস্তিষ্ক সম্পর্কে ; পরিতোষ গুপ্ত অনূদিত (মানব মন। ১খ, ১সং ; ১৯৬২, জানু—মার্চ ; পৃ ৪৬-৪৮)

মনোবিদ, ছদ্ম

মনরোগের কারণ নির্ণয় (মানব মন। ১খ, ১ সং ; ১৯৬২, জানু—মার্চ ; পৃ ২১—২৫)

১৩৬'৭ শিশু মনস্তত্ত্ব

গোপী বল্লভ

সমাজ-মন (চিত্ত। ৩ ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১১৬—১১৮)

১৩৬'৭৩ শিশু মনস্তত্ত্ব—ব্যক্তিত্ব

সন্ধ্যা ভট্টাচার্য

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য (চিত্ত। ৩ ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১১৩—১১৫)

১৩৬'৭৭ শিশু মনস্তত্ত্ব—যৌন জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশুদের যৌন শিক্ষা (বসুমতী। ৪০ ব, ৫ সং; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৯৬৮)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশুর যৌন কৌতূহল ও তার গুরুত্ব (চিত্ত। ৩ ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১০৪—১১২)

১৫২'৭৩ প্রত্যক্ষণ ও মনোযোগ

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা ভুলে যাই কেন (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ ব, ৩ সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১৫১—১৫৫)

১৫৩'৭ চেতন মন

মতিলাল মুখোপাধ্যায়

সাধারণ দৃষ্টিতে চেতন মনের চিত্র (দর্শন। ১৪ ব, ৩ সং ; ১৩৬৭ বাং, কা ; পৃ ১১—১৫)

১৫৭ প্রক্ষোভ

ইয়াকবসন, দোসেন্ড, পে, এম,

প্রক্ষোভ ; অরুণ চক্রবর্তী অনূদিত (মানব মন। ১খ, ১ সং ; ১৯৬২ খৃ, জানু—মার্চ ; পৃ ৪০-৪৫)

১৫৮'৪২৩ পরাবর্ত (রিফ্লেক্স)

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পাভলভ পরিচিতি : রিফ্লেক্স বা পরাবর্ত (মানব মন। ১খ, ১ সং ; ১৯৬২ খৃ, জানু—মার্চ ; পৃ ৯—১৪)

১৬২ সমার্থতা : লক্ষণ বাক্য

শিবপদ চক্রবর্ত্তী

সমার্থতা ও লক্ষণবাক্য (দর্শন। ১৪ ব, ৩ সং ; ১৩৬৭ বাং, কা ; পৃ ৩১—৪২)

১৮১'৪ ভারতীয় দর্শন

অভেদানন্দ, স্বামী

মৃত্যুরহস্য (২৩) (বিশ্ববাণী। ২৪ ব, ২ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬১—৬৪)

১৮১'৪ ভারতীয় দর্শন—ভাববাদ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

উপনিষদের দর্শন : ভাববাদ (২) (চতুষ্কোণ। ১ ব; ১৩৬৮ বাং, মা ; পৃ ৫৭১—৫৮০)

১৮১'৪ ভারতীয় দর্শন—স্বামী বিবেকানন্দ

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের ভূমিকা (রাষ্ট্র। ১ ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১৫৪—১৫৭)

১৮১'৪৫ ভারতীয় দর্শন—শ্রী অরবিন্দ

অনিলবরণ রায়

ঐক্যের প্রতিষ্ঠা (শ্ৰুবন্তু। ৯ ব, ৫ম সং; ১৩৬৮ বাং, ভা; পৃ ১৩৯—১৪২)

যতীন্দ্রনাথ দাশ

আগুনের পরশমণি (শৃণ্বন্তু। ৯ব, ৫ সং ; ১৩৬৮ বাং, ভা ; পৃ ১৩৭—১৩৮)

শ্রীঅরবিন্দ

অতি মানসের চিন্তা ও জ্ঞান ; পশুপতি ভট্টাচার্য অনূদিত (শৃন্বন্তু। ৯ ব; ৫ সং ; ১৩৬৮ বাং, ভা ; পৃ ১৩১—১৩৬)

শ্রীমা

নিরন্তর বেড়ে ওঠো ; শান্তিরঞ্জন বসু অনূদিত (শৃণ্বন্তু। ৯ ব, ৫ সং; ১৩৫৮ বাং, ভা ; পৃ ১২৬—১৩০)

১৯২ ব্রিটিশ দর্শন—মুর, জর্জ এডওয়ার্ড

সুধীরকুমার নন্দী

দার্শনিক মুরের মূল্য ধারণা (দর্শন। ১৪ ব, ৩ সং; ১৩৬৭ বাং কা ; পৃ ২৫—৩০)

১৯২ বৃটিশ দর্শন—রাসেল, ব্রার্টাণ্ড

অলক মজুমদার

রাসেলীয় বিশ্লেষণ (চিন্তু। ৩ ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১২৪—১২৬)

১৯৩ জার্মান দর্শন—নীৎসে

মলয় রায়চৌধুরী

ভালবাসা সম্পর্কে উনি (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং চৈ ; পৃ ৪৩২—৪৩৪)

২০০ ধর্ম

২১৫ ধর্ম ও বিজ্ঞান

অরুণচন্দ্র গুহ
ব্রহ্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ১০৯—১০১২)

আইনষ্টাইন, আলবার্ট
বিজ্ঞান ও ধর্ম; শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত (পূর্বপত্র। ২ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি—অ; পৃ ১০৩—১১২)

শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
মঙ্গলময় ও অমঙ্গল (দর্শন। ১৪ব, ৩সং; ১৩৬৭ বাং, কা; পৃ ১৬—২৪)

২৯৪·১ বৈদিক ধর্ম

সুরেশচন্দ্র নন্দী
বৈদিক শ্রদ্ধা (ক্র) (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৯৩৯—৯৪২)

২৯৪·৫ হিন্দু ধর্ম

সুধা সেন
শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকের রূপায়ণ (উদ্বোধন। ৬৪ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ১৫৩—১৫৯)

২৯৪·৫৫২ ব্রাহ্ম ধর্ম

ফালোঁ, পিয়ের
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়: ১৮৬১-১৯০৭ (বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৮ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ; পৃ ১৮৪—১৯৩)

২৯৪·৫৫৪ বৈষ্ণব ধর্ম

মনোরঞ্জন বসু
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও ভাবসাধনা (অমৃত। ১ব, ৪৬সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫৭১—৫৭২)

২৯৪·৫৯২ ভগবদগীতা—হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

বিবেকানন্দ, স্বামী
গীতা—প্রথম বক্তৃতা (উদ্বোধন। ৬৪ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ১২১—১২৯)

২৯৪·৫৯২ রামায়ন—হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রানা
রামায়ণ—প্রসঙ্গ: সীতাহরণ (উদ্বোধন। ৬৪ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ১৪৯—১৫২)

৩০০ সমাজ বিজ্ঞান

৩০১·০১ সমাজতত্ত্ব—তত্ত্ব ও দর্শন

নৃপেন গোস্বামী
পদ্ধতি প্রসঙ্গ ও গর্ডন চাইল্ড (চতুষ্কোণ। ১ব; ১৩৬৮ বাং, মা; পৃ ৫৪৩—৫৭০)

৩০১·১৫৪ জনমত

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
জনমত ও গণতন্ত্র (রাষ্ট্র। ১ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ; পৃ ১৪৩—১৪৮)

৩০১·২ সংস্কৃতি

ধীরেন মুখোপাধ্যায়
আমাদের সংস্কৃতির পটভূমি (সমাজ সংস্কৃতি) (কালপুরুষ। ১ব, ৭সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৬৯৩-৭০৩)

৩০১'৩২ জন সংখ্যা

হাক্সলি, জ্যুলিয়ান

জন বৃদ্ধি (চিকিৎসা জগত। ৩৩ব, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ২৫২-২৫৪)

৩০১'৪২ বিবাহ ও সমাজ

সুধাংশু চৌধুরী

বিবাহ ও সমাজ (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৯৮০—৯৮৩)

৩০৯'২ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

বনমালী দে এবং অরুণকুমার সান্যাল

অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আঞ্চলিক অসমতা (আর্থিক প্রসংগ। ১১ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৫৫—৬২)

৩০৯'২৩০৯৫৪ ভারত-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

অমরনাথ দত্ত

অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা ও ভারতীয় পরিকল্পনা (আর্থিক প্রসংগ। ১১ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ১৫—১৬)

অলক ঘোষ

জনশাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (আর্থিক প্রসংগ। ১১ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ১৩—১৫)

অশোক রুদ্র

আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ (পরিচয়। ৩১ব, ৮সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৭৯৬—৮০৩)

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

আমাদের স্বয়ং—;প্রসূ অর্থনীতির ভিত্তি (আর্থিক প্রসংগ। ১১ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ২৫-২৯)

৩০৯'২৬০৯৫৪১৪২ কলিকাতা—নগর পরিকল্পনা

জ্ঞানবিকাশ মৈত্র

বৃহত্তর কলিকাতার কয়েকটি সমস্যা (অনুশীলন। ২ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি ; পৃ ৯৪—১০৫)

৩১২'১৫৪১৪২ [১] কলিকাতা—জন্ম ও জন্মহার

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

নমুনা তদন্ত ও কলিকাতায় জন্মহারের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (আর্থিক প্রসংগ। ১১ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৪২—৪৪)

৩২০'১০৯৫৪০১ ভারত—রাষ্ট্র উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ

নরেন ভট্টাচার্য

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় ধারণা ঃ বৌদ্ধযুগ (রাষ্ট্র। ১ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১৫৮—১৬১)

৩২০'১৫৮০৯৫৪ ভারত-জাতীয় সংহতি

পুরুষোত্তম গনেশ মবলংকর

রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য ও গণতন্ত্র (বেতার জগৎ। ৩৩ব, ৭সং ; ১৯৬২ খৃ, চৈ ; পৃ ২৬১—২৬২)

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

পরিকল্পনা ও জাতীয় সংহতি (আর্থিক প্রসংগ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৬৩—৬৩)

৩২৪'৫৪ ভারত—নির্বাচন

অতীন্দ্র মজুমদার

নির্বাচনের প্রচার কৌশল (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৪৭ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬৮৭—৬৯০)

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

নির্বাচন ও উন্নয়ন (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৫২—৫৫)

বরুণ দত্ত

নির্বাচনের খতিয়ান (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১২২৮—১২৩০)

—নির্বাচনের খতিয়ান (ক্র) (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ১০সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১৪১৫—১৪১৭)

সুদিন ভট্টাচার্য

নির্বাচনের পরে (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং; ফা, পৃ ৪৮—৫১)

৩২৪'৫৪১৪২ বাংলা দেশ—নির্বাচন

অমিতাভ দাশগুপ্ত

তৃতীয় রায় (২) (দেশ। ২৯ব, ২০সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬০২—৬০৮)

তৃতীয় রায় (৩) (দেশ। ২৯ব, ২১সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৭০৯—৭১৬)

৩২৬'০৯৫৪০১ ভারত—দাসপ্রথা

মনোরঞ্জন রায়

প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বিন ; পৃ ৩১—৩৬)

৩২৭'৭৩ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—পররাষ্ট্রনীতি

হুবারম্যান, লিও এবং সুইজি, পল. এম.

মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি (৩) (আন্তর্জাতিক। ৬ব, ৯-১০ সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু—মার্চ; পৃ ৮০৫—৮১৫)

৩২৯'৯৪৭ সোভিয়েত ইউনিয়ন—রাজনৈতিক দল

প্রবোধচন্দ্র পাল

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ঃ রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেস (রাষ্ট্র। ১ব, ৩সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১৬২—১৬৬)

৩৩০'১ অর্থনীতি—দর্শন ও তত্ত্ব

তারক মজুমদার

"গুণক ও বেগবর্ধক" নীতির কার্যক্রম (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৬৭—৬৯)

৩৩০'৯৫/৬ এশিয়া ও আফ্রিকা—অর্থনৈতিক অবস্থা

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

সমস্বার্থের প্রেরণা ও এশিয়া আফ্রিকার অর্থনৈতিক সম্মেলন (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৪৩৪—৪৩৯)

৩৩০'৯৫৪ ভারত—অর্থনৈতিক অবস্থা

ওয়াকিবহাল, ছদ্ম

ভারত কোন পথে ? (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ২—৫)

আর্থিক প্রসঙ্গ

ভারতের আর্থিক চিত্র (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৯—১২)

৩৩০'৯৫৪১৪০১ বাংলাদেশ—অর্থনৈতিক অবস্থা—প্রাচীন যুগ

সুকুমার মিত্র

বাংলা অর্থনীতি বিকাশের ধারা ঃ গুপ্তযুগের পর (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বিন ; পৃ ৩৭—৪৩)

৩৩০·৯৫৪৬ জম্মু ও কাশ্মীর—অর্থনৈতিক অবস্থা

করণ সিং

জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (বেতার জগৎ। ৩৩ব, ৭সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ২৭১—২৭২)

৩৩১·০৯৭২৯৭ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—শ্রমিক সমস্যা

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকে বৃটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও বৃটিশ গায়েনাতে শ্রমিক সমস্যা (ইতিহাস। ১০ব, ১-২সং ; ১৩৬৬ বাং, ভা—মা ; পৃ ৩৪—৫৪)

৩৩৩·০৯৫৪১৪২[১] সুন্দরবন—ভূমি ব্যবস্থা

নীতীশ সেনগুপ্ত

সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ভূমিকা (ইতিহাস। ১০ব, ১-২সং ; ১৩৬৬ বাং, ভা—মা ; পৃ ৬৪—৭২)

৩৩৫ অর্থনৈতিক মতবাদ

নিলয় মজুমদার

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১৭—২৪)

৩৩৫·৪ মার্ক্সবাদ

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

মার্ক্সবাদ ও সংস্কৃতি (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি ; পৃ ৯—১৬)

৩৩৬·২০৯৫৪ ভারত—কর ব্যবস্থা

সুনীল মুখোপাধ্যায়

ভারতের কর ব্যবস্থা (রাষ্ট্র। ১ব, ৩সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১৩৩—১৩৮)

৩৩৬·৩৯ ভারত—সরকারী আয় ব্যয়

অচিন্ত্যকুমার রায়

কেন্দ্রীয় সাহায্য দান (Grants-in Aid) প্রসঙ্গে (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ পৃ ৮৯—৯৩)

৩৩৬·৫৪ ভারত—লোক-অর্থ

অচল বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় অর্থ কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১০৫—১০৬)

৩৩৬·৫৪ ভারত—লোক অর্থ—বাজেট

অতুল সুর

কেন্দ্রীয় কাঁচা বাজেট (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৬—৭)

আর্থিক প্রসঙ্গ

১৯৬১-৬৩ সালের বাজেট (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৭১—৭৬)

৩৩৭·৩০৯৫৪ ভারত—আমদানী নীতি

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আমদানী নীতি ও মুদালিয়ার কমিটির সুপারিশ (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১২১—১২৪)

৩৩৮·০৯৫৪ ভারত—শিল্প

আর্থিক প্রসঙ্গ

১৯৬১ সালে শিল্প অগ্রগতি (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১৩৩—১৩৫)

৩৩৮·১২৪৭ সোভিয়েত রাশিয়া—কৃষি নীতি

বি. শর্মা

সোভিয়েত দেশের নূতন কৃষিনীতি (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১২৫—১২৮)

৩৩৮·১৭ খাদ্য উৎপাদন

আর্থিক প্রসঙ্গ

১৯৬০-৬১ সালে খাদ্য উৎপাদন (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১৩৫—১৩৬)

৩৩৮·১৯ ধান-চাউল উৎপাদন

ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর ধান-চালের উৎপাদন : জাপানের কথা (ক্র) (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ ; পৃ ৩৬২-৩৬৬)

৩৩৮·৭৪০৯৫৪ ভারত—রাষ্ট্রীয় ব্যবসা

ওয়াকিবহাল, ছদ্ম

ভারতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১১৫—১২০)

৩৪১ আন্তর্জাতিক আইন

নগেন্দ্র সিং

.পারমাণবিক অস্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইন (বেতার জগৎ। ৩৩ব, ৮সং ; ১৯৬২ খৃ, চৈ ; পৃ ৩০৫—৩০৬)

নাহলিক, স্তানিসল এডওয়ার্ড

পারমাণবিক অস্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইন (ক্র) (আন্তর্জাতিক। ৬ব, ৯-১০ সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু-মার্চ ; পৃ ৮১৬—৮২৪)

৩৪১·১৮৭ মার্কিণ রাষ্ট্র সঙ্ঘ

অশোক রায়

মার্কিণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও কিউবা (আন্তর্জাতিক। ৬ব, ৯-১০ সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু-মার্চ ; পৃ ৭৯৫-৮০৪)

৩৪১·৬৭ নিরস্ত্রীকরণ

কল্যাণ দত্ত

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন : জেনেভা (আন্তর্জাতিক। ৬ব, ৯-১০ সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু-মার্চ ; পৃ ৭৮৬—৭৯৪)

মুকুল রায়চৌধরী

নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ৯সং , ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১২৯৫—১২৯৯)

রঘুবীর চক্রবর্তী

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা (রাষ্ট্র। ১ব, ৩সং ; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ ; পৃ ১৩৯—১৪২)

৩৪২·৪৭ সোভিয়েত ইউনিয়ন—সংবিধান

প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়

সোভিয়েত সংবিধান নির্বাচন (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ১০সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১৪১১—১৪১৩)

৩৪৭·৪ চুক্তি আইন

মণীন্দ্রকুমার মজুমদার

চুক্তি আইন : ১১শ পরিচ্ছেদ চুক্তির উন্মোচন (২) (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৩১—৩৮)

—চুক্তি আইন : চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১০৭—১১৩)

৩৬৪'৯৭৩ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—অপরাধতত্ত্ব

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ওয়েস্টনার প্রসঙ্গ (অমৃত। ১ব, ৪৮সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৭৫৮—৭৬০)

৩৭০'১০৯৫৪ শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মতবাদ

দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৪০৭—৪১১)

৩৭০'১০৯৫৪ শিক্ষা—শ্রীঅরবিন্দ—মতবাদ

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শ (শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান) (শিক্ষক। ১৫ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫২৪—৫২৮)

৩৭০'৯৫৪০২ ভারত—শিক্ষা—মধ্যযুগ

মোহিতকুমার সেন

মুসলমান রাজত্বে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা (দেশ বিদেশের শিক্ষা) (শিক্ষক। ১৫ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫৫১—৫৫৩, ৫৫৫)

৩৭০'৯৭৩ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—শিক্ষা

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থায় ফ্রয়েডবাদ ও প্রয়োগবাদ (মানব মন। ১খ, ১সং; ১৯৬২ খৃ, জানু—মার্চ; পৃ ১৫—২০)

৩৭১'৪২৬০৯৫৪ ভারত—বুনিয়াদী শিক্ষা

অমলেশচন্দ্র দত্ত

বুনিয়াদী শিক্ষা (শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান) (শিক্ষক। ১৫ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫৩১—৫৩৩)

৩৭১'৫৪ বিদ্যালয় পরিচালনা—শাস্তিবিধান

ফণিভূষণ দাস

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শাসন ও শাস্তির ব্যবস্থা (পল্লীগুরুর সাহিত্য সাধনা) (শিক্ষক। ১৫ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫৫৮—৫৫৯)

৩৭৫'৩৭ পাঠ্য তালিকা—শিক্ষা

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকায় 'শিক্ষা'র স্থান (শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান) (শিক্ষক। ১৫ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫৩৪—৫৩৫, ৫৪২)

৩৭৯'২৩ বাধ্যতামূলক শিক্ষা

ম্যাথুর, জে. এন.

বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রসারে এ্যাটেনডান্স অফিসারদের ভূমিকা (শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান) (শিক্ষক। ১৫ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫২৯—৫৩০, ৫৩৭)

৩৮৫ রেলওয়ে পরিবহন

বাইজাল, ডি. সি.

সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে রেলওয়ের উন্নয়ন (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ১২৯—১৩১)

৩৯২'৫ বিবাহ পদ্ধতি

এম. আব্দুর রহমান

বিবাহে বৈচিত্র্য (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৯৮৪—৯৮৫)

৩৯২'৫০৯৫৪৬ জম্মু ও কাশ্মীর—বিবাহ পদ্ধতি

অংশুরঞ্জন সেন

কাশ্মীরী পরিণয় (বসুধারা। ৫ব,

২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬৯৬—৭০০)

৩৯৪·২০৯৫৪ ভারত—দোল উৎসব

অমিতা রায়

হোলী উৎসবের গোড়ার কথা (দেশ। ২৯ব, ২১সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৭০১—৭০৪)

বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়

দোলযাত্রা ও সেকালের লেখক (অমৃত। ১ব, ৪৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৫৯৫)

৩৯৭ জিপসি

রবীন্দ্র মজুমদার

একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর কথা (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বিন ; পৃ ১১১—১১৫)

৩৯৮·২ রূপকথা

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কিম্বদন্তীর মাছ (অমৃত। ১ব, ৪৮সং ; ১৩৬৮ বাং,চৈ ; পৃ ৭৭০—৭৭২)

৪০০ ভাষাতত্ত্ব

৪১৭ লিপিমালা

সুবোধকুমার মজুমদার

মরুসাগরের লিপিমালা (দেশ। ২৯ব, ২২ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮২১—৮২৪)

৪৯১·২০৭০৯৫১৬ সংস্কৃত ভাষা—শিক্ষা ও চর্চা—তিব্বত

নির্মলচন্দ্র সিং

বরফের দেশে সংস্কৃত চর্চা (ইতিহাস। ১০ব, ১৩২ সং ; ১৩৬৬ বাং, ভা—মা ; পৃ ১—৯)

৪৯১·২৫ সংস্কৃত ব্যাকরণ

মানস মুখোপাধ্যায়

কারক সম্বন্ধে পাণিনীর ধারণা (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৪১৮—৪১৯)

৪৯১·৪ ভারতীয় ভাষা

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা সমস্যা প্রসঙ্গে (রাষ্ট্র। ১ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ ; পৃ ১৪৯—১৫৩)

৪৯১·৪৩০৯ হিন্দী ভাষা—ইতিহাস

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

হিন্দী ভাষার কথা (ক্র) (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। ৬৬ব, ২সং ; ১৩৬৬ বাং ; পৃ ৭৯—৯২)

৪৯১·৪৪০২৬৫৪১৪২ বাংলা ভাষা—আইন —পশ্চিমবঙ্গ

রণেন মুখোপাধ্যায়

ভারতে আইন প্রণয়ন : রাজ্য ভাষা আইন প্রসঙ্গে (রাষ্ট্র। ১ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১৬৭—১৬৯)

৪৯১·৪৪০৯৫৪১৫ বাংলা ভাষা—ত্রিপুরা

দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

রাজগি ত্রিপুরার সরকারী বাংলা (দেশ। ২৯ব, ২২ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮০১—৮১০)

৪৯১·৪৪২ বাংলা ভাষা—শব্দতত্ত্ব

ভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

বাংলা ভাষায় নব শব্দ-যোজনা (বসুধারা। ৫ব, ৪ সং ; ১৩৬৮ বাং, মা ; পৃ ৪৭৩—৪৭৫)

৫০০ **বিজ্ঞান**

৫০৭'২০৯৫৪ ভারত—বিজ্ঞান-গবেষণা

আলোককুমার খাস্তগীর

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যিক অগ্রগতিতে জাতীয় গবেষণাগার-গুলির দান (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২ সং ; ১৯৬২ খৃ ফেব্রু ; পৃ ১০৭—১০৮)

৫১০ গণিতশাস্ত্র

রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গণিতের প্রকৃতি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২ সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু ; পৃ ১—৬৯)

৫২০ জ্যোতির্বিজ্ঞান

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

আকাশ—পুলিস আর ক্ষুদে আসামী (বসুধারা। ৫ব, ৪ সং ; ১৩৬৮ বাং, মা ; পৃ ৪১৮—৪২০)

৫২৩'১ বিশ্ব

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মানুষ ও মহাজগত (অনুশীলন। ২ব, ১ সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি ; পৃ ১০৬—১১০)

৫২৩'৪৭ ইউরেনাস (গ্রহ)

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

ইউরেনাস (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩ সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১৭১—১৭৩)

৫২৩'৪৮২ প্লুটো (গ্রহ)

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

প্লুটো (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২ সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু ; পৃ ৯৯—১০১)

৫৩৫ আলোক বিজ্ঞান

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

আলোর স্বরূপ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩ সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১৬২—১৬৬)

৫৩৫'২৪ আলোক বিজ্ঞান—বেগ ও পরিমাপ

বিমলেন্দুনারায়ণ রায়

আলোর গতিবেগ নির্ধারন (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১৫১—১৫৫)

৫৫৩'০৯ খনিজ—ইতিহাস

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খনিজ ও ধাতব পদার্থের উৎপত্তি সম্পর্কে পুরাকালের কয়েকটি ধারণা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু ; পৃ ৮২—৮৩)

৫৭২'৯৫৪ ভারত—উপজাতি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

জাতীয় জীবনে উপজাতিদের স্থান (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি ; পৃ ৬১—৬৮)

৫৯৫'৭ কীট

প্রণব রায়

কীটের পুষ্টি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু ; পৃ ৭৫—৭৬)

৫৯৭'৮ ভেক

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ব্যাং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু ; পৃ ৮০—৮১)

৫৯৮'৯ পক্ষী
মনোরঞ্জন চক্রবর্তী
গেছো পাখী (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১৫৫—১৬১)

৫৯৯'৫ তিমিবর্গ
মলয়জশীতলম, ছদ্ম
তিমিঙ্গিল (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ১০৩০—১০৩১)

৬০০ ফলিত বিজ্ঞান

৬০৭ কারিগরী শিক্ষা
নবগোপাল দাস
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৩৯—৪১)

৬১২'৪৪ থাইরয়েড গ্রন্থি
অমিয়কুমার মজুমদার
অমৃতরস (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১২২৫—১২২৭)

৬১২'৮২১ মস্তিষ্ক
ইয়ানোফস্কায়া, এম.
মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে (মানব মন। ১খ, ১সং ; ১৯৬২ খৃ, জানু-মার্চ ; পৃ ৩২—৩৫)

৬১৩'৯৪৩ পরিবার পরিকল্পনা
প্রভা মালহোত্র
চিকিৎসক এবং পরিবার পরিকল্পনা, ইংরাজী হইতে অনূদিত (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ২০৫—২১২)

বলরাম মজুমদার
ভারতের জনসমস্যা ও তাহার বৈজ্ঞানিক সমাধান। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১৩৫—১৩৯)

বি. এল. রায়না
ভারতবর্ষে জনসমস্যা ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ২৫৫—২৫৯)

৬১৪'৮৪ অগ্নিকাণ্ড—নির্বাপণ
অজিত সেন
আগুন! আগুন! (অমৃত। ১ব, ৪৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬০৪—৬০৬)

৬১৬'১২৩ করোনারী থ্রমবোসিস রোগ
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
করোনারী থ্রমবোসিস (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ২২৫—২৩০)

৬১৬'২৩ ব্রংকাইটিস রোগ
বসন্তকুমার ঘোষ
পুরাতন ব্রংকাইটিসের চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিক (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং ফা ; পৃ ১৮১—১৮৩)

হরিপ্রসাদ রায়
ব্রংকিয়েক্টেসিস চিকিৎসা (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১৯১—১৯৩)

৬১৬'৬১ মূত্রাধার রোগ
বিনয় সিংহ
প্রস্রাব নালীর রোগে কেমোথেরাপি-জাত ঔষধ (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ২৩১—২৩৩)

৬১৬·৮৫০৯৫৪ মানসিকরোগ চিকিৎসা—ভারত

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

প্রাচীন ভারতে মনের চিকিৎসার ধারা (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৪৯সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮১১—৮১৩)

৬১৬·৯১২ বসন্ত রোগ

অমিয়কুমার মজুমদার

বসন্ত (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু ; পৃ ৯১—৯৪)

সেরেনকো, এলেকজাণ্ডার

বিশ্ব হইতে বসন্ত রোগের উৎসাদন (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ২৪০)

৬১৬·৯২ জীবাণু (ভাইরাস)

সন্তোষকুমার দাস

জীব ও জীবাণু (মানব মন। ১খ, ১সং ; ১৯৬২ খৃ, জানু—মার্চ ; পৃ ৫১—৫৩)

৬১৬·৯৫১ যৌন রোগ

বিনয় সিংহ

যৌন রোগ চিকিৎসায় কেমোথেরাপি (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১৭৭—১৮০)

৬১৬·৯৫৩ জলাতঙ্ক

অমিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

জলাতঙ্ক (মানব মন। ১খ, ১সং ; ১৯৬২ খৃ, জানু—মার্চ ; পৃ ২৬—৩১)

৬১৬·৯৯৫ যক্ষ্মারোগ

যক্ষারোগ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১৪২—১৪৬)

অমিয়নাথ মিত্র

যক্ষ্মার বয়সের প্রভাব (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু ; পৃ ৭০—৭১)

৬১৬·৯৯৮ কুষ্ঠরোগ

ক্ষেত্রনাথ ঘোষ

কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১৯৭—১৯৮)

৬১৭·৭১২ অন্ধতা

ইউ. সি. গুপ্ত

অন্ধত্ব নিবারণ (চিকিৎসা জগত। ৩৩ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ২৩৪—২৩৭)

সুরেশ সি. আহুজা

ভারতবর্ষে অন্ধত্বের সমস্যা (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ২৩৮—২৩৯)

৬১৮·৯২ শিশুরোগ

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের তরুণ রোগ (চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১৮৪—১৮৮)

৬২১·৩১ বিদ্যুৎ উৎপাদন

অশোক দত্ত

পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ (বিজ্ঞান প্রসঙ্গ) (পরিচয়। ৩১ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৯৬০—৯৬৭)

৬২২·৩৩০৯৫৪ ভারত—কয়লাখনি

আর্থিক প্রসঙ্গ

ভারতের কয়লাখনি (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১৩২—১৩৩)

৬৩০.৯৫৪০১ ভারত—কৃষিবিজ্ঞান—প্রাচীনযুগ

বসুন্ধরা

প্রাচীন ভারতে কৃষিবিজ্ঞান (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ ; পৃ ৩৫৭—৩৫৮)

৬৩৩.৫৫ রেমি চাষ

বসুন্ধরা

রেমি আঁশের কথা (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ ; পৃ ৩৮৮—৩৯১)

৬৩৩.৮৩০৯৫৪৮৩ কেরল—লংকা চাষ

বসুন্ধরা

কেরলে লংকার চাষ (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ ; পৃ ৩৭৯—৩৮২)

৬৩৪ ফল উৎপাদন

শচীন সেন

লিচু, পেয়ারা ও পেঁপে গাছের যত্ন (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ ; পৃ ৩৬৭—৩৭৪)

৬৩৪.৫ সুপারি চাষ

বসুন্ধরা

সুপারির বীজ নির্বাচন ও চারা তৈরি (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮বাং, পৌ ; পৃ ৩৮৫—৩৮৭)

৬৩৪.৬১ নারিকেল চাষ

বসুন্ধরা

নারিকেল গাছকে নবজীবন দান (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ ; পৃ ৩৭৫—৩৭৬)

৬৩৪.৯৭৩৪ ইউক্যালিপটাস চাষ

বসুন্ধরা

ইউক্যালিপটাস (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮বাং, পৌ ; পৃ ৩৫৯—৩৬১)

৬৩৫.২১ আলু চাষ

বসুন্ধরা

দেশী আলুর বীজ (বসুন্ধরা। ১৪ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ ; পৃ ৩৮৩—৩৮৪)

৬৩৬.১৪০৯৪৬৯ শকট—পর্তুগাল

আরতি সেন

পর্তুগালের শকট সংরক্ষণশালা (দেশ। ২৯ব, ২৫সং ১৩৬৯ বাং, বৈ ; পৃ ১১৩০—১১৩২)

৬৩৭.১৩৩ দুগ্ধ সংরক্ষণ

শশধর বিশ্বাস

দুগ্ধ—সংরক্ষণ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং ; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু ; পৃ ৭১—৭৪)

৬৪৬.০১ ফ্যাসন

দিলীপ মালাকার

পোষাক বিলাসিনীদের স্বপ্নরাজ্য পারী (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৪৭সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬৮০—৬৮২)

৬৪৬.৪৮ এ্যাপ্রন তৈয়ারী

সুচন্দ্রা দেবশর্ম্মা

ছোট ছেলেদের বিচিত্র "এ্যাপ্রন" (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং ; ১৩৬৮বাং, চৈ ; পৃ ৪৮১—৪৮২)

৬৫১.২৬ তথ্য যান্ত্রীকরণ

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মানসিক শ্রমের বৈপ্লবিক রূপান্তর (মানব মন। ১খ, ১সং ; ১৯৬২ খৃ, জানু-মার্চ ; পৃ ৩৬—৩৯)

৬৬৫.৫৩৮ পেট্রোলিয়াম

আবদুস সালাম মণ্ডল

পেট্রোলিয়মের কথা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১৪৭—১৫০)

৬৬৮'২ গ্লিসারিন

প্রকাশকুমার বিশ্বাস

গ্লিসারিন (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু; পৃ ৭৭—৭৯)

৬৭২'০৯৫৪ ভারত—ইস্পাত শিল্প

রোরিসৎ, ও.

ভিলাই চেতনা (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৪৬৫—৪৬৭)

৬৭৩'৪৫২ তাম্রধাতু ওয়েল্ডিং

প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত

তাম্রধাতুর গলন-জোড়া অথবা কপার ওয়েল্ডিং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু, পৃ ৮৪—৯০)

৭০০ শিল্পকলা : আমোদ প্রমোদ : খেলাধুলা

৭০০ শিল্পকলা

অশোকনাথ ভট্টাচার্য

রূপদক্ষ না শিল্পী (সূত্রধার। ২ব, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ২৫৫—২৬৫)

৭০১ ললিতকলা—দর্শন ও তত্ত্ব

অনিল চক্রবর্ত্তী

শিল্প প্রত্যয় (পূর্বপত্র। ২ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি-অ; পৃ ১১৩—১২০)

রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলাশিল্পে ঐক্য-সাম্য (কথাসাহিত্য। ১৩ব, ৬সং; ১৩৬৮বাং, চৈ; পৃ ৮২৫—৮২৯)

৭০৮'১৩ শিল্পকলা—মিউজিয়াম—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

কৃষ্ণা বসু

যুক্তরাষ্ট্রে আর্ট মিউজিয়াম (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৫১সং; ১৩৬৯ বাং, চৈ; পৃ ৯৯০—৯৯৪)

৯০৯'৪ শিল্পকলা—ইউরোপ

অসিতকুমার হালদার

য়ুরোপীয় আর্টের দার্শনিক বিচার (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৭৩৭—৭৪৪)

৭০৯'৫৪০১ শিল্পকলা—ভারত

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের চতুর্ষষ্ঠি কলা (সংহতি। ২৮ব, ১১সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৫৩৯—৫৪৬)

৭৩০'৯৪৩১ ভাস্কর্য—পূর্ব জার্মান

সুকুমার ঘোষ

পূর্ব-জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্য (সুন্দরম। ৬ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, পৃ ১১৫—১২৪)

৭৩০'৯৪৩৮ ভাস্কর্য—পোল্যান্ড

রাণা বসু

সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্কর্য (সুন্দরম। ৬ব, ২সং; ১৩৬৮বাং; পৃ ১০৬—১১২)

৭৪৫'৫৪ কারুশিল্প—কাগজ

রুচিরা দেবী

কাগজের কারুশিল্প (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৪৭৯—৪৮১)

৭৪৭'৯৩ আলপনা

হেমপ্রভা দে

আলপনা (বেতার জগৎ। ৩৩ব, ৭সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ২৭০—৩০৪)

৭৫৯.৯৫৪ শিল্পকলা—ভারত

হাসিরাশি দেবী

চিত্রশিল্পে মহিলার অবদান (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬ সং; ১৩৬৮বাং, চৈ; পৃ ৮০৩—৮০৫)

৭৮০.৯৫৪ সংগীত—ভারত

জ্যোতির্ময় মৈত্র

সংগীত ও সমাজ (ক্র) (নাচ গান বাজনা) (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং; ১৩৬৮বাং, ফা; পৃ ১০৮১—১০৮২)

শার্ঙ্গদেব, ছদ্ম

ভারতীয় সংগীতে নামকরণ (গানের আসর) (দেশ। ২৯ব, ২৫সং; ১৩৬৯বাং, বৈ; পৃ ১১৩৩—১১৩৪)

সুশীলকুমার বসু

সুর লোকের শিল্প সংগীত (বেতার জগৎ। ৩৩ব, ৮সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৩১১—৩১৪)

৭৮১.৫৫০৯৫৪১৪ লোকনৃত্য—বাংলাদেশ

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলার লোক-নৃত্য ঃ মুখোস নৃত্য (কালপুরুষ। ১ব, ৭সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৬৩৫—৬৩৯)

৭৮১.৫ বাদ্যযন্ত্র—জ্যাজ

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

জ্যাজ সংগীত প্রসঙ্গে (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৫০সং; ১৩৭৯ বাং, বৈ; পৃ ৫৯৮—৬০০)

৭৮১.৭৫৪১৪ সংগীত—বাংলা দেশ—রবীন্দ্রনাথ

অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের গান (সংগীত প্রসঙ্গ) (পরিচয়। ৩১ব, ৯সং; ১৩৫৮ বাং চৈ; পৃ ৯৪৫—৯৫৩)

৭৮৪৪.৯৫৪১৪ লোক সংগীত—বাংলা দেশ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

লোক সংগীত সাহিত্যে মহিলার দান (প্রবাসী। ৬১ব ২খ, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৮৩৫—৮৪১)

৭৯১.৩ সার্কাস

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সার্কাস প্রসঙ্গে (অমৃত। ১ব, ৪৬সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ৬১৬—৬১৮)

৭৯১.৪৩০৯৫৪১৪২ সিনেমা—বাংলা দেশ

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সবাক ছবির সূত্রপাত (নাটমহল) (বসুধারা। ৫ব, ২খ, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৭৬২—৭৬৪)

৭৯১.৬০৯৫৪১৪ মিছিল নৃত্য—বালা দেশ

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালের কাঁসারীপাড়ার সং (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৫১ সং; ১৩৬৯ বাং, বৈ; পৃ ১০১৬—১০১৮)

৭৯২.০৯ অভিনয়—দর্শন ও তত্ত্ব

রবীন মজুমদার

নাটক অভিনয় আঙ্গিক (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৫১ সং; ১৩৬৯ বাং, বৈ; ৯৭৯—৮৮২)

৭৯২.০৯ রঙ্গমঞ্চ—ইতিহাস

অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব নাট্যমঞ্চ ও তার ক্রমবিকাশ (গন্ধর্ব। ৪ব, ২সং; ১৯৬১—৬২, নভে-জানু; পৃ ৬২-৬৫)

৭৯২'০৯৫৪১৪ রঙ্গমঞ্চ—বাংলা দেশ

অমর গাঙ্গুলী

আমাদের রবীন্দ্র নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে (বহুরূপী। ১২ সং; ১৯৬১ খৃ, মে; পৃ ১৬—৩২)

৭৯২'০৯৫৪১৪ রঙ্গমঞ্চ—বাংলাদেশ

কুমার রায়

রবীন্দ্র নাট্যচর্চার ভূমিকা (বহুরূপী। ১২সং; ১৯৬১ খৃ, মে; পৃ ৫৫—৬৪)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নাট্যজগৎ ও রবীন্দ্রনাথ (বহুরূপী। ১২সং; ১৯৬১ খৃ, মে; পৃ ১২—১৫)

মন্মথ রায়

অন্য এক রঙ (বহুরূপী। ১২সং; ১৯৬১ খৃ, মে; পৃ ৯৩-৯৬)

—বাংলার নাট্য-দর্পণ (গন্ধর্ব। ৪ব, ২সং; ১৯৬১-৬২ খৃ, নভে-জানু; পৃ ২৬-৩৪)

সন্তোষকুমার ঘোষ

মঞ্চ, নাটক, রবীন্দ্রনাথ (বহুরূপী। ১২সং; ১৯৬১ খৃ, মে; পৃ ৪২-৪৫)

৭৯২'[১]০৯৫৪১৪ যাত্রা অভিনয়—বাংলাদেশ

অমরনাথ পাঠক

যাত্রার ইতিবৃত্তঃ উৎপত্তি (গন্ধর্ব। ৪ব, ২সং; ১৯৬১—৬২ খৃ, নভে-জানু; পৃ ১৭-২৫)

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাত্রা-সমালোচন (গন্ধর্ব। ৪ব, ২সং; ১৯৬১-৬২ খৃ, নভে-জানু; পৃ ৯-১৬)

৭৯৩'৮ যাদুবিদ্যা

অজিতকৃষ্ণ বসু

বিচিত্র যাদুকথা (ক্র) (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৯৫১—৯৫২)

৭৯৬'০৬৮০৯৫৪১ ক্রীড়া প্রাঙ্গণ—পূর্বভারত

রমেশচন্দ্র রায়

পূর্ব ভারতে ক্রীড়া পরিকল্পনা সমস্যা (গ্রন্থালোক। ৩ব, ৩সং; ১৯৬২ খৃ, জা; পৃ ৮-১০)

৮০০ **সাহিত্য**

৮০১ সাহিত্য—দর্শন ও তত্ত্ব

গুরুদাস ভট্টাচার্য

সাহিত্য ও বিজ্ঞান (কালপুরুষ। ১ব, ৭সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৬৪০—৬৪৮)

দেবব্রত চক্রবর্তী

সাহিত্যের সত্য (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৫১সং; ১৩৬৯ বাং, বৈ; পৃ ১০০৭—১০০৯)

মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রসতত্ত্বের ব্যাখানে পাশ্চাত্য অবদান (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৩৭৭—৩৮৬)

মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য দর্শনের ভূমিকা (৩২) (বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৭৫—৭৮)

৮০৮'১২ কাব্য নাট্য—আলোচনা

গগন দত্ত

কাব্যনাট্যের স্বরূপ ও সমস্যা (এক্ষণ। ১ব, ৫সং; ১৩৬৮ বাং, পৌ—মা; পৃ ৮৬—৯৪)

৮০৯'১ কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার কথা (সাম্প্রতিক সাহিত্য) (পরিচয়। ৩১ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৯৬৮—৯৭৩)

৮০৯'২ নাট্য সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

অরূপ রুদ্র

আধুনিক নাটকের দুটি ধারা : ইবসেন ও ইলিয়ট (গন্ধর্ব । ৪ব, ২সং ; ১৯৬১-৬২ খৃ, নভে—জানু ; পৃ ৩৯—৪১)

৮০৯'৯১ সাহিত্য ও বাস্তবতা

সাহিত্যে বাস্তবতা (সমকালীন । ৯ব, ১২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৭৭৬—৭৮০)

৮০৯'৯৩ সাহিত্যে বিভিন্ন বিষয়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাকাহিনী, উন্নততর সাহিত্য ও মনঃসমীক্ষণ (সাহিত্যের খবর । ৯ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ২—২১)

৮২১ ইংরেজী কবিতা—রবি দত্ত—আলোচনা

সুধাংশুকুমার পাল

ইংরাজী সাহিত্যে বাঙালী কবি রবি দত্ত (বসুধারা । ৫ব, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, মা ; পৃ ৩৮৯—৩৯৭)

৮৩১'০৯ জার্মান কবিতা—ইতিহাস ও আলোচনা

সার্থবাহ, ছদ্ম

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা : জার্মান কবিতা (অমৃত । ১ব, ৪৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬১২—৬১৫)

৮৩১'৬ জার্মান কবিতা—গোটে—আলোচনা

সত্যভূষণ সেন

জার্মান কবি গোটে (অমৃত । ১ব, ৪খ, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৪৯১—৪৯৬)

৮৪১'৮ ফরাসী কবিতা—বোদল্যার—আলোচনা

অরুণ মিত্র

বোদল্যার এবং বোদল্যার—কাব্যের অনুবাদ (পরিচয় । ৩১ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮৭১—৮৮৬)

৮৬১'৬২ স্প্যানিস কবিতা—লরকা, ফেদেরিকো গারথিয়া—আলোচনা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা : ১৮৯৮—১৯৩৬ (ধ্রুপদী । ২ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১—২)

৮৮২ গ্রীক নাটক

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডি (সূত্রধার । ২ব, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ২৪৪—২৫৪)

৮৯১'২১ সংস্কৃত কবিতা—মহাভারত

অক্ষয়কুমার কয়াল

কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্ব্বের রচয়িতা ? (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা । ৬৬ব, ২সং ; ১৩৬৬ বাং, পৃ ৯৪—৯৭)

৮৯১'৩৪[১] বাংলা সমালোচনা সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্র—আলোচনা

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র (ভারতবর্ষ । ৪৯ব, ২খ, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৪৪৪—৪৪৮)

৮৯১'৪৪০৯　বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

আবদুল হালিম

বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী ভাবধারার সূচনা (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি ; পৃ ১৭—৩০)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—অক্ষয়কুমার বড়াল—আলোচনা

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অক্ষয়কুমার বড়াল শতবার্ষিকী (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। ৬৬ব, ২সং ; ১৩৬৬ বাং ; পৃ ৬২—৭৭)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—অমিয় চক্রবর্তী—আলোচনা

অরুণ ভট্টাচার্য

অমিয় চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কবিতা (উত্তরসূরী। ৯ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, মা—চৈ ; পৃ ২২১—২৩১)

৮৯১'৪৪১　বাংল কবিতা—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—আলোচনা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত-র কবিতা (আধুনিক কাব্য পরিচিতি) (উত্তরসূরী। ৯ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, মা—চৈ ; পৃ ২৩২—২৩৯)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—জগদিন্দ্রনাথ রায়—আলোচনা

হারাধন দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ও কবি জগদিন্দ্রনাথ (পূর্বপত্র। ২ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি-অ ; পৃ ১৬৫-১৭৩)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—জয়দেব—আলোচনা

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জয়দেবের গীতগোবিন্দ (বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬৫-৬৮)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—বাসু ঘোষ—আলোচনা

মালবিকা চাকী

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ে বাসু ঘোষের পদ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৬৬ব, ২সং ; ১৩৬৬ বাং ; পৃ ১১৫-১১৯)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—বিহারীলাল চক্রবর্তী—আলোচনা

হরেন ঘোষ

বিহারীলালের কবি প্রকৃতি (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৪৩৯-৪৪৩)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—আলোচনা

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

যুগসন্ধির কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম (বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮৭-৯২)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—মধুসূদন দত্ত—আলোচনা

রঘুনাথ ভট্টাচার্য

মধু-কাব্য প্রতিভা (শিক্ষা ও শিক্ষক। ৭ব, ৭-৮সং ; ১৯৬১ খৃ, অক্টো-নভে ; পৃ ৭৫-৮১)

৮৯১'৪৪১　বাংলা কবিতা—রামপ্রসাদ সেন—আলোচনা

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া

বাংলা গীতিকাব্য ও রামপ্রসাদ (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮৩৯-৮৪১)

৮৯১'৪৪১[১] বাংলা কবিতা—রবীন্দ্র-
নাথ ঠাকুর—আলোচনা

অমিয়কুমার দত্ত
রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধারণ মানুষের স্থান (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৭৭০-৭৭৩)

অশোকবিজয় রাহা
রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয় চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর (বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৮ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ ; পৃ ১৫৬-১৮৩)

গোপাল হালদার
রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার ঐতিহ্য (পরিচয়। ৩১ব, ৮সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৭৫৯-৭৭২)

জগদীশ ভট্টাচার্য
বাল গোপালের ব্রজধামে (ক্র) (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১২১৫-১২১৯)

—বাল গোপালের ব্রজধামে : বনফুল (ক্র) (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ১০সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ১৩২৩-১৩৩১)

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের জীবন ও শিল্প (পরিচয়। ৩১ব, ৯ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮৮৭—৯০১)

নীরেন্দ্রনাথ রায়
রবীন্দ্রনাথ ও নন্দনতত্ত্ব (পরিচয়। ৩১ব, ৮সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৭৪৩—৭৫৮)

নেপালচন্দ্র দে
রবীন্দ্র সাহিত্যে রূপ ও রস (পল্লী-গুরুর সাহিত্য সাধনা) (শিক্ষক। ১৫ব, ৯ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৫৫৬—৫৫৭)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
আদর্শ ও বাস্তব (পরিচয়। ৩১ব, ৮ সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৭৭৩—৭৭৫)

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী
রবীন্দ্র কাব্যে প্রকৃতি (সংহতি। ২৮ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৫৫৬—৫৬০)

প্রবোধচন্দ্র সেন
ভোরের পাখী : দ্বিতীয় পর্যায় : প্রকৃতির খেদ (বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৮ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ; পৃ ১১৪ —১৫১)

বালিন, আইজায়া
রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ; দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অনূদিত (চতুরঙ্গ। ২৩ব, ৩ সং ; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ ; পৃ ২০৪—২১৫)

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসাহিত্যে আধুনিকতা (সমকালীন। ৯ব; ১২ সং ; ১৩৬৮ বাং চৈ ; পৃ ৭৮৯—৭৯১)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র চৈতন্যের উৎস : একটি সূত্র (উত্তরসূরী। ৯ব, ২সং ; ১৩৬৮বাং, মা—চৈ ; পৃ ১৭৪—১৮০)

ভূপেশ দাশ
রবীন্দ্রকাব্যে সাধারণ মানুষ (প্রবাসী। ৬১ ব, ২ খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং চৈ ; পৃ ৭৫১—৭৫৩)

রণজিৎ সরকার
রবীন্দ্রকাব্যে ত্রিধারা : মিস্টিক ধারা (শম্ভু। ৯ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ভা ; ১৪৩—১৪৮)

রাধাকৃষ্ণণ, সর্বপল্লী

বরপত্র রবীন্দ্রনাথ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (চতুরঙ্গ। ২৩ব, ৩সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১৯৩—২০৩)

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের দুই নারীতত্ত্ব (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮৩১—৮৩৪)

হারাধন দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ও কবি জগদিন্দ্রনাথ (পূর্বপত্র। ২ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি—অ ; পৃ ১৬৫—১৭৩)

হিল্লোলকুমার রায়

বিশ্বকবির দৃষ্টিতে মা ও শিশু (উদ্বোধন। ৬৪ব, ৩সং ; ১৩৬৮বাং, চৈ ; পৃ ১৪৬—১৪৭)

৮৯১·৪৪১০৯ বাংলা কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

অখিলরঞ্জন ঘোষাল

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ও অশ্লীলতা (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং ; ১৩৬৮বাং, ফা; পৃ ৯৩১—৯৩২)

আনন্দমোহন বসু

বাংলা চর্যাপদের ছন্দ (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮বাং, চৈ ; পৃ ৮১২—৮১৫)

জগদীশ ভট্টাচার্য

কবি মানসী : ২খ কাব্যভাষা (শনিবারের চিঠি। ৩৪ব, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, মা; পৃ ৩০১—৩০৮)

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা (সাহিত্যের খবর, ৯ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ২২—৪০)

মৃগাঙ্ক রায়

আধুনিক বাংলা কবিতা : কালান্তরের চিন্তা (নতুন সাহিত্য। ১২ব, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, মা—চৈত্র ; পৃ ৩১—৩৮)

শঙ্খ ঘোষ

দুই বসন্তে (দেশ। ২৯ব, ২১ সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬৮৯—৬৯৫)

শ্যামসুন্দর দে

আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি ; পৃ ১২২—১২৫)

সত্রাজিৎ দত্ত

দুই মেরু (কবিতা। ২৫ব, ৩সং ; ১৩৬৭ বাং, চৈ ; পৃ ১৫১—১৬৩)

৮৯১·৪৪২[১] বাংলা নাটক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আলোচনা

কিরণময় রাহা

শতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্রনাট্য। (বহুরূপী। ১২ সং ; ১৯৬১ খৃ, মে ; পৃ ৩৭—৪১)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

নাট্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ (বহুরূপী। ১২সং ; ১৯৬১ খৃ, মে ; পৃ ৩৩—৩৬)

সঞ্জীবকুমার চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের তিনটি যুগল চরিত্র (চতুষ্কোণ। ১ব, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, মা ; পৃ ৫৩৬—৫৪২)

৮৯১·৪৪২০৯ বাংলা নাটক—ইতিহাস ও সমালোচনা

অশোক পালিত

সাম্প্রতিক কালের কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে (এক্ষণ। ১ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ-মা ; পৃ ৯৫—১১২)

আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলার লোক-নাট্য (ক্র) (সূত্রধার। ২ব, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ২০১—২০৬)

গোপাল ঘোষ
ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি অবিস্মরণীয় নাটক (অনুশীলন। ২ব, ১ সং; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি; পৃ ১১৬—১২১)

সুবন্ধু ভট্টাচার্য
আধুনিক বাংলা নাটক (সপ্তর্ষি। ৫ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ; পৃ ১৭২—১৮২)

সুবীর রায়চৌধুরী
বাংলা নাটক ও মলিয়ের (গন্ধর্ব। ৪ ব, ২সং, ১৯৬১—৬২ খৃ, নভে—জানু; পৃ ৩৫—৩৮)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—কালীপ্রসন্ন সিংহ—ইতিহাস ও আলোচনা

নিখিল সেন
হুতম প্যাঁচার নকশার শতবর্ষ (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৪৫সং, ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫১৭—৫১৯)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আলোচনা

হরপ্রসাদ মিত্র
বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন ভাবনা (বিশ্ব-বাণী। ২৪ ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৭৯—৮৩)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

ছবি রায়
প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ (শিক্ষা ও শিক্ষক। ৭ ব, ৭-৮ সং; ১৯৬১ খৃ, অক্টো-নভে; পৃ ৮২—৮৪)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

হরপ্রসাদ মিত্র
বাংলা কথা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যো-পাধ্যায় (সপ্তর্ষি। ৫ ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ; পৃ ১৮৩—১৮৮)

৮৯১'৪৪৩[১] বাংলা উপন্যাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আলোচনা

পাঁচুগোপাল দেবনাথ
রবীন্দ্রনাথ ও 'দুই বোন' (নতুন সাহিত্য। ১২ ব, ৪ সং; ১৩৬৮ বাং, মা—চৈ; পৃ ৩৯—৪৮)

সুধীর করণ
দুটি উপন্যাস ঃ যুগান্তর (সাহিত্যের খবর। ৯ব, ৬ সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৪৬—৫০)

৮৯১'৪৪৩০৯ বাংলা উপন্যাস—ইতিহাস ও সমালোচনা

প্রভাতকুমার দত্ত
উপন্যাসোপম গল্প প্রসঙ্গে (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৫০ সং; ১৩৬৯ বাং, বৈ; পৃ ৯২২—৯২৩)

৮৯১'৪৪৩১[১] বাংলা ছোটগল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আলোচনা

রথীন্দ্রনাথ রায়
রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' (প্রবন্ধ পত্রিকা। ২ব, ১১ সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ১—১১)

৮৯১'৪৪৩১০৯ বাংলা ছোট গল্প—ইতিহাস ও সমালোচনা

প্রদ্যোৎ গুহ
বাংলা ছোট গল্প ঃ সাম্প্রতিক ঝোঁক (নতুন সাহিত্য। ১২ব, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, মা—চৈ; পৃ ১—৭)

সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক ছোট গল্প : একটি মত (প্রবন্ধ পত্রিকা। ২ ব, ১১ সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৪০—৪৪)

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙ্গলা ছোট গল্প (বিংশশতাব্দী। ৬ ব, ৯ সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ১২০৯—১২১৩)

৮৯১'৪৪৪ বাংলা প্রবন্ধ—প্রমথ চৌধুরী —আলোচনা

রামেশ্বর শ'

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (সাহিত্যের খবর। ৯ব, ৬ সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৫৫—৬৩)

৮৯১'৪৪৪ বাংলা প্রবন্ধ—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—আলোচনা

সুধীর রায় চৌধুরী

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য (কবিতা। ২৫ব. ৩ সং; ১৩৬৭ বাং, চৈ; পৃ ১৬৪—১৬৮)

৮৯১'৪৪৭০৯ বাংলা ব্যঙ্গ ও কৌতুক সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

হাস্যরসের রূপ ও রসাভাস (সমকালীন। ৯ব, ১২ সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৭৬৩—৭৭১)

৮৯১'৫৫১ পারসী কবিতা—ওমর খৈয়াম —আলোচনা

মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন প্রেমিক : কবি ওমর খৈয়াম (সমকালীন। ৯ ব, ১২ সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৭৭২—৭৭৫)

৮৯১'৭৩৩ রুশ উপন্যাস—তলস্তয়, লিও —আলোচনা

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

বিশ্ব সাহিত্যের সূচীপত্র : ১ খ উপন্যাস : ওয়ার এণ্ড পীস (৪) (শনিবারের চিঠি। ৩৪ব, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, মা; পৃ ৩০৯—৩১২)

৮৯৪'৮১১১ তামিল কবিতা—কম্বন— আলোচনা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

রামভক্তির আলোকে তামিল কবি কম্বন্ (প্রবন্ধ পত্রিকা। ২ব, ১১সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৫৫—৯৫)

৮৯৪'৮১১১ তামিল কবিতা—মানিক্ক-বাচকর—আলোচনা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তামিল শৈব কবি মাণিক্ক বাচকর (২) (বিশ্ববাণী। ২৪ ব, ২ সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৬৯—৭৪)

৮৯১'৮২৩ যুগোশ্লাভ উপন্যাস— আন্দ্রিচ, ইভো—আলোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইভো আন্দ্রিচ : সাহিত্য ও জীবন-দর্শন (সপ্তর্ষি। ৫ব, ২ সং; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ; পৃ ৩৩—৪৭)

৯০০ ইতিহাস : জীবনী : ভূগোল : ভ্রমণ ও বিবরণ

৯০১'৯ সভ্যতা

অন্নদাশঙ্কর রায়

সভ্যতার সঙ্কট ও রবীন্দ্রনাথ (দেশ। ২৯ ব, ২০ সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৬০৯—৬২০)

৯০৭'২ ইতিহাস রচনা
মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ
ঐতিহাসিক মতান্তর বা আজগুবি গল্প (সাহিত্য ও সংস্কৃতি) (শিক্ষক। ১৫ ব, ৯ সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫৩৮—৫৪২)

৯১৩'৫৪ ভারত—প্রত্নতত্ত্ব
অশোক ভট্টাচার্য
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ পত্রিকা। ২ব, ১১ সং; ১৩৬৮ বাং ফা; পৃ ৪৫—৫০)

৯১৫'৪১৪২ কলিকাতা—বিবরণ
পি. সি. চক্রবর্তী
কলিকাতা সহর ও প্রভাবান্বিত অঞ্চল (আর্থিক প্রসঙ্গ। ১১ ব, ২ সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৯৪—১০৪)

৯১৫'৪১৪২ বাঁকুড়া—বিবরণ
দর্শক
বাঁকুড়া (পশ্চিম বঙ্গ ঃ বিয়াল্লিশের বাংলা) (দর্শক। ২ব, ১৬ সং; ১৯৬২ খৃ, মার্চ; পৃ ৬)

৯১৫'৪১৪২ মুর্শিদাবাদ—বিবরণ
দর্শক
মুর্শিদাবাদ (খ) (পশ্চিমবঙ্গ ঃ বিয়াল্লিশের বাংলা) (দর্শক। ২ব, ১৮ সং; ১৯৬২ খৃ, মে; পৃ ৪)

৯১৫'৪১৪২ মেদিনীপুর—বিবরণ
দর্শক
মেদিনীপুর (ক) (পশ্চিমবঙ্গ; বিয়াল্লিশের বাংলা) (দর্শক। ২ব, ১৯ সং; ১৯৬২ খৃ, এপ্রি; পৃ ৪)
—মেদিনীপুর (খ) (পশ্চিমবঙ্গ ঃ বিয়াল্লিশের বাংলা) (দর্শক। ২ব, ২০ সং; ১৯৬২ খৃ, মে; পৃ ৬)

৯২০ উড্রফ, জন—জীবনী ও আলোচনা
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন
তন্ত্রাচার্য উড্রফের ভারত আবিষ্কার (শনিবারের চিঠি। ৩৪ ব, ৪ সং; ১৩৬৮ বাং, মা; পৃ ৩২৫—৩২৮)

৯২০'৫ পেন, টম—জীবনী ও আলোচনা
অশোক মুস্তাফি
মুক্তচিন্তা ও সাংবাদিক পেন (রাষ্ট্র। ১ব, ৩ সং; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ; পৃ ১২৫—১৩২)

৯২০'৫ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—জীবনী ও আলোচনা
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সাংবাদিক শিরোমণি হেমেন্দ্রপ্রসাদ (সংহতি। ২৮ ব, ১১ সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৫২৯—৫৩১)

৯২২'৯৪৫৫২ শিবনাথ শাস্ত্রী—জীবনী ও আলোচনা
রণজিৎকুমার সেন
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (প্রবাসী। ৬১ ব, ২খ, ৬ সং; ১৩৬৮ খৃ, বাং, চৈ; পৃ ৭৬২—৭৬৪)

৯২২'৯৪৫৫২ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—জীবনী ও আলোচনা
ফালোঁ, ফাদার পিয়ের
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ঃ ১৮৬১—১৯০৭ (বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৮ ব, ২ সং; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ; পৃ ১৮৪—১৯৩)
সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রহ্মবান্ধবের সন্ধানে (অমৃত। ১ব, ৪খ, ৪৭সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৬৫১—৬৫২)

৯২২·৯৪৫৫৪ চৈতন্যদেব—জীবনী ও আলোচনা

অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (ক্র) (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ৯৪৬—৯৫০)

৯২২·৯৪৫৫৫ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য—জীবনী ও আলোচনা

দুর্গানন্দ, স্বামী

পণ্ডিত গৌরীকান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ (বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৪১—৫৩)

৯২২·৯৪৫৫ বিবেকানন্দ, স্বামী—জীবনী ও আলোচনা

আশুতোষ ঘোষ

চিকাগো ধর্ম-মহাসভা ও স্বামী বিবেকানন্দ (৩) (বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫৮—৬০)

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর ও স্বামীজী (উদ্বোধন। ৬৪ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ১৪০—১৪৭)

ব্রহ্মচারী বরুণ

স্বামীজী ও খেতড়িরাজ (উদ্বোধন। ৬৪ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ, পৃ ১৩২—১৪০)

৯২২·৯৪৫৫৫ শ্রীনিবাস আচার্য—জীবনী ও আলোচনা

বিমানবিহারী মজুমদার

শ্রীনিবাস—নরোত্তমের কাল নির্ণয় (ক্র) (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা। ৬৬ব, ২সং; ১৩৬৬ বাং; পৃ ৯৮—১১৪)

৯২২·৯৪৫৫৫ রামকৃষ্ণ পরমহংস—জীবনী ও আলোচনা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর ও স্বামীজী (উদ্বোধন। ৬৪ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ১৪০—১৪৭)

৯২২·৯৪৫৫৫ সারদামণি দেবী—জীবনী ও আলোচনা

উষাদেবী

জননী সারদামণি (২১) (বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৫৪—৫৭)

৯২৩·১৫৪ বাবর—জীবনী ও আলোচনা

শচীন্দ্রলাল রায়

বাবরের আত্মকথা (২) (ভারতবর্ষ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৩৯৮—৪০৩)

৯২৩·২৪৭ স্ট্যালিন, জোসেফ্—জীবনী ও আলোচনা

ইন্দু সেন

স্ট্যালিন প্রসঙ্গ (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ১২৭৫—১২৮৬)

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

স্ট্যালিন প্রসঙ্গে (আলোচনা) (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ১০সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ১৩৩১—১৩৩৬)

৯২৩·২৫৪ প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—জীবনী ও আলোচনা

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

বিপ্লবীর জীবন দর্শন (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ৭৮০—৭৮৭)

৯২৩·২৫৪ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—জীবনী ও আলোচনা

অশোক গুহ

ভূপেন্দ্রনাথ (স্মরণ) (এক্ষণ। ১ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, পৌ—মা ; পৃ ১১৩—১১৬)

৯২৩·৬৫৪ টম্পসন, জর্জ—জীবনী ও আলোচনা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

নব্যবঙ্গের গৃহে ভারত প্রেমিক জর্জ টম্পসন (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮৪১—৮৪৪)

৯২৩·৬৫৪১৬ শ্যামাচরণ দেব—জীবনী ও আলোচনা

বেলা দেবী

শিলচর-গান্ধী শ্যামাচরণ দেব (সংহতি। ২৮ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৫২৭—৫২৮)

৯২৫ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—জীবনী ও আলোচনা

হৃষিকেশ দেব

চারুচন্দ্র (বসুধারা। ৫ব, ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬৫৪—৬৫৬)

৯২৫ মহেন্দ্রলাল সরকার—জীবনী ও আলোচনা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্মরণে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩সং ; ১৯৬২ খৃ, মার্চ ; পৃ ১২৯—১৩৫)

৯২৫·৪ বীরেশচন্দ্র গুহ—জীবনী ও আলোচনা

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহ (দেশ। ২৯ব, ২৫সং ; ১৩৬৯ বাং, বৈ ; পৃ ১০৮৩—১০৮৪)

৯২৬·৫৫ কেরী, উইলিয়াম—জীবনী ও আলোচনা

বিমল গুপ্ত

কর্মসাধক উইলিয়ম কেরী (গ্রন্থালোক। ৩ব, ৩সং ; ১৯৬২ খৃ, জানু ; পৃ ১—৮)

৯২৭ কোলভিজ, কে. টি.—জীবনী ও আলোচনা

রবীন্দ্র মজুমদার

কে টি কোল্‌ভিজ (চিত্র প্রসঙ্গ) (পরিচয়। ৩১ব, ৮সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৮৬০—৮৬২)

৯২৭·৩ কোনেনকফ, সের্গেই—জীবনী ও আলোচনা

সুন্দরম্

বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্য ঃ সের্গেই কোনেনকফ (সুন্দরম। ৬ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং ; পৃ ৭৭—৮৩)

৯২৭·৩৭ মুখিনা, ভেরা—জীবনী ও আলোচনা

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতা ঃ ভেরা মুখিনা (সুন্দরম। ৬ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং ; পৃ ৮৪—৯৫)

৯২৭·৫ পাস্তেরনাক, যে.—জীবনী ও আলোচনা

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যে পাস্তেরনাক ছবি আঁকতেন (দেশ। ২৯ব, ২৩সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৮৮৩—৮৮৪)

৯২৮'৪ লেভি, সিলভাঁ—
জীবনী ও আলোচনা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
প্রাচ্য তত্ত্ববিদ আচার্য সিলভাঁ লেভি (ইতিহাস। ১০ব, ১-২সং ; ১৩৬৬বাং, ভা-মা ; পৃ ১০—৩০)

৯২৮'৪৩ ভলতেয়ার—জীবনী ও আলোচনা

হরিপদ ঘোষাল
মনীষী ভল্‌তেয়ার (সমকালীন। ৯ব, ১২সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৭৪৯—৭৬২)

৯২৮'৯১৪৪ অতুলচন্দ্র গুপ্ত—
জীবনী ও আলোচনা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অতুলচন্দ্র গুপ্ত (কবিতা। ২৫ব, ৩সং ; ১৩৬৭ বাং, চৈ ; পৃ ১১৯—১২২)

৯২৮'৯১৪৪ সজনীকান্ত দাস—
জীবনী ও আলোচনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত ও 'শনিবারের চিঠি' (শনিবারের চিঠি। ৩৪ব, ৪সং ; ১৩৬৮বাং, মা ; পৃ ২৮২—২৮৬)

শনিবারের চিঠি
সজনীকান্ত স্মরণ সংখ্যা (শনিবারের চিঠি। ৩৪ ব, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৩৬১—৫০৩)

সনৎকুমার গুপ্ত
সজনীকান্ত দাস (উত্তরসূরী। ৯ব, ২সং ; ১৩৬৮বাং, মা—চৈ ; পৃ ২৬৯—২৭১)

৯২৮'৯১৪৪১ নজরুল ইসলাম, কাজী—
জীবনী ও আলোচনা

অখিল নিয়োগী
কাজি নজরুলের মঞ্চ-প্রবেশ (রঙ্গপট) (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ১০৯৮—১১০০)

৯২৮'৯১৪৪১ বাঙ্গালী কবি—
জীবনী ও আলোচনা

অমলেন্দু ঘোষ
যশোহর-খুলনার লোককবি (সাহিত্যের খবর। ৯ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৬৫—৭১)

৯২৮'৯১৪৪১[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
জীবনী ও আলোচনা

অন্নদাশংকর রায়
আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ (অমৃত। ১ব, ৪৮সং ; ১৩৬৮বাং, চৈ ; পৃ ৭৩১—৭৩৯)

আদিত্য ওহদেদার
কবিজীবনে কাদম্বরী (প্রবন্ধ পত্রিকা। ২ব, ১১সং ; ১৩৬৮বাং, ফা ; পৃ ১২—২৩)

আঁদ্রে, অণ্টারলিং
রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার, (চতুরঙ্গ। ২৩ব, ৩সং ; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ ; পৃ ২২১—২২৩)

ওকাম্পো, ভিক্টোরিয়া
প্লেট নদীর তীরে রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র অনূদিত (চতুরঙ্গ। ২৩ব, ৩সং ; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ ; পৃ ১৬৯—১৯২)

বলরাজ সাহানী
রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে (নতুন সাহিত্য। ১২ব, ৪সং ; ১৩৬৮বাং, মা-চৈ ; পৃ ১৩—২১)

বীরেন নাথ

চন্দননগরে সন্ধ্যাসংগীত-এর কবি (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৯৬৩—৯৬৪)

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা (সপ্তর্ষি। ৫ব, ২সং ; ১৩৬৮বাং, কা-পৌ ; পৃ ১—১৭)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যাম দেশে (বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৮ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, কা—পৌ ; পৃ ১৫২—১৫৫)

হেলসাম, লর্ড

রবীন্দ্রনাথ (চতুরঙ্গ। ২৩ব, ৩সং ; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ; পৃ ২১৫—২২০)

৯২৮'৯১৪৪২ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—জীবনী ও আলোচনা

ভরত আচার্য

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ (বহুরূপী। ১২সং ; ১৯৬১ খৃ, মে ; পৃ ৯৭—৯৯)

৯২৮'৯১৪৪৩ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমাদর—জীবনী ও আলোচনা

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কেনরে বাঁশি বাজিস না (দেশ। ২৯ব, ২৪সং ; ১৩৬৯ বাং, বৈ ; পৃ ৯৭৭—৯৮৩)

৯২৮'৮৯১৪৪৩ রমেশচন্দ্র দত্ত—জীবনী ও আলোচনা

মণি বাগচি

মনীষি রমেশচন্দ্র দত্ত (সাহিত্য ও সংস্কৃতি) (শিক্ষক। ১৫ব, ৯সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৫৩৬—৫৩৭)

৯২৮'৯১৪৪৪ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—জীবনী ও আলোচনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সাহিত্য—চিন্তায় ধূর্জটিপ্রসাদ (আলোচনা)(কালপুরুষ। ১ব,৭সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৭১৫—৭২২)

ত্রিদিব ঘোষ এবং অরুণ ভট্টাচার্য

ধূর্জটিপ্রসাদ : সহৃদয় সামাজিক (উত্তরসূরী। ৯ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, মা-চৈ ; পৃ ১৬৫—১৭০)

ভবানী মুখোপাধ্যায়

চিন্তানায়ক ধূর্জটিপ্রসাদ (সপ্তর্ষি। ৫ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, কা-পৌ ; পৃ ১৮৯—১৯৩)

৯২৮'৯১৪৫ মধুসূদন রাও—জীবনী ও আলোচনা

অবন্তী দেবী

ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ (ক্র) (বসুধারা। ৫ব, ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ ; পৃ ৬৪৮—৬৫৩)

৯২৮'৯১৮৬৩ নেমসোভা, রোজেনা—জীবনী ও আলোচনা

শিবপ্রসাদ বিশ্বাস

জনৈকা বিদেশী লেখিকা (সাহিত্যের খবর। ৯ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, ফা ; পৃ ৪১—৪৫)

৯২৯'২ পারিবারিক ইতিহাস—নজরুল ইসলাম

মুজফ্ফর আহ্মেদ

কবি নজরুল ইসলামের পরিবার। (অনুশীলন। ২ব, ১সং ; ১৩৬৮ বাং, আশ্বিন ; পৃ ৫—৮)

৯৫৪ ভারত—ইতিহাস

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস নিয়ে বিড়ম্বনা (অনুশীলন। ২ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি; পৃ ৫৪—৬০)

৯৫৪·০১ ভারত—ইতিহাস—প্রাচীনযুগ

দীনেশচন্দ্র সরকার

অশোকের পঞ্চম স্তম্ভানুশাসন সম্পর্কে একটি কথা (ইতিহাস। ১০ব, ১—২সং; ১৩৬৬ বাং, ভা—মা; পৃ ৩১—৩৩)

দীপক ভট্টাচার্য

হাথীগুম্ফা লিপির "নন্দরাজা" প্রসঙ্গে (ইতিহাস। ১০ব, ১—২ সং; ১৩৬৬ বাং, ভা—মা; পৃ ৭৩—৭৯)

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

বৈদিক যুগের অস্ত্র-শস্ত্র (অনুশীলন। ২ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি; পৃ ৪৪—৫৩)

সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

হিন্দু যুগে রাজা (ক্র) (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পৃ ১২৪৮—১২৫৮)

—হিন্দু যুগে রাজা (ক্র) (বিংশ শতাব্দী। ৬ব, ১০সং; ১৬৩৮বাং, চৈ; পৃ ১৩৫১—১৩৫৬)

৯৫৪·০৩ ভারত—ইতিহাস—আধুনিক যুগ

সঞ্জীবকুমার বসু

ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্যের গোড়ার কথা (দেশ। ২৯ব, ২৪সং; ১৩৬৯ বাং, বৈ; পৃ ৯৯৯—১০০৪)

৯৫৪·১৪ বাংলা দেশ—ইতিহাস

নরহরি কবিরাজ

বাংলার জাগরণ ঃ পাশ্চাত্ত্য চিন্তার প্রভাব (অনুশীলন। ২ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, আশ্বি; পৃ ৮০—৮৮)

সতীশ পাকড়াশী

বাংলার বিপ্লবী চিন্তায় রূপান্তর (অনুশীলন। ২ব, ১সং; ১৩৬৮বাং, আশ্বি; পৃ ৬৯—৭৫)

সুখময় মুখোপাধ্যায়

কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে? (প্রবাসী। ৬১ব, ২খ, ৬সং; ১৩৬৮বাং, চৈ; পৃ ৭৭৪—৭৭৭)

৯৫৪·১৪০২ বাংলা দেশ—ইতিহাস—মধ্যযুগ

প্রভাসচন্দ্র সেন

গৌড়বঙ্গের সেন রাজগণ (৪) (বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং; ১৩৬৮বাং, চৈ; পৃ ৮৪—৮৬)

৯৫৪·১৪০৩ বাংলা দেশ—ইতিহাস—আধুনিক যুগ

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (ইতিহাস। ১০ব, ১-২ সং; ১৩৬৮ বাং, ভা-মা; পৃ ৫৫—৬৩)

৯৫৪·১৪২[১] কলিকাতা—ইতিহাস

মিহির সিংহ

কলকাতার জীবনধারা (নতুন সাহিত্য। ১২ব, ৪সং; ১৩৬৮বাং, মা—চৈ; পৃ ৮—১২)

৯৫৪·১৫ ত্রিপুরা—ইতিহাস

দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

ঊণকোটি তীর্থ (গ্রন্থালোক। ৩ ব, ৩ সং; ১৯৬২ ইং, জানু; পৃ ১৭—৩০)

৯৫৪·১৬ আসাম—ইতিহাস

অমলেন্দু গুহ

উনিশ শতকে আসামের নবজাগরণ (চতুষ্কোণ। ১ব, ৪সং; ১৩৬৮বাং, মা; পৃ ৫১৭—৫২৪)

৯৬০ আফ্রিকা—ইতিহাস

অংশু দত্ত

আফ্রিকার নবজাগৃতির পটভূমিকা (পরিচয়। ৩১ব, ৮সং; ১৩৬৮বাং, ফা; পৃ ৭৭৫—৭৯৫)

৯৬৭·২১ গ্যাবন—ইতিহাস

আন্তর্জাতিক

নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত গ্যাবন প্রজাতন্ত্র পরিচিতি (আন্তর্জাতিক। ৬ব, ৯—১০সং; ১৯৬২খৃ, ফেব্রু—মার্চ; পৃ ৮৩৮—৮৪১)

৯৭২·৯১ কিউবা—ইতিহাস

অশোক রায়

মার্কিণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও কিউবা (আন্তর্জাতিক। ৬ব, ৯—১০সং; ১৯৬২ খৃ, ফেব্রু—মার্চ; পৃ ৭৯৫—৮০৪)

সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী

সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আগামী ২৮-এ আগস্ট সত্তর বছরে পদার্পণ করবেন। সবুজ পত্র-এর যুগ থেকে অধুনাতম কাল পর্যন্ত সাহিত্য সংস্কৃতি তথা সমস্ত ক্ষেত্রের ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টায় অনলস সাধক, ছোটবড় ও দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমপ্রীতিপরায়ণ, লেখকদের লেখক, সারস্বত সত্রে অকৃত্রিম প্রীতির আধার—এই সাহিত্য সন্ন্যাসীর প্রতি বাঙ্গালী মাত্রেরই যে অপরিহার্য কর্তব্য রয়েছে, তারই বিবেচনায় আগামী ২৮, ২৯, ৩০-এ আগস্ট মহাজাতি সদনে তাঁর জন্মজয়ন্তী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে গঠিত এক সমিতি শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর 'চলমান জীবন' গ্রন্থটি সমাপ্ত করার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠান স্বকীয়ভাবে ওই দিবসটি পালন করে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়-এর সুস্থ ও কর্মময় জীবনের দীর্ঘায়ন কামনা করবেন, সমিতি আপনাদের এই অনুরোধ জানাচ্ছে। তা ছাড়াও সমিতি আপনাদের কাছে মূল উৎসবের সাহায্যার্থে সদস্য সংগ্রহের ও এককালীন অর্থদানের আবেদন জানাচ্ছে। যত সত্বর সম্ভব আপনাদের কর্মপন্থা জানালে অনুগৃহীত হব। বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

নিবেদক

১১ডি, রামধন মিত্র লেন,
কলিকাতা—৪

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু
যুগ্ম-সম্পাদক

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রস্তাব

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে ধন্যবাদ। গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গত ৩০ বছর ধরে ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে প্রচেষ্টা, তাকেই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। প্রায় বাৎসরাধিককাল পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজ সমূহের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ আর্থিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে যে তিন ধরণের বেতনের হার সুপারিশ করেন তা লেকচারার (জুনিয়র প্রফেসানাল), রীডার (প্রফেসানাল) ও প্রফেসারের (প্রফেসানাল) অনুরূপ। এই সুপারিশ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে যে নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়, তা হল ঃ এম. এ. / এম. এস. সি. (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী) এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক বা ডিপ্লোমা (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী) ; অথবা বি. এ./বি. এস. সি./বি. কম. (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স) এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী)। এই নূন্যতম যোগ্যতা থাকলেই যে কোন গ্রন্থাগার কর্মী লেকচারারের অনুরূপ বেতন পাবেন। এই নূন্যতম যোগ্যতার সংগে গ্রন্থাগারে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে রীডারের, এবং এই নূন্যতম যোগ্যতার সংগে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণা ও গ্রন্থপ্রকাশ করে থাকলে তিনি অধ্যাপকের অনুরূপ বেতন পাবেন। এক বৎসর পূর্বে এই সুপারিশ করা হয়।

যদিও ভারতীয় গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে অনন্য ও অভিনব, কিন্তু এই সুপারিশের অন্তর্নিহিত কয়েকটি দুর্বলতা ও ত্রুটি ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষভাবে বিচলিত করে। অনুসন্ধানে ও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ভারতের অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মী যাঁদের এই নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই অথচ দীর্ঘদিন দায়িত্ব ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করছেন, তাঁরা এই সুপারিশের ফলে কোন লাভবান হবেন না। এমন কি যাঁরা বৃত্তিকুশলী কর্মী, যাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দিষ্ট এই নূন্যতম যোগ্যতা নেই তাঁরাও এই সুপারিশ থেকে কোন উপকার পাবেন না। আর আধাবৃত্তিকুশলীকর্মী যাঁদের অনেকেই অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ ঐ সুপারিশে করা হয়নি। তাছাড়া এই সুপারিশ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের কার কতটা আর্থিক দায়িত্ব, সুপারিশ কবে কার্যকরী করা হবে এবং কার্যকরী করা হলে প্রথম মাস থেকে বকেয়া বেতন পাবেন কিনা, এইসব বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ সুপারিশে ছিলনা।

এই সব ত্রুটি ও দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সুপারিশের সংশোধন দাবী করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম একটি স্মারকলিপি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পেশ করা হয়। অনুরূপভাবে ভারতীয়

বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য সরবরাহ সংস্থা (ইয়াসলিক), ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অন্যান্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকেও পরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এই স্মারকলিপি সমূহের মূল বক্তব্য ছিল ঃ (ক) গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে নবাগতদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দিষ্ট নূন্যতম শিক্ষাগত মান বজায় থাকলেও, বর্তমানে যে সব বৃত্তিকুশলী কর্মীর নূন্যতম শিক্ষাগত মান নেই, তাঁদের অন্ততপক্ষে লেকচারারের অনুরূপ বেতন দেওয়া উচিত ; (খ) অভিজ্ঞ আধা বৃত্তিকুশলী কর্মীদের মধ্যে যাঁদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নূন্যতম যোগ্যতা নাই, তাঁদেরও অনুরূপ সুযোগ দেওয়া উচিত ; (গ) কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বা কলেজের গ্রন্থাগারিক ও উপগ্রন্থাগারিকের নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পদাধিকারের কথা স্মরণ করে প্রফেসর এবং রীডারের (বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে) এবং লেকচারারের (কলেজের ক্ষেত্রে) অনুরূপ মর্যাদা ও বেতন দেওয়া উচিত। (ঘ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী থাকলে স্নাতক পর্যায়ে অনার্সের বাধ্যবাধকতা রাখা উচিত নয়।

এই স্মারকলিপি সমূহের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে এক সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষার পর দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় শতকরা ৯৮ জন গ্রন্থাগার কর্মী (বৃত্তিকুশলী ও আধা বৃত্তিকুশলী) এই সুপারিশের ফলে লাভবান হবেন না। এই সব প্রশ্ন বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে পূর্বতন সুপারিশের সংশোধন করা হয় এবং ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে একটি নূতন সুপারিশ প্রচার করা হয়। এই সুপারিশের মূল বক্তব্য হল ঃ

(১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্বতন সুপারিশে নিদিষ্ট নূন্যতম শিক্ষাগত মান বজায় থাকবে এবং এই বৃত্তিতে নবাগত কর্মীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শিক্ষাগত মান কার্যকরী করা হবে।

(২) যে সব গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দেশিত শিক্ষাগত বা বৃত্তিগত মান নেই অথচ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ব সহকারে কাজ করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করলে, বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই সব কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেবেন।

(৩) এই সুপারিশ তৃতীয় পরিকল্পনা কাল থেকে কার্যকরী করা হবে। সুপারিশ কার্যকরী করা আরম্ভ হলে, প্রথম থেকে বকেয়া বেতন দেওয়া হবে ।

(৪) বর্তমানে কর্মীরা যে বেতন পাচ্ছেন এবং নূতন বেতনের হার কার্যকরী হলে যে বেতন দেওয়া হবে এই দুইয়ের পার্থক্য-অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ দেবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং শতকরা ২০ ভাগ দেবেন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষ ।

(৫) যে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইতিমধ্যে শিক্ষকদের অনুরূপ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীকালীন বেতন দেওয়া হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীকালীন বেতন গ্রন্থাগার কর্মীদেরও দেওয়া হবে।

(৬) কলেজের গ্রন্থাগারিককে লেকচারারের অনুরূপ বেতন দেওয়া হবে।

(৭) শুধু বেতনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেওয়া হবে।

একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে পুরানো সুপারিশের সংগে এই নূতন সুপারিশের কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ যেসব গ্রন্থাগার কর্মীর ন্যূনতম যোগ্যতা নাই, সে সব ক্ষেত্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করলে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তা গ্রহণ করবেন। তাছাড়া আর্থিক দায়িত্ব, বকেয়া বেতন, কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের স্মারকলিপির কিয়দংশ মেনে নেওয়ার জন্য তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইসব অভিনন্দনযোগ্য পরিবর্তন সত্বেও সুপারিশের মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়ে গেছে। এই সমস্ত ত্রুটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল।

(১) এই সুপারিশের মধ্যে ন্যূনতম শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা নাই, এই ধরণের কর্মীদের মধ্যে কারা লেকচারারের অনুরূপ (জুনিয়র প্রফেসানাল) বেতন পাবেন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত ছিল। সবকিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশের উপর দেওয়া হয়েছে। আমাদের আশংকা সুপারিশের চোরাগলিতে অনেক বৃত্তিকুশলী কর্মী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নাই অথচ অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল কর্মী এই সুযোগলাভে বঞ্চিত হতে পারেন। অজুহাত ঐ এক—ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই। অথচ আমরা আশা করেছিলাম যে এই সুপারিশ কার্যকরী করার সময় বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মঞ্জুরী কমিশন নির্দিষ্ট ন্যূনতম যোগ্যতা নাই এই ধরণের বৃত্তিকুশলী (ন্যূনতম যোগ্যতা গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা) এবং অন্যান্য আধাবৃত্তিকুশলী (ন্যূনতম যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন/ইন্টারমিডিয়েট/গ্রাজুয়েট + ১০ বৎসরের অধিককালের কর্মের অভিজ্ঞতা + গ্রন্থাগারে বিভিন্ন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত) কর্মীদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ সুপারিশে থাকবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শতকরা ৮০ ভাগ খরচের দায়িত্ব নিয়েছেন, অবশিষ্ট ২০ ভাগের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে (যথা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়) এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে। শতকরা ২০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পেতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমাদের আশংকা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সংকটের অজুহাতে এই পরিকল্পনা চালু হতে বেশ দেরী হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলবেন যে প্রয়োজনীয় শতকরা ২০ ভাগ অর্থ সরকারের কাছ থেকে না পেলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। অধ্যাপকদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি সরকারকে এই বিষয়ে সম্মত করানো কি কঠিন কাজ। এমতাবস্থায়

আর্থিক কষ্টে জর্জরিত গ্রন্থাগারিকদের দুরবস্থার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সমুদয় আর্থিক দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নেওয়া উচিত ছিল। হিসেব করলে দেখা যাবে, প্রতিশ্রুত অর্থের চেয়ে মোট এই অর্থের পরিমাণ খুব বেশী হবেনা।

(৩) শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন গ্রন্থাগারিদের দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে; অথচ শিক্ষকদের অনুরূপ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন বেতন দেওয়ার সম্পর্কে একটি অহেতুক সর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই সর্ত হল যে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ আগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেবেন এবং সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালীন শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দিতে রাজী থাকেন। "শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন গ্রন্থাগারিকদের দেওয়া হবে" এই সিদ্ধান্তের সংগে এই সর্ত সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন ও অযৌক্তিক বলে আমাদের ধারণা।

(৪) পূর্বতন সুপারিশে ছিল গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ সামাজিক ও আথিক মর্যাদা দেওয়া হবে। অথচ এই সুপারিশে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, শুধু শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেওয়া হবে। মর্যাদার প্রশ্নটী বিলুপ্ত করা হয়েছে। সুসংবদ্ধ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা কোন অংশে শিক্ষকের চেয়ে কম নয়। আথিক প্রশ্নে শিক্ষকদের সমপর্যায় অথচ মর্যাদার প্রশ্নে কম, এর মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, মঞ্জুরী কমিশন চান উচ্চশিক্ষিত ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই বৃত্তিতে আসুক। সুতরাং এই বৃত্তিকে সমৃদ্ধ-শালী করতে হলে আথিক মর্যাদার সংগে সামাজিক মর্যাদাও দিতে হবে।

(৫) কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যাঁদের মঞ্জুরী কমিশন নির্দেশিত ন্যূনতম যোগ্যতা আছে, তাঁদের কলেজের একটি বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অনুরূপ বেতন দেওয়া উচিত ছিল। যে সব বৃত্তিকুশলী বা আধা বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগারিকদের ঐ ন্যূনতম যোগ্যতা নাই, তাঁদের লেকচারের অনুরূপ বেতন দেওয়া উচিত।

মঞ্জুরী কমিশনের মূল দুর্বলতাগুলি উপরে তুলে ধরা হল। আশাকরি এই ত্রুটিগুলির সংশোধন অবিলম্বে করা হবে। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও আমরা এই সংশোধিত সুপারিশকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি অবিলম্বে এই সুপারিশ কার্যকরী করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট আমাদের আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে সম্ভবনা এনে দিয়েছেন তার সুযোগ যেন গ্রহণ করা হয়। এই সুযোগ যেন আমরা না হারাই। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন:

(১) এই সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি [illegible] বৃত্তিকুশলী কর্মী (ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন বা ন্যূনতম যোগ্যতা নাই) (খ) ন্যূনতম যোগ্যতা নাই অথচ দশ বৎসরের অধিককাল

দায়িত্ব ও অভিজ্ঞতা সহকারে কাজ করেছেন এই ধরণের কর্মী—সকলেই যেন সুপারিশের ফলে লাভবান হন। সুপারিশের কারচুপিতে কেউ যেন বাদ না পড়েন।

(২) এই সুপারিশ কার্যকরী করার সময় যেন শিক্ষকদের অনুরূপ তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন বেতন দেওয়া হয়।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকর্মীদের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী যেন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার ঠিক করা হয়।

(৪) মর্যাদার প্রশ্নে শিক্ষকদের অনুরূপ মর্যাদা যেন গ্রন্থাগারিকদের দেওয়া হয়।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী না করার যে অজুহাত অনেক সময় শোনা যায় তা হল গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যূনতম যোগ্যতার অভাব এবং অর্থের অভাব। প্রথম অভিযোগের উত্তরে আমরা বলতে চাই ন্যূনতম যোগ্যতা নাই এই ধরণের কর্মীদের দিয়ে অধিকাংশ গ্রন্থাগারে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের কাজ করান হয়, অথচ বেতন দেওয়ার সময় অন্য অজুহাত দেখান হয়। দীর্ঘদিন কাজের ফলে এই কর্মীরা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার উপযুক্ত। দ্বিতীয় বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য হল, বিভিন্ন কাজ ও পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ হতে পারে, অথচ গ্রন্থগারিকদের জন্য এই সামান্য অর্থ সংগ্রহ করা কি সম্ভব নয়? অধিকন্তু এই ক্ষেত্রে মঞ্জুরী কমিশন শতকরা ৮০ ভাগ খরচের দায়িত্ব নেবেন। সমস্ত ব্যাপারটি উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করলে যে একটি সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব, তা আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

পরিশেষে আমরা আবেদন জানাই পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে। এই সুপারিশ যথাযথ কার্যকরী করার জন্য আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রযোজন। বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এই সুপারিশ গত ৩০ বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আমরা এই সুযোগ অর্জন করেছি। এই সুযোগকে সঠিকভাবে রূপ দেওয়ার জন্য তাই আমাদের সক্রিয় হতে হবে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যসরবরাহ সংস্থা (ইয়াসলিক), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের তৎপরতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা জানি বর্তমানের এই কর্মচাঞ্চল্য আগামী দিনের সুখী জীবনের সোপান।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আষাঢ় ১৩৬৯

আদিত্য ওহদেদার

গ্রন্থবিদ্যা : গ্রন্থ-বিবরণ

কোনো বই বা পুঁথি পরীক্ষা করে তার যে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তা লিপিবন্ধ করা প্রয়োজন হয়। গ্রন্থের এই লিপিবন্ধ পরিচয়কে বলব গ্রন্থবিবরণ। গ্রন্থবিবরণ দেওয়া প্রয়োজন হয় যাতে গ্রন্থের অবর্তমানে গ্রন্থকে চিনে নিতে পারি। অবশ্য গ্রন্থ বিবরণের পরিমাণ অনুযায়ী গ্রন্থকে চিনতে পারার পরিমাণেরও ভেদ হয়।

গ্রন্থবিবরণের ন্যূনতম পরিমাণ হল শুধু গ্রন্থের লেখক ও গ্রন্থের নাম লিপিবন্ধ করা। যেমন,

ছোটগল্প। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এতে জানা গেল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছোটগল্প' নামে একটা বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বইটির মুদ্রণরূপ সম্বন্ধে কোনোই ধারণা করা চলে না এই পরিচয়ে। অথচ গ্রন্থ-বিবরণে এই পরিচয় থাকাটা আবশ্যিক।

এখন যদি লেখা যায়—

ছোটগল্প। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫ নং চিৎপুর রোড। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল। মূল্য ১৲ এক টাকা।

এবার বইটির মুদ্রণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া গেল। বইটি কোথা থেকে ছাপা হয়েছে, কে ছেপেছেন ও প্রকাশ করেছেন, কবে প্রকাশিত হয়েছে ও মূল্য কত—এই খবরগুলি জানা গেল।

কিন্তু এ বিবরণ থেকে এটা জানা গেল না যে বইটির আখ্যাপত্র কী ভাবে ছাপা হয়েছে। তা যদি জানাতে হয় তাহলে উক্ত বিবরণকে লিপিবন্ধ করতে হবে এইভাবে—

ছোটগল্প। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও / প্রকাশিত। /৫৫ নং চিৎপুর রোড। / ১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল। / মূল্য ১৲ এক টাকা।

আখ্যাপত্রে ছাপা শব্দগুলি কীভাবে সাজানো হয়েছে তাই জানাবার জন্যে বাঁকা দাগগুলি কাটা হয়েছে। এবার বাঁকা দাগগুলির সাহায্যে আখ্যাপত্রটির মুদ্রণরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। আখ্যাপত্রটি ছাপা হয়েছে এইভাবে—

ছোটগল্প।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫ নং চিৎপুর রোড।

১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।
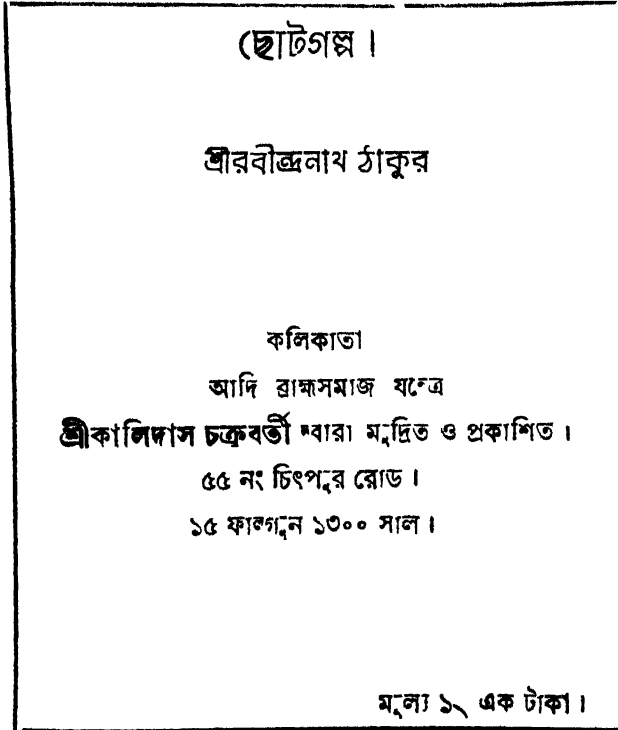
বাঁকা দাগগুলির অর্থ নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে। আখ্যাপত্রের প্রতি মুদ্রিত লাইনকে নির্দেশ করছে এক একটি বাঁকা দাগ। আখ্যাপত্রের মুদ্রণরূপ নির্দেশ করার জন্যে এইভাবে বাঁকা দাগ অঙ্কিত করা গ্রন্থবিবরণের একটি সর্বসম্মত প্রথা।

এবার ইংরেজি বইয়ের উদাহরণ দেওয়া যাক। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ইয়েটসের (W. B. Yeats) একখানি বইয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এইভাবে :—

[Fleuron] THE LAND/ OF HEART'S/ DESIRE [three fleurons] / By/ W. B. Yeats. / London : T. Fisher / Unwin, Paternoster / Square. Mdcccxciv *[The above is printed on the right-hand half of the title-page, the left-hand half having a reproduction of Aubrey Beardsley's design for the Avenue Theatre poster.]*

7 x 5 ; pp. 48 : comprising pp. [1-2] blank ; half-title with

publisher's monogram on verso, pp. [3-4] ; title, cast of play at first performance on verso, pp. [5-6] ; fly-title, Persons on verso, pp. [7-8] ; text, pp. 9-43 ; p. 44 blank ; iist of books by the the same Author, verso blank, pp. [45-46] ; imprint, The Gresham Press, Unwin Brothers, Chilworth and London, p. [47] ; p. [48] blank.

Issued in purple-pink paper covers folded over end-papers, lettered in black on front cover, and with Beardsley's design on left-hand side ; the lettering follows that of the title-page but the three fleurons after the word DESIRE are omitted ; all edges untrimmed. A printed slip stating : This Book is published at 1/- net, / and the terms on which it is supplied to / Booksellers do not admit of any discount is attached to the first leaf in some copies. Published in April 1894. The copy here described belongs to Mrs. Yeats and may possibly have been Yeats's own copy. If so, it would be eariier than other copies which are found with two fleurons on the cover after the word DESIRE. The copy in the British Museum has half its cover torn away, so cannot be cited in evidence. Symons states that the edition consisted of 500 copies and 60 in loose wrappers. I have never seen or heard of a copy in loose wrappers. Unfortunately the records of the firm of T. Fisher Unwin are no longer available.

এই বিবরণ মারফৎ আমরা বইটির আখ্যাপত্রের রূপটা অতি স্পষ্টভাবে পাই। জানতে পারি যে এই আখ্যাপত্রটি চিত্রিত। শিরোনামের আগে একটি ফ্লুরণ বা ফুলের নক্সা এবং পরে তিনটি অনুরূপ নক্সা আছে। তাছাড়া আখ্যাপত্রের বাঁদিকে আছে একটা ছবি, ডানদিকে মুদ্রিত হয়েছে বইয়ের আখ্যা।

তারপর জানানো হয়েছে বইটির আকারের পরিমাপ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা। কিন্তু যেহেতু কেবলমাত্র পৃষ্ঠা সংখ্যার দ্বারা জানা যায় না যে আসল বইটা কোথায় শুরু ও কোথায় শেষ এবং বইয়ের বিষয়বস্তু ছাড়াও অন্যান্য আর কিছু ছাপা হয়েছে কিনা, সে কারণে বিশ্লেষণ করে জানানো হয়েছে বইটির মোট ৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে কত পৃষ্ঠা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেছে, এবং অন্যান্য কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় কী কী বস্তু ছাপা হয়েছে। যে সব পৃষ্ঠায় কিছুই ছাপা হয় নি তাদেরও বিবরণ একটি একটি করে জানানো হয়েছে।

এরপর জানানো হয়েছে বইটি কীভাবে বাঁধানো হয়েছে। এমন কি মলাটের রঙের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ও বইয়ের ধারগুলি যে ছাঁটা হয় নি তাও জানানো হয়েছে। তারপর বইটির সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত হয়েছে। তার থেকে জানতে পারি যে বইটি যে সংস্করণের সে সংস্করণে মোট ৫০০ অনুরূপ কপি ছাড়া ৬০ কপি আলগা মলাটে বার করা হয়েছিল।

এবার এই বইয়েরই আর একটি বিবরণ নেওয়া যাক—

THE/LAND OF HEART'S DESIRE/By/W. B. Yeats/ [publisher's device, *in red.*] /Chicago/Stone & Kimball/Caxton Building/Mdcccxiv [sic]

6·4/5 × 4¼ ; pp. iv, 48 : comprising half-title, note, The frontispiece is designed by Mr. Aubrey Beardsley, on verso, pp. [i-ii] ; recto blank, frontispiece on verso, pp. [iii-iv] ; title, verso blank, pp. [1-2] ; note, This first edition on small paper is limited to four hundred and fifty copies Stone & Kimball, verso blank, pp. [3-4] ; fly-title, date of first performance and cast on verso, pp. [5-6] ; Persons, verso blank, pp. [7-8] ; text, pp. 9-43 ; p. [44] blank ; colophon, "Here endeth this Poem entitled The Land of Heart's Desire, which same was printed in August, 1894, for Stone & Kimball, Publishers, Caxton Building : Chicago." Device of John Wilson & Son, University Press, p. [45] ; pp. [46-48] blank.

Issued in grey paper boards with label, printed in black, on spine ; white end-papers ; all edges untrimmed.

450 copies published in 1894.

এই বিবরণ থেকে জানতে পারছি যে যদিও বইটি একই সালে ছাপা হয়েছে, গঠনবৈচিত্র্যে বইটির গোত্র আলাদা। আসলে এটি আমেরিকান সংস্করণ, ফলে আকারে-প্রকারে বিলিতি সংস্করণের চেয়ে যথেষ্ট পৃথক। এখানে লক্ষ্যণীয় যে বইটির আখ্যাপত্রের মুদ্রণাঙ্কে (imprint) প্রকাশকালে ভুল ছাপা হয়েছে। Mdcccxciv অর্থাৎ ১৮৯৪ সালের স্থানে Mdcccxiv অর্থাৎ ১৮১৪ সাল ছাপা হয়েছে !

এবার আর একজন বিশ্ববিশ্রুত কবির একটি বইয়ের উদাহরণ নেওয়া যাক। এলিয়টের (T. S. Eliot) *Murder in the Cathedral* নাটকের প্রথম সংস্করণের মুদ্রণরূপ হল এই—

MURDER/IN THE CATHEDRAL/by T. S. Eliot/London/Faber and Faber Limited/24 Russell Square

1 blank leaf, 2 leaves, 7-87 pp., 4 blank leaves. 22½ × 14½ cm. 5s. Purple cloth lettered downward in gold on spine ; end-papers. Blue dust-wrapper prited in red and black.

3,000 copies were published on June 13, 1935. *On verso of title-page* : First published in June MCMXXXV……

কিন্তু এর পাশে যদি এই বিবরণ রাখা যায় ?—

MURDER / IN THE / CATHEDRAL / by / T. S. ELIOT / Acting Edition / for the Festival of the Friends of Canterbury Cathedral / 1935 / Canterbury / H. J. GOULDEN, LIMITED / (by permission of the Author and Messrs. Faber and Faber)

1 blank leaf, 1 leaf, 38 pp., 1 blank leaf. 18½ × 12½ cm. 1s. Stiff pale lilac paper wrappers printed in purple on front cover. (A few copies, in stiff,. plain white paper wrappers, were issued to members of the cast before the printed wrappers were ready.)

750 copies were published on May 10, 1935, for sale at performances of the play in Canterbury Cathedral. The text was slightly altered and abbreviated for the production and is so printed in this edition.

তাহলে জানা যায় যে *Murder in the Cathedral*এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার কিছুদিন আগে ঐ নাটকের এক স্বল্পসংখ্যক মঞ্চ সংস্করণ ছাপা হয়। এই মঞ্চ-সংস্করণে নাটকের বস্তুভাষণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে। এবং গ্রন্থটির মুদ্রণরূপের দিক থেকে একটি বিশেষ তথ্য হল এই যে বইয়ের ছাপা মলাট প্রস্তুত হবার আগেই কয়েক কপি শাদা মজবুত কাগজের আচ্ছাদনে মঞ্চাভিনেতাদের ব্যবহারের জন্যে বিলি হয়েছিল।

ওপরে ইংরেজী বইয়ের যে গ্রন্থবিবরণ দেওয়া হয়েছে, সে বিবরণকে বলা যেতে পারে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। পূর্ণাঙ্গ বিবরণ গ্রন্থের মুদ্রণরূপ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। অবশ্য যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাতে ছাপার হরফ ও কাগজ সম্পর্কে কোন বিবরণ নেই। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বিবরণে তা থাকা উচিত।

আমরা আধুনিক বইয়ের উদাহরণ নিয়েছি বলে গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বা পত্রাঙ্কের বিবরণ দেবার একটা অন্য বিশেষ রীতি উহ্য থেকে গেছে। এবার এই রীতির বিষয় কিছু বলা যাক।

ছাপার ক্ষেত্রে ফর্মা (forme) বলতে কী বোঝায়, এবং প্রতি ফর্মায় কেন সংখ্যাচিহ্ন (signature) ছাপা হয় তার কারণও জানিয়েছি ইতিপূর্বে মুদ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে। Signature বা সংখ্যাচিহ্ন দ্বারা একটি বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা অনায়াসে কষে ফেলা যায়। যেমন ষোল পেজী বা পৃষ্ঠার ফর্মার সংখ্যাচিহ্ন যদি ১ থেকে ১০ পাওয়া যায় তাহলে পৃষ্ঠাসংখ্যার সমষ্টি হবে১০ × ১৬ অর্থাৎ ১৬০। এই সংখ্যাচিহ্ন যদি ব্যঞ্জন বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে ছাপা হয় তাহলে ক থেকে ঞ পর্যন্ত ছাপা হবে। গ্রন্থবিদ্যার ভাষায় ফর্মার সংখ্যাচিহ্ন সমেত পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রকাশ করতে হলে লিখতে হবে,

প্রথম ক্ষেত্রে ১-১০^{৮} ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ক-ঞ^{৮}।

ফর্মার সংখ্যাচিহ্নের শীর্ষে যে সংখ্যা লিখিত হয়েছে তা এক একটি ফর্মার পত্রসংখ্যা (leaves) সূচীত করছে। অর্থাৎ ১০ × ৮ = ৮০ পত্র বা ১৬০ পৃষ্ঠা।

ফর্মার সংখ্যাচিহ্ন রোমান বর্ণমালার সাহায্যে যদি সূচীত হয় তাহলে J, V এবং W অক্ষর তিনটি গ্রহণ করার বিধি নেই। সুতরাং পৃষ্ঠাসংখ্যা A–Z^{৩}এর অর্থ হল

প্রতি ফর্মায় আছে ছয় পত্র বা বারো পৃষ্ঠা ; এবং সর্বসমেত পৃষ্ঠা হল ২৩×১২= ২৭৬।

এবার একটা জটিল উদাহরণ নেওয়া যাক। যদি পৃষ্ঠাসংখ্যার হিসাব লিপিবদ্ধ হয় এইভাবে—

$A\text{-}H^4 I^2 K\text{-}L^4 M\text{-}N^6 O\text{-}P^8 Q^4 R^2 S\text{-}Z^4$

তাহলে হিসাবটা দাঁড়াবে

$8\times4+2+2\times4+2\times6+2\times8+4+2+6\times4=100$ পত্র বা 200 পৃষ্ঠা। অর্থাৎ

A থেকে H	চিহ্নিত	৮ ফর্মায় প্রতি ফর্মার পত্রসংখ্যা	৪,	পত্রসমষ্টি	৮×৪=৩২
I	,,	১ ফর্মার পত্রসংখ্যা	২,	,,	১×২= ২
K ও L	,,	২ ফর্মায় প্রতি ফর্মার পত্রসংখ্যা	৪,	,,	২×৪= ৮
M ও N	,,	২ ,, ,, ,,	৬,	,,	২×৬=১২
O ও P	,,	২ ,, ,, ,,	৮,	,,	২×৮=১৬
Q	,,	১ ফর্মার পত্রসংখ্যা	৪,	,,	১×৪= ৪
R	,,	১ ,, ,,	২,	,,	১×২= ২
S থেকে Z	,,	৬ ফর্মায় প্রতি ফর্মার পত্রসংখ্যা	৪,	,,	৬×৪=২৪

সমগ্র পত্র সমষ্টি=১০০ অথবা
পৃষ্ঠাসমষ্টি=২০০

S থেকে Z চিহ্নিত ফর্মাগুলির সংখ্যা ৬ ধরা হয়েছে কারণ পূর্বেই বলা যে V ও W বর্ণ দ্বারা ফর্মাসংখ্যা চিহ্নিত করা হয় না। ও দুটি বর্ণ বাদ দেওয়া হয়।

ফর্মা অনুযায়ী পৃষ্ঠাসংখ্যা লিপিবদ্ধ করার কাজটা জটিল হয়ে দেখা দেয় পুরনো বইয়ের ক্ষেত্রে। আজকাল যেমন যে ফর্মায় কোনো বই ছাপা হয় সেই ফর্মার মাপ অপরিবর্তিত থাকে, আগে কিন্তু তেমন ছিল না। তখন ফর্মার মাপ একই বইয়ের বেলায় নানাভাবে বদল হত। ওপরের দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ।

পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থবিবরণের রূপটা কীরকম, তার একটা মোটামুটি ধারণা করা গেল আশা করি। এই রকম গ্রন্থবিবরণের পদ্ধতি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখব এই পদ্ধতি মোট চারটে উপাদানে গঠিত। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থবিবরণে চাই—

(১) আখ্যাপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ। আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রতি লাইনের সীমা বাঁকা দাগ কেটে নির্দিষ্ট করতে হবে। যদি পুষ্পিকা (Colophon) থাকে তাহলে তা এইসঙ্গে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(২) পৃষ্ঠাঙ্কের বিবরণ, বইয়ের মাপ, মূল্য ও মুদ্রণশৈলী। গ্রন্থে মূল বস্তুভাবণের অতিরিক্ত যে সব পত্র বিধৃত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকটিতে যা কিছু

মুদ্রিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ। মুদ্রণশৈলীর বিবরণ জানাবে কী রকম হরফে ছাপা হয়েছে ও প্রতি পাতায় কত লাইন ছাপা আছে।

(৩) বিষয়বস্তুর সূচী বা রচনা বিশ্লেষণ। (৪) অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য।

প্রশ্ন হতে পারে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থবিবরণের প্রয়োজন কী? এর উত্তর হল এই যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থবিবরণে গ্রন্থের মুদ্রণরূপ স্পষ্টভাবে বিধৃত থাকে, যার ফলে পরে এই বিবরণ মিলিয়ে গ্রন্থের অন্য কোন কপিকে সনাক্ত করা সহজ হয়। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের একটা বিশেষ মূল্য আছে, কারণ এইতেই পাওয়া যায় গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে লেখকের প্রথম চিন্তা ও তার প্রকাশ। লেখক যত খ্যাতিতে বড় হবেন ততই তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের মূল্য বাড়বে। অবশ্য অন্য কোনো বিশেষ সংস্করণও বিশেষ কারণে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। এইসব সংস্করণের কপি নিয়ে অনেক সময় বইয়ের বাজার ফাটকা বাজার হয়ে দাঁড়ায়। বই সংগ্রহ করা ব্যক্তি যাঁদের কিংবা বড় বড় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের জন্যে বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করতে পশ্চাৎপদ হন না। কিন্তু কী করে তাঁরা বুঝবেন, যে বই তাঁরা কিনছেন তা জাল নয়, আসল? সেটা বোঝাবার জন্যেই তো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থবিবরণের উদ্ভব হয়েছে। যেমন, যদি কেউ ইয়েটসের The Land of Heart's Desire বইয়ের একটা কপি দেখিয়ে বলে যে এই কপি হল বইটির বিলিতী প্রথম সংস্করণের একটি অকৃত্রিম কপি, তাহলে সেকথাটাকে অনায়াসে যাচাই করে নেওয়া চলে ওই বইয়ের যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থবিবরণ দেওয়া হয়েছ তার সাহায্য।

বিমলেন্দু মজুমদার

আমার দৃষ্টিতে আমেরিকার গ্রন্থাগার

[ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের গ্রন্থাগারিক শ্রী মজুমদার যুক্তরাষ্ট্র সফরের শেষে কলকাতায় ফিরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে এক বক্তৃতায় তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। বক্তৃতাটি এখানে সংক্ষেপে প্রকাশিত হোল।]

গত অক্টোবর মাসে আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট ও আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম আমন্ত্রণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা বার জন গ্রন্থাগারিক একটী সেমিনারে যোগদান করতে ও কয়েকটী গ্রন্থাগারের পরিচালনা পদ্ধতি দেখতে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। অবশ্য যদিও গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বিষয়গুলিই

আমাদের প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল তবুও আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা বার বার আমাদের বলে দিয়েছিলেন আমরা যেন ঐ দেশ, দেশবাসী ও তাদের ইতিহাস, জীবনধারণ পদ্ধতি ইত্যাদি দেখি ও জানবার এবং বোঝবার চেষ্টা করি।

আমন্ত্রিত এই বার জনের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে চারজন, ইরাণ থেকে একজন মহিলা, পশ্চিম জার্মাণী থেকে দুজন, আয়ারল্যাণ্ড থেকে একজন, আর্জেণ্টীনা থেকে একজন, জাপান থেকে একজন, ফিলিপাইন থেকে একজন এবং পাকিস্তান থেকে ছিলেন একজন। আমাদের পরিভ্রমণের প্রধান বিষয়বস্তু সেমিনারটী, বোষ্টন সহরে সিমনস্ কলেজের গ্রন্থাগারে সতের দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক কে. আর. শ্যাফেই ছিলেন এই সেমিনারের কর্তা। তিনি একাধারে যেমন পণ্ডিত ও হাস্যরসিক, অন্যদিকে তাঁর সংগঠন ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। সেমিনারের সময় তাঁর কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যেও তিনি সর্বদা আমাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিও বড় সুন্দর। আর, সব থেকে তাঁর বক্তৃতাগুলো খুব ভাল লাগত কারণ আমেরিকার গ্রন্থাগার পদ্ধতি নিয়ে বক্তৃতা করার সময় তিনি এই পদ্ধতির ভাল দিকটা যখন বলতেন, মন্দদিকগুলোও সংগে সংগে বলে দিতেন।

আমার প্রবন্ধের এই বিবিধ প্রসঙ্গে আমেরিকায় থাকাকালীন অভ্যর্থনার আর একটি ঘটনা বলে রাখি। আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেখাশুনা করার ভার দিয়েছিলেন মিসেস কিপ নামে এক মহিলার ওপর। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে এসে এখানকার সহরে Library Workshop করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এক নূতন আলোকসম্পাত করে গেছেন। কিপ দম্পতি উভয়েই গ্রন্থাগারিক। ভারতে থাকাকালীন এরা রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটুট অব কালচারের ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাও দিয়ে গেছেন। আমেরিকায় মিসেস কিপ আমাদের দেখাশুনা এত নিখুঁতভাবে ও আগ্রহ সহকারে করতেন যে আমরা সকলে তাঁর নূতন নামকরণ করলাম মাদার কিপ।

এবার সেমিনারের কথা বলি। সেমিনারের প্রথম বিষয় ছিল আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিহাস আমরা জানলাম যে যুক্তরাষ্ট্রে ষ্টেটগুলির মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিরূপ তারতম্য আছে সেটী অনুসন্ধান করা এবং এই তারতম্য অপসারণের জন্য কি করা উচিত তা সুপারিশ করার জন্য ১৯৩০ এবং ১৯৪০ সালে দুটি কমিশন বসান হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন National plan for public library service গ্রন্থটি প্রকাশ করে বলেন যে সমস্ত দেশটার জন্য কোন একটি নির্ধারিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Standard pattern of service) প্রবর্তন করা উচিত হবে না। সেজন্য বিভিন্ন ষ্টেটের জন্য ছ'রকমের বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগার

ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে এই গ্রন্থে সুপারিশ করা হয়।

আমেরিকায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আধুনিক পরিকল্পনায় অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। পুরাতন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারকে গীর্জার মত দেখা হত। লোকে জানত দেশে গ্রন্থাগার আছে, কিন্তু খুব কম লোকই গ্রন্থাগার ব্যবহার করত। গ্রন্থাগার তখন ছিল সাধারণের পুস্তক ভাণ্ডার (Store house) আর এদের কাজকর্মও গ্রন্থাগার ভবনের চারটি দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু বর্তমানকালে সেই মনোভাবের বেশ পরিবর্তন হয়েছে। এখনকার গ্রন্থাগারগুলো তাদের শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগার ভবনের বাইরেও সম্প্রসারণ করছে এবং সমাজও বহুক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সহযোগিতা ও নেতৃত্ব অনুভব করছে।

নিম্নে ১৯৫০ সালে আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা দেওয়া হল ঃ

	লোক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	ব্যয় (ডলার)
প্রথম শ্রেণী	১ লক্ষের ওপর	১৩৫	১,০০,০০০ এর ওপর
দ্বিতীয় শ্রেণী	২৫,০০০ থেকে ১ লক্ষ	৫৭৭	২৫,০০০ থেকে ১,০০,০০০
তৃতীয় শ্রেণী	৫,০০০ থেকে ২৫,০০০	১৮৮৮	৪,০০০ থেকে ২৫,০০০
চতুর্থ শ্রেণী	৫,০০০ এর কম	৪৮০৮	৪,০০০ এর কম

১৯৫০ সালে মোট দু কোটী সত্তর লক্ষ লোক গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৯৬০ সালে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে পুরো দু কোটীতে। প্রসঙ্গক্রমে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে লোক সংখ্যা ছিল ১৫ কোটির উপর এবং ১৯৬০ সালের লোক সংখ্যা হচ্ছে ১৮ কোটির কাছাকাছি।

১৯৫০ সালেই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইন বিলের ওপর ভোট নেওয়া হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র তিনটী ভোটের জন্য বিলটী অনুমোদিত হয় নি। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে গ্রন্থাগার আইন বিল পাশ হবার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দশ হাজার বা তার কম লোক সংখ্যা সম্বলিত গ্রামগুলোতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করবার জন্য বা চালু রাখার জন্য আংশিক ব্যয়ভার বহন করছেন।

সেমিনারের দ্বিতীয় বিষয় ছিল আমেরিকায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যেন গ্রন্থাগারগুলো জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জনসাধারণ এগুলো সৃষ্টি করেনি। লক্ষপতি ধনীরা endowment সৃষ্টি করে বড় বড় সহরে জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত করে দিয়েছিলেন, তাঁরা আগে ভেবেও দেখেন নি জনসাধারণ গ্রন্থাগার চায় কিনা।

আমেরিকায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো পরিচালনার ভার থাকে বোর্ড অব ট্রাষ্টির ওপর। এই বোর্ড অব ট্রাষ্টির সভ্য সংখ্যা তিন থেকে ন'জন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই বোর্ড অব ট্রাষ্টির সভ্য সংখ্যা ন-এর অনেক বেশী এবং একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে বোর্ডে আছেন একশ তেইশ জন। বোর্ড অফ ট্রাষ্টির সভ্যদের মনোনীত করেন সহরের মেয়র কিন্তু তাঁর এ মনোয়ন সিটি কাউন্সিল দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই।

Board of Trustees-এর ভাল দিকগুলো হল ঃ

1. Board of trustees provides a check on the experts. 2. For continuity of policy (because librarians are always changing their jobs). 3. Protects the library from political influence. 4. Board of trustees has really a great trust.

আমেরিকায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থার কাঠামো নীচে দেওয়া হল ঃ
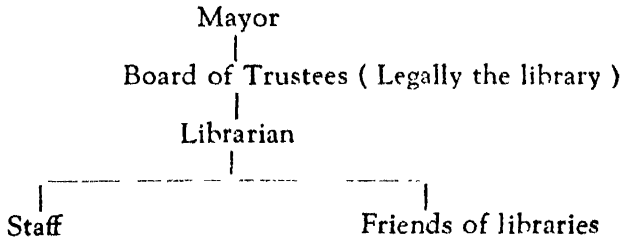
এই Friends of the libraries একটা নতুন জিনিষ। এরা স্থানীয় প্রভাবশালী লোক যাঁদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতি আছে। গ্রন্থাগারকে এঁরা নানাভাবে সাহায্য করেন।

ক্যাটালগিং এবং ক্লাসিফিকেশন সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় ও দেশে ৯৬% সাধারণ গ্রন্থাগার এবং ৮৪% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারে ডিউই বর্গীকরণ ব্যবহার করে। ওদেশের প্রায় সব গ্রন্থাগারেই dictionary catalogue এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে যেখানে আমি খুবই আশা করেছিলাম যে classified catalogue দেখব, সেখানেও দেখলাম dictionary catalogue ব্যবহৃত হচ্ছে।

ওদেশে Reference service খুব উন্নত। যদিও তার একটি কারণ হচ্ছে Reference বই-এর প্রাচুর্য। তবুও একথা মানতেই হবে যে ওদেশের গ্রন্থাগারিকদের কর্মদক্ষতা ও তাড়াতাড়ি কাজ করার স্পৃহা এই উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ওদেশের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে আমি যে উৎসাহ ও কর্মপ্রবণতা দেখেছি আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে তার যথেষ্ঠ অভাব আছে। ওদেশে এই দ্রুত কাজ করার জন্য গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা প্রয়োজনানুযায়ী কম থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোন কাজ অসমাপ্ত থাকে না। স্বভাবতই প্রতি গ্রন্থাগারিককেই অনেক বেশী কাজ করতে হয়। আমি শুনলাম আমেরিকায় আঠার হাজার গ্রন্থাগারিকের ঘাটতি আছে।

আমেরিকায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি যা দেখেছি তার মধ্যে প্রফেসর শ্যাফারের প্রিয় "case method of teaching" আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রফেসর শ্যাফার বলেন এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে কোন ছাত্রের মেধা বেশী সেটা সহজে বোঝা যায়। এ বিষয়ের ওপর তিনি দুটী বইও লিখেছেন:

1. The book collection: policy case studies in public and academic libraries. 2. Twenty-five must cases in library personnel administration.

সেমিনারের তৃতীয় বিষয় ছিল academic library.

আমেরিকায় academic library-গুলোতে আধুনিকতম পরিবর্তন হচ্ছে স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগারগুলো থেকে স্নাতকপূর্ব গ্রন্থাগারগুলোর পৃথককরণ, আর নতুন যেসব গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হচ্ছে তার আধুনিকতম গঠন কার্য। নতুন গ্রন্থাগারভবনগুলো অত্যন্ত মনোরম ও আরামপ্রদ করা হয়েছে যাতে ছাত্রেরা এগুলো তাদের দিবাবাস (day home) রূপে মনে করতে পারে। এখানে সকল ব্যবস্থার মধ্যে আছে ক্যানটীন, পানীয়ের জন্য slot machine, browsing room, সংগীত কক্ষ, অসুস্থ পাঠকদের জন্য (স্বতন্ত্র ঘর), অন্ধ ছাত্রদের পড়ার জন্য পৃথক ঘর, ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারভবনগুলোর স্থাপত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রাকৃতিক আলোর জন্য ইঁটের দেওয়ালের পরিবর্তে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত বড় বড় কাঁচের দেওয়াল। এই প্রসঙ্গে সিমন্স কলেজ গ্রন্থাগার, যেখানে আমাদের সেমিনার হয়েছিল, সেই গ্রন্থাগারটীর বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থাগারের বড় হলটীর দেওয়ালে খোলা সেলফে বই রাখা আছে। মেঝের ওপর আছে গদি দেওয়া হেলান চেয়ার, যাতে পাঠকরা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আরামে পড়তে পারে। এই হলটী হচ্ছে Browing room এখানে সব হাল্কা ধরণের বই রাখা আছে, পাঠ্য পুস্তক পড়ায় ক্লান্তি অপনোদনের জায়গা হচ্ছে এই browsing room. সংগীত ভবনে (music room) হেডফোনের ব্যবস্থা আছে, যাতে যে যার নিজের পছন্দমত গানটী অন্যকে বিরক্ত না করে শুনতে পারে। এ ছাড়া আছে film showing room, mechanical gadget room ইত্যাদি। গ্রন্থাগার যে জ্ঞান ও শিক্ষার একটী বিশেষ অঙ্গ এদের দেশের গ্রন্থাগারে গেলে সেটা বেশ বোঝা যায়।

ওদেশে যে বিষয়টী বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটা হচ্ছে যে রাস্তাঘাটে দোকানপাট ইত্যাদির সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বইএর দোকানের সংখ্যা খুব কম। পুস্তক প্রকাশকের সংখ্যাও ওদেশে কম। অনুসন্ধানে জানলাম যে, ওদেশে পুস্তক প্রকাশ, ব্যবসায়ে খরচ এত বেশী যে লাভের অংশ দিনের পর দিন কমে আসছে। মাসিক ও অন্যান্য পত্রিকার সংখ্যা ও শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য জিনিস বিক্রয়ের দিন দিন আধিক্য হচ্ছে, কিন্তু বইএর বিক্রয় ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে

পত্রিকা ইত্যাদির বিক্রয়	+ ৬৬ %	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে
রেডিও ও টেলিভিশন সেটের	+ ১১৪ %	,, ,,
রেডিও মেরামতের কাজ	+ ৫৫৭ %	,, ,,
সিনেমা	– ২৩ %	হ্রাস হয়েছে।

১৯৫৮ সালের পুস্তক বিক্রয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

	মিলিয়ন ডলার	
পাঠ্য পুস্তক বিক্রয়	২৮১	,,
যে সব বই মাসিক কিস্তিতে বিক্রিত হয়	১৫২	,,
ধর্ম পুস্তক	৫৮	,,
বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিজ্ঞান	১১৬	,,
বুক ক্লাব গ্রন্থ	৯৫	,,
অন্যান্য (ইতিহাস, জীবনী, উপন্যাস)	৭০	,,
ছেলেদের বই	৬১	,,
বিবিধ	১২৩	,,
মোট—	৯৫৬	,,

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে মোট ১৩০০ মিলিয়ন ডলারের বই বিক্রয় হয়েছিল। কিন্তু ঐ সালে মোটর গাড়ী বিক্রয় হয়েছিল ১২ বিলিয়ন ডলার। হিসাব করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত ব্যবসায়ে যত ডলার মূল্যের জিনিস বিক্রয় হয়েছিল, বই বিক্রয় হয়েছিল তার ৫০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র।

টাইটেল অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশের ১৯৫৯ সালের খতিয়ান ঃ

রাশিয়া ...	৬৯,০৭২,	যুক্তরাজ্য ...	২০,৬৯০,
জাপান ...	২৪,১৫২,	যুক্তরাষ্ট্র ...	১৪,৮৭৬,
ভারতবর্ষ	১১,৯৭৯		

আমেরিকায় পুস্তক ব্যবসায়ের এক নূতন অধ্যায় হল Book Club বা Book League; এই প্রতিষ্ঠানগুলো লেখকদের কাছ থেকে তাদের স্বত্ব অনেক টাকা দিয়ে একেবারে কিনে নেয় এবং পরে বইগুলো ছাপিয়ে খুব সস্তায়, এমন কি বই-এর যা দাম হওয়া উচিত তার সিকি দামে বিক্রয় করতে পারে। কারণ বুক ক্লাবের সভ্যরা ক্লাব থেকে বৎসরে কয়েকটী নির্দিষ্ট সংখ্যক বই কিনতে বাধ্য, ফলে বুক ক্লাবের বইএর একটা বিরাট সংখ্যা বিক্রয় হবেই।

ওদেশের পুস্তক প্রকাশকদের একটা নালিশ শোনা যায় যে, ডাক বিভাগের কর্তারা বইএর ব্যবসায়কে উৎসাহ দেবার জন্য সে রকম সুযোগ সুবিধা দেন না, যা

তাঁরা দিয়ে থাকেন পত্রিকা ব্যবসায়ীদের। ডাকে বই পাঠাতে হলে ডাক মাশ্বল দিতে হয় প্রতি পাউণ্ডে ৯ সেণ্ট, কিন্তু পত্রিকা পাঠালে দিতে হয় প্রতি পাউণ্ডে ২ সেণ্ট। হিসাবে দেখা গেছে যে, পত্রিকা ব্যবসায়কে ডাক বিভাগ এই ভাবে বছরে ১৮ মিলিয়ন ডলার সাহায্য করে থাকে।

এ ক্ষেত্রে আরও একটী নালিশ শোনা যায় যে আয়কর বিভাগের কর্তারাও পুস্তক ব্যবসায়কে উৎসাহ দেবার জন্য লেখক বা প্রকাশকদের আয়কর সম্বন্ধীয় কোন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেননি।

নিম্নপ্রদত্ত বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যাবে যে পুস্তক ব্যবসায়ে ১টী ডলার খরচ হলে তার কত অংশ কি ভাবে ব্যয় হয়ঃ

ছাপা খরচ	...	...	১ ডলারের	২০ সেণ্ট
লেখকের রয়ালটি	...	...	,,	১০ ,,
প্রচার কার্যের জন্য খরচ	...	...	,,	১০ ,,
পুস্তক গুদামে রাখা ও আনুসঙ্গিক		...	,,	১৮ ,,
বিক্রয় করার জন্য খরচ	...	...	,,	৬ ,,
				৬৪ সেণ্ট

বোধ হয় বাকী ৩৬ সেণ্ট পায় পুস্তক ব্যবসায়ীরা। প্রকাশক শতকরা মাত্র ৩·৮ পায়, যাকে বইএর subsidiary right বলা হয় তাই থেকে, অর্থাৎ বইগুলোর playright, music ইত্যাদির royalty থেকে। সেই জন্য প্রকাশকরা একটা বই ছাপাবার আগে বইএর subsidiary rights কতটা লাভজনক হবে সেটা দেখেন। বইটা কেমন বিক্রী হবে সে দিকে তত নজর দেন না।

আমেরিকায় লোকসংখ্যা, শিক্ষিতের হার ও অর্থনৈতিক উচ্চ মান থাকা সত্ত্বেও সেখানে বই-এর দোকান তেমন বেশী সংখ্যায় দেখতে পাইনি। তবে সেখানে drug stores ও sports goods stores-এও বই বিক্রী হয়। অর্থাৎ এটা হল অন্য ব্যবসার সঙ্গে একটা ফালতু আয় এবং খরিদ্দারের মনোরঞ্জন করার জন্যও বটে, যাতে সে সব জিনিস এক দোকানেই পায়, শুধু বইএর জন্য অন্য দোকানে ছুটতে না হয়।

আমেরিকার গ্রন্থাগার ভবনগুলোর স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় পূর্ববর্তীকালে সেগুলো ছিল ঃ

(ক) জটীল, (খ) অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও (গ) স্থপতিদের এর পেছনে পর্যাপ্ত চিন্তার অভাব।

স্থপতিরা হচ্ছেন একাধারে ইঞ্জিনিয়র ও শিল্পী। শিল্পী হিসাবে তাঁদের ঐকান্তিক কামনা যে তাঁরা এমন একটা জিনিস গড়ে দিয়ে যাবেন যা পরবর্তীকালে তাঁরই স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে থাকবে। সেজন্য তিনি এমন কিছু গড়তে চান যা fashionable বা যুগোপযোগী বা যাতে কিছু নূতনত্বের ছোঁয়াচ আছে।

বিংশ শতক শুরু হবার আগে গ্রন্থাগারকে store house বা পুস্তক ভাণ্ডার বলেই কল্পনা করা হত। পুস্তক পড়বার জন্য ব্যবস্থা করা বা পুস্তক বিতরণ করাই যে গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য একথা বিংশ শতকের পূর্বে কেউ ভাবত না। তখনকার জনসাধারণ গ্রন্থাগারকে মন্দিরের মত ভেবে দূর থেকেই নমস্কার করত।

তারপর box type library খুব চালু হল। এনড্রু কার্ণেগী গ্রন্থাগারের জন্য অর্থসাহায্য করতে আরম্ভ করলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত box type বাড়ীই লোকে কল্পনা করত। এই box type বাড়ীগুলোর আকৃতি ছিল একটা চৌকো বাক্সের ওপর একটা গম্বুজ বসানোর মত। এই বাড়ীগুলো দেখতে ছিল কুৎসিৎ, আর এর মধ্যে পাঠকদের সুখসুবিধার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এরপর গ্রন্থাগার ভবনের বাস্তুশিল্পে একটা নূতন ভাবধারার স্রোত এল। এখন যারা গ্রন্থাগারের জন্য বাড়ী তৈরী করেন তাঁরা শুধু একজনের জীবনকালের উপযুক্ত বাড়ী করছেন, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করার জন্য নয়। স্থপতিরা এখন বোঝেন যে তাঁরা তাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ চিরস্থায়ী করে যেতে পারেন না। নিউইয়র্ক সহরে আজকাল ৩০।৪০ বছরের পুরোণো বাড়ীকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কারণ লোকে সুন্দরের পূজারী, বাড়ী সুন্দর না হলে তাদের পছন্দ হয় না।

গ্রন্থাগারকে এখন অবাধগতি জায়গার মত মনে করা হয়, মন্দিরের মত আর মনে করা হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রন্থাগার স্থাপত্যে বেশ কিছু নূতনত্ব দেখা দিয়েছে। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্-স্নাতক গ্রন্থাগার, ব্র্যাণ্ডাইস্ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মিশিগ্যানের প্রাক্-স্নাতক গ্রন্থাগার, সিমন্স কলেজ গ্রন্থাগার মার্কিন দেশে অধুনা গ্রন্থাগার স্থপতিদের উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন। এসব বাড়ীগুলোতে দেখা যায় দেওয়ালের অপ্রাচুর্য ও কাঁচের প্রাচুর্য। দেওয়ালের পরিবর্তে কাঁচের ব্যবহারে বাড়ীগুলো দেখতে সুন্দর হওয়া ছাড়াও, প্রাকৃতিক আলোয় ঘরগুলো ভরে থাকে। আগেকার মোটা দেওয়ালওয়ালা গ্রন্থাগার ভবনগুলোর যে একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ভীতিপ্রদ ভাব ছিল, বর্তমান বাস্তুশিল্পে সেটা সরে গিয়ে একটা হাল্কা ভাব এসেছে। এখানকার বাড়ীগুগুলো যেন হাসিখুসীতে ভরা, তারা যেন সর্বদাই পাঠকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নূতন গ্রন্থাগার ভবনগুলোর আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে পার্টিশনগুলো সরিয়ে ঘরগুলোর হ্রাস বৃদ্ধি ইচ্ছামত করা যায়, তাছাড়া এই বাড়ীগুলো Commercial office হিসাবেও ব্যবহার করা যায় বলে বিক্রীর সময়ও বেশী দাম পাওয়া যায়।

আমেরিকায় থাকাকালে আমরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার দেখতে গিয়েছিলাম। এই গ্রন্থাগারের ৮৫টী ইউনিট আছে, এবং এখানে সবশুদ্ধ বই সাড়ে তেপ্পান্ন লক্ষ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ডলার খরচ হয় তার শতকরা মাত্র ৬ সেণ্ট বই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হয়। এছাড়া অবশ্য পুস্তক সংগ্রহকে

uptodate রাখার জন্য ও গবেষণার জন্য বহু টাকার বইও কেনা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে হার্ভার্ড সর্ববৃহৎ এবং পৃথিবীর যে কোন রকম গ্রন্থাগারের প্রথম ছটীর মধ্যে হার্ভার্ড একটী। আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার অপেক্ষা হার্ভার্ডে ১৫ লক্ষ বেশী বই আছে, আর তৃতীয় ও চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মিলিত সংখ্যা থেকে বই আছে ১০ লক্ষ বেশী।

হার্ভার্ড গ্রন্থাগারগুলোর অন্তর্ভুক্ত Houghton গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য বই এবং সব বই-এর প্রথম সংস্করণ রাখা হয়। গ্রন্থাগারটি এই জন্যেই বিখ্যাত হয়ে আছে। এই গ্রন্থাগারভবনটি fire-proof এবং দুষ্প্রাপ্য বই সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থা সম্বলিত। তাছাড়া ভবনটি এমনভাবে তৈরী যে দর্শকদের জুতো জামা কাপড়-বাহিত ধুলো ছাড়া আর কোন ধুলো ভেতরে ঢুকতে পারে না। সংগ্রহের মধ্যে আছে পৃথিবীর সকল দেশের দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, ভারতীয় হস্তলিখিত পুঁথিই আছে তিন হাজার। এর একটী মূল্যবান drama ও ballet বিভাগ আছে, যেখানে রাখা আছে বহু মহামূল্য বই ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম।

হার্ভার্ডের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার হচ্ছে ওয়াইডেনার গ্রন্থাগার। এটি প্রধানত হচ্ছে স্নাতকোত্তর পাঠক ও গবেষকদের জন্য ও হার্ভার্ডের প্রধান পুস্তকভাণ্ডার। মিঃ ওয়াইডেনার নামে এক ভদ্রলোক তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও বইপত্র এই গ্রন্থাগারে দান করায় তাঁর নামেই গ্রন্থাগারটির নামকরণ হয়েছে। Henry wilkins Memorial collection-এ অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য বই-এর মধ্যে আছে গুটেনবার্গ বাইবেল যার বর্তমান দাম হবে কয়েক লক্ষ টাকা। এই গ্রন্থাগারটি ছাত্রদের সুবিধার জন্য রাত্রি বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মিঃ ওয়াইডেনারের মা, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। ছেলে ও তাঁর বাবা টাইটানিক জাহাজ ডুবিতে মারা গিয়েছিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পর আমরা দেখতে গেলাম বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরী। এটি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম। এর পুস্তক সংখ্যা ২২ লক্ষ, আর বার্ষিক ব্যয় প্রায় দেড় কোটী টাকা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে ২০ লক্ষেরও বেশী বই আছে এরকম অনেক গ্রন্থাগার আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়।

বোষ্টন সহরের হার্ভার্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের যে নৈশভোজ দিয়েছিল সেখানে আমরা অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এদের মধ্যে ছিলেন documentation-এর জন্য বিখ্যাত Dr. Shera. বোষ্টন পাব্লিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক, Mr. Milton Lord, হার্ভার্ডের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক Mr. Metcalf ও people to people book programme-এর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ বোর্টম্যান। এই people to people programme মারফৎ বিনামূল্যে বিদেশে বই বিতরণ করা হয়। ডঃ শেরা সে রাত্রে documentation-এর ওপর বেশ বড় একটী বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীর শাখা রোসালিন্ডেল পাবলিক লাইব্রেরী কিছুদিন হল তৈরী হয়েছে। এর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভবনটী দেখতে বড় সুন্দর। দেখলাম ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুল ফেরৎ এখানে আসে বই নিয়ে পড়তে। ৭।৮ বছরের ছেলেমেয়েরা নিজেরাই এসে ফর্ম ভর্তি করে গ্রন্থাগারের নাম লেখাচ্ছে। এই বয়স থেকেই তারা স্বাবলম্বী হতে শিখছে।

বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে মিঃ অলডেন-এর সংগে সাক্ষাৎ হল। ইনি এখানকার দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থ বিভাগের কর্তা। ইনিও কয়েক বছর আগে ভারতে এসেছিলেন এবং এখানকার জাতীয় গ্রন্থাগারে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনিই আমাদের কয়েকজনকে সব ঘুরিয়ে দেখালেন। এখানে একটী বই দেখলাম Boy Psalm Book (1640 A. D.) এটী আমেরিকায় ছাপা সর্বপ্রথম বই। এখানে এই বইটীর দুটী কপি আছে। বইগুলির দাম কয়েক লক্ষ টাকা।

এরপর গেলাম Brandeis University গ্রন্থাগারে। ইহুদীদের দানে এইটী বছর কয়েক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাতাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী, আর অনেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী। এরা বছরে ৩৬০০ ডলার মূল্যের ১০০টী বৃত্তি দিয়ে থাকে। উপযুক্ত কর্মী না পাওয়ায় এখানকার গ্রন্থাগারের বেশ কিছু পদ শূন্য পড়ে আছে।

ওয়াশিংটনে পেঁছে আমরা দেখতে গেলাম লাইব্রেরী অব কংগ্রেস। সেখানে Chief Asst. Director তাঁর সেক্রেটারী ও আরও অনেকে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। এটি সম্ভবত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। এটির ইতিহাস হচ্ছে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস-এর সভ্যদের ব্যবহারের জন্য এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজ সেই গ্রন্থাগার আমেরিকা অতিক্রম করে সারা বিশ্বের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা প্রয়োজন হলেই এই গ্রন্থাগারের সাহায্য নিচ্ছেন। এর দুটী ভবন মোট ১৩ একর জমির ওপর নির্মিত। আর দুটী বাড়ীর সমস্ত তলের মেঝের মাপ হচ্ছে ৩৬ একর। এর বুক সেলফগুলো পাশাপাশি সাজালে দৈর্ঘ হবে ২৭০ মাইল। এখানে সাধারণ ও Special reading room মিলিয়ে ১৭টী reading room আছে। এখানে গবেষণা করার খুব সুযোগ সুবিধা আছে। এর প্রধান ভবনটী তৈরী হয়েছিল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় রেনেসাঁসের ধাঁচে। Annexe ভবনটী তৈরী হয়েছিল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাস্তার অপর পারে। দুটি বাড়ীর যোগাযোগকারী সুড়ঙ্গটীও তৈরী হয় ঐ সময়ে। এই সুড়ঙ্গটীর মধ্যে Pneumatic tube সহযোগে দুটি বাড়ীর মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বই আদান-প্রদান করা যায়।

লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের এই বিরাট সংগ্রহটি গবেষণার এক অফুরন্ত ভান্ডার। এখানে সমস্ত মিলিয়ে মোট প্রায় ৩ কোটি ৯০ লক্ষ উপকরণ আছে। তার মধ্যে

পৃথিবীর নানা ভাষার লেখা বই ও পুস্তিকার সংখ্যা হচ্ছে সোয়া কোটির মত। বাঁধাই খবরের কাগজ ১ লক্ষ ৬৭ হাজার। এ ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশের পত্রপত্রিকা এমন কি আমাদের বাংলা ভাষাতেও কয়েকটী পত্রিকা তাঁরা বাঁধিয়ে বা micro film করে রেখেছেন।

এই গ্রন্থাগারে কর্মীর সংখ্যা ২৭০০। এদের মধ্যে শুধু গ্রন্থাগারিক ছাড়াও অনেক ভাষাবিদ ও কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকও আছেন। Library of Congress-এর গ্রন্থাগারিককে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট সিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ করে থাকেন। ১৯৬০ সালের জন্য এই গ্রন্থাগারের ব্যয় বরাদ্দ হয় ২ কোটি ১৫ লক্ষ ডলারের বেশী।

এখানকার Copyright Office-এর কর্মীর সংখ্যা ২৫০ জন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Copyright Act অনুযায়ী এই Officeটী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

Library of Congress-এর Inter-loan Division, Decimal Classification Division ও Book Exchange Division-এ গিয়েছিলাম। Inter-loan বিভাগের কর্তা Mr. L. H. B. Obear বললেন, যে কোন recognized প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লিখলে ওঁরা পৃথিবীর যে কোন দেশের পাঠককে বই ধার দিতে পারেন।

Library of Congress-এর প্রধান পাঠকক্ষ দেখার মত। মাঝখানের domeটী ১৬০ ফুট উঁচু। ঘরের ভেতরের চারিদিকে ও বারান্দায় বিখ্যাত পণ্ডিতদের বড় বড় প্রস্তর মূর্তি রাখা আছে। Reading room-এর মধ্যে একটী গোলাকার দ্বীপের মত আছে। Issue sectionটী Requisition slip দিলে সেগুলো Pneumatic tube এর মাধ্যমে সঠিক বিভাগে পাঠানোর বন্দোবস্ত আছে।

ওয়াশিংটন থেকে আমরা গেলাম Detroit public library দেখতে। লাইব্রেরীটী ক্রমবর্ধমান; সম্প্রতি গ্রন্থাগার ভবনটীর দুটী Wings তৈরী হয়েছে। তবে এর আসবাবপত্র এখনও প্রস্তুত হয়নি। এখানকার Deputy Director Mr. Morhardt একাধারে ইঞ্জিনিয়র ও গ্রন্থাগারিক। ইনি সম্প্রতি বার্লিন সহরে একটি গ্রন্থাগার নির্মাণে সাহায্য করেছেন। এখানে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখার সময় দেখলাম যে এঁরা কয়েকটী Photostat machine রেখেছেন, এবং slot-এ দশ সেণ্ট ফেলে দিলেই প্রয়োজনমত বই বা খবরের কাগজের photostat copy কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাওয়া যায়। এখানকার down town branch library-তে গেলাম। সেখানকার language section-এর কর্ত্রী হচ্ছেন Mrs. Giles নামে এক নিগ্রো মহিলা। খুব কম গ্রন্থাগারেই নিগ্রো মহিলা দেখেছি, তাই Mrs. Giles-কে একটী প্রধান পদে আসীনা দেখে বেশ আনন্দ হল। গ্রন্থাগার মহলে নিগ্রোদের সংখ্যা খুব কম মনে হল, অবশ্য তার একটী কারণ হতে পারে যে নিগ্রোদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা কম।

Detroit-এ থাকাকালে একদিন Public Library-তে Librarianship-এর extension class-এ যোগ দিয়েছিলাম। এই ক্লাসটী সেদিন Michigan University

School of Librarianship-এর Director Dr. Gielness নিচ্ছিলেন। এই extension class-গুলোর ইতিহাস হচ্ছে যে ওদেশে trained librarian-এর অভাব থাকায় গ্রন্থাগারগুলো সাধারণ graduate-দের চাকরী দিয়ে তাদের School of librarianship-এ training নেবার সুযোগ দিয়ে থাকে। Detroit-এ কোন librarianship পড়বার স্কুল না থাকায় এদের সেখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Librarianship-এর উপর নির্ভর করতে হয়। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য পঞ্চাশ মাইল দূরে Ann Arbor থেকে অধ্যাপকরাই Detroit-এ এসে extension class-এ পড়িয়ে যান। ক্লাসগুলো নিয়মিত হয় না বলেই একে extension class বলা হয়।

Detroit থেকে গেলাম Ann arbor-এ Michigan University-তে। Ann arbor-কে University town বলা যায়, কারণ এখানে University ছাড়া দেখবার আর কিছুই নেই। এখানে একদিন Dr. Bidlac-এর cataloguing class-এ যোগ দিয়েছিলাম। এখানে দেখলাম discussion type শিক্ষণ পদ্ধতি; এই এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশের মত অধ্যাপকরাই শুধু বক্তৃতা দিয়ে যান না ছাত্ররাও বলবার বা নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সুবিধা পায় এবং এতে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস জাগে ও তারা পড়বার উৎসাহ পায়।

এখানে শ্রীরামেশ্বর পাল নামে একজন ভারতীয় ছাত্র Librarinship পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে Librarian হয়েছেন এবং কাজের সংগে তিনি Ph.D in Librarianship ডিগ্রি অর্জন করেছেন। একজন ভারতীয়কে Librarian হিসাবে দেখে আমার বড় আনন্দ হল।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের Duplicating Section-এর কর্তা Mr. gnatt এর সৌজন্যে কয়েকটী নূতন জিনিস দেখলাম। Duplicating machine-এর মধ্যে দেখলাম Xeroximachine, এর দাম পঁচাত্তর হাজার ডলার। এই মেশিনে ফিল্মের মধ্য দিয়ে একটি আলোক সম্পাতের দ্বারা দুষ্প্রাপ্য বই-এর যত খুশী কপি করা যায়। তাছাড়া নূতন বই আর report-ও এই পদ্ধতিতে ছাপা যায়। এদের micro card ও micro film section আছে, সেখানে দেখলাম Recordak Machine-এর সাহায্যে অনেকে পড়াশুনা করছেন।

আমেরিকায় book acquisition এত দ্রুতগতিতে ও এত বেশী হচ্ছে যে রাখার জায়গা একটী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য বড় বড় বই ও সংবাদ-পত্রগুলো miro-film করে রাখা হচ্ছে। সুবিধা এই যে একটী সংবাদপত্রের পুরো একমাসের কপিগুলোকে micro-film করে রাখলে জায়গা নেয় একটা সুতোর কাটিমের মত। micro-card আবার আরও কম জায়গা লাগে, একটী ৩"x ৫" ইঞ্চি micro-card-এ বই-এর প্রায় ৪০ পাতা ছাপিয়ে রাখা যায়।

Ann Arbor-এর Law College library-টীও উল্লেখযোগ্য। এর প্রধান reading room-এ গেলে মনে হয় একটী গীর্জায় প্রবেশ করলাম। হলটি

খুব উঁচু হলেও centrally heated, এর stack roomটী বেশ কয়েকতলা নিয়ে। নানা দেশের আইনের বই এখানে আছে। এমন কি আমাদের দেশের Hindu Law, Mohammedan Law, Law of Manu, Indian Penal Code, ইত্যাদি সবই আছে।

এখানকার undergraduate libraryটী দেখার মত। গ্রন্থাগার ভবনটী পাঁচতলা এবং ভবনটী ও তার আসবাবপত্র সবই নূতন design-এর। সবটাই ছাত্রদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রেখে এমন ভাবে করা হয়েছে যে মনে হয় যেন নিজের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসেই পড়ছি। গ্রন্থাগারটীর যাঁরা নক্সা করেছেন তাঁরা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থাগারটীর মধ্যেই একটী coffee room আছে, slot machine-এ পয়সা ফেললেই গরম কফি, চা, ইত্যাদি মনোমত পানীয় পাওয়া যায়। ছাত্রদের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য এই ব্যবস্থাটী বড় সুন্দর। পাঠকদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জন্য আছে sick-room ; বিছানা, বেসিন, আরাম কেদারা সম্বলিত এই ঘরটিতে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত অসুস্থ পাঠককে আশ্রয় দেওয়া হয়।

আমেরিকার academic libraryগুলোর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখলাম music room ও film showing room আছে। এদের সঙ্গে শিক্ষণ পদ্ধতিও বেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধরুন ক্লাশে Hamlet পড়ান হচ্ছে . অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে film showing room-এ Hamlet ছবিটী দেখাবার বন্দোবস্ত করলেন। এতে ছাত্রদেরও পড়াটী বোঝবার খুব সুবিধা হল। তেমনি music room-এ রেকর্ড করা নাটক, বিখ্যাত কবিদের কবিতার আবৃত্তি ইত্যাদি শোনার ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথের হয়তো কোন কবিতা পড়ান হচ্ছে, music room এ খবর দিলেই তারা সেই কবিতাটীর রেকর্ড করা আবৃত্তি বাজিয়ে শুনিয়ে দেবে। আর একটী ব্যবস্থা আছে যে machine room-এ পাঁচ ছটী বিষয়ের রেকর্ড এক সঙ্গে চলেছে। কোনটীতে হচ্ছে কবিতার আবৃত্তি, কোনটীতে নাটক, কোনটীতে সংগীত ইত্যাদি। ছাত্ররা হেডফোন মাথায় লাগিয়ে টিপলেই নিজের ইচ্ছামত প্রোগ্রামটী শুনতে পারে। আর আছে Art room ; বিভিন্ন শিল্পীদের ছবি সেখানে রাখা আছে, আর ছাত্ররা সেই দেখে দেখে ছবি আঁকছে। অন্ধ পাঠকদের জন্য আছে talking book-এর ব্যবস্থা। অন্ধ ছাত্ররা লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে talking book-এর সাহায্যে বেশ পড়াশুনা করতে পারে। এখানে attendance statistics রাখার জন্য turnstile machine-এর প্রচলন বেশী। Ann Arbor-এ এই undergraduate libraryতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রতিদিন ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার ছাত্র পড়তে আসে।

যাই হোক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে দেখবার, জানবার ও শিখবার সে দেশে অনেক কিছু আছে। ভাবছি কতদিনে আমাদের দেশও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ঐভাবে অগ্রণী হতে পারবে।

প্রেমতোষ হালদার

সরকার পরিচালিত ডে ষ্টুডেন্টস্ হোম প্রসঙ্গে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ছাত্র-দরদী স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এক তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাসের এক করুণ চিত্র প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পরিমাণ পাঠ গ্রহণের কোন স্থান বা ভিন্ন পাঠাভ্যাসের ঘর নেই, প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক নেই, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যও নেই। একই ঘরে পরিবারের অনেকের সংগে নানা অসুবিধার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার পড়া প্রস্তুত করতে হয়। কলেজ-লাইব্রেরীর অবস্থাও খুব আশাপ্রদ নয়। উপযুক্ত সংখ্যক পাঠ্য বই-এর অভাব, Reference বই-এর অপ্রতুলতা, স্থান-সংস্থানের সমস্যা, কলেজ-লাইব্রেরীতেও আছে। তাই তিনি কলিকাতায় কয়েকটি দিবা ছাত্রাবাস বা পাঠভবন (Day Students' Home) স্থাপনে উদ্যোগী হন। এই ছাত্রাবাসগুলি হবে ছাত্রদের সারাদিনের পাঠগৃহ। কলেজের অবসরে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিভৃতে এখানে বসে পাঠ ও পাঠপ্রস্তুতি করতে পারবে আর নির্জন ও প্রশস্ত পরিবেশে তারা পাবে গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য। দুপুরে সন্ধ্যায় ক্লান্ত অবসন্ন ছাত্র ছাত্রীদের স্নানের ব্যবস্থা থাকবে আর থাকবে সস্তায় ভাল পুষ্টিকর টিফিনের ব্যবস্থা। স্বর্গীয় জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের এই ছাত্র কল্যাণব্রতী পরিকল্পনা ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে রূপ পায়। কলিকাতার বিভিন্ন প্রান্তে এইরূপ চারটি দিবা ছাত্রাবাস বা পাঠভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তিনটি ছাত্রদের ও একটি ছাত্রীদের।

ছাত্রাবাসগুলির পরিচালনা :

এই ছাত্রাবাসগুলি রাজ্য-সরকারের সহ শিক্ষাধিকারের (Asst Diecetor of Public Instruction) কর্তৃত্বাধীনে। কিন্তু এই দিবা ছাত্রাবাসগুলির সুপরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য Non-official সভ্যদের দ্বারা গঠিত প্রতিটি ছাত্রাবাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন Managing Committee আছে। তবে এই পাঠভবনের দৈনন্দিন কাজ ও নিয়মশৃংখলা রক্ষার জন্য সর্বক্ষণের জন্যে একজন করে Warden আছেন। তিনি Managing Committeeতে Asst. Secretary-র কাজ করেন। প্রতিটি পাঠভবনে গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-কর্মী আছেন। ক্যানটিনের জন্য আছেন ক্যানটিন সুপারভাইজার। এই সকল পাঠভবনের Staff salary হতে শুরু করে বই কেনা পর্যন্ত সকল প্রকার খরচ রাজ্য সরকার বহন করছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র পাঠভবন :

১৯৫৬ সালের শেষ মাসে কলকাতার বুকে যে তিনটি পাঠভবন আত্মপ্রকাশ করে, ঈশ্বরচন্দ্র পাঠভবন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। শিয়ালদহের কাছে আপার

সার্কুলার রোডের উপর ৩ বিঘা খোলা জমিতে বিরাট এক বাড়ীতে এই পাঠভবনটি অবস্থিত। পূর্বে এই প্রাসাদোপম গৃহটি 'টাকী হাউস' নামে খ্যাত ছিল।

পাঠভবনে সকল ছাত্রকেই ভর্তি করা হয় না। যারা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অথচ মেধাবী তারাই ভর্তির প্রথম সুযোগ পায়। ছাত্র-সভ্যদের এখানে সাধারণত সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা পড়তে হয়। প্রতিটি পাঠভবনেই ছাত্র-ভর্তি ও তাহাদের পাঠ্য সময় মোটামুটি একই নীতির দ্বারা চালিত।

সকাল ৮ টায় পাঠভবনের দ্বার খোলা হয়। ভবনের সভ্য-ছাত্ররা একে একে এসে উপস্থিত হয়। নীচের তলাতেই লাইব্রেরী ঘর। পড়বার ঘর নীচের তলায় ও দোতলায়। এখানে নীচের তলায় ছোট বড় ৮ খানা ঘর আছে আর দোতলায় আছে ১১ খানা ঘর ও বড় একটি হল ঘর। প্রত্যেকটি ঘর উপযুক্ত পরিমাণ চেয়ার-টেবিল, আলো ও পাখায় সজ্জিত। ছাত্ররা যাতে স্নান করতে পারে তার জন্য আছে অনেকগুলি ঝর্ণাযুক্ত বাথরুম।

সভ্য-ছাত্রদের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করার আগে তাদের বই, ছাতা বা অপ্রয়োজনীয় খাতাপত্র যা থাকে তা Counter-এ জমা দিয়ে দিতে হয়। তারপর তারা সোজা চলে যায় লাইব্রেরীর ঘরগুলির মধ্যে। চারিপাশে সারি সারি তাক, বই-এ ভর্তি। বিভিন্ন বিষয়—বা একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের বই। ছাত্ররা নিজেরাই দু'খানা করে বই বেছে নেয়। Counter-এ ভারপ্রাপ্ত কর্মীর কাছে তারা সভ্য-কার্ডখানি জমা রেখে ও বই-এর নম্বর দেখিয়ে চলে যায় তাদের পছন্দমত পড়ার ঘরে। সেখানে পাখার নীচে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে ডুব দেয় বই-এর গভীরতায়। প্রয়োজনবোধে তারা একখানি করে Students' Dictionary-ও সংগে আনতে পারে। যারা কোন মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বই পড়তে চায় বা Reference বই ব্যবহার করতে চায় তারা গ্রন্থাগারিকের ঘরে বসে সেই সব বই পড়তে পারে। পাঠ-শেষে বই জমা দেওয়ার জন্য একটি ভিন্ন Counter আছে। সেখানে বই ফেরৎ দিয়ে কার্ড নিয়ে সদস্যরা চলে যেতে পারে। এই পাঠভবনে প্রায় ১০০০ ছাত্রকে সদস্য করার ব্যবস্থা আছে তবে বছরের সকল সময়ে এত সদস্য থাকে না—কলেজ মরশুম অনুসারে তাদের আনাগোনা কম-বেশী হয়।

লাইব্রেরী

বি এ, বি এস-সি ও বি কম-এর Pass এবং Honours-এর মান অনুযায়ী যত প্রয়োজনীয় Text ও Reference বই আছে তার প্রায় সবগুলিই এই গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে। একই বিষয়ের বা একই মানের অনেক ছাত্র আছে। তাই স্বভাবতই প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী একই বই-এর একাধিক কপি রাখা হয়েছে। গ্রন্থাগারিক নিজে বই-এর বাজারে খোঁজ নিয়ে বা অধ্যাপকদের সংগে পরামর্শ করে অথবা ছাত্রদের কাছ হতে demand অনুযায়ী নূতন নূতন বই কেনেন। সরকারী সাহায্যের ফলে

তিনি যে কোন সময়ে বই কিনতে পারেন। যে বই বাজারে পাওয়া যায় না, সেই সব বই-এর Type Copy রাখা হয়েছে লাইব্রেরীতে। গ্রন্থাগারিক বিজয়বাবু আমাকে এই ধরণের একখানা বই দেখালেন। গ্রন্থাগারে যে শুধু Text ও referance বই-ই আছে তা নয় বাজার-চলতি Note book ও guide book-ও রাখা হয়েছে।

এখানকার Reference Collection বেশ উন্নত পর্যায়ের মূল্যবান বই-দ্বারা সজ্জিত। রবীন্দ্রনাথের সব বই, সমালোচনা ও সাহিত্য, ইতিহাসের বই, Encyclopaedia Britannica; Encyclopaedia of Social Science, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Chamber's Encyclopaedia; Van Nostrand's Scientific Encyclopaedia, Dictionary of Applied Physics S.V., International Dictionary of Physics and Electronic, Cambridge History of India এবং হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগিসের মহাভারত প্রভৃতি অনেক reference বই আছে। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম বিজ্ঞানের ছাত্ররা তাদের বিষয়ের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক reference বই খুব ব্যবহার করে। এখানে বই-এর সংখ্যা ৮,৫০০ থেকে ৯,০০০ হাজারের মধ্যে। বইগুলি Dewey's classification scheme অনুসারে সাজান হয়েছে। কার্ডে বই-এর catalogue-ও করা হয়েছে তবে লাইব্রেরীতে open access system বলে ছাত্রদের এই catalogue খুব বেশী প্রয়োজনে আসে না।

সকাল ৮টা হতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা থাকে। ছাত্রদের দিনে গড়ে ৪ ঘণ্টা করে পড়তে হয় তবে অনেক ছাত্রই এই সীমা অতিক্রম করে। ছাত্ররা Time Register-এ তাদের arrival and departure লিখে দিয়ে যায়। ছাত্র-সভাদের time-record করার পদ্ধতি কিন্তু সব পাঠ-ভবনে এক ধরণের নয়। open access system হওয়া সত্ত্বেও এই পাঠভবনে বই চুরির সংখ্যা কিন্তু নিতান্তই কম। গত বছরের হিসাবে দেখা যায় তারা ১১ খানা বই হারিয়েছে।

শুধু গ্রন্থব্যবহার ভিন্ন ছাত্রদের বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের Laboratory ব্যবহারের নূতন সুযোগ এখানে করা হয়েছে। এই বছরেই Physics, Chemistry ও Biologyর practical করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রচুর উৎসাহ। এই পাঠভবনের একটি নিজস্ব 16 mm projector আছে। প্রতি শনিবার Warden নিজে ছাত্রদের বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত চিত্র প্রদর্শন করেন। এই বছরে একটি Tape-recorder machine-ও আনা হয়েছে—ছাত্রদের বক্তৃতা শোনাবার জন্য। ছাত্রদের জন্য এই সকল ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। ছাত্রদের সুবিধার জন্য এই ধরণের উদ্যম ও প্রচেষ্টা আর কোন পাঠভবনে দেখলাম না। কলেজ মরশুমে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩০০ হতে ৩৫০ জন ছাত্র এখানে পড়তে আসে। এখানকার অনেক ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উন্নতমান-এর পরিচয় দিয়েছে এবং উচ্চ স্থান অধিকার করেছে।

টিফিনের ব্যবস্থা ঃ

অনেক দূরাগত ছাত্র এখানে পড়তে আসে। তাই দুপুরে ও বিকালে meal ও tiffen দেওয়া হয়। ১২ নয়া পয়সার বিনিময়ে তারা দুপুরে পেট ভর্ত্তি meal পায়। এখানকার Canteenটি পরিচালিত হয় মহিলাদের দ্বারা—তাই আহারে সেবা ও যত্ন দুইই থাকে। tiffin ও meal-এ রোজই একই জিনিস দেওয়া হয় না, খাদ্য-তালিকায় বৈচিত্র্য আনা, বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ধরনের রকমারী খাবার দেওয়া ছাড়াও নজর রাখা হয় পুষ্টিকর খাদ্যের দিকে। সাধারণত রুটি-মাখন, কলা মিষ্টি বা রুটি-মাংস বা ডিম, লুচি-তরকারী, চাটনী বা মিষ্টান্ন প্রভৃতি এক এক দিন এক এক ধরণের খাবার দেওয়া হয়। খাওয়ার পর ছাত্ররাই নিজেদের সাবান দিয়ে বাসন ধুয়ে রাখে।

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট অফ কালচার স্টুডেণ্টস্ ডে হোম

সরকারী ব্যবস্থাপনায় আর একটি স্টুডেণ্টস্ ডে হোম স্থাপিত হয়েছে গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার-এর প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। ১৯৫৯ সালের ১৫ই আগষ্ট শুধু ছাত্রদের জন্য এই পাঠভবনটির শুভ উদ্বোধন হয়।

প্রশস্ত হল ঘরে প্রায় ৩০০ ছাত্রের এক সংগে বসে পড়ার ব্যবস্থা আছে। এই পাঠভবনে সর্বোচ্চ ৮০০ জন ছাত্রকে সদস্য করা হয়। হল ঘরের দুই প্রান্তে বইএর সেলফ্। উপরে স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ছবি। ছাত্ররা নিজেরাই বই নিয়ে হল ঘরে পড়তে বসে। কোন lending assistantএর এখানে প্রয়োজন হয় না। কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের Pass ও Honours পর্যায়ের অনেক বই রাখা হয়েছে এবং নিত্য নূতন বই আসছে। বিশেষ প্রয়োজন হলে ছাত্রদের নীচের Mission-এর লাইব্রেরী ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তবে ছাত্রদের জন্য এখানে .বাজার চলতি কোন note-book অথবা guide book রাখা হয় না। শুধু মাত্র textual and reference বই-এর সংগ্রহ রাখা হয়েছে। এই পাঠভবনটি মাত্র বছর দুই হোল কাজ সুরু করেছে—তাই বই-এর সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ হাজারের মত। তবে অন্যান্য ভবনের চেয়ে এখানে বই চুরির সংখ্যা অনেক বেশী। গত বছরের হিসাবে দেখা যায় যে প্রায় ৪৬১ খানা বই এই ভবন হতে হারিয়েছে।
arrival and departure record করার এক নূতন ব্যবস্থা দেখলাম। এখানে ছাত্রদের সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা পড়ার নিয়ম, কেউ যাতে সে সময় চুরি না করতে পারে তার জন্য Time recorder clock কেনা হয়েছে। প্রতিটি ছাত্র সভ্যের জন্য Board-এ আছে attendence recording card। ছাত্ররা তাদের আসা যাওয়ার সময় .Time recorder clock-এর সাহায্যে card-এ ·punch করে রেখে দেয়। এই ধরণের time record করার প্রথা সাধারণত factoryতে দেখা যায়, গ্রন্থাগারের আদর্শ পরিবেশে এই ধরণের জিনিস যেন একটু বেমানান।

এখানেও দুপুরে ও বিকেলে মিল ও টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৩ নয়া

পয়সার বিনিময়ে ছাত্ররা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। বিকেলের টিফিন এরা পেট ভরেই খাওয়ান। সদ্য গম ভাঙ্গান আটার রুটির সংগে মাছ, মাংস, ডিম বা তরকারী দেওয়া হয়, যে যা খেতে পাবে।

মেয়েদের পাঠভবন ঃ

রাসবিহারী এভিনিউর উপর সেরপুরের বিরাট জমিদার বাড়ীতে ছাত্রীদের জন্য একটি Day Home স্থাপন করা হয়েছে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। যদিও সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত বলে সহরের সকল ছাত্রী এই পাঠভবনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না, তবু দেখা যায় যে বেলঘরিয়া, ক্যানিং, বজবজ, বাটানগর প্রভৃতি স্থান হতে ছাত্রীরা এখানে পড়তে আসে। এই বিরাট বাড়ীতে প্রায় ১৮/১৯ খানা পড়বার ঘর আছে। একতলায় ও দোতলায় মেয়েদের পড়বার ঘর। লাইব্রেরী ঘর নীচে। স্নানের জন্য ১৫টি ঝর্ণাযুক্ত স্নানঘর করা হয়েছে। অসুস্থতাবোধে বা সময়বিশেষে ছাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটি আরামকক্ষ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পাঠের অবাধ সুযোগ ও গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবু ছাত্রদের Home-এর মত এখানে ছাত্রীদের তেমন ভীড় হয় না।

এই পাঠভবনে প্রবেশ মুখেই নজরে পড়ে এক দিকে Counter বই-খাতা-ছাতা প্রভৃতি জমা দেওয়ার জন্য অপর দিকে Notice-board-এ ছাত্রীদের পালনীয় নীতি ও কর্তব্য। এখানে ছাত্রীদের ১ মাসে ২০ দিন আসতে হবে এবং সপ্তাহে অন্ততঃ ১৫ ঘন্টা Library-work করতে হবে। এর পরেই আছে Book-display Cotenel নূতন বই-এর আগমনী-বার্তা জানাচ্ছে সকল পাঠিকাদের। তার পরেই বই-ভর্তি লাইব্রেরী-কক্ষ। সকাল ৭টা হতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত একনিষ্ঠ কর্মীদের কর্মব্যস্ততায় ও মেয়েদের আনাগোনায় কর্মচঞ্চল থাকে এই গ্রন্থাগার-গৃহ।

প্রভাতী আলোকের সাথে সাথেই কাজ শুরু হয় এই পাঠভবনের। যে সব মেয়ে দুপুরে খেয়ে কলেজে যাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা, পাঠকক্ষগুলি খুলে রাখা প্রভৃতি কাজ শুরু হয়ে যায়। একটু বেলার সংগে সংগেই মেয়েদের আনাগোনা শুরু হয়। ঘন্টা দুই-আড়াই পড়ার পর তারা এখান থেকেই স্নান খাওয়া সেরে কলেজ যায়। দুপুর হতেই আসতে শুরু করে প্রভাতী কলেজের মেয়েদের দল। পড়াশুনার পর বৈকালিক টিফিন খেয়ে সন্ধ্যায় তারা বাড়ী ফেরে।

লাইব্রেরী

এখানেও স্নাতকমান পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর Pass এবং Honours-এর বই রাখা হয়েছে। অধুনা গ্রন্থাগারে বই-এর সংখ্যা প্রায় ৭০০০ হাজার। অবশ্য সংখ্যা সব সময়ই ক্রমবর্ধমান। মেয়েরা ৩ খানা পর্যন্ত বই Requisition করে এক সংগে নিয়ে যেতে পারে—Requisition Slipএ তাদের সদস্য সংখ্যা ও কত ঘন্টা পড়বে তা জানিয়ে দিতে হয়। গ্রন্থাগারে বই-এর Numbering-এ Dewey Scheme অনুসরণ করা হয়েছে। Author এবং Subject-heading-এ ক্যাটালগ করা হয়েছে। এখানকার Reference-এর সংগ্রহ মোটামুটি—Encyclopaedia Britannica, শিশু ভারতী, Modern Children's Library of Knowledge প্রভৃতি। Reference সংগ্রহ আরও উন্নত করার কথা এবং তার ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করলে গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি সুজাতা সেন অত্যন্ত দুঃখের সংগে মেয়েদের এই সকল বই ব্যবহারে ঔদাসীন্যের কথা জানালেন। সাধারণত Textual বই ভিন্নও note book, guide books ও digest প্রভৃতি রাখা হয়। এখানকার গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-কর্মীরা একটি বিষয়ে গৌরবের দাবি করতে পারেন। গত বছরের গ্রন্থাগারের হিসাব-নিকাষে দেখা যায় একটি বইও চুরি যায় নাই। নিঃসন্দেহে এটা তাদের প্রশংসার কথা।

এখানে ছাত্রীদের জন্য শুধু পাঠের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন সুযোগের ব্যবস্থা করা হয় নি।

রামকৃষ্ণ ষ্টুডেন্টস্ ডে হোম

সরকারী পরিকল্পনায় যে চারটি ষ্টুডেন্টস ডে-হোম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার চতুর্থটি হচ্ছে বাগবাজার অঞ্চলে পশুপতি বসু ষ্ট্রীটের উপর। বেশ নির্জন পরিবেশ বিরাট বাড়ীর একাংশ জুড়ে এই দিবা ছাত্রাবাসটি প্রতিষ্ঠিত। সহরের কোলাহল এখানে স্তিমিত—একটু দূরেই বাগবাজারের খাল বয়ে চলেছে। এই নির্জন পরিবেশ আদর্শ পাঠের পক্ষে উপযুক্ত স্থানই বটে। বিরাট লোহার গেট সরে যেতেই প্রথমে নজরে আসে সযত্ন-শাসিত ফুলের বাগান—বর্ণালী ফুলে শোভিত। তারই পাশ দিয়ে দোতালায় যেতে হয়—সেখানেই আপিস ঘর, ওয়ার্ডেনের ঘর ও লাইব্রেরী-কক্ষ। দোতালায় ছাত্রদের বসে পড়বার উপযুক্ত বড় বড় ৮/৯ টি ঘর আছে। প্রতিটি ঘরই

উপযুক্ত আলো, পাখা ও চেয়ার-টেবিলে সজ্জিত। লাইব্রেরী-কক্ষ হতে বই নিয়ে তারা এই সকল ঘরে চলে যায় পড়বার জন্য। ছাত্র-সভ্যদের ভর্তি'র বা তাদের পড়বার নিয়ম-কানুন অন্যান্য দিবা ছাত্রাবাসের মতই। এখানে প্রায় এক হাজার ছাত্র-সদস্যকে পড়বার সকল রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

লাইব্রেরী

বিরাট লাইব্রেরী কক্ষের চারিদিকই বই-এ ভর্তি। মাঝখানের কাউন্টারে দুইজন কর্মী বসে আছেন বই দেওয়া-নেওয়ার জন্য। লাইন দিয়ে ছাত্ররা আসছে, তারা তাদের বিষয়ের পছন্দমত বই নিয়ে কাউণ্টারে তাদের পরিচয়-পত্র সহ জমা দিচ্ছে। কর্মি-বন্ধুরা সেই পরিচয়পত্রে বই-এর বুক-কার্ড'টি রেখে দিয়ে নম্বর অনুসারে ট্রেতে সাজিয়ে রাখছে। ছাত্ররা বই নিয়ে চলে যাচ্ছে পাঠকক্ষে। এখানে পাশকোর্সে'র ছাত্রদের ২ খানা করে ও অনার্স'-এর ছাত্রদের তিনখানা করে বই দেওয়া হয়। সাহিত্য বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের উপর স্নাতক মানের অধুনাতম প্রায় সকল বই রাখা হয়। ছাত্রদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে যদি কোন বই এখানে পাওয়া না যায় তবে বিদেশ হতেও বই আনান হয়। অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই-এর সংগ্রহে এখানকার রেফারেন্স-সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। শুধু সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতির এনসাইক্লোপিডিয়া নয়, বিজ্ঞান ও Technologyর উপরও এনসাই-ক্লোপিডিয়া রাখা হয়েছে। যেমন McGraw-Hill-এর Encyclopaedia of Science and Technology 15v. ; এবং Kirk-Othmer-এর Encyclopaedia of chemical Technology 15 v. বাংলা সংগ্রহে সকল সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী বা রচনাবলী সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের সমাবেশ ঘটেছে। এ ভিন্ন বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প, উপন্যাস ও কবিতার সংগ্রহ আছে।

এই দিবা ছাত্রাবাসের ম্যাগাজিন-কক্ষটিও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শোভিত। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক প্রায় ৩৩ টি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। বিদেশী পত্রিকার মধ্যে এখানে আসে Keesings Contemporary Archives, Popular Mechanic এবং Times Literary Supplement এই সকল পত্র-পত্রিকা বাঁধিয়ে সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এখানে বই-এর মোট সংগ্রহ প্রায় ৯০০০ হাজার। বইগুলিকে সাজান হয়েছে Dewey's Classification Scheme অনুসারে এবং সেইভাবে নম্বরও দেওয়া হয়েছে। দিনে কত বই বিলি হচ্ছে এবং প্রতিটি ছাত্র কত বই পড়ছে তার হিসাব রাখা হয়। তাতে দেখা যায় কলেজের মরশুমের সময় দিনে ১৪০০ বই বিলি হয়। অনার্সে'র অনেক ছাত্রই ৬/৭ খানা বই দিনে পড়ে।

এখানকার গ্রন্থাগার কর্মী অর্থাৎ বই দেওয়া নেওয়ার কাজ যাঁরা করেন তাঁরা সবাই ছাত্র-কর্মী। ছাত্ররাই এখানে এই পার্ট-টাইম কাজের সুবিধা পান। তাঁরা আবার এই দিবা ছাত্রাবাসের ছাত্র-সভ্য। এই ধরণের প্রায় ৭/৮ জন কর্মী আছেন।

টিফিনের ব্যবস্থা

এখানেও অনেক দূরে দূরে থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে। দমদম, বেলুড়, মতিঝিল, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ছেলেরাও এখানে আসে। এখানে দুপুরে অন্যান্য হোমের মত 'মিল'-এর ব্যবস্থা নেই বটে, তবে বিকেলে টিফিনের ব্যবস্থা আছে। ৭ নয়া পয়সার বিনিময়ে ছাত্র-সদস্যরা প্রতিদিন রকমারী পুষ্টিকর জলখাবার পায়। এই জলখাবারের জন্য প্রতিটি প্লেট-পিছু সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় চার আনা। এই টিফিন-ব্যবস্থা দেখাশুনা ও তৈরী করার জন্য নিজেদের ঠাকুর সহ বেশ কয়েকজন কর্মী নিযুক্ত আছেন।

এই চারটি দিবা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত কল্যাণ হয়েছে। দেশের সর্বত্র এই ধরণের আরও দিবা ছাত্রাবাস স্থাপিত হোক—ছাত্র সমাজের ও শিক্ষিত সমাজের এটা দাবি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও এই বিষয়ে সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বিগতবর্ষের গ্রন্থাগার-দিবসের সাধারণ সভায় এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। মধ্য কলকাতায় এই ধরণের একটি দিবাছাত্রাবাসের প্রয়োজন ভীষণ অনুভূত হচ্ছে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য।

সরকারী পরিচালনায় এই দিবা ছাত্রাবাস ভিন্ন আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার করেছেন। শ্যামবাজার অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবার পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী, সার্কুলার রোড় প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, পাইকপাড়ার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ছাত্রাবাস এবং ইন্টালীর সি. আই. টি. রোডে রামকৃষ্ণ মিশন মহিলা পাঠভবন। এই সকল গ্রন্থাগারে স্নাতকমান পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের ব্যবস্থা আছে। তবে মহাজাতি সদন গ্রন্থাগার ছাড়া স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠের সুযোগ কোথাও দেখলাম না। এই ব্যবস্থা শুধু শহরের ছাত্র-ছাত্রী মহলের মধ্যে সীমিত না রেখে দেশের সর্বত্র বৃহত্তর ছাত্র-সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেই তাদের প্রকৃত কল্যাণ হবে। সাধারণ পাঠাগার সমূহ পাঠ্য পুস্তক দ্বারা তাদের একটি বিভাগকে সাজাতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁরা একটু সচেতন হলে ছাত্র-সমাজের অশেষ মঙ্গল হবে—দেশ উপকৃত হবে।

বার্তা-বিচিত্রা

সস্তায় গ্রন্থ উৎপাদনের জন্য বিদেশ থেকে ফর্মা আমদানি

না বাধান বই আমদানি করলে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ কম হবে আর অপেক্ষাকৃত কমদামে বিজ্ঞান আর কারিগরী বিষয়ের বই ভারতে পাওয়া যাবে, এই কারণে গত মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ভাবে বিদেশী বই ভারতে আমদানি করার জন্য অতিরিক্ত লাইসেন্স দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সুবিধা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট আগ্রহ কোলকাতার পুস্তক বিক্রেতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছেনা। তাঁদের মতে ঐ সব বিষয়ের বিদেশী বইগুলো এদেশে এখন যথেষ্ট কমদামে বিক্রি হচ্ছে। তাছাড়া ঐভাবে বই আমদানীর অসুবিধা আছে। এখানে বই বাঁধানোর খরচও অনেক, সেই কারণে তাঁরা যথেষ্ট লাভ করতে পারবেন না।

আরও ডে ষ্টুডেন্ট হোম প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত

যে-সব ছাত্রেরা ডে-ষ্টুডেন্টস্ হোমগুলো ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে তাদের পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে এগুলোর প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে। তাই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এগুলোতে ছাত্রদের বাসের ব্যবস্থা থাকবে না। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদনক্রমে এটা কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। পশ্চিম বাংলাতে এই ধরণের পাঁচটা ডে-ষ্টুডেণ্ট হোম হবে, সেগুলো যথাক্রমে গোবরডাঙ্গা কলেজ, মুর্শিদাবাদের কান্দীরাজ কলেজ, শ্রীপৎ সিং কলেজ, খড়্গপুর কলেজ আর কলকাতার সিটি কলেজের সাথে যুক্ত থাকবে।

সিটি কলেজের কেন্দ্রটির জন্য ১লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এর প্রায় সবটাই ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন দেবে। বাকী চারটা কেন্দ্রের প্রত্যেকের জন্য পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকার দেবেন দশ হাজার টাকা, বাকীটা ইউ, জি, সি দেবেন। কেন্দ্রগুলো স্থাপনের জন্য জমি সংগ্রহ করা হয়েছে।

ডে-ষ্টুডেণ্টস্ হোমের পরিকল্পনা প্রথম করেন স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, যখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

চণ্ডীগড়ে ইয়াসলিক সেমিনার

আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর অবধি ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থার উদ্যোগে চণ্ডীগড়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ব্যবহারকারীদের চোখে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণ—এই দুটি বিষয় সেমিনারের মূল আলোচ্য বিয়য়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় এই সেমিনার আহূত হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক পদে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক শ্রীজগদীশ শরণ শর্মা নির্বাচিত হয়েছেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

বয়েজ ওন লাইব্রেরী ভবনের শিলান্যাস

বিগত ৬ই মে রবিবার সকাল ৮টায় ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের গোয়াবাগান স্কীমের ২৯ নম্বর প্লটে দি বয়েজ ওন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ংমেন্স ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার।

নবজাতক পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব

সম্প্রতি দশদিনব্যাপী নবজাতক পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব বিপুল উৎসাহ ও আড়ম্বরের সংগে উৎযাপিত হয়েছে। এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে আলোচনা, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছিল। সাহিত্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন ডঃ আদিত্য ওহদেদার, মনোবিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা করেন ডাঃ ধীরেন গাংগুলী ও ডাঃ বিজয়কেতু বসু; ভারতের আন্তর্জাতিক সমস্যা ও জাতীয় সংহতির উপর আলোকপাত করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠাগারের বহুমুখী কার্যধারার পরিচয় প্রকাশিত হয়।

চব্বিশ পরগণা

মধ্যমগ্রামে অতীন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

গত ১৪ই মে নেতাজী সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় কালীবাড়ী প্রাঙ্গণের এক সভায় অতীন্দ্র বসু স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করেন সভার সভাপতি শ্রীদেবজ্যোতি বর্মন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করেন শক্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীচিত্ত বসু, শ্রীপ্রসুন চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পানিহাটি বান্ধব পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী

পানিহাটী বান্ধব পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে ৬৪ বৎসরের পুরান এই পাঠাগারের নিজস্ব কোন জমি এতদিন না থাকায় যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। তাই এই বছর পাঠাগারের নিকটবর্তী লিচুবাগানে চারকাঠা জমি কেনা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও জমি সংগ্রহের পরিকল্পনা আছে।

বর্তমানে পাঠাগারে মোট সভ্য সংখ্যা ২২৯ জন; বইয়ের সংখ্যা ৫৫১২ তার মধ্যে বাংলা বইয়ের সংখ্যা ৩৫৬৪।

জলপাইগুড়ি

রাঙ্গালীবাজনা দেবেন্দ্র পাঠাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১০ই মে তারিখে রাঙ্গালীবাজনা দেবেন্দ্র পাঠাগারের নিজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উৎসব মাননীয় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মহোদয়ের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডাঃ প্রফুল্লকুমার দাস বর্মন। সভায়

পাঠাগারের প্রতিষ্ঠারসংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন পাঠাগারের কর্মসচিব। সভাপতির ভাষণে সমাজ শিক্ষাধিকারিক মহোদয় সকলকে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া গ্রামের জনসাধারণের মঙ্গল কামনার্থে এগিয়ে আসতে বলেন।

মুর্শিদাবাদ

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার সংস্কারের চেষ্টা

১৩৩২ সালের শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শ্রীমৎ স্বামী ভূধরানন্দজি মুর্শিদাবাদে জিয়াগঞ্জে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেছিলেন। সেই সময়ে এই গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ৺পার্বতীমোহন রায় আর মালদহের কলিগা নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম সরকার। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই পাঠাগারটি দেশ সাধনার আর চিত্ত সংস্কারের পবিত্র বড় ব্যস্ত ছিল। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বদেশব্রতের মহৎ অপরাধে পাঠাগারের কক্ষটি তালাবন্ধ করে পুলিশ পাহারা বসান হয়। ফলে পাঠারের প্রভূত ক্ষতি হয়। বর্তমানে আবার নতুন করে পাঠাগারটির সংস্কারের চেষ্টা চলেছে।

মেদিনীপুর

তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন

গত ২২শে মে আনুষ্ঠানিকভাবে মহিষাদল থানার শ্রীকৃষ্ণপুরে তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন ভবনটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। অন্যান্যদের মধ্যে তমলুক জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

হুগলী

কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার

কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করেছে। কিছুদিন যাবৎ এই পাঠাগারকে অর্থাভাব স্থানাভাব প্রভৃতি নানা অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। বর্তমানে পাঠাগার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি শ্রীদিবাকর দত্ত তাঁর নিজস্ব জমির উপর পাঠাগারের জন্য বাড়ী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারে ৯০৬টি বই আছে। সদস্যসংখ্যা ৫৫, সপ্তাহে দু দিন খোলা থাকে। জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড থেকে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে।

গত ২২শে এপ্রিল শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের চতুর্থ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও ক্রমোন্নতির কথা আলোচনা করেন। সম্পাদকের বিবৃতি ও জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের পাঠাগার সম্বন্ধীয় অভিমত পাঠ করা হয়। এরপর চুনী বসু কৃত 'স্বীকারে শান্তি' ও নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় কৃত 'ভাড়াটে চাই' অভিনীত হয়। অচিন্ত্যকুমার হাজরা রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সম্পাদকীয়

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

খুব বেশী দিনের কথা নয়। দমদম বিমান বন্দর থেকে দিল্লী রওনার প্রাক্কালে নেহরুজী ডাঃ রায়ের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আচ্ছা, ওল্ড ম্যান'। প্রতিবাদের সুরে ডাঃ রায় বলে উঠলেন, 'আমি ওল্ড ম্যান নই।' নেহরুজী সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিলেন, 'থুড়ি, ইয়ংম্যান'।

সত্যিই, আশীর কোঠা পেরিয়েও তিনি বার্ধক্যের সীমানা থেকে বহু দূরেই ছিলেন কি দেহে, কি মনে জরা তাঁকে একটুও স্পর্শ করেনি। সুঠাম শালপ্রাংশু শরীর, সবল সুপুষ্ট বাহু, উন্নত প্রশস্ত বক্ষ ও তাঁর কম্বুকণ্ঠ সব মিলিয়ে তিনি বিস্ময়কর এক মহাশক্তিধারী পুরুষ ছিলেন। মনের দিক থেকেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সতেজ ও সবুজ। দৈহিক ক্লান্তি যেমন তাঁর ছিল না, মানসিক স্থবিরতা ও জড়তা থেকেও তিনি ছিলেন মুক্ত। কর্মক্ষমতায় তিনি ছিলেন অনন্য। মনন প্রাখর্য ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে শুধু স্বাতন্ত্র্যের আসনেই অধিষ্ঠিত করেনি, তাঁকে দেশের সার্থক কর্ণধার করে তুলেছিল। তাই বলি বিধানচন্দ্রের অকালে জীবনাবসান ঘটল।

রাজনীতি ও জীবনাদর্শের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে অনেকেই একমত ছিলেন না, কিন্তু একথা সবাই স্বীকার করবেন যে মধ্যযুগীয় চিন্তায় তাঁর মন আচ্ছন্ন ছিল না; ধর্মীয় অন্ধতা ও প্রাদেশিক সংকীর্ণ মনোভাবের তিনি ঊর্ধে ছিলেন; তাঁর মন ছিল বিজ্ঞানমুখী ও সংস্কারমুক্ত। এক কথায় তিনি ছিলেন প্রকৃতই 'মডার্ণ'। তিনি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে জানতেন ও খোলামন নিয়ে সবকিছু দেখতেন ও বিচার করতেন—যা তাঁর বয়সের মানুষের মধ্যে দুর্লভ।

পশ্চিম বাংলাকে কি উপায়ে সমস্যামুক্ত করে তার স্থায়ী কল্যাণ সাধন করা যায় এই ছিল ডাঃ রায়ের জপমন্ত্র। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা দেশবিভাগ, শরণার্থী আগমন প্রভৃতি অজস্র সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিম বাংলার এক সংকটকালে তিনি পাহাড়ের মত যেন এ রাজ্যকে আড়ালে আগলে রেখেছিলেন; সততই রত ছিলেন রাজ্যের সযত্ন লালনে। জ্ঞানঋদ্ধ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ দূরদৃষ্টি, প্রশাসনিক নৈপুণ্য ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তাঁকে নেতৃত্বের শীর্ষে অপরিহার্য করে তোলে। তাঁর মৃত্যুতে পশ্চিম বাংলার জনজীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হোল তা নিকট ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে কিনা সন্দেহ! তাঁর প্রকল্পগুলিকে রূপায়িত করবার জন্যে তাঁর সহকর্মীরা যে শপথ গ্রহণ করেছেন আশা করি সেগুলি পালিত হবে। ডাঃ রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্থলাভিষিক্তকে শুভেচ্ছা জানাই।

জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা

নির্ভরযোগ্য এক খবরে জানা গেল যে রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে প্রেরিত এক সার্কুলারে জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন পেতে অযথা বিলম্ব যাতে না ঘটে সেজন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের কার্যনির্বাহক সমিতিতে জেলা গ্রন্থাগারিককে পদাধিকার বলে সদস্যপদ দেবার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত বহুবিধ অসন্তোষের মধ্যে উক্ত বিষয়গুলিতে বিলম্বিত হলেও কর্তৃপক্ষের যত্নের এই লক্ষণ আশা ও আনন্দের সঞ্চার করেছে। পশ্চিম বাংলার মুখ্য সমাজ শিক্ষা পরিদর্শককে এজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত বিগত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের খোলাখুলি আলাপ আলোচনার সুফল যে কিছুটা হয়েছে এটাই তার প্রমাণ।

পঞ্চবার্ষিকী যোজনাধীনে বিপুল অর্থব্যয়ে সরকার রাজ্যব্যাপী যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে উদ্যোগী ও বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন তার সাফল্য গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর বহুলাংশে নির্ভর করছে সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু কর্মীদের আধ পেটা খাইয়ে এই বিরাট কাজ কতদূর এগোবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং পূর্ণ সময়ের জন্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের যে সামান্য বেতন দেওয়া হয় তা যে-কোনও সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জাজনক। সাইকেল পিওন ও অন্যান্য কর্মীদের অবস্থাতো আরও শোচনীয়। আর একটু উঁচু স্তরে দেখা যায় জেলা গ্রন্থাগারিকদের যে বেতন দেওয়া হয়ে থাকে তার পরিণাম ভাল ভাল অভিজ্ঞ কর্মীদের চাকরী ছেড়ে ভিন্নস্থানে যোগদান। জেলা গ্রন্থাগারিকদের কাজেকর্মে অযথা হস্তক্ষেপ ও বাধাদানও তাঁদের চাকুরি ত্যাগে বাধ্য করেছে এরূপ বহু ঘটনাই আমাদের গোচরীভূত হয়েছে।

মুখ্য সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক সম্মেলনে বলেছিলেন যে জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের কার্যনির্বাহক সমিতিতে জেলা গ্রন্থাগারিককে অন্তর্ভুক্ত করাতো বটেই পরন্তু পর্ষদের যুগ্ম-কর্মসচিব পদে তাঁর থাকা প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে যে জেলা গ্রন্থাগারিকের পদাধিকার বলে জেলা পর্ষদের কর্মসচিব পদে অধিষ্ঠিত থাকা সব দিক থেকেই সঙ্গত। মুখ্য সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক তাঁর সুপারিশকে কার্যকরী করে তুললে আনন্দিত হব।

জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের ছুটিছাটা ও চাকুরির অন্যান্য বিধিনিয়ম সম্পর্কেও যথোচিত ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের অর্থ ও সর্তাধীনে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্য সরকারের 'সার্ভিস রুলস' প্রবর্তিত হতে ক্ষতি কি?

বারান্তরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

শ্রাবণ ১৩৬৯

আদিত্য ওহদেদার

গ্রন্থবিদ্যা ঃ গ্রন্থপঞ্জী প্রক্রিয়া

আগেই বলেছি গ্রন্থের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থকে চিনবার জন্যে বা তাকে নির্দিষ্ট করবার জন্যে গ্রন্থবিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। অবশ্য এ গ্রন্থবিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত হতে পারে, আবার পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। অনেক সময় একাধিক বইয়ের বিবরণ এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করার দরকার হয়ে পড়ে। এই বিবরণ-সমষ্টিকে বলি তালিকা (Catalogue)। তালিকার কাজ হল হাতের কাছে যে গ্রন্থ-সংগ্রহ আছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা।

কিন্তু গ্রন্থ-তালিকা যখন বিষয়ানুগ হয়ে ওঠে তখন তাকে বলি গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) একটি গ্রন্থাগারে যেসব বই আছে তাদের বিবরণ একত্র যাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা হল তালিকা ; কিন্তু এই গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যেসব আলোচনা-গ্রন্থ আছে তাদের একটা তালিকা যদি করা যায় তাহলে এই বিষয়ানুগ তালিকা হবে গ্রন্থপঞ্জী।

তালিকার মূল্য, তালিকা একটা বিশেষ গ্রন্থ-সংগ্রহের হদিশ দেয়। গ্রন্থপঞ্জীর মূল্য, গ্রন্থপঞ্জী কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর যে-সব গ্রন্থ আছে তার হদিশ দেয়, এবং বিষয়ীভূত গ্রন্থসমূহের হদিশ দেওয়া গ্রন্থপঞ্জীর কাজ বলেই গ্রন্থপঞ্জী কোনো বিশেষ সংগ্রহের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। বিষয়টির ওপর বই যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

জ্ঞানবিদ্যার চর্চা বা গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থপপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। যে কোনো বিষয়ে গবেষণা বা তৎসংক্রান্ত চর্চা করতে গেলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন সে বিষয়ে ইতিপূর্বে কতখানি চর্চা বা গবেষণা করা হয়েছে, যার অর্থ হল সে বিষয়ের ওপর কী কী গ্রন্থ প্রকাশিত করা হয়েছে তার হদিশ নেওয়া, অর্থাৎ গ্রন্থপঞ্জী রচনা করা। গ্রন্থপঞ্জীর দ্বারাই জ্ঞানের ক্ষেত্রকে জরিপ করা সম্ভব হয়। ছাপাখানার দৌলতে নানা বিষয়ের ওপর নিত্য নতুন কত বই বেরুচ্ছে ; এইসব গ্রন্থের বিষয়ানুগ পঞ্জী যদি না করা যায়, তাহলে জ্ঞানের রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, সেখানকার কোন ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না। বইগুলি এলোমেলো স্তূপরূপে

আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে, এবং তাতে বিদ্যাচর্চার কোনো সহায় হওয়া দুরূহ, কারণ সেই এলোমেলো স্তূপ থেকে নিজের প্রয়োজনীয় উপাদানের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই রকম কথাই বলেছেন ইউনেস্কোর প্রাক্তন ডিরেক্টর লুথার ইভান্স সাহেব। তাঁর কথা মূল্যবান, কারণ তিনি এই কথা এমন একটি সংস্থার অধিকর্তা হিসেবে বলেছেন যে সংস্থা পৃথিবীর সব দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও পরিপুষ্টির সহায়ক রূপে কাজ করছে।[১]

আমাদের দেশে বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার কাজে গ্রন্থপঞ্জীর স্থান এখনো অতি নগণ্য। সংগত কারণেই একজন বিদেশী মন্তব্য করেছেন যে ভারতের বিদ্বৎসমাজে গ্রন্থপঞ্জী ও সূচীর মূল্য একরকম অজানা।[২] যখন এ মন্তব্য করা হয় তখন আমাদের পরাধীন অবস্থা; কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর অনেক বছরই তো কেটে গেল, তবু গ্রন্থপঞ্জী ও সূচী সম্পর্কে এখনো তেমন সচেতন হই নি।

যাই হোক, গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো বিষয় নিয়ে গোটা পুস্তক বা পুস্তিকা লেখা হতে পারে, কিংবা সে সম্পর্কে ছোট বড় প্রবন্ধও থাকতে পারে, এবং সে-সব প্রবন্ধ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে অথবা পত্র-পত্রিকার মধ্যেও থাকতে পারে। গ্রন্থপঞ্জী পূর্ণাঙ্গ হতে গেলে সবরকম রচনারই খবর এতে থাকা চাই। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো বিষয়ের ওপর গোটা বই একখানিও পাওয়া যায় না, কিন্তু বই ও পত্র-পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ হয়ত বেশ কিছু পাওয়া যায়; সেক্ষেত্রে এই রচনাগুলি অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়।

সুতরাং গ্রন্থপঞ্জীতে তিন শ্রেণীর রচনা অন্তভুর্ক্ত হতে পারে।

(১) গোটা পুস্তক ও পুস্তিকা
(২) পুস্তকের অন্তভুর্ক্ত প্রবন্ধ বা রচনা
(৩) পত্র-পত্রিকার অন্তভুর্ক্ত প্রবন্ধ বা রচনা

এই তিন শ্রেণীর রচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রণালী এক হতে পারে না, কারণ এদের জাত আলাদা। এদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার যে প্রণালী বহুধা স্বীকৃত, তা হল এই।—

(১) গোটা পুস্তক ও পুস্তিকার ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করতে হবে লেখকের নাম, পুস্তকের শিরোনাম, সংস্করণ সংখ্যা (দ্বিতীয় বা তদূর্ধ্ব); স্থান, প্রকাশক ও প্রকাশকাল; পৃষ্ঠাঙ্ক; পুস্তকের আকার ও মূল্য। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত বইয়ের নাম সর্বাগ্রে লেখা হয়ে থাকে। উদাহরণ:

কল্লোলযুগ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৮। ৮৶০+৩৩০ পৃ। ৭½×৫½''। পাঁচ টাকা।

(২) পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত রচনার ক্ষেত্রে লিপিবন্ধ করতে হবে রচনার নাম, রচয়িতার নাম। ব্রাকেট বা বন্ধনীর মধ্যে যে পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রচনার পৃষ্ঠাঙ্ক। উদাহরণ :

'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ'। মোহিতলাল মজুমদার। (তৎপ্রণীত সাহিত্য-বিতান, ১৩৪৯। ২১৭-২২৬ পৃ।)

এই বিবরণ আর এক ভাবেও দেওয়া চলে। যেমন, সাহিত্য-বিতান। মোহিতলাল মজুমদার। কলিকাতা, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৪৯। ।৵০+৩০২+৴০ পৃ। ৮½×৫½''। তিন টাকা।

দ্রঃ 'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ', ২১৭-২২৬ পৃ।

(৩) পত্র-পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত রচনার ক্ষেত্রে রচনার নাম, রচয়িতার নাম। ব্র্যাকেট বা বন্ধনীর মধ্যে পত্রিকার নাম, সাল, বর্ষ ও সংখ্যা, রচনার পৃষ্ঠাঙ্ক। উদাহরণ :

প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সংগীত। রাজ্যেশ্বর মিত্র। (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮৭৯ শক, চতুর্দশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ। ১০২—১০৯ পৃ।)

গ্রন্থপঞ্জীকে যদি সটিক করা হয় তাহলে তার মূল্য আরো বেড়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, টীকা বলতে কী বোঝাবে ? অর্থাৎ টীকায় বই বা রচনা সম্বন্ধে কী ধরণের বক্তব্য থাকা সমীচীন।

অনেকে টীকায় সমালোচনা-মূলক মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কিন্তু এটা না করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সমালোচনা জিনিসটা আপেক্ষিক। একজনের কাছে যে বই খুব ভাল লাগে, অন্যের কাছে তাই আবার তেমনি খারাপ লাগে। সুতরাং টীকায় যদি লেখা হয় 'এ গ্রন্থ গবেষণার কাজে অপরিহার্য' তাহলে কথাটার মূল্য আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ অনেকের কাছে কথাটা গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

কিন্তু বইয়ের পরিচয়-মূলক টীকা সর্বজনগ্রাহ্য হতে বাধা নেই। পরিচয় বলতে বুঝব জ্ঞাতব্য তথ্যের উদ্ঘাটন। শুধু বইয়ের আখ্যা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই বই বা রচনা সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না। 'কল্লোলযুগ' বইটির টীকা হিসেবে যদি লেখা যায়, "১৩৩০ দশকে 'কল্লোল' পত্রিকা ঘিরে যে সাহিত্যগোষ্ঠী ও সাহিত্যকর্ম দেখা দেয় তার অন্তরঙ্গ ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বিবরণ," তাহলে বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজেই ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। তেমনি 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' রচনাটির বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি টীকা দেওয়া যায় যে রচনাটি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' সম্পর্কে একটি আলোচনা।

একাধিক রচনা বা প্রবন্ধ সমষ্টি নিয়ে যে বই তার টীকায় রচনাগুলির সূচী উল্লেখ করা উচিত। এই উল্লেখের ফলে পুস্তকের অন্তর্গত রচনাগুলি নির্দেশিত হবে। মোহিতলালের 'সাহিত্য বিতান' গ্রন্থটির ক্ষেত্রে যদি 'প্রবন্ধ সমষ্টি' বলে টীকা লেখা যায়, তাহলে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু সে ধারণা আরো স্পষ্ট হয় যদি রচনাগুলির নাম উল্লিখিত হয়।

বইয়ের ভূমিকা বা নিবেদনে, কিংবা রচনার প্রথম কয়েকটি ছত্রে প্রায় ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া থাকে; টীকায় তা উদ্ধৃত করা চলে। সুতরাং টীকা লিখতে গিয়ে যে গোটা বই আদ্যোপান্ত পড়তে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

বাংলায় সটিক গ্রন্থপঞ্জীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কৃত 'রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থপঞ্জী' যেটা ২৩শে বৈশাখ ১৩৬২ 'দেশ' পত্রিকার মধ্যে পাওয়া যাবে।

॥ ২ ॥

কোনো গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করতে হলে তিনটি জিনিস এসে পড়ে। অর্থাৎ গ্রন্থপঞ্জী-প্রক্রিয়ার তিনটি উপাদান। সে উপাদানগুলি হল এই—

(১) গ্রন্থ বা রচনার অনুসন্ধান

(২) গ্রন্থ বা রচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা

(৩) বিন্যাস

এদের মধ্যে দ্বিতীয় উপাদান, অর্থাৎ গ্রন্থ বা রচনার বিবরণ কীভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয় সে বিষয়ে বলা হয়েছে। বাকি দুটি উপাদানের বিষয়ে এবার বলব।

গ্রন্থ বা রচনার হদিশ না পেতে গ্রন্থপঞ্জী কি নিয়ে তৈরী হবে? সুতরাং গ্রন্থ বা রচনার অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন। এই অনুসন্ধানের কাজ সহজ হয় বড় বড় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ মারফৎ।

তাছাড়া আকর গ্রন্থপঞ্জী বা সূচীও বিশেষভাবে সাহায্য করে। আকর গ্রন্থপঞ্জী বা সূচী বলতে বুঝব এমন গ্রন্থপঞ্জী বা সূচী যাতে নানা বিষয়ের ওপর বই বা রচনার বিবরণ পঞ্জীকৃত হয়েছে। এই রকম গ্রন্থপঞ্জীর উদাহরণ হল জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী যেমন B. N. B. বা British National Bibliography, বড় বড় গ্রন্থাগারের বিষয়তালিকা, যেমন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের Subject catalogues; অথবা প্রকাশক প্রস্তুত ক্রমচয়িত গ্রন্থসূচী, যেমন C. B. I. বা Cumulative Book Index, এবং C. B. L বা Cumulative Book List.

পুস্তকের অন্তর্গত প্রবন্ধের হদিশ পাবার জন্যে আকর প্রবন্ধ সূচীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আমেরিকার W.H.WilsonCo. কর্তৃক প্রকাশিত Essay and General Literature Index এই সূচী প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে—একটি বিপুলকায় গ্রন্থে। ১৯০০ থেকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যেসব প্রবন্ধ পুস্তক ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে থেকে ২১৪৪ টি পুস্তক বাছাই করে নিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির সূচী প্রণয়ণ করা হয়। এই খণ্ডে প্রায় ৪০.০০০ প্রবন্ধের সূচী পাওয়া যায়। ১৯৩৪ সালের পর থেকে নিয়মিত ভাবে এই সূচী প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

উক্ত Wilson Co পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত প্রবন্ধ বা রচনার হদিশ পাবারও ব্যবস্থা করেছে তাদের সংকলিত সাময়িকী সূচীর মারফৎ। দুটি বিখ্যাত সাধারণ

সাময়িকী-সূচী হল International Index : a guide to periodical literature in the social science and humanitis এবং Readers Guide to Periodical Literature. এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সাময়িকী সূচীও এই প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান প্রণয়ণ করে চলেছেন, যেমন Art Index—শিল্পকলা বিষয়ক সাময়িকীর অন্তর্ভুক্ত রচনাবলীর সূচী, কিংবা Agricultural Index—কৃষি বিষয়ক সাময়িকীর অন্তর্ভুক্ত রচনাবলীর সূচী। এই রকম আরো আছে।

উপরোক্ত ভাবে রচনার হদিশ যখন পাওয়া গেল এবং তাদের সংকলন করা গেল, তখন প্রশ্ন হল এদের কী ভাবে বিন্যাস করা হবে? বিন্যাস সম্পর্কে ধরা-বাঁধা কোনো নিয়ম নেই তবে এটা ঠিক যে নিছক লেখক কিংবা রচনার নাম ধরে বর্ণাণুক্রমিক বিন্যাস কখনোই বিশেষ উপকার দেয় না। বিন্যাস এমন হওয়া উচিত যাতে বিষয়ের আবেদন বা অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের যেমন আবেদন ও অভিব্যক্তি তেমনি তাদের গ্রন্থপঞ্জীর বিন্যাসও বিভিন্ন প্রকারের হবে। অনেক সময় উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গ্রন্থপঞ্জীর বিন্যাস স্থির করতে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জীর বিন্যাস কালানুক্রমিক করতে হবে যদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দিকে দৃষ্টি থাকে। কিন্তু যদি রচনা রূপের প্রতি দৃষ্টি থাকে তাহলে গ্রন্থপঞ্জীর বিন্যাস রূপ ভেদ হিসেবে হওয়া উচিত, অর্থাৎ কবিতা নাটক গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, চিঠিপত্র, ইত্যাদি বিভাগে বিন্যাস করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর ক্ষেত্রে আর একটি কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, যে ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জীর বিন্যাস আগাগোড়া বর্ণাণুক্রমিক না হয়, সে ক্ষেত্রে পরিশেষে বর্ণাণুক্রমিক সূচী সংযুক্ত করা বিধেয়। তাতে কোন বিশেষ রচনা [রচনা সূচী থেকে] বা বিশেষ লেখক [লেখক সূচী থেকে] সহজে খুঁজে নেওয়া যায়।

॥ ৩ ॥

আমরা আগেই বলেছি আকর-গ্রন্থপঞ্জী থাকলে কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণ করা সহজ হয়। এইজন্যেই আকর-গ্রন্থপঞ্জীর মূল্য সর্বাগ্রে।

বাংলা গ্রন্থের জন্যে বাংলা আকর-গ্রন্থপঞ্জীর খোঁজ নেওয়া দরকার। এবার আমরা সেই খোঁজ নেব।

এ সম্পর্কে প্রথমেই নাম করতে হয়, যাকে চলতি কথায় বলা হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ। ১৮৬৭ সালে ছাপাখানা ও রেজেস্টারি আইন (Press and Registration Act.) চালু হয়। এই আইন অনুসারে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের বড় বড় রাজ্যের সমস্ত মুদ্রিত বইপত্র সেইসব রাজ্যের একজন কর্মচারীর কাছে জমা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কর্মচারীকে বলা হল Registrar of Publications তাঁর ওপর কাজের ভার পড়ল এই সব বইয়ের একটা সটীক

তালিকা প্রস্তুত করা নিয়মিত ভাবে। এবং সেই তালিকা প্রতি তিন মাস অন্তর রাজ্যের সরকারী গেজেটের বিশেষ পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশিত করার ব্যবস্থা হল। এই তালিকার আসল নাম "Catalogue of Books Registered in the Precidency of Bengal during the quarter I" এই তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশের কাজ আজও চলে আসছে। তবে কাজটা সর্বদাই পিছিয়ে থাকে। আজকের ছাপা বই তালিকাভুক্ত হতে সময় নেবে হয়ত পাঁচ/ছ' বছর। এই তালিকায় গ্রন্থবিবরণ যেভাবে দেওয়া হয় তার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল—

Prabodh Chandra Sen—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—[Chandoguru Rabindranath, Rabindranath, the master of prosody, Discusses the genius of Rabindranath Tagore, in the art of versification, and the way in which he influenced Bengali prosody as also his art in its aesthetic and literary aspects. Together with an introduction.] Pages 9+224. Published by Pulin Behari Sen, Visvabharati, 6-3 Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta. 1352 sal, or 1945-46 A. D. [25th. June, 1945] Double Crown 16 mo. 1st edition. Rupees 2 8 annas. Tridibesd Basu, B-A, K.P. Basu printing works, 11, Mohendra Goswami Lane, Calcutta. 1,100 copies.

দেখা যাচ্ছে গ্রন্থবিবরণ বেশ বিশদ, এবং যে সব প্রাথমিক তথ্য দেওয়া হয় তাতে ভবিষ্যতে গ্রন্থ,সনাক্ত করার প্রয়োজন হলে সে কাজে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

গ্রন্থবিবরণ ইংরাজিতে লিপিবন্ধ করার বিধান কেন চালু হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারি। ইংরেজ শাসকবর্গ যাতে বুঝতে পারেন দেশীয় ভাষায় কী ধরণের বই বেরুচ্ছে, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরও এ ব্যবস্থা কেন চলছে জানি না। বাংলা বইয়ের বিবরণ বাংলা ভাষায় লিপিবন্ধ হলেই বোধহয় শোভন হয়।

এই গ্রন্থবিবরণে যে টীকা দেবার রীতি প্রচলিত তা অবশ্য গ্রন্থের পরিচয়-সূচক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা আশানুরূপ নয়। যেমন, একটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে "A Collection of eight essays coutributed to different periodicals dealing with India's culture and ideals from a historical poit of view."

[সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারত-সংস্কৃতি']

এই টীকায় যদিও জানা গেল যে বইটি আটটি প্রবন্ধ-সমষ্টি, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই পরিচয়ে তৃপ্ত হতে পারেন না। তিনি জানতে চান এই প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু কী। তাঁর কাছে প্রবন্ধগুলির বিষয়-সূচী তাই একান্ত প্রয়োজনীয়।

যাই হোক, গবেষণার কাজে বইয়ের সন্ধান দিতে এই তালিকা যে অপরিহার্য তা বলা বাহুল্য। অবশ্য এই তালিকা নিয়ে কাজ করতে অসুবিধা যথেষ্ট আছে, কারণ এ তালিকা ক্রমচয়িত নয়, তাছাড়া এতে কোনো সূচী নেই। ফলে কোনো বিশেষ লেখক বা গ্রন্থের সন্ধান পেতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়।

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৮৬৭ সালের পরে প্রকাশিত বই পত্রের সন্ধান দেয়। এই তারিখের আগে প্রকাশিত বই পত্রের সন্ধান পাবার উপায় কি? সুখের বিষয় সে উপায় আছে। সে উপায় সিদ্ধ হয় তিনটি আকর-গ্রন্থতালিকা মারফৎ। এদের মধ্যে লং সাহেবের বাংলাগ্রন্থের তালিকা অনেকের কাছেই পরিচিত। রেভারেন্ড লং (Rev. J. Long) ১৮৫৫ সালে গত ষাট বছরে প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকার একটি সঠিক তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জীর পুরো নাম হল—A descriptive catalogue of Bengali works, containing a classified list of fourteen hundred Bengali books and pamphlets which have issued from the press during the last sixty years with occasional notices of the subjects, the prices and where printed. এই তালিকায় চৌদ্দ শ' পুস্তক পুস্তিকার বিবরণ পাওয়া যায় যা মোটামুটি ১৭৯০ সাল, অর্থাৎ বাংলা ছাপাখানার প্রথম অবস্থা থেকে ছাপা হয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে এই তালিকা দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত আছে।

রেভারেন্ড লং-এর তালিকা ছাড়া আর দুটি তালিকা হল বিলিতি। লং-এর তালিকা কেবলমাত্র ১৮৬৭ সালের পূর্ববর্তী প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা, কিন্তু বিলিতি তালিকা দুটিতে ১৮৬৭ সালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, উভয় কালে প্রকাশিত গ্রন্থের হদিশ পাওয়া যায়। তালিকা দুটির একটি হল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাংলাগ্রন্থের তালিকা যা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই তালিকার নাম হল Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum. পরবর্তীকালে এর দুটি সংযোজন প্রকাশিত হয়েছে, ১৯১০ ও আর একটি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানা যায় যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যেসব বাংলা বই উক্ত গ্রন্থাগারে জমা হয়েছে তাদের হদিশ এই তালিকায় পাওয়া যাবে।

অন্য তালিকাটি হল বিলেতের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির। এ তালিকা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর নাম হল Catalogue of the Library of the India Office, vol. II, part-IV : Bengali, Oriya and Assamese books. ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এর একটি সংযোজন বার হয় যাতে কেবল বাংলা বই—১৯০৫ থেকে ১৯২০-র ভেতর প্রকাশিত—তালিকাভুক্ত হয়েছে।*

স্বাধীন ভারত সরকার দেশের বিদ্যাচর্চা তথা গবেষণা ও পঠন-পাঠনের সহায়তার জন্যে একটী আকর-গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।' এই

গ্রন্থপঞ্জীর নাম ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বিব্লিওগ্রাফি)। এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলন-কার্য সম্ভব হয়েছে একটি বিশেষ আইন প্রবর্তনের ফলে। ১৯৫৪ সালে লোকসভায় গৃহীত এবং ১৯৫৬ সালে সংশোধিত 'ডেলিভারি অব্ বুক্স্ অ্যাণ্ড নিউজপেপার্স (পাবলিক লাইব্রেরিজ্) অ্যাক্ট' অনুসারে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরি) এবং ভারতের আরো তিনটি গ্রন্থাগার, যথা—কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরি, মাদ্রাজ; সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি, বোম্বাই; ও সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি নয়াদিল্লী (প্রতিষ্ঠিত হবার পর), ভারতে প্রকাশিত যে-কোনো বই ও পত্র-পত্রিকার একটি করে 'কপি' প্রকাশকের কাছ থেকে পাবার অধিকারী হয়েছে। এই আইন অনুসারে প্রাপ্ত গ্রন্থ-সংগ্রহকে মোটামুটি ভাবে জাতীয় গ্রন্থ-সংগ্রহ বলা চলে। মোটামুটি ভাবে বলা হল, কারণ সব প্রকাশকের কাছ থেকে সব বইপত্র যে পাওয়া যাবে এমন কোনো স্থিরতা নেই। যাই হোক আইন বিধায় ভারতে প্রকাশিত সব বইপত্রের একত্রীকরণ এবং প্রতি তিনমাসে একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের প্রচেষ্টা আমাদের দেশে এই প্রথম। ১৯৫৮ সালে ১৫ই আগষ্ট প্রকাশিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রথম সংখ্যায় ১৯৫৭ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই তিনমাসে প্রাপ্ত বইপত্র তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশন এবং বৎসরান্তে একটি ক্রমচয়িত (cumulated) বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। এ পর্যন্ত দুটি বার্ষিক সংখ্যা ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের বেরিয়েছে।

দেশবিদেশে বহুল ব্যবহারের জন্য এই গ্রন্থপঞ্জীর লিপি হয়েছে রোমান এবং ভাষা ইংরেজি। বিন্যাস—বিষয়ানুযায়ী বর্গীকৃত। বর্গীকরণ করা করা হয়েছে ডিউই দাশমিক পদ্ধতি অনুসারে। তাছাড়া ডঃ রঙ্গনাথন প্রবর্তিত কোলোন বর্গীকরণ প্রথা অনুসারে প্রত্যেক বইয়ের যথাযথ কোলোন বিষয়-সূচক সংখ্যা বইয়ের বিবরণের নিচে ডানদিকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাঁদিকে বন্ধনীর মধ্যে ভাষা-সূচক অক্ষর বা অক্ষর-সমষ্টি দেওয়া হয়। এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্গত একটি বাংলা বইয়ের বিবরণ উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যাক—

909—Modern World History

Bowles, Chester, 1901—

S'antir nava diganta, tr. from English by Parimalkumar Ghos. Bombay, Pearl Publications, Ltd., 1958. X, 436p. map. 18cm. 1.00

Originally pub. as 'The new discusions of peace.'

(B) VI : 195.N5

সর্বভারতীয় বইপত্রের হদিশ একস্থানে পাবার জন্যে এই গ্রন্থপঞ্জী অপরিহার্য। কিন্তু যাঁরা কেবলমাত্র একটি বিশেষ ভাষায় প্রকাশিত সকল গ্রন্থের হদিশ পেতে চান তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থপঞ্জীর ব্যবহার তেমন সুবিধাজনক মনে হয় না। তাছাড়া মূল্য

বেশি হওয়ায় সাধারণ পাঠক, ছোটখাট গ্রন্থাগার এবং স্কুল কলেজগুলির পক্ষে এ গ্রন্থপঞ্জী ক্রয় করা সহজসাধ্য হয় না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় প্রত্যেক রাজ্যসরকার নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত বইপত্রের এক বার্ষিক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এবং সেই অনুযায়ী এই গ্রন্থপঞ্জী আত্মপ্রকাশও করেছে। বাংলা গ্রন্থের জন্যে আছে 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী : বাঙ্গলা'। ১৯৫৮ সালে প্রাপ্ত বইপত্রের তালিকাবদ্ধ পঞ্জীটি ১৯৬০ সালে বেরিয়েছে। এই গ্রন্থপঞ্জীও ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর ন্যায় একই পদ্ধতিতে বর্গীকৃত। গ্রন্থ-বিবরণও অনুরূপ। বাংলা ভাষায় এই বিবরণ কী রকম রূপ নিয়েছে তা জানার জন্যে একটা উদাহরণ দেওয়া গেল—

780—সঙ্গীত

গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, ১৯৫৬। ।।০, ১৬৪ পৃঃ। প্রতিকৃতি। ২৪'৫ সেমি। বোর্ড-বাঁধাই। ৫.০০।

কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ।

NR44

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সংকলন ও সম্পাদনায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' বাংলা গ্রন্থপঞ্জীর দিক থেকেও অতি মূল্যবান। এর প্রত্যেকটি খণ্ডে যে যে বাংলা সাহিত্য-সেবকের চরিতকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে তাঁদের রচনাবলীর বিবরণও দেওয়া হয়েছে। এই রচনাপঞ্জী বিশেষভাবে মূল্যবান কারণ এতে কেবল প্রকাশিত গ্রন্থ উল্লিখিত হয়নি, বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে লেখকের যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার বিবরণও দেওয়া আছে।

এরপর যদি বলা যায় যে, দৈনিক পত্রিকার সূচী করা উচিত তাহলে আমাদের দেশের পণ্ডিতজনেরও চক্ষু বিস্ফারিত হবে—কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে। অথচ কথাটা নিতান্তই সরল। দৈনিক পত্রিকার একটা বিশেষ মূল্য আছে। দেশের ইতিহাস চর্চায়। দৈনিকপত্রে প্রতিফলিত হয় দেশের সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। এমন অনেক সংবাদ ও তথ্য দৈনিকপত্রে থাকে যা পরে কখনই অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং দৈনিকপত্রের সূচী প্রণীত না হলে সে সব সংবাদ ও তথ্যের হদিশ পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—এমন কি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বিলেতের 'টাইমস্' পত্রের সূচী নিয়মিতভাবে প্রতি বর্ষে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই আদর্শে আমাদের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্রের সূচী প্রণয়ন করার প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারি।

আসলে দেশের বিদ্যাচর্চা যত গভীর হবে ও প্রসারলাভ করবে, নানা বিষয়ে যত ব্যাপক ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ও গবেষণা করার কাজ বৃদ্ধি পাবে, ততই গ্রন্থপঞ্জী ও

সূচীর মূল্য প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা বুঝতে পারব, এবং সেই চাহিদার ফলে আজ যা যা নেই ভবিষ্যতে তা দেখা দেবে।

1. " ... ... without bibliographies the records of civilization would be uncharted chaos of miscellaneous contributions to Knowledge, unorganised and inapplicable to human needs."—Luther Evans.

2. "Such solid highways to scholarly esteem and approval as indexes and bibliographies are almost unknown to them—Edward Thompson, *other Side of the Medal.*

* দেখা যাচ্ছে বাংলা বইয়ের হদিস পাবার জন্যে একটী উপায় আছে—কয়েকটি গ্রন্থপঞ্জী মারফৎ। কিন্তু প্রবন্ধপঞ্জী, কিংবা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার পঞ্জী বাংলাভাষায় আজও দেখা দেয়নি। এমন জিনিষ যে হতে পারে সে ধারণাই আমাদের শিক্ষিত সমাজে যাঁরা জ্ঞানবিদ্যার চর্চা করেন তাঁদের মধ্যেও দেখা যায় না।

বনবিহারী মোদক

পাঠচক্র

পান্থশালার মত পাঠাগারেও বহুবিচিত্র মানুষের নিত্য আনাগোনা। কেউ আসেন কালে-ভদ্রে এক-আধবার; হৃদ্য লেনদেনের অনেক মুহূর্ত পেরিয়ে কেউ বা হয়ে পড়েন আমাদেরই আনন্দ-বেদনার অকৃত্রিম অংশভাগী, একান্ত আপনজন। কর্মজীবনের মরুক্ষেত্রে এঁরা ওয়েসিস। সাধারণ গ্রন্থাগারের হাজার ঝামেলার মধ্যেও, এঁদের কাছেই মেলে অকৃত্রিম আন্তরিকতার মন-জুড়োনো স্পর্শ।

কত পাঠক, কত বিচিত্র তাঁদের ধ্যান-ধারণা! নানান মানুষের এই বিচিত্র মিছিলে এক-একজন এক এক ভাবের ভাবুক। এঁদের মধ্যে একটি দলকে কিন্তু সহজেই চিনে নেওয়া যায়। তরুণ বয়স্ক এই অত্যুৎসাহী পাঠকদের যে-কোন সাধারণ গ্রন্থাগারেই দেখা যায়। বাংলা গল্প-উপন্যাস এবং কথাসাহিত্যই এইসব সাহিত্য-যশোলিপ্সু ছেলেদের ধ্যান-জ্ঞান।

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের মধ্যে কিন্তু অল্প কিছু সংখ্যক লোক এখনও এমন আছেন, রুটিন-ওয়ার্কের বাইরের যে-কোন অতিরিক্ত কাজকে যাঁরা অনভিপ্রেত ঝঞ্ঝাটই মনে করেন। এঁরা এইসব ছেলেদের প্রায়ই বরদাস্ত করতে পারেন না। এদের উৎসাহিত করা তো দূরের কথা, সুযোগ পেলেই এঁরা তাদের উৎসাহের বেলুনকে ফুটো করে চুপসে দেন। অবশ্য তার কারণও আছে। সাহিত্য ও

সাহিত্যিকের দোষ-গুণ এবং ভাল-মন্দ নিয়ে এইসব ছেলেরা গ্রন্থাগারের মধ্যেই হয়ত দিব্যি আলোচনা জুড়ে দিল, দেখতে দেখতে সে-আলোচনা উত্তেজিত তর্কাতর্কিতে পর্যবসিত হল—এরকম ঘটনাও বিরল নয় মোটেই। শান্তিপ্রিয় গ্রন্থাগার কর্মীদের চোখে এইসব কারণেই এরা অবাঞ্ছিত।

এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে একটি কথা নিবেদন করার আছে। পাঠকদের যে রকম আচার আচরণকে তাঁরা বাঞ্ছিত এবং অভিপ্রেত মনে করেন, সব পাঠকই যে ঠিক সেই রকমটি করবেন—এটা আশা করা ভুল। পাঁচজন যেখানে একত্র হয়, একটু কথাবার্তা এবং কিছু ভালমন্দের আলোচনা সেখানে হবেই। সব বয়সের এবং রুচির পাঠকেরা যে এইরকম ভাবে কথা বলবেন—এটাও আশা করা যায় না। রসিক কবি বহুদিন আগেই এবিষয়ে সার কথা বলেছেন ঃ

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, প্রতি কথা ছন্দ।
বালকে বালকে কথা, প্রতি কথা দ্বন্দ্ব॥
বুড়োয় বুড়োয় কথা, প্রতি কথা কাশি।
যুবায় যুবায় কথা, প্রতি কথা হাসি॥

যে উৎসাহী তরুণ পাঠকদলকে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর মাধ্যম হিসেবে সাফল্যের সংগে কাজে লাগানো যায়, ভ্রান্ত আচরণের দ্বারা সে শুভ সম্ভাবনাকে আমরা গ্রন্থাগারসেবীরা, যেন চিরতরে নষ্ট না করি।

চাহিদা ও পঠন-পাঠনের ব্যাপারে এদেশের প্রায় কোন পাঠকই পরস্পরের সংগে সংযোগ রেখে চলেন না। সুপরিকল্পিত অধ্যয়ন এঁদের অনেকেরই নেই। সুব্যবস্থিত কোন পদ্ধতির মাধ্যমে এঁদের এই এলোমেলো পড়াশুনোকে একটি সংহত ও সমন্বিত রূপে গ্রথিত করে দিতে পারলে, শুধু যে এঁরাই উপকৃত হবেন, তা নয়। গ্রন্থাগারও আরও সুষ্ঠুভাবে এঁদের সেবা করার সুযোগ পাবে।

পাঠচক্রই এ কাজের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। পাঠচক্র যত ভালভাবে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে, অন্য কোন কিছুর পক্ষেই ততটা করা সম্ভব নয়। সুসংগঠিত পাঠচক্র গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তোলে। এটাকে পাঠচক্র সংগঠনের পরোক্ষ উপকার বলা যেতে পারে। এছাড়া প্রত্যক্ষ উপকারও আছে এবং গুরুত্বের দিক থেকে সেটাও মোটেই অবহেলা করার মত নয়। পাঠচক্রের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধীয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট যেসব বই অলক্ষিত ও অনাদৃত অবস্থায় গ্রন্থাগারে রয়েছে, এই সুযোগে সেগুলোরও কদর বাড়ে। শুধু পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীরাই যে সেগুলো নাড়াচাড়া করেন ও পড়েন, তাইই নয়; তাঁদের দেখাদেখি অন্যেরাও সেগুলো নিতে এবং পড়তে উৎসাহিত হন।

শুধু যে সাহিত্য রসিক পাঠকদের নিয়েই পাঠচক্র গড়ে তুলতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যাঁরা যে বিষয়ে আগ্রহশীল, পাঠচক্র সংগঠন করে তাঁদের সবাইকেও যদি আমরা সেই সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ দিতে পারি, তবে সেটাই হবে গ্রন্থাগারকে সর্বজনীন করার দিকে প্রথম সার্থক পদক্ষেপ।

কিভাবে সংগঠিত এবং আয়োজিত হলে পাঠচক্রগুলো জনপ্রিয় হবে এবং গ্রন্থাগারের ব্যাপকতর জনসংযোগের আদর্শও সফল হবে, এইবার আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

অন্য যে কোন কাজের মত, পাঠচক্র সংগঠনের সাফল্যের জন্যেও সবচেয়ে আগে দরকার সুচিন্তিত পরিকল্পনা। পরিকল্পনার একটা খসড়া তৈরী করে নিয়ে, তারপর আয়োজন ও প্রস্তুতির দিকে মন দিতে হয়। সবশেষে, অধিবেশনটিতে কোন দোষত্রুটি ঘটল কিনা, সেটা বিচার করে দেখতে হয়, যাতে পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে সেইসব ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে।

বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এমন একটি বিষয় বেছে নিতে হবে, যার আবেদন বহুব্যাপ্ত। যাঁরা আগে থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহশীল তাঁরা সবাই যাতে অংশ গ্রহণ করতে বা উপস্থিত থাকতে উদ্বুদ্ধ হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আগে যাঁরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা বা পড়াশুনো করেন নি, পাঠচক্রের বিজ্ঞপ্তি দেখে তাঁরাও যদি আগ্রহান্বিত হন এবং সেই বিষয়ের বইপত্র নিতে ও পড়তে উৎসাহ বোধ করেন, তাহলে সেটাই হবে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কৃতিত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয়। সাম্প্রদায়িকতা বা রাজনৈতিক বিবাদকে উস্কানি দেবে—এরকম বিষয়কে সতর্কতার সংগে পরিহার করতে হবে। অত্যধিক জটিল, অস্পষ্ট বা ধোঁয়াটে বিষয়বস্তুও পাঠচক্রের সাফল্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এগুলোও বাদ দেওয়া দরকার।

পূর্বঘোষিত নির্দিষ্ট গ্রন্থের সমগ্র বা নির্দিষ্ট অংশবিশেষের উপর মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত স্বলিখিত প্রবন্ধ, অংশগ্রহণকারীরা পর্যায়ক্রমে পড়বেন—এটাই পাঠচক্রের আদর্শ ব্যবস্থা। নিজেদের লেখা প্রবন্ধগুলো পঠিত হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করা হবে। লিখিত নিবন্ধ বা মৌখিক আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা পরিপূরক তথ্য বা তত্ত্ব দিতে পারবেন অথবা সারবান বিরুদ্ধ সমালোচনা যুক্তিসহভাবে উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন—তাঁদের কৃতিত্বকে মর্যাদার সংগে স্বীকৃতি দিতে হবে। সবশেষে সভাপতি (অধিবেশন চলাকালীন এঁর ভূমিকাটি হবে speaker-এর মত) আলোচিত প্রসঙ্গ বা point-গুলোর মূল্যায়ন ও generalization করবেন।

অংশগ্রহণকারীদের কোন একজনের লেখা প্রবন্ধকে ভিত্তি করেও আলোচনা হতে পারে। তবে, এতে মতবিরোধ ও বাদানুবাদের আশঙ্কা বেশী। পূর্বনির্দিষ্ট কোন বইয়ের কতকাংশ চক্রে পঠিত হওয়ার পর সমবেত উৎসাহীরা সে সম্বন্ধে মৌখিক আলোচনা করবেন—এরকম ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে চলে। তবে এটা হল যেন-তেন প্রকারেণ কাজ হাসিল করার ফিকির।

• পাঠচক্রের অধিবেশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নিয়মাবলী আগে থেকেই ঘোষণা করা দরকার। সভা আরম্ভ হওয়ার পর পরিচালন

পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ যেন "এই রকম করা হোক, ঐ রকম করা দরকার"—এসব বলবার কোন সুযোগ না পান। পাঠচক্রের ভাবগম্ভীর পরিবেশ এতে ব্যাহত হয়; কাজেও বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাছাড়া, তারিখ, সময় ও বিষয়বস্তুটা আগে জানতে পারলে, অংশগ্রহণেচ্ছু উৎসাহী পাঠকেরা দরকারমত বইপত্র নিয়ে সেই বিষয়ে পড়াশুনো করারও সুযোগ পাবেন। পূর্বপ্রস্তুতির এই সুযোগ তাঁদের আলোচনার জন্য লিখিত প্রবন্ধের উৎকর্ষসাধনে তো সাহায্য করবেই, অধিকন্তু পাঠচক্রের অধিবেশনটিও সামগ্রিক বিচারে তথ্যবহুল ও উপভোগ্য হবে।

অবশ্য, শুধু বিষয়বস্তু বিজ্ঞাপিত করলেই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাজ শেষ হয়ে যাবে না। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বইগুলোর (সম্ভব হলে অধ্যায় উল্লেখে) গ্রন্থপঞ্জীও সেই সংগে প্রকাশ করতে হবে। ঐ বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে গ্রন্থপঞ্জীতে সেগুলোরও হদিস থাকা দরকার। এইসব বইপত্র খুঁজে পেতে, বা নিয়ে পাঠকক্ষে বসে পড়তে কারও যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়—গ্রন্থাগারকর্মীদের সেদিকেও খেয়াল রাখা চাই।

কোন বই বা পত্রিকার প্রবন্ধের কথা গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করতে অনবধানতাবশতঃ যদি ভুলও হয়ে যায়, তাহলেও সেটা সংশোধনের পথ থাকে। যেসব পাঠক বইপত্রের খোঁজ-খবর রাখেন এবং গভীরভাবে পড়াশুনা করেন, পাঠচক্রের প্রস্তুতির পক্ষে দরকারী কোন বই গ্রন্থপঞ্জীতে বাদ পড়ে গেলেও তাঁরা নিজে থেকেই সেগুলো খোঁজ করেন এবং চেয়ে নেন। তাঁদের চাহিদা দেখেও গ্রন্থপঞ্জীর ত্রুটি সংশোধন ও পরিবর্ধন সম্ভব।

আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর লেন্ডিং সেকশনের কোন সভ্য, সেই বিষয়ের কোন বই যেন দীর্ঘদিনের জন্যে আটকে না রাখেন। অংশগ্রহণেচ্ছু অন্যান্যদের মনে এতে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ঐসব বইয়ের মধ্যে সেগুলোর অতিরিক্ত কপি নেই, সেগুলোর home.issue সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়াই এক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা।

সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উপযোগী আলাদা হলঘর থাকলে, গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রেখেও যে-কোন দিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় পাঠচক্রের অধিবেশন বসতে পারে। অন্যথায়, ছুটির দিনেই একাজটি সেরে নেওয়া ভাল।

পাঠচক্র আসলে আলোচনারই আসর। একটু ঘরোয়া পরিবেশ না থাকলে পাঠচক্র ভাল জমে না। বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুনের অত্যধিক কড়াকড়ি এ-অনুষ্ঠানকে সত্যই প্রাণহীন করে ফেলে। কিন্তু ঘরোয়া পরিবেশ বাঞ্ছনীয় বলেই, একটি বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বহুক্ষণ স্থায়ী হলে, আনন্দদায়ক বিরক্তিকর হয়ে ওঠে—এ-কথাটি যেন আমরা ভুলে না যাই। আলাপ-আলোচনা শুরু করলে আমরা অনেকেই আর থামতে চাই না। এ-দোষটা আমাদের অস্থিমজ্জায় ঢুকে গেছে। সেইজন্যেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে—নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সবাই যেন তাঁদের বক্তব্য শেষ করেন।

অধিবেশনের মোট স্থায়ীত্বকাল সাধারণতঃ পৌনে দু'-ঘন্টার বেশী না হওয়াই ভাল। এরচেয়ে দীর্ঘক্ষণস্থায়ী আসর শ্রোতৃসাধারণ, এমন কি অংশগ্রহণকারীদেরও সাগ্রহ মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। আবার, সময় সংক্ষেপের ঝোঁকে বিষয়টি জমে উঠবার আগেই আমরা যেন পাঠচক্র শেষ করে না দিই—এটাও খেয়াল রাখা দরকার। এই কারণে অধিবেশনের মোট স্থায়িত্বকাল যেন অন্ততঃ সোয়া একঘণ্টার কম না হয়।

'অমুক অমুক সময় পেল, আমাকে সময় দেওয়া হল না"—এরকম অনুযোগও এই ধরণের অনুষ্ঠানে প্রায়ই শোনা যায়। এইজন্যে, মোট সময়টি অংশগ্রহণেচ্ছু সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। মতপ্রকাশ ও আলোচনায় ন্যায়সংগত ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে কেউ যেন অন্যায়ভাবে বঞ্চিত না হন। প্রাপ্ত সুযোগ ও সময়ের কোন তারতম্যও যেন কারুর বেলায় ঘটতে না পারে, এটাও দেখা দরকার। প্রবন্ধ পাঠ, extempore আলোচনা বা আলোচিত বিচারে সমালোচনা—প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সময় আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া ভাল। একজনের পাঠ বা কথা শেষ হওয়ার আগে কেউ যেন তাঁকে বাধা না দেন। মোটামুটি এই কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রাখলেই পাঠচক্রের অধিবেশন সুপরিচালিত ও উপভোগ্য হবে।

সভাপতি নির্বাচনের কথাটা এর আগে বলা হয়নি। যে বিষয় অবলম্বন করে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে সর্বজনমান্য কোন সুপন্ডিত ব্যক্তিকে এই পদে বরণ করাই শ্রেয়। ব্যক্তিগত মতবাদ তাঁর যাই-ই হোক না কেন, চক্রের অধিবেশন পরিচালনায় তাঁর নিরপেক্ষতা যেন কোনমতেই ক্ষুণ্ণ না হয়। কারণ, অধিবেশন চলাকালীন স্পীকারের কাজও এঁকেই করতে হবে—একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের কারও একটু বেখাপ্পা বা অপ্রাসঙ্গিক কথায় সভাপতি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, সভার কাজও ভন্ডুল হয়ে গেল—এরকমও দেখেছি। সভাপতিকে পরমতসহিষ্ণু হতে হবে। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে তাঁকে হতেই হবে—একথা তো বলাই বাহুল্য। পন্ডিত অথবা গোমড়ামুখো নন—এরকম লোক মেলা ভার। তবু এই রকম লোকই পাঠচক্র পরিচালনায় আদর্শ। নিজের রসগ্রাহী মনের কৌতুক-প্রবণতা দিয়ে মতান্তর, মনান্তর ও তিক্ততার অনেক কালো মেঘও এঁরা উড়িয়ে দিতে পারে।

পাঠচক্র, বিদ্যোৎসাহীতা ও পাঠানুরাগ প্রসারের শ্রেষ্ঠ উপায়গুলোর অন্যতম। সুপরিচিত পাঠচক্র ও আলোচনার আসর একদিকে যেমন নতুন নতুন পাঠককে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করবে, অন্যদিকে পুরানো পাঠকরাও তেমনি গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে ব্যাপকতর অনুশীলনে তৎপর হবেন। এঁদের সেবার মধ্যে দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে সদ্‌গ্রন্থের প্রকৃত সমাদর ও পঠনপাঠন পরিব্যাপ্ত করে দেওয়াই গ্রন্থাগারের মূল্য লক্ষ্য। সুমহান এই লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ হিসেবেই পাঠচক্রের সুবিধেগুলোকে আমরা স্বাগত জানাব।

চৈতালি সেন

সভা সম্মেলন প্রস্তুতি প্রসঙ্গ

কথায় বলে 'বাঙালীর টাইম'। ঘরোয়া বৈঠকই হোক আর বৃহৎ কোনও অনুষ্ঠানই হোক যথাসময়ে শুরু করা যেন আমাদের ঐতিহ্যের বিরোধী। শুধু সময়-ই বা বলি কেন আমাদের নানাবিধ অনুষ্ঠানের বহু বিসদৃশ দিকই চোখে পড়ে যা নিশ্চয় কোনও উন্নত সংস্কৃতির নিদর্শন নয়।

'লাইব্রেরী এক্সটেনসন ওয়ার্ক' বলে যে কথাটার আজকাল বহুল ব্যবহার দেখি সভা, বৈঠক ইত্যাদি অনুষ্ঠান তার অন্তর্গত। প্রতি গ্রন্থাগারেই সংবৎসরে নানাবিধ অনুষ্ঠান অল্পবিস্তর হয়ে থাকে। সেজন্যে গ্রন্থাগার পরিচালকদের কিছুটা মনোযোগ দেওয়া উচিত অনুষ্ঠান কার্যের প্রস্তুতি ও তার অনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থায়।

কোনও অনুষ্ঠানের যখন আয়োজন করা হয় তখন কর্মকর্তারা প্রায় ভুলে যান যে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি, কোন শ্রেণীর মানুষের জন্যে আয়োজন করা হচ্ছে, কি আকারে তার ব্যবস্থা সুবিধাজনক এবং অনুষ্ঠান সূচীর দৈর্ঘ ও বৈচিত্র্য কি রূপ নিলে উদ্যোগ আয়োজন সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে। এইসব বিষয়ে আগে থেকে যথোচিত মনোযোগ না দেওয়ার ফলে বহু ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানগুলি পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করে না; বিশৃঙ্খল হয়ে অনেক সময় আয়ত্বের বাইরে চলে যায়; উদ্যোক্তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় অবসাদ, বিরক্তি ও নিরুৎসাহ ভাব।

সাধারণত অনুষ্ঠান (আলোচনা সভা, পাঠচক্র, বক্তৃতামালায় ভাষণ, কথিকা) একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আয়োজিত হয়। বিষয় পরিবেশনের পদ্ধতি ও সময় এরূপ ক্ষেত্রে নির্ভর করে বক্তার ক্ষমতা ও শ্রোতাদের গ্রহণশক্তির উপর। উভয়ের সুষ্ঠু সমন্বয় উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতিপর্বে সুপরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। দুরূহ কোনও বিষয়ের উপর দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার জন্যে হয়ত কোনও বক্তাকে আমন্ত্রণ করা হোল। দেখা গেল শ্রোতা পাওয়া যাচ্ছে না। পেলেও হয়ত দেখা গেল শ্রোতারা বক্তৃতার মাঝেই একে একে চলে যাচ্ছে। এও দেখা যায় যে সময়ের মাত্রাজ্ঞান না থাকায় দীর্ঘ অনুষ্ঠানসূচীর আয়োজন করার ফলে বক্তাদের মাঝপথে বক্তৃতা থামানোর জন্যে বাধ্য করা হয়। আবার বক্তাদের তরফ থেকেও ধান ভানতে শিবের গীতের মত অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, পুনরুক্তি এবং দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার প্রবণতা দেখা যায়। তাই উদ্যোক্তাদের আগে থেকেই যথাসম্ভব বিষয় নির্বাচন ও বক্তা নির্ধারণ

করে রাখা উচিত। যাতে বক্তারা তৈরী হয়ে এসে বক্তৃতা করেন এবং বিষয়ান্তরে গিয়ে শ্রোতাদের অধৈর্য সৃষ্টি অথবা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যচ্যুতি না ঘটান। উদ্যোক্তাদের বক্তৃতা দেবার লোভ সামলানো শক্ত। তাঁদের শুধু ভারসাম্য পরিবেশ বজায় রাখতে বলি।

অনুষ্ঠান একটি অত্যন্ত নির্দিষ্ট বিষয় অথবা বৃহৎ কোনও সাধারণ বিষয় যেমন কোনও দিবস উদ্‌যাপন বা কোনও মনীষীর জন্মদিবস পালন কিংবা একাধিক বিষয়ের উপরও হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মোটামুটি ঠিক থাকা ভাল যে আলোচনায় অংশ নেবেন কারা, অনুমান কতক্ষণ তাঁরা বলবেন এবং অনুষ্ঠান শেষ করতে কত সময় লাগবে; দ্বিতীয়ত অনুষ্ঠান বৃহদাকারে হবে না ছোট বৈঠকে আয়োজিত হবে। কারণ সেই অনুযায়ী আয়োজন আগে থেকে করা না হলে বৃহদাকারে আয়োজিত সভায় ক্ষুদ্র সমাবেশ পণ্ডশ্রম মনে হয়, আবার ক্ষুদ্রাকারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আশাতীত শ্রোতার উপস্থিতি অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত বিষয় ও কর্মসূচী এবং শ্রোতাদের শ্রবণ ইচ্ছা ও ক্ষমতার মধ্যে একটা যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য থাকা দরকার। গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনার শেষে জলসার ব্যবস্থা রাখলে লোক সমাগম হয়ত খুবই হয় কিন্তু শ্রোতাদের অধৈর্য ও বক্তার প্রতি অমনোযোগিতা অশোভন পরিবেশ সৃষ্টি করে। অবশ্য কর্মসূচীর বিভিন্ন অংশের সময় হিসেব করে আগে থেকে ঘোষণা করে রাখলে গোলমালটা তত হয় না। গানবাজনার আকর্ষণ সৃষ্টি করে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবেশনের প্রয়োজন অবশ্যই আছে; তবে সেরূপ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের আয়োজনে কৌশল অবলম্বন করা চাই। বহু সময় অনুষ্ঠানের ভালমন্দ বিচার করা হয় লোকসমাগমের সংখ্যা দিয়ে। অমনোযোগী শ্রোতা ও হট্টগোলকারী ছোট ছেলেমেয়েতে ভরা এক বৃহৎ অনুষ্ঠানে গুরুগম্ভীর বক্তৃতার পরিবর্তে ক্ষুদ্র বৈঠকে অল্প সংখ্যক শ্রোতার সাগ্রহ উপস্থিতিতে ঐ ধরণের বক্তৃতার ব্যবস্থা অনেক বেশী সার্থক।

অধিকাংশ অনুষ্ঠানে একটা দিক বেশ কৌতুকপ্রদ। সেটা হোল এই যে একজনকে সভাপতি ছাড়াও, একজনকে উদ্বোধক, একজনকে প্রধান অতিথি, একজনকে প্রধান বক্তা ইত্যাদি করা হয়। উদ্দেশ্য সব ঠাকুরকেই সন্তুষ্ট রাখা। বৃহৎ অনুষ্ঠানে এগুলির প্রয়োজন হয়ত থাকে এবং মানিয়েও যায়, কিন্তু ছোট অনুষ্ঠানে এরূপ দায়িত্ব বণ্টন সম্পূর্ণ বেমানান।

গান বাজনার ব্যবস্থা না থাকলে মহিলাদের উপস্থিতি একপ্রকার নগণ্যই হয় বলা চলে। শুধু একটি ছোট মেয়ে নিযুক্ত থাকে হারমোনিয়ম বাজিয়ে একটা গান গেয়ে সভার সূচনা করার জন্যে এবং সভাপতিকে মালাদান করার প্রয়োজনে। ছোট অনুষ্ঠানে মাল্যদান ও উদ্বোধন গানের রেওয়াজ খুবই বেখাপ্পা লাগে। তাছাড়া গায়িকা ও হারমোনিয়মের ব্যবস্থা করতে উদ্যোক্তাদের খাটুনি পোষায় না। ইদানীং আর একটা ফ্যাশন বেশ বিস্তার লাভ করেছে। সেটা হোল অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ। পুরাকালে যাগযজ্ঞে ব্যাঘাত ঘটার ভয়ে মঙ্গলাচরণ করা হোত।

এখন এই ধর্মীয় আচারটি কেন যে সংযোজিত হয় বুঝি না। আমাদের অনুষ্ঠানগুলিতে অনেক কিছুই গতানুগতিক ধারায় চলে আসছে, যেমন, অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে একজন গলা কাঁপিয়ে সভাপতির নাম প্রস্তাব করেন, আর একজন করেন তার সমর্থন। নইলে অনুষ্ঠান নাকি আইনসিদ্ধ হয় না। তবে মজার লাগে সভান্তে যখন ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্যে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছুটোপুটি লেগে যায়। এগুলির পরিমার্জন উদ্যোক্তাদের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাপেক্ষ।

এবার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে আসা যাক্। মিটিং আর মাইক এই দুইয়ের সম্পর্ক নাকি অবিচ্ছেদ্য ; প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক মাইক ছাড়া মিটিং নাকি জমে না। মাইকের ব্যবস্থা যদি করতেই হয় তাহলে যথাসময়ে সেটা পরীক্ষা করে রাখা বাঞ্ছনীয়। গলদযুক্ত মাইক অনুষ্ঠানের কি পরিমাণে যে প্রতিকূলতা করে তা সকলেই জানেন।

দেশ আমাদের গরীব। তাই বোধহয় চেয়ারের ব্যবস্থা করা সব সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু অনুষ্ঠানে সতরঞ্চির পরিবর্তে চেয়ারের ব্যবস্থা সম্ভব হলে তা অনেক বেশী সুবিধাজনক। অনুষ্ঠান কার্য তাতে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়তো বটেই, শ্রোতাদের দিক থেকেও তার অনেক সুবিধা আছে। জুতো হাতে করে ভেতরে গিয়ে বসা নয়ত ছেড়ে আসা জুতোর প্রতি মন বারে বারে ফিরে যাবার অবস্থা ঘটে না। অপরদিকে জুতো চুরির জন্যে উদ্যোক্তাদের অপ্রস্তুতে পড়তে হয় না। এবিষয়ে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য কিছুটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। শ্রোতাদের বসার জন্যে চেয়ার অথবা বেঞ্চির ব্যবস্থা এবং মঞ্চের উপর ফরাসের ব্যবস্থা থাকলে মঞ্চের উচ্চতা শ্রোতাদের আসন অপেক্ষা অন্ততঃ দেড়গুণ বেশী হওয়া চাই, নইলে মঞ্চোপরি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পেছন দিককার শ্রোতাদের দৃষ্টিগোচর হন না।

যাঁরা হামেশাই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন তাঁদের স্থায়ী একটা মঞ্চের ব্যবস্থা রাখা ভাল। মঞ্চেও সভাপতির জন্যে নীচু টেবিল ও চেয়ার রাখা সুবিধাজনক। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগার উভয় স্থানেই মেঝেতে বসার ব্যবস্থা ঐতিহ্যাশ্রয়ী হতে পারে ; তবে তাতে শ্রোতারাও বসেন এলোমেলোভাবে এবং মঞ্চে উপবিষ্টদের বসার ভঙ্গি অনেক সময় অশোভন ঠেকে ও অবিন্যাস্ত মনে হয়। বক্তার দাঁড়িয়ে বলা অথবা কিছুটা উঁচু জায়গায় বসে বক্তৃতা না করলে বড় অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখতে অসুবিধা ঘটে।

মঞ্চের পিছনটা গাঢ় রঙীন কাপড়ে ঢেকে দিলে দর্শকদের দৃষ্টি ও মনোযোগের পক্ষে সেটা খুবই অনুকূল হয়। মঞ্চের পিছনে জানলা থাকলে তার ভেতর দিয়ে আলো (দিনের অনুষ্ঠানে) এসে শ্রোতাদের চোখে পড়ে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। আলো এসে পড়লে মঞ্চের ফটো তোলাও বিঘ্নিত হয়।

অনুষ্ঠান চলাকালে সভাপতির পিছনে কারুর দাঁড়িয়ে থাকা অথবা ঘন ঘন যাতায়াত করা অনুচিত। সভাপতির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া

উচিত। মঞ্চে যেতে হলে মঞ্চের দুই ধার দিয়ে যাবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সভাস্থলে প্রবেশের পথ মঞ্চের উল্টো দিক অর্থাৎ প্রেক্ষাগারের পিছন দিকে থাকা বাঞ্ছনীয়। সভাস্থলের ধার থেকে প্রবেশের রীতি শ্রোতাদের দৃষ্টিচ্যুতি ও অমনোযোগ ঘটায়। মঞ্চের উপর ফুলদানি ইত্যাদি এমনভাবে যেন না থাকে যাতে সভাপতি ও মঞ্চাসীন এবং শ্রোতাদের মধ্যে দৃষ্টি রোধ করে।

সভায় বক্তা ও শ্রোতা উভয়পক্ষীয়দেরই পানীয় জল পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখা বিধেয়। কিন্তু সভাস্থলে ব্যক্তিবিশেষকে খাবার ও চা পরিবেশন অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। তবে সভাস্থ সকলকেই এক সঙ্গে চাপানে আপ্যায়ন বেমানান নয়।

সাধারণত সভায় পেছন দিকে শ্রোতাদের বসার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে সভার সম্মুখভাগ খালি থাকে। তাতে অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে ফটো তোলার অসুবিধা বেশী অনুভূত হয়। বিশেষ অতিথিদের জন্যে কিছু স্থান রেখে শ্রোতাদের সামনে থেকে বসানোর প্রতি নজর রাখা দরকার।

সভায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি অনেক সময় অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি করে। ছোটদের জন্যে যদি অনুষ্ঠানের আগে অথবা পরে তাদের উপযোগী স্বতন্ত্র কোনও ব্যবস্থা থাকে তাহলে তারা নিশ্চয় বিরক্তির কারণ হয় না। তবে অনুষ্ঠানে যে বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল লক্ষিত হয় তার বারো আনা অংশ উদ্যোক্তাদের।

সবশেষে প্রস্তুতিপর্বের একটা বিষয়ের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। বিষয়টা হোল আমন্ত্রণ-পত্র সম্পর্কে। আমন্ত্রণ-পত্রে নাম ছাপানোর মোহ উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেক সময় মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। আমন্ত্রণ-পত্রে একাধিক তো বটেই তিন চারজন আহ্বায়কের নামও মুদ্রিত হতে দেখা যায়।

সভা সম্মেলন সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থায় এমনি বহু কিছুই আছে যার রুচিসম্মত পরিমার্জন দরকার। লিখিতভাবে নিয়মকানুন গড়ে তোলা যায় না, সকলের পালনের মধ্যে দিয়েই রীতিগুলি গড়ে উঠে।

পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের মান ও স্বীকৃতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘকাল যাবৎ যে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ দিয়ে আসছেন তার মান ও স্বীকৃতি সম্পর্কে প্রায়ই অনেক চিঠিপত্র এসে থাকে। পরিষদ প্রদত্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা শুধু পশ্চিম বাংলায় নয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ বহু পদে অধিষ্ঠিত আছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "উপজীবিকা—গ্রন্থাগারিক" নামক এক পুস্তিকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষণকে প্রচারের মাধ্যমে বিশেষ স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। সম্প্রতি পরিষদের কর্মসচিব রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে এ সম্পর্কে একটি পত্র পেয়েছেন। সেটি নিম্নে একটি অনুলিপি মুদ্রিত হোল :

SEAL	**Sri M. N, Roy** *Asst.Chief Social* *Education Officer.*	Education Directorate West Bengal *Calcutta, the 24thMay, 1962.*

D. O. No. 926.

Dear Shri Mukherjee,

Please refer to your letter No. T (15) dt. 14.2.62. regarding recognition of the certificate course conducted by the Bengal Library Association.

The very fact that the Government sanctions annual grant for conducting the certificate course of librarianship training implies that the said course is recognised by the Government.

Sri Bijoy Mukherjee
Secretary,
Bengal Library Association
33, Huzurimall Lane, Calcutta-14.

Yours sincerely,
Sd/- M.N. Roy

A K M : 23.5.62.

কলিকাতা

নীতিশ লাহিড়ী শিশু পাঠাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১লা জুলাই, রবিবার পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ময়দানে সেণ্ট পল ক্যাথিড্রালের পাশে কলিকাতার রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নীতিশ লাহিড়ী শিশু পাঠাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এর সাথে সাথে তিনি একটি বৃক্ষরোপণ করে বনোমহোৎসবের উদ্বোধন করেন।

এই পাঠাগারের সামনেই থাকবে চৌরঙ্গী রোড পিছনে বীরজী ট্যাঙ্ক আর জাতীয় নাট্যশালা রবীন্দ্র স্মরণী। পরিকল্পনানুসারে এখানে পাঠাগার ছাড়াও শিশুদের মনোরঞ্জনের আরো ব্যবস্থা থাকবে। সংলগ্ন পার্কে পোষা পশুপাখি ও অন্যান্য খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে।

পাঠাগারে ভারতীয় ভাষায় রচিত বিভিন্ন শিশু সাহিত্য রাখা হবে। এছাড়া বিদেশী ভাষায় রচিত কিছু কিছু বইও রাখা হবে।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ১৬ই জুন সন্ধ্যায় বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে এর ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ইন্দ্র। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "এমনো দিন আসতে পারে" নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয়।

কোচবিহার

পি, ভি, এন, এন, লাইব্রেরীতে শোকসভা

হলদিবাড়ীর পি, ভি, এন, এল, লাইব্রেরীর উদ্যোগে ১লা জুলাই রবিবার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক, ভারতরত্ন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইহলোক ত্যাগ করায় বাংলা তথা ভারতের যে অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে সেটা উপলব্ধি করে হলদিবাড়ী অধিবাসীদের এক সভায় গভীর মর্ম্মবেদনা ও প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথা প্রকাশ করেন। সভায় ডাঃ রায়ের অমর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

২৪ পরগণা

তারাগুণিয়া বীনাপাণি পাঠাগারে শোকসভা

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২রা জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আকস্মিক পরলোক গমনে পাঠাগার ভবনে একটী শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। পাঠাগারের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শান্ত ও গভীর শোকাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে কর্মযোগী ডাঃ রায়ের কর্মময় জীবন ও প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

সাধুজন পাঠাগারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মমৃত্যু বাসর

বনগ্রামের সাধুজন পাঠ গারের উদ্যোগে গত ১৬ই আষাঢ়, 'সাধুপাঠ মন্দিরে' আয়োজিত কর্মযোগী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৮১তম জন্মজয়ন্তী উৎসব শোকসভায় রূপান্তরিত হয়। বিধানচন্দ্রের জীবনী পুস্তক, বাণী, হস্তলিপি, শতাধিক আলোকচিত্র সমন্বিত প্রদর্শনী এই মহান নায়কের কর্মজীবনের কীর্তিবলী ঘোষণা করছিল।

'সমুখে শান্তি পারাবার' শোক সংগীতের পর ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত তাঁর শিক্ষাগুরু ও সহযোগী, মহান নায়ক ডাঃ রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে মর্মস্পর্শী ভাষণে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। শ্রীমতী মনীষা সাধু 'বিধানচন্দ্র' কবিতা আবৃত্তি করেন। এরপর আরো অনেক বক্তা তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। পাঠাগার অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু এক শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একমিনিট নীরবতা পালন করে শ্রীভগবানের নিকট আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করা হয়। গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধু ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

নদীয়া

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের বার্ষিক সাধারণ সভা

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণ থেকে জানা যায় যে জেলা গ্রন্থাগারের জন্য ভবনটির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। গ্রন্থাগারের জন্য র‍্যাক্ ও অন্যান্য আসবাবপত্র কেনা শুরু হয়েছে। এখন এর মোট সভ্য সংখ্যা ৩২৩ জন। বইয়ের সংখ্যা মোট ১৩৫৪২, তারমধ্যে ৫৫৭৬টা এর ভ্রাম্যমাণ বিভাগের আর বাকী ৭৯৬৬টা স্থানীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সাময়িক পত্রপত্রিকার মধ্যে প্রায় ৪০টা নিয়মিত আসে। আগের বছরের তুলনায় এ বছর বইয়ের সংখ্যা, বই আদান প্রদান এইসব বিষয়েই উন্নতি চোখে পড়ে।

নিউজপ্রিন্ট আমদানী হ্রাস

নয়াদিল্লীতে প্রচারিত ২৮শে জুনের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয় যে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশ থেকে অতিরিক্ত নিউজপ্রিন্ট আনার যে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল তা নাকচ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিছুদিন আগেই নিউজপ্রিন্ট আমদানী হ্রাস করা হয় কিন্তু দেশের চাহিদা বিবেচনা করে অতিরিক্ত নিউজপ্রিন্ট আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভারতে নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নেপা পেপার মিল

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১০ম নিখিল ভারত মুদ্রাকর সম্মেলন ও প্রদর্শনীর এক বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভারতের নেপা নিউজপ্রিন্ট কারখানায় গত ৬১—৬২ সালের মোট উৎপাদান ছিল ২৪,৮৭৯'৬৯ টন। ৬০—৬১ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৩,০২৯ টন। ৫৯-৬০ এর তুলনায় ৬০—৬১ সালে লাভের অংক ৪,৮২ লক্ষ টাকা কম হয়। বিবিধ উৎপাদন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এর জন্য নাকি দায়ী। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এর দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০০ টনে পৌছাবে আশা করা যায়।

ব্রিটেনে জাতীয় চলচিত্রসমূহের সূচীকরণের চেষ্টা

গত বছর ব্রিটেনের সরকারী ও বেসরকারী চলচিত্র সংস্থার প্রতিনিধিদের এক সভায় জাতীয় চলচ্চিত্র সমূহের সূচীকরণের কথা আলোচনা করা হয়। সভার তরফ থেকে বৃটিশ চলচিত্র সংস্থাকে এই সূচী প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কর্তৃপক্ষ মহলের বিবেচনার পর ঠিক হয় যে এই ধরণের কোন সূচীর দরকার আছে কিনা সেটা বিভিন্ন লাইব্রেরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাঁরা চলচিত্র ব্যবহার করেন, তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। যদি মতামত অনুকুল হয় তবেই কাজ সুরু করা হবে। দ্বিমাসিক পত্রিকা হিসাবে এটা প্রকাশিত হবে। বৎসরান্তে একটি Cumulative সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। বর্তমানে বৃটেনের সমস্ত চলচিত্রের নাম কোন একটি পত্রিকায় না পাওয়া যাওয়ায় দেশ-বিদেশের ব্যবহার-কারীদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়। পরিকল্পিত সূচী প্রকাশিত হলে সে অসুবিধাটা দূর হবে।

বই হারানো

গ্রন্থাগারের বই হারানোর ইতিহাসের একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সম্প্রতি পাওয়া গেছে। এক খবরে জানা যায় যে, বৃটিশ হণ্ডুরাস লাইব্রেরী সার্ভিসের ২০,০০০ বই হারিয়ে গেছে। ফলে তাঁদের বইয়ের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে যাওয়ায় তাঁরা বিভিন্ন সংস্থার কাছে বই সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।

এই আবেদনে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে বৃটেন থেকে প্রায় ১০,০০০ বই (যেগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত হয়েছে) বৃটিশ হণ্ডুরাসে পৌছে গেছে।

সম্পাদকীয়

শুভ সূচনা

মাস তিনেক হোল ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সাইক্লোস্টাইলে ছাপা একটি মাসিক বুলেটিন বের করছেন। পরিষদ ত্রৈমাসিক 'এবগিলা' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পর 'জার্ণাল' নামে অপর একটি যে পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন সেটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় না বলেই হয়ত এই ব্যবস্থা। বর্তমানে বিহার, কেরালা, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলি তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় প্রতিমাসে নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশ করে থাকেন। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ থেকে প্রকাশিত দুটি ইংরেজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছাড়াও কলকাতা থেকে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র পরিষদ একটি ইংরেজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করে থাকেন। এবং রঙ্গনাথনের সম্প্রাদনায় দিল্লীর 'ইনসডক' ইংরেজীতে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এছাড়াও দিল্লী নাগপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে যে কয়েকটি পত্রিকা বেরোয় সেগুলি নিয়মিত নয়। প্রতি মাসে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পত্রিকা প্রকাশনে বাধা ও অসুবিধা আছে অনেক সেকথা না বললেও চলে। কিন্তু অঙ্গ রাজ্য পরিষদগুলির পক্ষে যদি যেসব বাধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় তাহলে সর্বভারতীয় পরিষদের সে কাজে ব্যর্থতা তার সাংগঠনিক দুর্বলতারই সাক্ষ্য দেয়। পত্রিকার প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বুলেটিন প্রকাশের এই সিদ্ধান্ত খুবই সময়োচিত ও প্রাজ্ঞতার পরিচায়ক। তাঁদের এই নবোদ্যমকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মশৈথিল্য সম্পর্কে নানা সমালোচনা শোনা যায়। অধিকারগত বিচারে সেটা কিছু অসঙ্গত নয়। কিন্তু সম্প্রতি কোনও এক ইংরেজী সহযোগী পত্রিকায় ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধে প্রকাশিত বিরূপ সমালোচনা পরিচিত সকল পাঠকেরই মনে বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তার কর্মীদের মর্যাদা এতে ক্ষুণ্ণই হয়েছে বলা চলে। বৎসরাধিক কাল পূর্বে অন্য একটি ত্রৈমাসিক পত্রে ভারতের এক সম্মানিত গ্রন্থাগার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অনুরূপ সমালোচনায় সকলেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক রেশারেশির প্রভাবে কটুক্তিবর্ষণ শুধু হীনতারই পরিচয় দেয় না বৃত্তিধারীদের মধ্যে দুস্তর বিভেদও সৃষ্টি করে।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেন, যে-কোনও প্রতিষ্ঠানেরই ভালমন্দ নির্ভর করে তার সদস্যদের মনোভাবের উপর। সদস্যদের নিষ্ক্রিয় নির্বিকার মনোভাব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিম্বিত হয়। দেহেই যদি পক্ষাঘাত হয় তাহলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ কার্যকরী হয় না। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় গুটিকতক কর্মী নিজেদের ঘাড়ে যাবতীয় কাজের বোঝা চাপিয়ে নিজ প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন।

একটি পাড়া বা অঞ্চলে কোনও সংগঠন গড়ে তুলতে যে সংখ্যক কর্মী ও তাদের কর্মোৎসাহ পাওয়া যায় সে-তুলনায় সারা রাজ্যের কোনও প্রতিষ্ঠান গড়তে ও চালাতে কর্মীদের ঐ পরিমাণ উদ্যম ও সংবদ্ধতা মেলা ভার। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংগঠনের বুনন ও বাঁধুনি স্বভাবতই আরও অসংবদ্ধ ও অশক্ত হয়। বৃত্তি সম্পৃক্ত সংগঠনে অর্থ ও কর্মীর অভাব না হওয়ারই কথা। কিন্তু গ্রন্থাগার বৃত্তিস্বার্থে আগ্রহীদের সংখ্যা, তাদের আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আকর্ষণ ও অনুরাগ আশানুরূপ নয় বলেই গ্রন্থাগার পরিষদ ঠিক সেই সামাজিক তাগিদে বিকশিত হচ্ছে না।

এদেশে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি খুব নতুন না হলেও এই বৃত্তিধারীদের মধ্যে কি বেতন বৃদ্ধি, কি সামাজিক স্বীকৃতি, এমন কি গ্রন্থাগার বিদ্যার চর্চা ও উন্নতির প্রয়োজনে পারস্পরিক সংযোগ ও যুক্ত প্রচেষ্টায় বিশেষ গরজ নেই। নইলে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য সংখ্যা তিন শ'র মধ্যে সীমিত থাকত না; তিন পৃষ্ঠার দ্বিবার্ষিক কার্যবিবরণীর জন্যে মাত্র গুটিকতক ব্যক্তিকেই শুধু আক্ষেপ করতে দেখা যেত না। রাজ্য পর্যায়েও দেখা যায় বৃত্তিধারীদের ন্যূনতম কর্তব্য পালন অর্থাৎ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণে অনীহা।

সময়ের পরিবর্তন হেতু আজকাল কোনও প্রতিষ্ঠানের কাজের মান, স্থায়িত্ব ও সুনিয়মিত পারম্পর্য বজায় রাখতে হলে সর্বাংশে আংশিককালীন স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের উপর নির্ভর করা চলে না, পূর্ণ সময়ের জন্যে বেতনভুক কর্মী চাই। মরশুমী কর্মী দিয়ে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না। কর্মীর অভাবে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম ব্যাহত হয় বলে শুনেছি। অথচ বেতনভুক কর্মী নিয়োগও তার সাধ্যাতীত। সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার দরুণ পরিষদের আয়ও কম। এরূপ অবস্থায় পরিষদের কর্মতৎপরতাকে বেগবান করে তুলতে হলে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

ভারতের গ্রন্থাগার তৎপরতার একটা সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতার মত সহরে তার সদর দপ্তর অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মপ্রবাহে নিশ্চলতার অভিযোগ একটু বিসদৃশ লাগে। বিশেষ করে এইজন্যে যে এই সহরেই আর একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করতে চলেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও গৃহ নির্মাণ প্রস্তুতি পর্ব বেশ কিছুদূর এগিয়েছে এবং বর্তমানে মোটা অংকে তার সান্ধ্য কার্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয়। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের একই স্থানে অবস্থিতি তিনেরই একই খাতে বায়বরাদ্দের দ্বিত্ব নিবারণ ও বহু সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক হোত বলে অনেকে মনে করেন। কারণ তিনটির বিস্তর সদস্য ও কর্মী 'কমন'।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারায় যদি কোনও নিশ্চলতা কেউ অনুভব করে থাকেন তাহলে বুলেটিন প্রকাশ পরিষদের গতিশীলতার সূচনা হিসাবে নিশ্চয় তার সমাদর লাভ করবে।

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট (৩)

সংকলক ঃ অমিতা মিত্র, গীতা মিত্র, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত

[অনিবার্য কারণে পত্রিকার বিগত সংখ্যায় সূচিপত্রে অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও এই নির্ঘণ্টটি সংযোজন করা যায় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত—সম্পাঃ গ্রন্থাঃ]

নির্ঘণ্টের বিন্যাস

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুযায়ী সূক্ষ্মভাবে বর্গীকৃত এই নির্ঘণ্টে শুধু নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পর্যে দেওয়া হবে (ক্ষেত্র বিশেষে সব তথ্য নাও থাকতে পারে) ঃ

(১) প্রবন্ধকারের নাম (এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে ; অ-এশিয়-দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে ; ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছদ্মনামের অধীনে ; প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ, প্রতিষ্ঠানের নামে ; নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে) (২) প্রবন্ধের নাম, (৩) পত্রিকার নাম, সাল (বাংলা, ইংরেজী বা শকাব্দ) ও মাস সম্পর্কিত তথ্য (সব তথ্য বন্ধনীর ভিতর) সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকের ক্ষেত্রে মাসের সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের পর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। (৪) কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের উপর টীকা (বন্ধনীর ভিতর)। যথা,

পুলিনবিহারী সেন[১]। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র[২] (দেশ ১৩৬৯ বৈ২৭[৩])

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের জন্য সংশ্লিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য। একই ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীর্ষের (Subject Heading) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীর্ষের আর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। একই বিষয়ের উপরে একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে। অনুরূপভাবে একই বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) সাজানো হয়েছে।

সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত

বাংলা মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত রূপে ব্যবহার হয়েছে ; যথা , বৈ বৈশাখ ; শুধু, আশ্বিন মাসের ক্ষেত্রে 'আশ্বি' হবে। ইংরেজী মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। যথা জানু—জানুয়ারী।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের রূপরেখা

০০০	সাধারণ বিষয়	৬০০	ফলিত বিজ্ঞান, ইন্‌জিনিয়ারিং
১০০	দর্শন, মনোবিজ্ঞান	৭০০	ললিতকলা, আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলা
২০০	ধর্ম		
৩০০	সমাজবিদ্যা	৮০০	সাহিত্য
৪০০	ভাষাতত্ত্ব	৯০০	ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ ও বিবরণ, জীবনী ও আত্মজীবনী
৫০০	বিজ্ঞান		

০১২ (রবীন্দ্রনাথ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থপঞ্জী

বাণী বসু। শিশু ও কিশোর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ বৈ)

০২০'৯৫৪১৪২ গ্রন্থাগার আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গ

তপতী রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকার ভাষণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ জ্যৈ)

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধন ভাষণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ জ্যৈ)

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯, জ্যৈ)

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ জ্যৈ)

০২১'৮৯ গ্রন্থাগার আইন

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। বইপড়া—গ্রন্থাগারের কাজ—গ্রন্থাগার আইন (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ বৈ)

০২১'৮৯৫৪ গ্রন্থাগার আইন—ভারত

নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী। গ্রন্থাগার আইনে আর্থিক সংবিধান (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ বৈ)

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের এক অধ্যায় (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ বৈ)

০২১'৮৯৫৪১৪২ গ্রন্থাগার আইন—পশ্চিমবঙ্গ

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ বৈ)

০২৭'৫৪২ ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার (বেতার জগৎ ১৯৬২ জু ১৪)

০২৭'৭৫৪১৪২ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গ

বিমলকুমার দত্ত। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ জ্যৈ)

০২৮'১ গ্রন্থ সমালোচনা

অতীন্দ্র মজুমদার। গোরা কালার হাট (পরিচয় ১৩৬৯ জ্যৈ) (অশোক গুহর গোরা কালার হাটের উপর আলোচনা)

দ্বিজেন্দ্র নাথ। গ্রন্থ সমীক্ষা (কালপুরুষ ১৩৬৯ জ্যৈ) (বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম (১খ) গ্রন্থের উপর আলোচনা)

নির্মল বসু। গ্রন্থ-পরিচয় (রাষ্ট্র ১৩৬৯ বৈ—আ) (নরেশচন্দ্র রায়ের ফেডারালিসম এণ্ড লিনগুইষ্টিক ষ্টেটসের উপর আলোচনা)

সুকুমার ঘোষ। দি ইনডিপেণ্ডেন্ট পীপল : হ্যালডোর ল্যাকসনেস (বসুধারা ১৩৬৯ জ্যৈ)

সুমন্ত্র চক্রবর্তী। বাঙলার নবযুগ : ঐতিহাসিক উপাদান-সংগ্রহ (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুন)

১০০ দর্শন : মনোবিজ্ঞান

১৩০'১ দেহ ও মন—দর্শন ও তত্ত্ব

মনোবিদ, ছদ্ম। মানব মনের ক্রমবিকাশ (মানব মন ১৯৬২ জুলা)

শিবপদ চক্রবর্তী। মন আর দেহ (চিত্ত ১৩৬৯ বৈ-আ)

১৩১·৩ মানসিক স্বাস্থ্য

রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল। মানব-মনের সুস্থতা ও বিকার (মানব মন ১৯৬২ জুলা—সেপ্ট)

১৩১·৩৪১[১] স্বকাম (নার্সিসিসম্)

তরুণচন্দ্র সিংহ। স্বকাম (চিত্ত ১৩৬৯ বৈ-আ)

১৩২·১৫ মনরোগ

অরবিন্দ বসু। উদ্‌বায়ু (চিত্ত ১৩৬৯ বৈ-আ)

১৩৬·৭৩৫৪ কিশোর মনস্তত্ত্ব

বীণাপাণি চৌবে। কৈশোরের তাৎপর্য (চিত্ত ১৩৬৯ বৈ-আ)

১৩৭ ব্যক্তিত্ব

তড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়। ব্যক্তিত্ব (চিত্ত ১৩৬৯ বৈ-আ)

১৪৪ মানবতাবাদ

অমলেন্দু চৌধুরী। মানবতার বাস্তব মূল্য (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ বৈ)

১৫৮·৪২৩ পরাবর্ত (রিফ্লেক্স)

পাভলভ, আই· পি.। ইয়ার্কুস্ ও কোয়েলারের চিন্তাধারা সম্পর্কে (মানব মন ১৯৬২ জুলা-সেপ্ট)

১৭৭ সামাজিক শীলধর্ম

প্যারী, রোমাঁ। অশিষ্টতা, আচরণবোধ ও আধুনিক সভ্যতা (উত্তরসূরী ১৩৬৯ বৈ-আ)

১৮১·৪ দর্শন, ভারতীয়

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য। কর্মবাদের মূল কথা (বসুধারা ১৩৬৯ জ্যৈ)

১৮১·৪৮ বেদান্ত দর্শন

ধীরেশানন্দ। বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা (উদ্বোধন ১৩৬৯ আ)

২০০ ধর্ম

২৯৪·৫ হিন্দু ধর্ম

সুধা সেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত শিক্ষাষ্টকের রূপায়ণ (উদ্বোধন, ১৩৬৯ আ)

২৯৪·৫৫৫ হিন্দুধর্ম—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়

উদ্বোধন। উদারতা ও দুর্বলতা (উদ্বোধন ১৩৬৯ আ)

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। জোড়াসাঁকো থেকে দক্ষিণেশ্বর (উদ্বোধন ১৩৬৯ আ)

শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী। শ্রীরামকৃষ্ণ ও অদ্বৈতবাদ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আ)

৩০০ সমাজ-বিদ্যা

৩০১·১৫৮ জন মনস্তত্ত্ব

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। জনতামন ও যূথমন (রাষ্ট্র ১৩৬৯ বৈ-আ)

৩০১·৩৫[১] পল্লী সংস্কৃতি

শান্তিদেব ঘোষ। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী সংস্কৃতি (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ-আ)

৩০৯·২৩০৯৫৪ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ভারত

অলক ঘোষ। তৃতীয় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৩২১·০৪১ আন্তর্জাতিকতা

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুন)

৩২১·৪ গণতন্ত্র

নির্মল কৃষ্ণ সান্যাল। গণতন্ত্র ও বিপ্লব (রাষ্ট্র ১৩৬৯, বৈ—আ)

৩২৩·২০৯৫৪ স্বাধীনতা আন্দোলন—ভারত

নরেশচন্দ্র মজুমদার। সুতোকাটা ও স্বরাজ (সমাজ শিক্ষা ১৯৬২ অগা)

৩২৫·৩ উপনিবেশিকতা

বিংশ শতাব্দী। উপনিবেশবাদের নতুন রূপ (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৩২৭·[১] শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান

পরিমলচন্দ্র ঘোষ। সাম্যবাদ—বিরোধিতা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুন)

৩২৭·৫৪ পররাষ্ট্রনীতি—ভারত

এ. আপ্পাডোরাই। ভারতবর্ষ সামরিক জোটে যোগদানে বিশ্বাসী নয় কেন ? (বেতার জগৎ ১৯৬২, জুলা ১৫)

৩৩০·১৫ ধনতন্ত্র

রণজিৎ দাশগুপ্ত। বিশ শতকের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি (পরিচয় ১৩৬৯ জ্যৈ)

৩৩০·৯৫ অর্থনৈতিক অবস্থা—এশিয়া

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। এশিয়া পরিকল্পনা সম্মেলন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৩৩০·৯৫/৬ অর্থনৈতিক অবস্থা—এশিয়া ঃ আফ্রিকা

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়। অনুন্নত অর্থনীতির উৎস সন্ধানে (সমকালীন ১৩৬৯ আ)

৩৩১·৮৮০৯৫৪ শ্রমিক আন্দোলন—ভারত

ওয়াকিবহাল, ছদ্ম। ভারতের শ্রমিক কোন পথে ? (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৩৩৪·৬৮১৩৮৮৩ সমবায়—মোটর পরিবহন

শ্যামসুন্দর দত্ত। কলিকাতার ট্যাক্সি ও সমবায় (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুলাই ১৪)

৩৩৪·৬৮৩ সমবায়—কৃষি

বনবিহারী মোদক। কৃষি—সমবায় (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৭)

৩৩৫·৪ মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র

শিবানী কিংকর চৌবে। সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বে যুদ্ধ ও শান্তির স্থান (রাষ্ট্র ১৩৬৯ বৈ-আ)

৩৩৮·৯১ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা

পাতোলিচেভ, এন.। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক সহযোগিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ ও পদ্ধতি (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৩৪১·১ শান্তি আন্দোলন

অমিয়কুমার মজুমদার। বার্ট্রান্ড রাসেলের দৃষ্টিতে বিশ্বশান্তি (সমকালীন ১৩৬৯ আ)

আন্তর্জাতিক। বিশ্বশান্তি সংসদ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুন)

৩৪১·৩৭ মহাকাশ যুদ্ধ—আন্তর্জাতিক আইন

অশোক রায়। সামরিক উদ্দেশ্যে মহাকাশ ব্যবহারের পরিণাম (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুন)

৩৪১·৬৭ নিরস্ত্রীকরণ

বি. এন. গাঙ্গুলী। নিরস্ত্রীকরণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুন)

৩৪১.৬৭২ নিরস্ত্রীকরণ

চিত্ত বিশ্বাস। ওরা চলেছে এগিয়ে—লক্ষ্য এক, পথ ভিন্ন (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুন)

৩৪১.৭ কূটনীতি

কে. কৃষ্ণ রাও। কূটনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কিত ভিয়েনা চুক্তি, ১৯৬১ (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুন ১৩)

৩৪৭.৯ বিচার প্রথা

শিশিরকুমার সান্যাল। বিচারালয়ের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা (রাষ্ট্র ১৩৬৯ বৈ—আ)

৩৪৭.৯৯৫৪১৪ হাইকোর্ট—বাংলাদেশ

অনিন্দ্যকুমার সেন। হাইকোর্ট শত-বার্ষিকী (অমৃত ১৩৬৯ আ ৯)

৩৬৪.৩৪ অপরাধ মনস্তত্ত্ব

কমল মুখোপাধ্যায়। অপরাধ সম্বন্ধে (চিত্ত ১৩৬৯ বৈ—আ)

৩৭০.১ শিক্ষা—দর্শন ও তত্ত্ব

সুধীরকুমার নন্দী। শিক্ষা ও শান্তি (শিক্ষক ১৩৬৯ জৈ)

৩৭০.১০৯৫৪ শিক্ষা—মতবাদ—স্বামী বিবেকানন্দ

উমাপদ নাথ। বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ (শিক্ষক ১৩৬৯ জৈ)

৩৭০.১০৯৫৪ শিক্ষা—মতবাদ—রবীন্দ্রনাথ

ক্ষিতিমোহন সেন। শান্তিনিকেতনের দীক্ষা-আহ্বান (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ-আ)

হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম শিক্ষা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ-আ)

৩৭০.৯৪৭ শিক্ষা—সোভিয়েত রাশিয়া

প্রত্যক্ষদর্শী, ছদ্ম। সোভিয়েৎ দেশের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য (শিক্ষক ১৩৬৯ জৈ)

৩৭০.৯৫৪ শিক্ষা—ভারত

আর্থিক প্রসঙ্গ। শিক্ষার সংকট (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ জৈ)

সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত। উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচ (শিক্ষক ১৩৬৯ জৈ)

৩৭১.৩৩৫ ব্ল্যাকবোর্ড

জ্যোতিষ দত্ত। চক-বোর্ড (শিক্ষক ১৯৬৯ জৈ)

৩৭৩ মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত। মাধ্যমিক শিক্ষায় আমেরিকা, ভারত ও সোভিয়েত (মানব মন ১৯৬২ জুলা)

৩৭৫.৭ পাঠ্য তালিকা—শিক্ষা

বীণাপাণি চৌবে। শিক্ষায় শিল্পের স্থান (শিক্ষক ১৩৬৯ জৈ)

৩৮৭.০৯৫৪ জলপথ পরিবহন—ভারত

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ভারতের মালবাহী জাহাজ-বহর ও নয়া ঋণ চুক্তির গুরুত্ব (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ জৈ)

৩৯২.৩ টোটেমবাদ

ফ্রয়েড, সিগমুণ্ড। টোটেম ও টাবু (চিত্ত ১৩৬৯ বৈ-আ)

৩৯২.৫ পণপ্রথা

বসুধারা। পণপ্রথার অভিশাপ (বসুধারা ১৩৬৯ জৈ)

৪০০ ভাষাতত্ত্ব

৪০১ ভাষা বিজ্ঞান—দর্শন ও তত্ত্ব

সুধীর করণ। ভাষা—উপভাষা প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ)

৪৯১.৪৪৩০৯ বাংলাভাষা—অভিধান—ইতিহাস

অমলেন্দু ঘোষ। রামকমল সেন প্রণীত ইংরেজি বাংলা অভিধান (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ)

৫০০ বিজ্ঞান

৫১০ গণিতশাস্ত্র

সন্তোজাক্ষ নন্দ। গণিতের ভাষা (জ্ঞান বিজ্ঞান ১৯৬২ মে)

৫১০'৭৮ যান্ত্রিক গণনা—অটোমেটিক কম্প্যুটর

অমরনাথ দত্ত। যন্ত্র শুভংকরী (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুন ১৪)

৫২১'১২ আপেক্ষিক তত্ত্ব (জ্যোতির্বিজ্ঞান।

অমল হালদার। আইনষ্টাইন ও কৃত্রিম উপগ্রহ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৩২ মে)

৬৩৭'৫৪ ফটো ইলেকট্রিক সমীকরণ

ঊষা ভট্টাচার্য। ফটো ইলেকট্রিক সমীকরণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জ্যৈ)

৫৫১'৪৬ সমুদ্র

অমল দাশগুপ্ত। সমুদ্র: তথ্য ও তাৎপর্য (পরিচয় ১৩৬৯ জ্যৈ)

৫৬২/৫৬৯ প্রাগৈতিহাসিক জীববিদ্যা

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। প্রাগৈতিহাসিক জীব ও তাদের ব্যাধি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ মে)

৫৭২'৯৫৪ আদিবাসী—ভারত

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়। আদিবাসীদের বিচিত্র সমস্যা (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যৈ)

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। উপজাতিদের সঙ্ঘচেতনা (মানব মন ১৯৬২, জুলা-সেপ্ট)

৫৭৫ বিবর্তন

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা (মানব মন ১৯৬২ জুলা-সেপ্টে)

৫৮০'৩ উদ্ভিদ বিজ্ঞান—অভিধান

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। উদ্ভিদ-অভিধান (মাসিক বসুমতী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৬০০ ফলিত বিজ্ঞান

৬১৩'৯৪৩ পরিবার পরিকল্পনা

আগরওয়ালা, এস. এন,। পরিবার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ জ্যৈ)

প্রেমলতা গুপ্ত। পরিবার নিয়ন্ত্রণ ও যৌন বিষয়ে শিক্ষা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৬১৬'১৩ পলিআর্টিরাইটিস

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়। পলিআর্টিরাইটিস (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৬১৬'১৩২০৬৩১ ধমনী সঙ্কোচন—আন্তর্জাতিক সম্মেলন

যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। বোম্বাই সহরে আন্তর্জাতিক ধমনী সঙ্কোচন সম্মেলন (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ মে)

৬১৬'৩৪৩ আলসার রোগ

সতী রায়। আলসার (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ মে)

৬১৬'৮২ মেনিনজাইটিস রোগ

অমিয়কুমার মজুমদার। মেনিনজাইটিস (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ মে)

৬১৬'৮৫ মনরোগ—চিকিৎসা

অজিতকুমার দেব। মনোরোগীর স্বরূপ নির্ণয় (মানব মন ১৯৬২ জুলা-সেপ্ট)

৬১৬'৯৩২ কলেরা রোগ

সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী। পল্লী-অঞ্চলে কলেরা চিকিৎসা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৬১৬·৭১২ অন্ধত্ব

মানি, সি.। অন্ধত্ব নিবারণের কার্যসূচীতে সাহায্য (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৬১৮·৩ গর্ভাবস্থা—রোগ

সরোজকান্তি ভট্টাচার্য। গর্ভাবস্থায় বমি (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ জৈ)

৬৪৯·৫৫ পুতুল খেলা

কণাদ চৌধুরী। পুতুল নিয়ে খেলা (অমৃত ১৩৬৯ আ ৯)

৬৬৫·৩[১] বনস্পতি

মোহাঃ আবু বাক্কার। বনস্পতি ঘি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ মে)

৭০০ শিল্পকলা : আমোদ-প্রমোদ : খেলাধুলা

৭০১ শিল্প—দর্শন ও তত্ত্ব

অঙ্কুর মুখোপাধ্যায়। বিশুদ্ধ শিল্পের স্বভাব ও সমস্যা (উত্তরসূরী ১৩৬৯ বৈ-আ)

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। আধুনিক সমাজ ও শিল্প (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৬)

৭৩২·৪ ভাস্কর্য—ভারত—প্রাচীন যুগ

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পল্লব যুগের স্থাপত্য কীর্তি মহাবলীপুরম (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৩)

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দির (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১২)

মর্মর-স্বপ্ন দিলওয়ারা (অমৃত ১৩৬৯ আ ১)

রূপতীর্থ ইলোরা (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১১)

শিল্পীর স্বর্গ অজন্তা (অমৃত ১৩৬৯ আ ১০)

৭৩৮·৩ পটারী

সুধীরচন্দ্র ঘোষ। পটারী শিল্পের উন্নয়ন (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৭৪৯·৯৫৪ চিত্রকলা—ভারত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুলা ১৫)

৭৫৯·৯৫৪১৪ চিত্রকলা—বাংলা দেশ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজিতকুমার হালদার। ভারত—শিল্প ও অবনীন্দ্রনাথ (কালপুরুষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৭৮০·৭২৯৫৪ সংগীত শিক্ষা—ভারত

ভাস্কর মিত্র। সংগীতের শিক্ষা পদ্ধতি (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৩)

৭৮০·৯৫৪ সংগীত—ভারত

প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী। হিন্দুস্থানী সংগীত ও বাংলা সংগীত (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুন ১৪)

৭৮০·৯৫৪ সংগীত—ভারত

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। সুরের সুরধুনী (অমৃত ১৩৬৯ আ ৯)

৭৮১·৭৫৪১৪ সংগীত—বাংলা দেশ

অমিয়নাথ সান্যাল। বাংলার টপ্পা গান (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুন ১৩)

হীরেন চক্রবর্তী। বাংলার সংগীতে খেয়াল (কালপুরুষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৭৮১·৭৫৪১৪ সংগীত বাংলা দেশ—রবীন্দ্রনাথ

তারাপদ চক্রবর্তী। রবীন্দ্র সংগীত ও বাউল গান (বেতার জগৎ ১৯৬২ জু ১৪)

হীরেন চক্রবর্তী। রবীন্দ্র সঙ্গীতে তান এবং বাঁট (পরিচয় ১৩৬৯ জ্যৈ)

৭৮৩'০২৯৪৫ হিন্দু ধর্ম সংগীত

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালের নগর সংকীর্তন (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৪)

৭৯২'০৯৪৭ রঙ্গমঞ্চ—রাশিয়া

শোভন আচার্য। রঙ্গমঞ্চে শেকভ (সপ্তর্ষি ১৩৬৯ বৈ—আ)

৭৯৩'৩১৯৫৪১৪ লোক নৃত্য—বাংলা দেশ

আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাংলার লোক নৃত্য : যুদ্ধ-নৃত্য (কালপুরুষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৭৯৩'৮ যাদুবিদ্যা

অজিতকৃষ্ণ বসু। বিচিত্র যাদু-কথা (মাসিক বসুমতী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮০০ সাহিত্য

৮০১ সাহিত্য—দর্শন ও তত্ত্ব

অমিয়ভূষণ মজুমদার। সাহিত্যের ধারণা (উত্তরসূরী ১৩৬৯ বৈ—আ)

৮০৮'১২ কাব্য নাট্য—আলোচনা

অরুণ সেন। আধুনিক কাব্য নাট্য প্রচেষ্টা (গন্ধর্ব ১৯৬২ মে—জুন)

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। রঙ্গমঞ্চ ও কাব্য নাট্য (গন্ধর্ব ১৯৬২ মে—জুলা)

অশ্রুকুমার সিকদার। কাব্য নাট্য : দুই ভুবন : এক ভাষা (গন্ধর্ব ১৯৬২ মে—জুলা)

৮০৮'১২ কাব্য নাট্য—আলোচনা

য়েট্‌স, ডব্লু. বি.। রঙ্গমঞ্চে কাব্য নাট্য (গন্ধর্ব ১৯৬২ মে—জুলা)

৮০৮'১৪ কবিতা—ওড—আলোচনা

জীবেন্দ্র সিংহ রায়। ওডের রূপ ও রীতি (এক্ষণ ১৩৬৯ বৈ—জ্যৈ)

৮০৯ সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

বোপদেব শর্মা। সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা (কথাসাহিত্য ১৩৬৯ শ্রা)

৮০৯'৩ উপন্যাস—ইতিহাস ও সমালোচনা

দেবব্রত রেজ। উপন্যাসে ঘটনা (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ বৈ)

৮২১'৮/'৯১ ইংরেজী কবিতা—ইয়েটস, ডব্লিউ. বি.—আলোচনা

ম্যাক্‌কাচিঅন, ডেভিড। ডব্লিউ. বি. ঈয়েট্‌স : জীবনের কবি (এক্ষণ ১৩৬৯ বৈ—জ্যৈ)

৮৪১'৮০৯ ফরাসী কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

লোকনাথ ভট্টাচার্য। তিনজন ফরাসী কবি, যাঁরা আমাদেরও (উত্তরসূরী ১৩৬৯ বৈ—আ)

৮৪২'৮০৯ ফরাসী নাটক—ইতিহাস ও সমালোচনা

স্বার্থবাহ, ছদ্ম। আধুনিক ফরাসী নাটক : উৎকণ্ঠা, বাস্তব ও বাচনিক (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৩)

৮৪৩'৮ ফরাসী উপন্যাস—ভলতেয়র আলোচনা

স্বার্থবাহ, ছদ্ম। ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা : আধুনিক ফরাসী উপন্যাস : ভলতেয়রের উত্তরাধিকার (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ৯)

৮৯১'২২ সংস্কৃত নাটক—কালিদাস আলোচনা

সমীরণ চক্রবর্ত্তী। শকুন্তলোপাখ্যান—চিত্রণে : মহাভারত ও কালিদাস (প্রবাসী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'২২০৯২ সংস্কৃত নাটক—চরিত্র

কালীকুমার দত্তশাস্ত্রী। কঞ্চুকী কথা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ)

৮৯১'৪৪ বাংলা সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ আলোচনা

অমিয়কুমার সেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপন্থা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ-আ)

৮৯১'৪৪ বাংলা সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ আলোচনা

সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ (মাসিক বসুমতী ১৩৬৯ জৈ)

৮৯১'৪৪ বাংলা সাহিত্য—স্বামী বিবেকানন্দ—আলোচনা

রমেন সরকার। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য (সমাজ শিক্ষা ১৯৬২ অগা)

৮৯১'৪৪০৯২ বাংলা সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ—চরিত্র

তপতী মৈত্র। রবীন্দ্র—রচনায় চরিত্র সূচী (সমকালীন ১৩৬৯ আ)

৮৯১'৭৪০৯৩ বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

জ্যোতির্ময়ী দেবী। বাংলা কথা সাহিত্যে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ (প্রবাসী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'৪৪০৯৩ বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

তৃপ্তি রায় চৌধুরী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবধর্ম্ম (প্রবাসী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—আলোচনা

কমল চৌধুরী। দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১২)

৮৯১'৪৪১[১] বাংলা কবিতা—রবীন্দ্রনাথ আলোচনা

অমিতাভ চক্রবর্তী রায় চৌধুরী। রবীন্দ্র কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'৪৪২ বাংলা নাটক—মাইকেল মধুসূদন দত্ত—আলোচনা

ক্ষেত্র গুপ্ত। নাট্যকার মধুসূদন : বন্দী বিহঙ্গের মুক্তিস্বপ্ন (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ)

জগদীশ ভট্টাচার্য। বালগোপালের ব্রজধামে : কবিকাহিনী (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'৪৪১০৯ বাংলা কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

জবাভিতেল, দুসান। পূর্ববঙ্গ—গীতিকার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ)

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ. আ)

বহ্নিকুমারী চক্রবর্তী। বাংলা প্রণয়-গাথা-কাব্য (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ)

ভবতোষ দত্ত। বিংশ শতাব্দীর কাব্য-সূচনা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ-আ)

৮৯১'৪৪২[১] বাংলা নাটক—রবীন্দ্রনাথ আলোচনা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। মনঃ সমীক্ষণের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ বৈ)*

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। রক্ত করবীর পাপড়িগুলি (পরিচয় ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'৪৪২০৯ বাংলা নাটক—ইতিহাস ও সমালোচনা

সুবন্ধু ভট্টাচার্য। আধুনিক বাংলা নাটক সপ্তর্ষি ১৩৬৯ বৈ-আ।)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আলোচনা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র (কথাসাহিত্যে ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

হরপ্রসাদ মিত্র। বাংলা কথা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সপ্তর্ষি ১৩৬৯ বৈ—আ)

৮৯১'৪৪৩[১] বাংলা ছোটগল্প—রবীন্দ্রনাথ আলোচনা

দিলীপ মুস্তাফি। আন্তন চেখভ ও ও রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের আঙ্গিক (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ)

৮৯১'৪৪৩[১] বাংলা উপন্যাস—রবীন্দ্র-নাথ—আলোচনা

পুলকেশ দে সরকার। বউ ঠাকুরাণীর হাট ও প্রায়শ্চিত্ত। (কালপুরুষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'৪৪৩০৯ বাংলা উপন্যাস—ইতিহাস ও সমালোচনা

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাস (ভারতবর্ষ; ১৩৬৯ জ্যৈ)

লীলা বিদ্যান্ত। আনন্দ মঠের তুলনায় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'৪৪৪[৯] বাংলা প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ আলোচনা

প্রবোধচন্দ্র সেন। অগ্রদূত (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ-আ)

৮৯১'৪৪৭০৯ বাংলা ব্যঙ্গ সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

পাঁচুগোপাল দত্ত। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে শ্লেষ (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুন)

৮৯১'৭৩০ রুশ উপন্যাস—আন্তন চেখভ আলোচনা

দিলীপ মুস্তাফি। আন্তন চেখভ ও রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের আঙ্গিক (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ)

৮৯১'৮২০৯ যুগস্লাভ সাহিত্য ইতিহাস ও সমালোচনা

আদিত্য ওহদেদার। ইভো আন্দ্রিচের দেশ ও তার সাহিত্য (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৫)

ইতিহাস ঃ জীবনী ঃ ভুগোল ঃ ভ্রমণ ও বিবরণ

৯০১'৯ সভ্যতা

শান্তি বসু। পশ্চিমের ঘাটে (এক্ষণ ১৩৬৯ বৈ-জ্যৈ)

৯১৪'৪ ফরাসী দেশ বিবরণ

অতীন্দ্র মজুমদার। বিচিত্র দেশ ঃ বিচিত্র মানুষ ঃ আদম-ইভের ভাষা-ভাষী (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৪)

৯১৫'১২৬ মাকাও দ্বীপ—বিবরণ

অতীন্দ্র মজুমদার। বিচিত্র দেশ ঃ বিচিত্র মানুষ ঃ জুয়া যাদের জীবিকা (অমৃত ১৩৬৯ আ ৯)

৯১৫'২ জাপান—বিবরণ

অতীন্দ্র মজুমদার। বিচিত্র দেশ ঃ বিচিত্র মানুষ ঃ (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১২)

৯১৬·২ মিশর—বিবরণ

অতীন্দ্র মজুমদার। বিচিত্র দেশ ঃ বিচিত্র মানুষ ঃ নিষিদ্ধ নেশা ও প্রাণান্তক পেশা (অমৃত ১৩৬৯ আ ১০)

৯১৬·২৪ সুদান—বিবরণ

অতীন্দ্র মজুমদার। বিচিত্র দেশ ঃ বিচিত্র মানুষ ঃ কুস্তি ও সু-স্ত্রী (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৩)

৯১৯·২১ সুমাত্রা—বিবরণ

অতীন্দ্র মজুমদার। বিচিত্র দেশ ঃ বিচিত্র মানুষ ঃ প্রেত-ভীত বাত্তক (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১১)

৯১৯·৯ দক্ষিণ মেরুদেশ—বিবরণ

প্রবোধবন্ধু সেনগুপ্ত। রহস্যময় কুমেরু মহাদেশ (অমৃত ১৩৬৯ আ ১০)

জীবনী

৯২০·৯১৩৬৭৬৯ জারজ সন্তান—জীবনী ও আলোচনা

অনিলধন ভট্টাচার্য। পৃথিবী বিখ্যাত জারজ (মাসিক বসুমতী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২১·৩ সোপেনহাউঅ্যার—জীবনী ও আলোচনা

হরিপদ ঘোষাল। দুঃখবাদী দার্শনিক সোপেনহাউঅ্যার (সমকালীন ১৩৬৯ আ)

৯২১·৮৫৪ রাধাকৃষ্ণণ, সর্বপল্লী—জীবনী ও আলোচনা

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। আমার সত্য সন্ধান (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২২·৯৪৫৫৪ বিষ্ণুপ্রিয়া—জীবনী ও আলোচনা

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (মাসিক বসুমতী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২২·৯৪৫৫৫ বিবেকানন্দ, স্বামী—জীবনী ও আলোচনা

ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। স্বামীজির স্বাদেশিকতা ও স্বজাতি প্রেম (উদ্বোধন ১৩৬৯ আ)

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ—নবযুগের নবদর্শন (রাষ্ট্র ১৩৬৯ বৈ—আ)

সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী। আন্তর্জাতিক মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আ)

৯২৩·১৫৪ বাবর—জীবনী ও আলোচনা

শচীন্দ্রলাল রায়। বাবরের আত্মকথা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২৩·১৫৪১৪ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র—জীবনী ও আলোচনা

যতীন্দ্রমোহন দত্ত। হিন্দু সমাজের উপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব কেন বেশী (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২৩·২৪৭ স্ট্যালিন, জোসেফ—জীবনী ও আলোচনা

রুখ, জাঁ রিশার। স্তালিন স্মৃতি চিত্র (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২৩·২৫৪১৪২ বিধানচন্দ্র রায়—জীবনী ও আলোচনা

দেশ। মহাপ্রাণ বিধান চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৬)

প্রমথনাথ বিশী। বাস্তব স্বর্গের কারিগর (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৭)

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়। কর্মযোগী বিধানচন্দ্র (অমৃত ১৩৬৯ আ ১০)

সাংবাদিক, ছদ্ম। নানা বিধানচন্দ্রের একখানি মালা (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৭)

৯২৮'৮২ ইউরিপিডীস—জীবনী ও আলোচনা

সত্যভূষণ সেন। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডীস (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৪)

৯২৮'৯১৪৪ বিজয়চন্দ্র মজুমদার – জীবনী ও আলোচনা

সুনীতি দেবী। বিজয়চন্দ্র মজুমদার (প্রবাসী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২৮'৯১৪৪ বিজয়চন্দ্র মজুমদার—জীবনী ও আলোচনা

সুনীতি দেবী। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৮৬১—১৯৪২ (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ—আ)

৯২৮'৯১৪৪১[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনী ও আলোচনা

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ (মাসিক বসুমতী ১৩৬৯ জ্যৈ)

গুরুদাস ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ : ভারতীয়ের চোখে (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুলা ১৫)

নরেন্দ্র দেব। ভগবদ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

নরেশচন্দ্র ঘোষ। জাতীয় চিন্তার আলোকে রবীন্দ্রনাথ (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যৈ)

পরিমল গোস্বামী। রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৯৬৯ বৈ—আ)

মতিলাল দাশ। বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ জ্যৈ)

শশিভূষণ দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয় জীবন (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ—আ)

সুকুমার বসু। বিচিত্রা-পর্ব : স্মৃতিকথা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ—আ)

সুকুমার সেন। রবীন্দ্র বিকাশে পরিজন ও পরিবেশ : প্রথম জীবন (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ—আ)

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা (সপ্তর্ষি ১৩৬৯ বৈ—আ)

৯২৮'৯১৪৪১[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনী ও আলোচনা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে (বিশ্বভারতী ১৩৬৯ বৈ-আ)

৯২৮'৯১৪৪৩ পরিমল গোস্বামী—জীবনী ও আলোচনা

পরিমল গোস্বামী। দ্বিতীয় স্মৃতি (মাসিক বসুমতী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২৮'৯১৪৪৩ রাজশেখর বসু—জীবনী ও আলোচনা

যোগেশচন্দ্র বাগল। রাজশেখর বসু (বসুধারা ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২৮'৯১৫৪৩ হেমেন্দ্রকুমার রায়—জীবনী ও আলোচনা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পূর্বপত্র (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৬)

৯২৮'৯১৪৪৪ দীনেশচন্দ্র সেন ও বাংলা সাহিত্য (প্রবাসী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯২৮'৯১৪৪৪ সজনীকান্ত দাস—জীবনী ও আলোচনা

জগদীশ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ বৈ)

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সজনীকান্তের স্মরণে (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ বৈ)

৯২৯.২০৯৫৪১৪ পারিবারিক ইতিহাস—বাংলা, দেশ—ঠাকুর পরিবার

বিনয় ঘোষ। ঠাকুর পরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ—আ)

৯৫৪.০১ ভারত—ইতিহাস—প্রাচীন যুগ

অধীর চক্রবর্তী। প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা: বৈদিক যুগ: পুনর্বিচার (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ)

অমূল্যভূষণ সেন। ইতিহাসে উপেক্ষিত হিন্দু শাহীবংশ (বসুধারা ১৩৬৯ জ্যৈ)

দীনেশচন্দ্র সরকার। মধ্যদেশে বাহ্লীক-বাসী যবনের অভিযান (ইতিহাস ১৩৬৭ ভা-কা)

নরেন ভট্টাচার্য। বৌদ্ধ-ভারতে গণতন্ত্র (প্রবাসী ১৩৬৯ জ্যৈ)

রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি (শিক্ষক ১৩৬৯ বৈ)

বিবেকানন্দ, স্বামী। আর্য ও তামিল (উদ্বোধন ১৩৬৯ আ)

সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। হিন্দু যুগে রাজা (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯৫৪.০৩ ভারত ইতিহাস—আধুনিক যুগ

শংকর দত্ত। কুর্গের রাজবংশ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৭৮৮-১৮৩৪) (ইতিহাস ১৩৬৭ ভা-কা)

৯৫৪.১৪ বাংলাদেশ—ইতিহাস

চিত্তপ্রিয় মিত্র। রাণী ভবানীর দলিল (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৫)

ছবি বসু। সাহিত্যে বাঙলার ইতিকথা (কালপুরুষ ১৩৬৮ বৈ)

৯৫৪.১৪০২ বাংলা দেশ—ইতিহাস—মধ্যযুগ

প্রভাসচন্দ্র সেন। গৌড়বঙ্গের সেনরাজগণ (৫) (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ বৈ)

—গৌড়বঙ্গের সেনরাজগণ (৬) (বিশ্ব-বাণী ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯৫৪.১৪০৩ বাংলাদেশ—ইতিহাস—ব্রিটিশ যুগ

সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। ভারতের নব-জাগরণের মূল উৎস আত্মীয়-সভা (প্রবাসী ১৩৬৯, জৈ)

৯৫৯.৭ ভিয়েৎনাম (দক্ষিণ)—ইতিহাস

ললিত হাজরা। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিণ চক্রান্ত (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ এপ্রি)

৯৬০ আফ্রিকা—ইতিহাস

দীনেশ সিং। আফ্রিকার দৃশ্যপট (বেতার জগৎ ১৯৬২ মে ১১)

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। আফ্রিকার বন্ধন মুক্তি (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুন)

রাধারমণ চক্রবর্তী। আন্তর্জাতিক রাজ-নীতি ও আফ্রিকা (রাষ্ট্র ১৩৬৯ বৈ-আ)

৯৬০.৩ আফ্রিকা ইতিহাস—বর্তমান যুগ

নির্মলকৃষ্ণ সিংহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকা (ইতিহাস ১৩৬৭ ভা-কা)

৯৬৫ আলজিরিয়া—ইতিহাস

কল্যাণ দত্ত। আলজিরিয়ার যুদ্ধবিরতি (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ এপ্রি)

দিলীপ চক্রবর্তী। আন্তর্জাতিক রাজ-নীতি: আলজেরিয়ার মুক্তি (রাষ্ট্র ১৩৬৯ বৈ-আ)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভাদ্র ১৩৬৯

উইলফ্রেড জে প্লুমার

মধ্যযুগীয় ইসলামের গ্রন্থাগার

(লেখক মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক। প্রবন্ধটি মালয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'মালয় লাইব্রেরী জার্নাল' পত্রিকার বিগত জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছেন শ্রীসন্তোষ বসু।)

মধ্যযুগের গ্রন্থাগারগুলির উৎপত্তিতে ইসলামীয় প্রভাব গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলিতে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই পত্রিকার অনেক পাঠকই পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং ইউরোপে ক্রীশ্চান ধর্ম প্রচারের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু ইসলামের আওতায় গ্রন্থাগার উৎপত্তির বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য সে রকম সহজলভ্য নয় এবং প্রায়ই গ্রন্থাগার ইতিহাসের ছাত্রদের দ্বারা উপেক্ষিত হ'য়ে থাকে। এ সমস্ত সত্ত্বেও আনুপাতিক হারে বড় বড় ব্যক্তিগত, সাধারণ ও শিক্ষালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার যে মিশর, পারস্য, আরব ও উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়ানো ছিল সেকথা জানা যায়। এই গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই ইউরোপের প্রায় সবদেশে গ্রন্থাগার স্থাপিত হবার কয়েকশ বছর পূর্বেকার।

ধর্মগুরু মহম্মদ বহুবার শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এবং এর দ্বারা পরোক্ষে পঠন ও লিখন ক্ষমতার গুরুত্বও সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। 'শৈশবের দোলা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর', 'জ্ঞানান্বেষণ প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য' এবং 'বিদ্বানের লেখনীর কালি শহীদদের রক্ত হইতেও পবিত্রতর', কোরাণের এই সমস্ত পংক্তিগুলিতে স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার গুরুত্ব সূচিত হয়েছে।

ধর্মগুরুর এইসব অনুশাসন সত্ত্বেও বইয়ের সঙ্গে নবীন ইসলামের প্রথম সংস্পর্শ ঘটেছিল কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যেই তাদের মনে জ্ঞানচর্চার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জাগরিত হয়েছিল। প্রথম চারজন খলিফার আমলে ও উমাইয়াদদের সময়ে (৬৬১ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) ইসলাম অতিদ্রুত গতিতে চারিদিকে প্রসারিত হচ্ছিল। এই সময়ে বিদেশ ও দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় ইসলাম গ্রন্থাগার স্থাপনে মনযোগ দিতে পারেনি। সত্যিকথা বলতেকী, এটা ধার

বার বলা হয়ে থাকে যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যেখানেই সেনাবাহিনী প্রবাহিত হয়েছে সেখানেই ধর্মগুরুর অনুগামীরা তাদের শত্রুপক্ষের বই আর গ্রন্থাগারের নিষ্ঠুর ধ্বংসকারী ছিলেন।

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের ধ্বংসসাধন (যাতে এমনকি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সাত লক্ষ বই ছিল) ৬৪৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে সংঘটিত হয়েছে যখন আমর বিন্ অল্ আস্ অল্-সাহমির মুসলিম সৈন্যদল আক্রমণ করে যা আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করেছিল। ইয়াহিয়া অল্-গ্রাম্মাতিকে কীভাবে আমর বিন্ অল্-আস্এর কাছে মুস্লিম বিজয়ের কিছুদিন পরেই এই অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলেন যাতে রাজকীয় গ্রন্থাগারগুলিকে পন্ডিতদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া যায়। এই গল্প বহুবারই বলা হয়ে গিয়েছে। এটা বলা হয়ে থাকে যে যদিও আমর নিজে এই অনুরোধের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন তবুও তাঁর নিজের পক্ষে এই ব্যাপারে কোন স্বকীয় মতপ্রকাশের ক্ষমতা ছিল না এবং তিনি যখন ব্যাপারটিকে খলিফা ওমর ইব্ন্ অল খত্তাবের কাছে পেশ করেন তখন তিনি নাকি নির্দেশ পেয়েছিলেন যে ঐ বইগুলোর বক্তব্য যদি কোরাণের সংগে মিলে তবে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে আর যদি বইগুলো কোরাণের বিরোধী হয় তবে সেগুলো ধ্বংস করাই উচিত। মনে করা হয় যে এই নির্দেশ পাবার পরেই আমর বইগুলো আলেকজান্দ্রিয়া শহরের বিভিন্ন আগুনের চুল্লীর মধ্যে বিতরণ করে দেন আর ছ'মাসের মধ্যেই এইগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। এটা একটা বহুবার উল্লিখিত কিংবদন্তী। এমন কিংবদন্তীর স্থান পরীর গল্পগুলোর সমপর্যায়ের। ইস্লামী গ্রন্থাগার সম্পর্কে এক পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ রুথ্ এস্ মাকেন্সেন্ নিশ্চিতভাবেই আলেক্জেন্দ্রিয়া গ্রন্থাগার সম্পর্কে উপরোক্ত বিবরণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। উপরন্তু তাঁর মতে এই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ৬৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এমনকী মুসলমানদের সমস্ত ইসলামীয় সাম্রাজ্যে গ্রন্থাগার স্থাপনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আর একটা ঘটনাও লিখিত আছে যে, বিজয়ের সময়ে সা'দ-বিন্ অবি ওয়াক্কাস্ একই খলিফা ওমার ইবন্ অল-খত্তাবের নিকট ইরাণীয় জ্ঞানচর্চার বইগুলো তাঁর কাছে পাঠাবার অনুমতি চাইলে ওমার উত্তর দিয়েছিলেন যে ঐ বইগুলোকে জলে ফেলে ধ্বংস করা উচিত। এবারও এই গল্পের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছিল বলে মনে হয় না। তা'ছাড়াও মনে রাখতে হবে যে বইয়ের ধ্বংসসাধন ধর্মগুরুর অনুশাসনের অনুযায়ী নয়।

যাই হোক, আরবরা বিজিত লোকসমষ্টিকে আপন সংস্কৃতির অংগীভূত করে নিয়েছিল। মরুভূমির সেই অশান্ত উপজাতিরা যারা গোড়া থেকেই ইসলামের কেন্দ্রস্থলে ছিল আর যাদের আমরা বহুলাংশে নিরক্ষর বলে জানি, তাঁরা তাদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বিজিত জাতিগুলোর কাছ থেকে শিক্ষার ভিত্তিতে এক সংস্কৃতি সমন্বয় গড়ে তুলেছিল। এবং সমন্বয়ী সংস্কৃতি ইরাণীয় সাহিত্য ও

বিজ্ঞান, গ্রীক দর্শন, ভারতীয়ও সিরিয় জ্ঞানে যোগাযোগে এবং একই ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যেটা গ্রন্থাগার ছাড়া বাঁচিয়ে রাখতে পারা যেত না। প্রথমদিকে আরবরা বিজিত জাতিগুলির বইয়ের সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে থাকলেও তাদের সেই প্রারম্ভিক অসহিষ্ণুতা পরবর্তীকালে ধর্মগুরুর মতানুযায়ী সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়ে এক সহস্র বছরব্যাপী জ্ঞান ও পান্ডিত্যের বৃহত্তম বিকাশে পরিণত হয়েছিল। অন্যভাবে অধ্যাপক পি. কে, হিত্তির লেখায় বলা হয়েছে যে, 'কেবলমাত্র একটা সাম্রাজ্যই আরবরা তৈরী করেনি, উপরন্তু তারা একটা সাংস্কৃতিও সৃষ্টি করেছিল'। এছাড়াও এটা সহজেই বোঝা যায় যে, যদি তাদের সংস্কৃতি গভীরভাবে বিভিন্ন দেশগুলোর রক্ষা পাওয়া জ্ঞানভান্ডারের আধার গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে শিকড় গাড়তে না পারত তা'হলে আরবজাতি কখনই পশ্চিম দুনিয়ার প্রভুত্ব ও চিন্তা-জগতের নেতৃত্বদানে সক্ষম হতে পারত না।

পন্ডিতদের ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলোই ছিল ইসলামের প্রথম গ্রন্থাগার। খালিদ বিন মুআইয়া নামে রসায়ন ও জ্যোতিবিদ্যায় উৎসাহী এক রাজপুত্রই (যিনি খৃষ্টীয় ৮ম শতকে মারা গিয়েছিলেন) মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিজস্ব গ্রন্থাগারের অধিকারী ছিলেন। তিনি গ্রীক দার্শনিকদের গ্রীক ও হিব্রু ভাষা থেকে বিজ্ঞানের বইগুলো আরবীতে অনুবাদের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁকেই ইসলামের প্রথম গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে মনে করা হয়।

অন্যান্য পন্ডিতরা এর কিছুকাল পরেই নিজস্ব গ্রন্থাগারের মালিক হ'ন। এঁদের মধ্যে একজন, আবু আমর বিন অল্ আলার (যিনি ৭৭০ খৃষ্টাব্দে মারা যান) মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে ধর্মীয় গোঁড়ামির অনুসঙ্গী একটা ধ্বংসকারী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এঁর বইয়ের সংখ্যা অনেক ছিল। কিন্তু যখন ইনি গুরুত্বের সঙ্গে কোরাণ পাঠ করতে আরম্ভ করেন তখন তিনি অন্য সমস্ত বই ফেলে দেন ও ঐগুলোর মধ্য থেকে যেটুকু তিনি কেবলমাত্র মনোগত করতে পেরেছিলেন সেইটুকুই অবশিষ্ট ছিল।

এই প্রবণতা আরও কয়েকজন বিখ্যাত পন্ডিতকে পর্যুদস্ত করেছিল। আহমদ বিন আবি অল্-হাওয়ারি তাঁর বইগুলোকে ইউফ্রেটিস নদীর পাড়ে নিয়ে গভীর আবেগে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে ঐ বইগুলো তাঁকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে গেছে কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরকে লাভ করেছেন তখন বইগুলো তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে,—এই বলে তিনি ওগুলোকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তিনশত বইয়ের বিখ্যাত লেখক আবু হফ্স্ 'ওমার বিন' আলি স্বয়ং একজন বড় পুস্তক সংগ্রাহক ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেল্‌বার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন। আবু হায়্যিান অল্-তরহিদিও তাঁর গ্রন্থাগারে অগ্নি-সংযোগ করেছিলেন আর সুফিয়ান অল্‌থয়রি তাঁর সমস্ত বই মাটিতে পুঁতে ফেলবার আদেশ দিয়ে যান।

উপরোক্ত ঘটনাগুলোর উল্টোদিকে আম্‌রু বিন্ বহর্ অল্-জাহিজ তাঁর বইয়ের দ্বারাই ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ন। অত্যুগ্র পাঠ উৎসাহী এই পণ্ডিত ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজের যোগাড় করা পর্বত-প্রমাণ বই চাপা পড়ে বৃদ্ধ বয়সে আংশিক পক্ষাঘাত গ্রস্থ অসুস্থ অবস্থায় বেদনাদায়কভাবে মারা যান।

অষ্টম, নবম ও দশম শতকের অন্যান্য পণ্ডিতদেরও গ্রন্থ-সংগ্রহ ছিল। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী ঐতিহাসিক 'ওমার-অল-ওয়াকিদি বাগদাদ ছাড়বার সময়ে তাঁর ছ'শো গাঁটরি বইয়ের জন্য একশো কুড়িটি উট নিয়োগ করেছিলেন। অল-ইস্‌মাইল আবু অল্-আব্বাস অল্'-আলার গ্রন্থাগারে হাজার হাজার বইয়ের সংগ্রহ ছিল বলে বিবরণ পাওয়া যায়। এই সময়ে বইগুলো প্রায়ই জামার আস্তিনে অথবা বুট-জুতোর ওপরদিকটায় বহন করা হত। অল্-জাহির অল্-ফাত্ ইবন্ খাকান সবসময়েই জামার হাতায় বই রাখতেন, এমন কি তাঁর স্নানাগারে বসে বই পড়ারও অভ্যাস ছিল। 'আলি বিন্ ইয়াহিয়া অল্-মুনাজ্জিম্ তাঁর কারকরের কেল্লায় একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের পত্তন করেন।

৯৯৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত বুওয়াহিদ উজীর অল্-সাহিব্ বিন্ 'আবাদের চারশো উটজোড়া বই-এর সংগ্রহ ছিল। ইনি নিজের বইয়ের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, তিরিশটি বই-বোঝাই উট সর্বদাই তাঁর যাত্রাপথের সাথী হ'ত। এঁকে আমরা নিশ্চয় সব চাইতে প্রথম ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতার সম্মান দিতে পারি—আর তাঁর ঐ তিরিশটি উট প্রথম ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার-যানে'র সম্মান দেওয়া যায় না কি?

যে সব পণ্ডিত বই পুড়িয়েছিলেন, মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলেন অথবা ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা ছাড়াও এমন অনেক জ্ঞানীর কথা জানা যায় যাঁরা নিজেদের পুস্তক সংগ্রহ বিভিন্ন মসজিদে দান করেছিলেন। এটা মনে করা হয় যে লেখকেরা ও স্বলিখিত বইগুলোকে স্থায়ীভাবে সাধারণ পাঠকের কাজে লাগবে বলে তাঁদের বাড়ীর কাছাকাছি কোন মসজিদে দান করে দিতেন। যদিও এই সমস্ত বই 'ওয়াকফ্' অথবা হস্তান্তর রহিত বলে গণ্য হওয়ার কথা তা'হলেও এর মধ্যে অনেকগুলিই আখেরে ব্যক্তিবিশেষের হাতে গিয়ে পড়ত আরও অন্যান্য অসংখ্য বই পোকামাকড়ের দ্বারা বিনষ্ট হত।

চীনদেশের কাগজের কারিগর বন্দীদের কাছ কাগজ তৈরীর গূঢ় কলাকৌশল জেনে নেওয়ার পর উমাইয়াদ্ ও বিশেষকরে আব্বাসিদ্‌দের স্বর্ণযুগে সমরখন্দ ও বাগদাদে বড়গোছের কাগজ তৈরীর কেন্দ্র স্থাপনের পরে দিক্‌বিদিকে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এই যুগে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি একটা উদার ভাবধারার অস্তিত্ব থাকায় সত্যিকারের জনসাধারণের গ্রন্থাগার পত্তনের দিকে এগুবার একটা ঝোঁক দেখা দেয়। আমরা জানি যে কালক্রমে আলামুত, বাগ্‌দাদ, বল্‌খ্, বসরা, বুখারা, কায়রো, গজনী, হালাব (আলেপ্পো), হিরাত, ইস্ফাহান, কারকর, খওয়াজরিমু,

সমরখন্দ, মারখা, মারভ, মক্কা, মদিনা, মসূল নিশাপুর, তারাবুলুস (সিরিয়ার ত্রিপোলী সহর) এবং ইয়েমেনএ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। ইনায়েতুল্লা এছাড়াও সুদান ও সেনিগালের গ্রন্থাগারের কথাও বলেছেন।

যদিও আজকালকার জনসাধারণের গ্রন্থাগারের মত এই—প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণের অর্থভাণ্ডার থেকে পরিচালিত হত না, তা'হলেও সমস্ত রকমের ছাত্র ও ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতদের এদের থেকে সাহায্য লাভের পথে কোন রকম বাধা বিপত্তি বা বেগ পেতে হ'ত না। সেদিক থেকে একধরণের জনসাধারণের গ্রন্থাগার বলে স্বীকার করে নিতে পারা যায়। অল্-ফাথ্ ইবন্ খাখানের ব্যক্তিগত বিজ্ঞানী ও বেহইন্ পণ্ডিতদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বাগদাদের খারস আলনিয়ামত আলসবির গ্রন্থাগারে ছিল তিন'শো বই। এই সংগ্রহের গ্রন্থাগারিক বইগুলো আত্মসাৎ করার পূর্বে এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের কাজে লাগিত। 'আলি বিন্ ইহাইয়া মুনাজজিমের দুর্গ-গ্রন্থাগার (যাকে তিনি 'খিজনাহ্ অল্-হিক্মা' অর্থাৎ 'জ্ঞানের ধনভাণ্ডার' বলে অভিহিত করলেন) কেবলমাত্র যে কয়েকটি দেশের ছাত্রদের জন্যই খোলা থাকত তা'নয় ছাত্রদের থাকার ও খাবারের বন্দোবস্তও তিনিই করতেন। তারা ধনী কি গরীব; স্বাধীন মানুষ না ক্রীতদাস এ সমস্ত বিবেচনা না করেই বহু সুলতান ও শাহজাদা তাঁদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সত্যিকারে বই পাঠ করে লাভবান হবার উপযুক্ত ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতেন।

বাগ্দাদেই ইস্লামী দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক গ্রন্থাগারের সন্নিবেশ হয়েছিল। 'ঈশ্বরের দান' ও 'শান্তির শহর' বাগ্দাদ মনসুর ইব্ন্ আবি আমীরের দ্বারা পরিকল্পিত হয় এবং তাঁরই আদেশে এক লক্ষ স্থপতি শিল্পী ও শ্রমিক ৭৬২ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর চার বছরের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই 'আরব্য-রজনী' খ্যাত এই শহর মধ্যযুগের বাণিজ্য সাহিত্যালোচনা ও বহু গ্রন্থাগারে পূর্ণ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র পরিণত হয়েছিল। ৮৩০ খৃষ্টাব্দে খলিফা অল্-মামুনের স্থাপিত (পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করার ও উচ্চ জ্ঞানচর্চার উপযোগী) 'বায়েত অল্ হিকমা'র ('জ্ঞান ভবন'এর) সংগে যুক্ত বিরাট গ্রন্থ সংগ্রহই বাগদাদের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার। কথিত আছে যে খলিফা নিজেই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো নির্ভরযোগ্য অনুবাদের এতদূর ভক্ত ছিলেন যে তিনি পণ্ডিত হুমায়েন বিন্ ইশ্হাককে এই গ্রন্থাগারের পক্ষে দরকারী বিভিন্ন বইয়ের আরবী অনুবাদের জন্য সোনার ওজনে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। এইসব কারণে এগারশো বছর পূর্বেকার আলোকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের পর এটাই দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাচর্চার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিণত হয়েছিল। সলিম, সায়েদ বিন হারুণ্ এবং সহল বিন হারুণ এই সাহিত্যবেত্তা পণ্ডিত এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এটা বোধহয় এখানে উল্লেখ করা চলতে পারে যে এই গ্রন্থাগারের তৌফিক নাম্নী এক নিগ্রো গ্রন্থাগার কর্মীই

বোধহয় ইতিহাসের প্রথম মহিলা গ্রন্থাগার কর্মী ছিলেন। ইনি খুব সম্ভবতঃ লিপিকারদের বই সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ গৃহ, বহুদানে সমৃদ্ধ বাগদাদের নিজামিয়াহ মাদ্রাসাতে এক অনন্য সাধারণ সংগ্রহ ছিল। এই গ্রন্থাগারকে খলিফা অল-নাসিরের আমলে এ টা আলাদা বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়ে আস্তে আস্তে মুসলিম দুনিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল।

খলিফা অল-মুসতানসির বিললাহর নামাঙ্কিত মুসতানসিরিয়াহ মাদ্রাসার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই খলিফা তার নিজের গ্রন্থাগারটি দান করেছিলেন। তিনি এই গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতিতে এতদূর আগ্রহী ছিলেন যে এই গ্রন্থাগারে রোজই আসতেন এবং নিজপুত্র অল-মুসতামসিমকে এই গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এই সংগঠনের আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন আলোকপ্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করত। বইয়ের তাকের সঙ্গে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও লেনদেনের ব্যবস্থা এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাঁদের জন্যে কলম ও কালির বন্দোবস্তও এখানে ছিল। সন্ধেবেলায় অলিভতেলের বাতি আলাদাভাবে প্রত্যেক ঘরে ও ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য দেওয়া হ'ত। গরমকালে জল ঠাণ্ডা করার জন্যও বিশেষ জলাধার ছিল। এই গ্রন্থাগারে আশী হাজার বই ছিল। একজনে বিখ্যাত পণ্ডিত বলেছিলেন যে এটা সমস্ত দুনিয়ার মধ্যেই অতুলনীয় তা থেকে মনে হয় যে শেষ পর্যন্ত বইয়ের সংখ্যা নিশ্চয়ই আশী হাজারের অংককে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আপন গৌরব শিখরের চূড়ায় বাগদাদে ছত্রিশটি গ্রন্থাগারের মধ্যে চারটির নাম এখনও করা হয়নি। এর মধ্যে শহরের পূর্বদিকে ছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে অল-শরিফ অল-জাইদির তৈরী জাইদি মসজিদের গ্রন্থাগার স্থাপয়িতার মৃত্যুর পর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। শহরের তিন মাইল উত্তরে খিজানাহ্ অল-কুতুব ফি মশদাদ আবু-হানিফাহ (মশদাদ আবু হানিফার পুস্তকের রাজকোষ) গ্রন্থাগারে বই সাহিত্য সম্পদ রক্ষিত ছিল। কয়েকশো খণ্ড কোরাণের ব্যাখ্যার বইটিও এর মধ্যে একটি। শহরের বসরা গেটের কাছে ছিল খিজানাহ্ অল-রাসত অল-সেলজুকি নামক তৃতীয় গ্রন্থাগার। ৯৯৩ খৃষ্টাব্দে ইরাণী উজীর আবুনাসর সাবুর বিন আরদাশীর স্থাপিত মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারে এক লক্ষ বই এর সংগ্রহই ছিল চতুর্থ এবং সর্বপেক্ষা বড় গ্রন্থাগার। এখানে উইপোকা মারবার জন্য প্রথম রাসায়নিকের ব্যবহার করবার কথা জানা যায়।

গ্রন্থাগার ছাড়াও বাগদাদে কমপক্ষে একশো বইয়ের দোকানদার ছিলেন। এঁদের দোকানগুলো ছিল 'সুক অল্ ওয়াররকিন' নামক রাস্তায়।

মিশরের খলিফা আবু মনসুর নিজার অল আজিজ এমন একটা গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন যার চল্লিশটি ঘরে আঠারো হাজার ধর্ম সম্বন্ধীয় বই কিছু অপূর্ব অলংকরণে সজ্জিত ও সোনা রূপোর সহযোগে অতিরিক্ত দামী বই সমেত দু'হাজার

কোরাণ ছিল। আবুল হাসান আলি বিন মুহম্মদ অল শাবুশ্তি নামে এক বিখ্যাত লেখক এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই গ্রন্থাগার কুড়ি লক্ষ বইয়ের সংগ্রহ 'দার-অল-ইলমের ('বিদ্যাক্ষেত্র') সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যার মধ্যে আটষট্টি হাজার উজীর অল-ফদল অব্দ্ অল্-রহিম ১১৭১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সালাদিন কর্ত্তৃক মিশর বিজয়ের সময়ে তাঁর দেওয়া উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন। কায়রোতে এরপরে ফজ্লিয়াহ্ মাদ্রাসা ও অল্-আজহার মসজিদের মত বিরাট সত্যগ্রহ তৈরী হয়। এটা উল্লেখযোগ্য যে খলিফা অল্-হকিমের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দ্বার কেবল-মাত্র ঐ শিক্ষায়তনের ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্যই খোলা ছিলনা শ্রেণী নির্বিশেষে সকল যোগ্য ছাত্রই এখানে প্রবেশাধিকার পেতেন। কার্পেট্ আর পর্দা দিয়ে সাজানো এই গ্রন্থাগারের পরিচালক ও পরিচারকেরা এর সমস্ত কাজকর্ম ও জিনিষপত্র ব্যবহার যোগ্য করে রাখতেন।

খুব নাম ডাকছিল এমন কতকগুলো ইস্লামী গ্রন্থাগার সাধারণভাবে স্পেনে, বিশেষ করে কর্ডোবায় অবস্থিত ছিল। কিন্তু ইউরোপের ইস্লামী গ্রন্থাগার আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় নয়।

উত্তর আফ্রিকার ফেজ্ শহরে অল্-সাফ্ফারিন্ মাদ্রাসার গ্রন্থাগার ইয়াকুব বিন্ অব্দ্-অল্ হক্ এর স্পেন থেকে নিয়ে আসা বই এর সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিউনিসিয়ার আবু জাকারিয়াহ্ও একটা গ্রন্থাগার তৈরী করে পরবর্তী কালে বিক্রয় করে দেন।

উজীর আবুল্ হাসান্ আলি অল্-কিফ্তি সিরিয়ার হালাব্ (আলেপ্পো) শহরে পঞ্চাশ হাজার দিনার (পঁচিশ হাজার পাউন্ড) মূল্যের এক বিরাট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দেশেরই ত্রিপোলি শহরে এগার'শ শতকের শেষ দিকে পঞ্চাশ হাজার কোরান আর তার আশীহাজার ব্যাখ্যা নিয়ে বানু আম্মার্ একটা গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। এখানে এক'শ ষাট জন লিপিকার কাজ করতেন। এমন কি এঁদের মধ্যে তিরিশ জন রাত্রি বেলাও কাজ করতেন। কিন্তু এই সংখ্যাতত্ত্ব গুলিকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করা হয়।

দশম শতকের প্রথমদিকে মসুল শহরের 'দার অল্-ইল্মে' আবুল কাসিম জাফর বিনা মহম্মদ বিন্ হামদুল্ অল্ মুসিলি একটা গ্রন্থাগার তৈরী করিয়ে-ছিলেন সেখানে বিনামূল্যে লেখবার কাগজ দেওয়া হত। এখানে আলাদা আলাদা কামরায় ভাষা ও কাব্য, আইন এবং বিজ্ঞানের বই বিষয় অনুসারে ভাগ করে রাখা হয়েছিল। ইরানের ইস্ফাহান্ শহরে ৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এক ধনী ব্যবসায়ী একটা বড় গ্রন্থাগার তৈরী করিয়েছিলেন। আবার অল্-রায়্যী শহরে নাকি চারশো উট বোঝাই বই ছিল বলে জান্তে পারা যায়। হারাত শহরে তিনশো পঁচানব্বইটি মাদ্রাসাতেই গ্রন্থাগারের আয়োজন ছিল। মধ্য এশিয়ার মার্ভএ ছিল দশটি গ্রন্থাগার। বিখ্যাত ভূগোলবিদ্ পণ্ডিত অল্-হমাওয়ি কোন

জমা ইত্যাদি না রেখেই এগুলো থেকে একসংগে দশ বই ধার নিতে সামর্থ্য হয়েছিলেন। ইরাণের শিরাজ শহরে বুওয়াহিদ্ 'আদাদ্ অল্-দাওলাহ্ তিনশ ষাটটি ঘর, বহু অলিন্দ ও বিরাট গম্বুজওয়ালা একটা বিরাট বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন যার চারিদিক দিয়ে জলের নহর বয়ে যেত আর বাগানে ফুটত না রকম সুগন্ধী ফুল। এই স্বর্গীয় পরিবেশে মাঝখানে এক খিলানওলা মস্ত হলঘর ও তার কয়েকটি সংরক্ষণাগার নিয়ে মূল গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল। প্রধানকামরার চারদিক ঘিরে কারুকার্য্য-করা মানুষ প্রমাণ উঁচুতাকগুলোতে বিষয় অনুসারে বই সাজিয়ে রাখা হত। ঘরের মেঝেয় ছিল নরম কার্পেট্ ও মাদুর পাতা যাতে করে পাঠকরা তার ওপরে সচ্ছন্দে আসনপিড়ি হয়ে বসতে পারেন। চারদিকে জলের পাইপ দিয়ে ঠান্ডা রাখা এই গ্রন্থাগার হাজার বছর আগেও আজকাল তাপনিয়ন্ত্রণের অগ্রগামী ছিল। একজন অধ্যক্ষ, একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন কার্য-পরিচালক ও অনুলিপি তৈরী করার জন্য নিযুক্ত লিপিকারদের নিয়ে একটা কর্মচারীদল এখানে কাজ করতেন।

গ্রন্থাগারগুলো ছিল মধ্যযুগীয় ইসলামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংগ। পারিবারিক গৃহে, শিক্ষালয় গুলোতে বড় বড় শহরের 'বিদ্যাগৃহে' ও অনেক মসজিদেই গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ছিল। ইবনু-সিনার 'ভেষজসূত্রাবলী' থেকে হাসপাতালেও গ্রন্থাগার থাকার কথা জানা যায়। যদিও ছোটখাট গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অনেকগুলিই পন্ডিতদের ব্যবহারের জন্য ও ব্যক্তিগত চিন্তা ও বিদ্যাচর্চার জন্য স্থাপিত হয়। তা'হলেও বাগ্দাদের 'বায়েত অল্-হিক্মার মত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান সাধারণ জ্ঞান-চর্চার উন্নতিকল্পেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিক থেকে এদের সংগে বর্তমানে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের মিল আছে।

আজ মধ্যযুগীয় ইসলামের হাতে লেখা পুঁথি আর বই সমস্ত পশ্চিম এশিয়ার মসজিদ-মন্দির ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছড়িয়ে রয়েছে। কিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইউরোপ আর আমেরিকায়। এখন এ সমস্ত বই ব্যবহার করবার সুযোগ এগার'শ শতকের থেকেও কম। বহু ধৈর্যের সংগে তখন বাগ্দাদ্, বুখারা, কায়রো, ত্রিপোলী, কর্ডোবা প্রভৃতি শহরে যে গ্রন্থাগারগুলো গড়ে উঠেছিল তার একটাও আজ অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ নেই। এদের মধ্যে প্রায় সবকটাই বার'শ শতকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

গ্রন্থাগার বিদ্যার ইতিহাসে ইসলামী গ্রন্থাগারগুলোর নিশ্চিহ্ন হবার বিবরণ বড়ই দুঃখের। ১০৬৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে ফতিমিদ্দের প্রতিষ্ঠিত 'দরু অল-ইলমু' গ্রন্থাগার লুণ্ঠিত হয়। এর বইগুলো নিয়ে যেতে পঁচিশটা উট লেগেছিল। উজীর আবুল্ ফরাদ্ মহম্মদ্ বিন্ জাফর অল্-মঘ্রিবি সৈন্যদের পাওনা মেটাবার জন্য বইগুলো বেচে দিয়েছিলেন। তারপর খলিফা অল্-মুস্তান্সিরকে পরাজিত করে বিজয়ী তুর্কী ফৌজ গ্রন্থাগারটি আবার লুট করে। ক্রীতদাসেরা চামড়ার চটি তৈরী করার জন্য বইয়ের মলাটগুলো ছিঁড়ে নেয়। খোলা পাতাগুলো হাওয়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে বই আর পুঁথির উপর বালি পড়ে ছোট ছোট স্তুপ

হয়ে ওঠে। এই সমস্ত বিনাশসাধন ঘটেছিল আরও অনেক পুরানো বই জমে ওঠা 'আবিরার' মহল্লায়। জায়গাটা আজও 'বইয়ের পাহাড়' নামে পরিচিত।

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধে সিরিয়ার ত্রিপোলী শহরের গ্রন্থাগার ক্রীশ্চান ধর্মান্ধরা পুড়িয়ে দিয়েছিল। সৈন্যদলের অনুগামী এক ক্রীশ্চান ধর্মযাজকের, গ্রন্থাগারে রাখা সব বইই কোরাণের অনুলিপি এই ধারণার জন্যই এটা বোধহয় সম্ভব হয়েছিল।

সমরখন্দ, বুখারা, বলখ, খওয়ারজিম ও হারাতের গ্রন্থাগার মঙ্গোলদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। বুখারায় কোরাণের অনুলিপির পাতা ছিড়ে ঘোড়ার আস্তাবলে বিছানো হয়েছিল। নিশাপুরের গ্রন্থাগার ঘুজ তুর্কীদের দ্বারা ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে ধ্বংস হয়। শাহজাদা হোসায়েন ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে গজনীর গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেন। ১০৫৫ সনে তুঘ্রিলবেগের সৈন্যদল খুব সম্ভবতঃ বাগদাদের সাবুর বিন আরদাশিরের গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেলে। অন্যমতে এই গ্রন্থাগার ১০৫৯ খৃষ্টাব্দের আগুনে পুড়ে যায়। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হুলাগু খানের বর্বরবাহিনী বাগদাদ আক্রমণ করে ধ্বংস করে। তবু মনে হয় যে নিজামিয়াহ গ্রন্থাগার মুসতানসিরিয়াহ মাদ্রাসার গ্রন্থাগার কোনক্রমে রক্ষা পায়। অন্যদিকে মনে হয় যে কেবলমাত্র সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হবার পর এই গ্রন্থাগার দুটিকে আবার পুনর্গঠন করা হয়েছিল। তবে এটা নিশ্চিত যে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদের অসংখ্য অমূল্য বই পোড়ান হয় অথবা টাইগ্রিসের জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

যোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা

আমরা বই পড়ি, খবরের কাগজ পড়ি। কিন্তু কাগজ কোথা হইতে আসিল ছাপার কাজই বা কখন কিরূপে আরম্ভ হইল সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই জাগে না। ইহার একটি কারণ এই যে, নিত্যকার ব্যবহারের ফলে এবং সহজলভ্য হওয়ায় নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই উহা আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তবে এ দুইটির, বিশেষ করিয়া মুদ্রণ শিল্পের চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। আধুনিক সভ্যতার উন্মেষের মূলে রহিয়াছে কাগজের ব্যবহার এবং কাগজের উপরে ছাপার হরফে লেখা। এই দুইটিই প্রধান। আরও দুইটি জিনিসের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। যেমন, গোলাবারুদ এবং কম্পাস বা দিগনির্ণয় যন্ত্র। বলিতে কি, কাগজ, ছাপার কাজ বা মুদ্রণ শিল্প, গোলাবারুদ এবং কম্পাস এই চারিটি বস্তুরই উদ্ভাবনের গৌরব চীন দেশের। এখানে মুদ্রণ শিল্পের কথাই আলোচনা করিব। তবে আলোচনা কালে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয়ের কথাও হয়ত কিছু কিছু আসিয়া পড়িবে।

কাগজের উপরে ছাপার কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে মিশরে ব্যাবিলনে প্রাপ্ত পোড়া ইটের উপরে লেখার ছাপ পাওয়া গিয়াছে। চীনে কাঠ ও বাঁশের চটার উপরেও লেখার রেওয়াজ ছিল। এরূপ লেখা একস্থলে জড় করিয়া রাখা বা স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা। চীনারা সহজে লেখার সামগ্রীর উপায় খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমশঃ কাগজ আবিষ্কার করে। তাহারা ছেঁড়া নেকড়া, গাছের বাকল, তৃণ, বাঁশ প্রভৃতি হইতে কাগজ তৈরীর প্রক্রিয়া বাহির করে এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়াতেই কাগজ তৈরী করিতে সক্ষম হয়। কথিত আছে ১০৫ খৃঃ ৎসাই লান (Ts'ai Lun) কাগজ আবিষ্কার করেন। মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই কাগজের আবিষ্কার। রেশম চীনের একটি নিজস্ব সম্পদ। রেশম বস্ত্রের উপরে ফুল ফল পশু পক্ষীর ছাপ দেওয়া হইত। কাগজ আবিষ্কারের কিছু পূর্বে বা প্রায় সমসময়ের রেশম বস্ত্রের ব্যবহার সুরু হয়। ইহার উপরে ছাপ দেওয়ার সূত্রে মুদ্রণ শিল্পের কতকটা গোড়াপত্তন হইতেছিল। একথা ক্রমে পরিষ্কার করিয়া বলা যাইবে।

চীনে মুদ্রণ শিল্পের মূলে রসদ যোগায় তিনটি ধর্ম। লাও জু (Lao Tzu') এবং কনফুসিয়াস উভয়েই চীনবাসী। তাঁহাদের সমসময়ে খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস চিরন্তন। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম প্রচারকল্পে যুগে যুগে নানাবিধ প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। চীনদেশও ইহার ব্যতিক্রম নহে। প্রথমে লাও জু প্রবর্তিত তাও ধর্ম ও পরে কনফুসিয়াস প্রবর্তিত মতবাদ এবং ভারতবর্ষ হইতে আগত বৌদ্ধধর্ম চীনের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ধর্ম প্রচারকগণ মুদ্রণ শিল্পকে নিজ নিজ ধর্মপ্রচারের একটি প্রধান উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেন। ইহার ফলে এই শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি সম্ভবপর হয়।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ মধ্য এশিয়ায় ভগ্নস্তূপ খননের ছাপা বই-পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিচার আলোচনা দ্বারা মুদ্রণ শিল্পের একটি ক্রমোন্নতির ধারা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই পাথরে খোদাই করা পাথরের উপর ঈষৎ ভিজা কিন্তু শক্ত কাগজ লাগান হইত, উপরে কিঞ্চিৎ ভারি কোন জিনিস দিয়া এই কাগজ ঘর্ষণ করার দরুন খোদিত প্রতীকগুলি মাত্র কাগজের উপরে দেখা যাইত। তখন ইহার উপরে রঙ বুলাইয়া দিলেই মূল কথাগুলির ছাপ পড়িত। এই উপায়ে চীনে কাগজে ছাপার কার্য প্রথম সুরু হয়। তাও ধর্মের উপদেশগুলি মুখ্যতঃ এইরূপে কাগজে ছাপাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহার পর চারিশত বৎসর যাবৎ মাৎস্যন্যায়ের ফলে চীনে মুদ্রণ শিল্পের অন্য কোনরূপ উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় নাই, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই চীনে মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির সূচনা। এই কথাই এখন বলিব।

টাং রাজবংশের আমলে (৬১৮-৯০৬) চীনের খুবই উন্নতি হয়। রাজগণ তাও মতবাদী হইলেও ধর্মবিষয়ে উদারনীতি পোষণ করিতেন। এ কারণ অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও এখানে বসবাস করিয়া ধর্ম প্রচারে বেগ পাইতে হয় নাই। শিল্পে সাহিত্যে দেশ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মুদ্রণশিল্পের আশ্রয় লইতেন। প্রস্তরে খোদিত হরপের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে কাঠের উপরে হরফ খোদাই সুরু হয়। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। ইংরেজীতে যেমন ২৬টি, বাংলায় যেমন ৪৮টি অক্ষর, চীনাভাষায় কিন্তু এরূপ কোন অক্ষরের বালাই নাই। সেখানে এক একটি শব্দ আলাদা করিয়া লিখিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রায় ৪০,০০০ শব্দের-প্রতীক লইয়া চীনা ভাষা এবং ঐসব প্রতীকই আলাদা করিয়া ছাপায় তুলিতে হয়। যখন যে শব্দগুলি দরকার হইত তখন তাহা প্রস্তরে বা কাঠে খোদাই করিয়া তোলা হইত। টাং বংশের রাজত্বকালে প্রস্তর এবং কাঠ উভয়েরই খোদাইকার্য চলিতে থাকে। এই হরফ খোদাইয়ের (সুবিধার জন্য আমরা 'হরপ' বলিতেছি) কিন্তু পার্থক্য ছিল। পাথরে-কাটা শব্দগুলি খাদে থাকিত; কাঠে খোদাই করা শব্দগুলি উপরে ভাসিয়া উঠিত। ছাপার প্রণালী কিন্তু একই প্রকার—উপরে ঈষৎ ভিজা কাগজ লাগাইয়া ঘর্ষণ করা হইত। ইহার পর যথোপযুক্ত রঙ দিলেই হরফগুলি পড়া যাইত। প্রমাণ মত পাথর বা কাষ্ঠখণ্ডের উপরে হরপ খোদাই করিয়া তাহা হইতে ছাপ লইবার ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে অপেক্ষাকৃত হাল্কা বলিয়া কাঠের হরপেরই বেশি কদর হইতে থাকে। ইহা ক্রমশঃ অত্যধিক প্রচলিত হইবার আরও কারণ ছিল। হরপ খোদাইয়ে কোথায়ও ভুলে গেলে তাহা যন্ত্র সাহায্যে কাটিয়া সংশোধন করা যাইত, আবার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা তৈরী করিয়া পুনরায় যুক্ত করা হইত। খোদাই করা পাথরে এমনটি করা সম্ভবপর ছিল না।

হিউয়েন সাং, আই চাউ প্রমুখ চীনা বৌদ্ধভিক্ষুগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারত পরিক্রমান্তে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা সংগে করিয়া আনেন বিস্তর বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত ও পালি পুঁথি। অন্যান্য পণ্ডিতদের সহযোগে চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহারা এইসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আগেকার দিনে সুদক্ষ লিপিকারেরা বই পুঁথি নকল করিত এবং এক একখানি বই বহুমূল্যে বিক্রয় হইত। বার বার নকল হওয়ার দরুন বইয়ে লিপি-প্রমাদও ঢের থাকিয়া যাইত। ছাপার হরপে প্রকাশিত হইলে বইয়ে এ ধরণের লিপি-প্রমাদ হইতে পারে না। বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা এই হেতু প্রচলিত মুদ্রণ রীতি অবলম্বন করিয়া ঐসকল ছাপার হরপে বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এক-একখানি কাঠের উপরে হরপগুলি খোদাই বলিয়া ব্লকও বলা হইয়া থাকে। বেশ লম্বা ও চওড়া কাঠের উপর ঐরূপ হরপ খোদাই এক একটি ব্লক হইতে এক এক পাতা করিয়া ছাপা হইত। পাঁচশত পাতার বই ছাপিতে

পাঁচশতটি ব্লকের প্রয়োজন হয়। এইরূপে ছাপা প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ 'হীরকসূত্র'।* ৮৬৮ খৃঃ এ খানির মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়। এখানে গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইল বটে কিন্তু আদতে পাতার পর পাতা ছাপা হইয়া আঠার সাহায্যে লাগান হইত এবং আমাদের দেশে ঠিকুজি কুষ্ঠীর মত গোল করিয়া পাকাইয়া রাখা হইত।

এই সময়ে চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম জাপানেও নিজ আসন করিয়া লইল। জাপানে চীনা প্রভাব সুস্পষ্ট। সাহিত্যে শিল্পে চীনা অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার জন্য জাপানীরা ব্যগ্র ছিল। চীনের মত জাপানেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি সূচিত হয়। জাপানসম্রাজ্ঞী শোটোকু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া অষ্টম শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের চীনদেশ হইতে লইয়া যান এবং তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম প্রচারকল্পে বই পুঁথি লিখাইয়া ও অনুবাদ করাইয়া ছাপিবার ব্যবস্থা করেন। মুদ্রণরীতি ছিল চীনে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারী। শোটোকু দীর্ঘজীবন লাভের আশায় দশ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাগোডার মধ্যে কাগজে মুদ্রিত বুদ্ধমূর্তি ও নিচে মন্ত্র স্থাপন করিয়া বিতরণ করেন। এই মন্ত্র ছিল মূল সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু চীনা হরূপে। বলা বাহুল্য এ সমুদয়ই জাপানে মুদ্রিত হয়। চীনের সীমা ছাড়াইয়া বহির্জগতে মুদ্রণ শিল্পের আবির্ভাব যতদূর জানা যায় এই প্রথম। এখানে আর একটি কথাও বলিয়া রাখি—চীনা পর্যটক আই চাউ ভারতবর্ষেও বুদ্ধ-মূর্তির ছাপ লইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কাগজে কি কাপড়ে তাহা জানা যায় নাই। তবে ছাপার কোন না কোন ব্যবস্থাও যে ভারতবর্ষে সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিল চাউ-র উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায়।

নবম শতাব্দীর শেষ হইতে কিছুকাল যাবৎ চীনে আবার অরাজকতা ঘটে। কিন্তু ইহার মধ্যেও মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি ব্যহত হয় নাই। ফেং টাউ নামক এক ধুরন্ধর ব্যক্তির আবির্ভাব হয় এই সময়ে (৮৮২-৯৫৪)। তিনি চারটি কি পাঁচটি রাজবংশের দশজন সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীরূপে কার্য করেন। আশ্চর্যের কথা তিনি প্রত্যেকেরই বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে চীনের প্রাচীন সাহিত্য—কনফুসীয় ক্লাসিকস্ ছাপান হয় (৯৩২—৯৫৩)। তাঁহাকে চীনারা মুদ্রণ শিল্পের জনক বলিয়া আখ্যাত করে; কথাটি পুরাপুরি ঠিক না হইলেও এই শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি যে তাঁহার সময়ে হইয়াছিল তাহাতে দ্বিমত নাই। ছাপার কাজে এই সময়ে যুগান্তর ঘটিল।

আমরা এতক্ষণ পাথর ও কাঠের উপর খোদাই করা হরপ হইতে ছাপ লইবার কথা বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত দ্রুত মুদ্রণকল্পে আর একটি পদ্ধতি এই সময়ে অবলম্বিত হয়। প্রথমে সুনিপুণ লিপিকার দ্বারা পাতলা এবং স্বচ্ছ কাগজের উপর শব্দের প্রতীকগুলি লেখান হইত। দুই পাতা পরিমাণ কাঠে এক রকম তরল আঠা

* ইংরেজী নাম 'Diamond sutra.' প্রাচ্যবিদ্যাবিদ শ্রীযুক্ত বিকলাচরণ দেব আমাকে জানাইয়াছেন, ইহা হইল "বজ্রচ্ছেদিকা" বা বজ্রচ্ছেদক প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র"। সুবিধার জন্ম 'হীরকসূত্র' ব্যবহার করিয়াছি।

লাগাইয়া তাহার উপরে লেখা কাগজ উপুড় করিয়া ঠিকমত আঁটিয়া দেওয়া হইত। কিছুক্ষণ পরে কাগজ তুলিয়া দিলে হরপগুলির উল্টা ছাপ (নেগেটিভ) স্পষ্ট থাকিয়া যাইত। তারপর কোন দক্ষ ছুতার কালির দাগটুকু রাখিয়া বাকি কাঠ কাটিয়া ফেলিত। ইহার ফলে হরফগুলি ফুটিয়া উঠিত। এইরূপে 'নেগেটিভ' হরপ হইতে মুদ্রণের সূচনা। ফেঙ টাউয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাষ্যসহ চীনের কনফুসীয় সাহিত্য এবং অপরাপর বিষয়ের পুস্তকও এই সময়ে মুদ্রিত হইতে থাকে।

নূতন ধরণের মুদ্রণের ফলে অধিক সংখ্যক বই-পুঁথি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ছাপান সম্ভব হয়। বৌদ্ধ মঠ ও বিহারে পূর্বেকার মুদ্রণ নীতি অবলম্বিত হইত বটে কিন্তু উক্ত কারণে নূতন পদ্ধতি সেখানেও অনুসৃত হইতে সুরু হয়। মুদ্রণের একটি বিষয় সম্বন্ধে কিন্তু এখনও বলা হয় নাই। কাগজ এবং খোদাই হরপ হইলেই তো চলিবে না, তদুপযোগী কালিও তো দরকার। চীনে ছাপার উপযুক্ত কালি তৈরীরও বিশেষ পদ্ধতি ছিল। আজকাল চাইনীজ ইংক বা চীনা কালি শিল্পীদের খুবই কাজে লাগে। সে যুগে ছাপার ব্যবহৃত কালিকে কখন কখন 'ইণ্ডিয়া ইংক' বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এখন অনুধাবন করা কঠিন। চীনে ব্যবহৃত কালি আমাদের দেশের আগেকার কষ কালির মতই অনেকটা ছিল। ল্যাম্পের কালি একরকম তৈলাক্ত আঠা জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে মিশাইয়া মুদ্রণের উপযোগী কালি তৈরী করা হইত। কাগজের উপরে এই কালিতে ছাপান লেখা কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে জলসিক্ত হইয়াও ইহার উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় নাই।

পূর্বোক্ত টাং রাজবংশের আমলে চীনের বিবিধ উন্নতির সূচনা। তাহার মধ্যে মুদ্রণ শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ সম্বন্ধে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতে থাকে। সুবিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্র হীরকসূত্রও ছাপা হয় এই সময়ে। কিন্তু ইহার পর অর্ধশতাব্দী চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দেয় বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও রাজনীতিবিশারদ ফেঙ টাউয়ের প্রযত্নে মুদ্রণ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। পণ্ডিতগণের দ্বারা কনফুসীয়শাস্ত্র গ্রন্থাদি ভাষ্য সমেত মুদ্রিত করাইতে সর্বসাকুল্যে ২১ বৎসর সময় লাগে। এসব কথা একটু পূর্বে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। তথাপি এখানে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন এই জন্য যে, পরবর্তী সুঙ রাজবংশের সময়ে (৯৬০-১২৩৪ ?) মুদ্রণ শিল্পকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন বিভাগে চীনের কার্যকলাপ একটি সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। দীর্ঘ তিনশত বৎসরের মধ্যে প্রথমার্ধে সুঙ রাজগণ নির্বিবাদে চীনে রাজত্ব করেন। এই সময়ে শিল্পে, সাহিত্যে ব্যবসাবাণিজ্যে চীনাদের খুবই উন্নতি হইতে থাকে। বাহিরের দেশসমূহের সঙ্গে চীনের সংযোগ স্থাপনের সুযোগ ঘটে। এতদিন মুখ্যতঃ বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদের শাস্ত্র গ্রন্থাদি কাঠের ও পাথরের ব্লকে মুদ্রিত হইত। এই সময়ে শাস্ত্র গ্রন্থাদি ব্যতিরেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী বিবিধ বিদ্যা সম্পর্কিত পুস্তকাদি লিখিত

ও প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনীগ্রন্থ, এনসাইক্লোপিডিয়া নামক বিরাট কোষগ্রন্থ, অভিধান, পঞ্জিকা, গল্পের বই, কাব্য, নাটক, চিকিৎসাবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ সরকারী অর্থানুকূল্যেই এ সমুদয়ের বেশির ভাগ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

চীনের প্রাচীন কনফুসীয় সাহিত্য এবং বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থাদি মুদ্রণের বিশেষভাবে আয়োজন হয় এই দুই শতাব্দীতে। প্রথমোক্ত সাহিত্য ভাষা সমেত ১৮০ খণ্ডের পর পর ছাপা হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থাদি মুদ্রণেরও স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থ ত্রিপিটক চীন ভাষায় অনুবাদের পর কাঠের ব্লকে ছাপা হইল। কিছু কিছু নূতন রচনাও ইহার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একখানি ৫০৪৮ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১,৩০,০০০। এই বিরাট গ্রন্থ যে পরে কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। এই গ্রন্থের একখানা কোরিয়ায় নীত হয়। কোরিয়-রাজের আদেশে সংশোধনান্তে এই গ্রন্থ সেখানেও মুদ্রিত হইয়াছিল। "বিদ্যামাত্র সিদ্ধি" এবং অনুরূপ আরও বিস্তর ধর্মসূত্র চীনে ছাপা হইয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। অপরাপর বহু বিষয়ে মুদ্রণ শিল্পের আশ্রয় লওয়া হয়। রেশমের বস্ত্রে ছাপ দেওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাঠের উপরে বিভিন্ন পশু পক্ষী তরুলতা ফুল এবং ফলের ছবি হইতে 'নেগেটিভ' ব্লক করাইয়া রেশমী বস্ত্রে ছাপ দেওয়া হইত। বাজারে এই ছাপান কাপড়ের খুবই কদর ছিল। এমন কি স্থলপথে এইরূপ শাড়ী ইউরোপেও বণিকেরা লইয়া যাইত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্রমে এই শিল্পটি বেশ আড্ডা গাড়িয়া বসে। মুদ্রণ শিল্পের অগ্রগতির পথে রেশমবস্ত্রের ছাপের মত তাস মুদ্রণেরও একটি বিশেষ দান রহিয়াছে। চীন হইতে তাস মুদ্রণ রীতি ইউরোপে ঐ সময় বিস্তারলাভ করে।

কাগজের মুদ্রার প্রচলনও হয় এই যুগে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরের দেশসমূহের সঙ্গে কাজকারবার চালাইবার পক্ষে কাগজের মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা তখন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। পুরু কাগজের উপরে মূল্যমানসহ কাগজের মুদ্রা ছাপা হইত। ইহা বাজারে ছাড়িবার পূর্বে রাজার পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সিলমোহরসহ স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। এইরূপ ছাপা কাগজের মুদ্রা দেশ-বিদেশে এখান হইতে ছড়াইয়া পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনে কাগজের মুদ্রার প্রচলন ছিল। এই যুগে মুদ্রণ শিল্পের পক্ষে এক যুগান্তকারী ব্যাপারের সূত্রপাত হইল আলাদা আলাদা হরপ উদ্ভাবন দ্বারা। ইহা মুদ্রণকার্যে তখনই সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয় নাই বটে তবে ইহার সম্ভাবনা যে কত সুদূরপ্রসারী তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। এ বিষয়টি একটু পরে বলিতেছি। সুঙ রাজবংশের অভ্যুদয়কালে যে সব বিভাগে উন্নতি দেখা যাইতেছিল তাহা কতকটা ব্যাহত হয় মঙ্গোলিয়া হইতে আগত মোঙ্গলদের চীন অভিযানে।

মোঙ্গলরা অমিত শৌর্যবীর্যের অধিকারী হইলেও সভ্যতা সংস্কৃতিতে তেমন উন্নত ছিল না। তাহারা যখনই যে দেশ জয় করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে তখনই সেই দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। এ কারণে চীনে আধিপত্য বিস্তার করিলেও তাহাদের দ্বারা আভ্যন্তরিক শিল্প সাহিত্য ব্যবসায় বাণিজ্য শাসনপদ্ধতি প্রভৃতি শুধু অক্ষুণ্ণই ছিল না ইহার সংস্কার ও উন্নতির পথও সুগম হইয়াছিল। মধ্য এশিয়া ইরাণ তুর্কিস্থান আরব হইতে ইউরোপের পোল্যান্ড পর্যন্ত মোঙ্গলদের আধিপত্য ও প্রভুত্ব বিস্তারলাভ করে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে। চীনে উদ্ভাবিত গোলাবারুদ বিভিন্ন দেশ বিজয়ে মোঙ্গলদের বিশেষ সহায় হয়। মধ্য এশিয়ার চীনা তুর্কিস্থানের (বর্তমান সিংকিয়ান) ভিতর দিয়া দক্ষিণ এশিয়া এবং ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে মোঙ্গলদের মারফত চীনের ব্যবসায়-বাণিজ্য আদানপ্রদান বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। চীনের নিজস্ব কাগজ তৈরী প্রথা কিরূপে আরব হইয়া স্পেনে প্রবর্তিত হয় এবং এই শিল্পটি সেখান হইতে ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে সে এক বিচিত্র কাহিনী। এখানে মুদ্রণ শিল্পের সম্বন্ধই আমাদের বিবেচ্য। এ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার ভগ্নাবশেষ খননের ফলে যে সব গ্রন্থ বা গ্রন্থাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে দেখা যায় ছ'টি ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক রহিয়াছে—চীনা, সংস্কৃত, তিব্বতী, টাঙগুট, উইগার এবং মঙ্গোল। কাজেই দেখা যায় কাঠের ব্লকদ্বারা ছাপার প্রণালী এই ছ'টি ভাষারই অনুসৃত হইয়াছিল। এখান হইতে কাঠের ব্লকের ছাপা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের সম্যক জ্ঞান জন্মে। সেখানে মুদ্রণ শিল্পের গোড়ায়ও ছিল এই কাঠের ব্লকে ছাপার রীতি। তিব্বতী (Lantsa) হরপে ছাপা সংস্কৃত হীরকসূত্র বইখানির দশটি পাতা পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি পাতা দুই ফুট লম্বা এবং ছয় ইঞ্চি চওড়া। কয়েকখানি ছাপা বৌদ্ধ গ্রন্থ রহিয়াছে তুর্কি ভাষায়। ইহার হরপ কিন্তু সিরিয়া হইতে আগত। এ সকল বইয়ে সংস্কৃত টীকা এবং চীনা পৃষ্ঠাসংখ্যা সংযোজিত। এ পর্যন্ত যে সব পুস্তক বা অবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহার কোন কোনটিতে দেখা যায় লম্বা ব্লকে আলাদা আলাদা কাগজে এক পৃষ্ঠায় ছাপা হয় এবং তাহা এরূপভাবে ভাজ করা হয় যাহাতে ছাপা পৃষ্ঠা উপরে এবং সাদা পৃষ্ঠা ভিতরের দিকে থাকে। প্রতিটি বইয়ের সর্বশেষ পৃষ্ঠার ভিতর দিকে মুদ্রকের নাম মুদ্রণের তারিখ সহ ছাপা হইত। ঠিক যেন আজকালকার ছাপার ধরন।

মধ্য এশিয়ায় যেমন টারফান, ইরাণে তেমনি তাব্রিজ শহর মোঙ্গলদের একটি প্রধান শাসন কেন্দ্ররূপে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। এখানেও চীনা কারিগরগণ ব্লক তৈরীর কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল। মোঙ্গল সম্রাটের পক্ষে মুদ্রিত সিলমোহর বিভিন্ন দেশে রাজদরবারে প্রেরিত হয়। সম্রাটের আদেশে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর স্বাক্ষরে কাগজের মুদ্রা ত্রয়োদশ শতকের শেষে এখান হইতে ছাপা হইয়া বিভিন্ন স্থলে প্রচারিত হয়। মোঙ্গল রাজবংশের এবং পৃথিবীর ইতিহাস লেখক

রশিদউদ্দীন এই সময়ে চীনের কথা প্রসঙ্গে মুদ্রণ শিল্পের বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। টারফান এবং তাব্রিজ হইতে কাঠের ব্লকে ছাপার রীতি ইউরোপে প্রবর্তিত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইসলাম জগতে মুদ্রণ শিল্প নিষিদ্ধ হইলেও মোগল শাসকবর্গ, প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে মুদ্রণরীতির আনুকূল্য করিতে কখন ও পশ্চাৎপদ হন নাই। দেখা যাইতেছে চীন ভাষার মত আরবী, তুর্কি প্রভৃতি ভাষায়ও পুস্তকাদি ঐ সময়ে চীনা মুদ্রণরীতিতে ছাপা হইতেছিল। ইসলামীয় বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া মিশরেও মুদ্রণরীতি প্রবর্তিত হয়। মিশরে কাগজ শিল্পের আবির্ভাব ও পরিণতির কথা অনেকেই অবগত আছেন। সেখানে কাগজের ব্যবহার খুবই চালু ছিল। দোকানী, পশারী জিনিসপত্র কাগজে মুড়িয়া ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিত, পুস্তকাদিতে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনা মুদ্রণ পদ্ধতিতে কাঠের ব্লকে সেখানে মুদ্রিত বহু বই পুঁথি ভগ্নস্তূপ খননের ফলে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বইয়ের মধ্যে কাঠের ব্লকে ছাপা কোরাণের কতকগুলি সুরাও দৃষ্ট হয়। প্রাপ্ত বইগুলির প্রায় সবই ধর্ম বিষয়ক। সাধারণ লোকের মধ্যে যাহাতে এই সকল সহজে এবং সুলভে প্রচারিত হইতে পারে সেই জন্যই চীনা মুদ্রণ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। মোগল যুগে দেশ-বিদেশে চীনের মুদ্রণ পদ্ধতি, কোথাও কোথাও ধর্মনেতাদের নিষেধ সত্ত্বেও, যে ব্যাপ্তিলাভ করে এ সম্পর্কে এখন আর বিশেষ মতদ্বৈধ নাই।

এখন, চীনে সুঙ রাজবংশের প্রথম দিকে আরব্ধ এবং মোগল আমলে পরিপুষ্ট নূতন টাইপ বা হরপ গঠন পদ্ধতির কথা বলিব। এতকাল কাঠের ব্লকে ছাপার রীতি চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসৃত হইতেছিল। ইহারই মধ্যে চীনারা কি রূপে সহজে বই-পুঁথি ছাপা চলিতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হয়। কাঠের ব্লক আকারে বড়। স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া দুরূহ, আবার দীর্ঘকাল সংরক্ষণও অসম্ভব। এইসব কারণেই মনে হয় আলাদা আলাদা টাইপ বা হরপ নির্মাণের কথা কোন কোন চীনবাসীর মনে প্রথম উদিত হইয়া থাকিবে। আরও একটি কারণ অনুমিত হয়—কাঠের ব্লকে ছাপা বই-পুঁথির সংখ্যা পরিমিত। সাধারণের মধ্যে বেশি সংখ্যায় প্রচার করিতে হইলে সহজে এবং সুলভে মুদ্রণের ব্যবস্থা করার কথাও তাহাদের মনে হয়ত জাগিয়াছিল।

এখন মুদ্রণ শিল্পের কিভাবে যুগান্তর আসিল তাহার বিষয় বলা যাক। সুঙ রাজবংশের প্রথম দিকে একজন রাজা ছিলেন চিংলি (১০৪১—৪৮)। তাহার সময় পি সেঙ নামে একজন সাধারণ চীনা আলাদা আলাদা টাইপ তৈরী করিতে সক্ষম হন। এতদিন কাঠের উপর প্রতীকগুলি খোদাই করিয়া তাহা হইতে ছাপার কার্য চলিত। পি সেঙ এই সকল প্রতীকের আলাদা আলাদা ব্লক বা টাইপ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। এঁটেল মাটির উপরে সুদক্ষ লিপিকারের লেখার ছাপ লইয়া তিনি একটি একটি করিয়া হরপ মাটি হইতে কাটিতেন। পরে এগুলি আগুনে পোড়ান হইত। ধাতুর প্লেটের উপর গালার মত কোন জিনিস ছড়াইয়া দিতেন। আগুনে ঈষৎ সেকিবার পর যখন উহা উত্তপ্ত হইয়া গলিয়া যাইত তখন পোড়ান হরপ একে একে পঙ্‌ক্তিতে

সাজাইয়া ইহার উপর বসান হইত এবং চারিদিক ঘেরিয়া লোহার ফ্রেম আঁটিয়া দেওয়া হইত। প্লেটটি ঠাণ্ডা হইলে শব্দগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় লাগিয়া যাইত। হরপ যাহাতে উঁচু-নিচু না হয় সেজন্য প্রথমেই প্রত্যেকটি সমান দীর্ঘ করিয়া কাটিবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে প্লেটে সাজাইবার পর হরপগুলির উপর কালি দেওয়া হয়, পরে কাগজ বসাইয়া উপর হইতে নিচে কোন ভারি দ্রব্যের সাহায্যে টানিয়া লওয়া হইত। যাহাতে ছাপার কার্য দ্রুত চলে সে হেতু প্রথমটি ছাপার সময় দ্বিতীয়টি, অনুরূপভাবে সাজান হইত। প্রথম ফর্মা বা পাতা যথোপযুক্ত সংখ্যক ছাপা শেষ হইলেই কালবিলম্ব না করিয়া দ্বিতীয় ফর্মা ছাপা আরম্ভ হইত। যে হরপগুলির ব্যবহার বেশি তাহা অধিক সংখ্যায় তৈরী করা থাকিত। অল্প ব্যবহৃত হরপ আবশ্যকমত তখন তখন তৈরী করাইয়া পোড়াইয়া লওয়া হইত।

সেন কুঁয়া নামক একজন সমসাময়িক লেখক (১০৩০-১০৯৪) তাঁহার একখানি গ্রন্থে পি সেঙএর কাঠের ব্লকের পরিবর্তে এই আলাদা আলাদা পোড়ান মাটির টাইপে ছাপার কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তক হইতে কম্পাস্ বা দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র সম্পর্কে আমরা প্রথম পরিষ্কার উল্লেখ পাই।

প্রথমে পোড়ামাটির টাইপ এবং অব্যবহিত পরে টিনের হরপের উল্লেখ পরবর্তী কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। পোড়ামাটির টাইপ ভঙ্গুর। দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ইহার উপরে কালি দিয়া ছাপিবার সময় কালি প্রথম প্রথম কাগজ ধরিলেও পরে ইহা অস্পষ্ট হইয়া যায়। টিনের টাইপের বেলায়ও এই অসুবিধা। এই জন্যই বোধ হয় পোড়ামাটি ও টিনের টাইপ তেমন চালু হইতে পারে নাই।

মোঙ্গল শাসনাধীনে চীনের আর একজন লেখক ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণ শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করেন। কাঠের ব্লক, পোড়ামাটি ও টিনের পৃথক পৃথক টাইপের কথা প্রথমে বলিয়া তিনি আলাদা আলাদা কাঠের টাইপ তৈরীর কথা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়া গিয়াছেন। সরকারী দলিলপত্র মুদ্রণকল্পে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া কাঠের দ্বারা আলাদা আলাদা টাইপ তৈরী করাইবার নিমিত্ত উদ্যোগী হন এবং এই উদ্দেশ্যে কারিগর নিযুক্ত করেন।

পি সেঙের আলাদা খুচরা টাইপ তৈরীর দীর্ঘকাল পরে চীনে কাঠের খুচরা টাইপ প্রস্তুত কার্য আরম্ভ হয়। তবে ইহার ব্যবহার ঠিক কোন্ সময় হইতে সুরু হয় তাহার সঠিক বিবরণ এখন পাওয়া কঠিন। সোয়ান চাউ জেলার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াং চেন ১৩১৩ খৃঃ কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক একখানি পুস্তক লেখেন। এই বইয়ের শেষে চীনে প্রচলিত মুদ্রণ প্রণালীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিস্তর টাইপ দরকার হয়। কাঠের ব্লক হইতে ছাপা সম্ভব হইবে না ভাবিয়া তিনি একটি টাইপ প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং দক্ষ কারিগর দ্বারা উহা কার্যে পরিণত করাইতে সক্ষম হন। তিনি এই মর্মে লেখেন যে, কাঠ হইতে খুচরা টাইপ সমান উঁচু করিয়া প্রথমে কাটান। ইহার পর এই

টাইপগুলি কাঠের উপর দৃঢ়ভাবে বসাইবার নিমিত্ত প্রত্যেকটির পরিমিত খাঁজ কাটান। ঐ খাঁজে টাইপ বা হরপগুলি প্রয়োজন মত পর পর পঙক্তিতে সাজাইয়া 'স্পেস' বা পরিমিত ফাঁক দিবার জন্য সমান উঁচু বাঁশের পাতলা চটা দুই পঙক্তির মাঝখানে বসাইবার জন্য প্রয়োজন হইত। হরপগুলি যাহাতে নড়িয়া না যায় সে নিমিত্ত কম্পোজিটর হরপের ফাঁকে ফাঁকে কাঠের গোজা লাগাইয়া দিতেন। এইরূপে কাঠের কেসে সাজাইয়া তাহার উপরে কালি ঢালা হইত। পরে কাগজ বসাইয়া উপর হইতে টানা হইত।

দ্রুত কম্পোজ করার পক্ষেও একটি নূতন উপায় অবলম্বিত হইল। একখানি কাষ্ঠখণ্ডের উপরে একদিকে কেস রাখিয়া কম্পোজিটর টাইপগুলি সাজাইতেন। কাষ্ঠখণ্ডে নিবন্ধ আর একটি টেবিলের উপর লেবেল মারিয়া টাইপগুলি শব্দ মাফিক সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইত। যখনই যে শব্দ লাগিত তখনই টেবিলটি ঘুরাইয়া উহা তুলিয়া লইয়া অপর টেবিলের উপরিস্থিত কেসে বসান হইত। এইরূপে তাড়াতাড়ি অনেক ফর্মা (বা পাতা) কম্পোজ করা সম্ভব হয়। ওয়াং চেন নিজ পুস্তক ছাপিবার পূর্বে সরকারী দলিলপত্র এই প্রথায় মুদ্রণ করাইতে আরম্ভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন এই জন্য ৬০,০০০ ষাট হাজার প্রতীক বা হরপ তাহাকে প্রস্তুত করাইয়া লইতে হইয়াছিল। দুই বৎসর পরে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইলে তিনি ঐগুলি সমুদয় সংগে করিয়া লইয়া যান।

আলাদা খুচরা কাঠের টাইপ প্রস্তুত প্রণালী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনের পশ্চিম প্রান্তিক প্রদেশেও যে অনুসৃত হয় তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি। একজন পর্যটক লিখিয়াছেন যে, চীনা তুর্কিস্থানে উইগার ভাষার অক্ষরগুলিও এইরূপে পৃথক পৃথক টাইপে প্রস্তুত করিয়া বই ছাপান তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে অন্যান্য ভাষার বই ছাপিতেও উহাদের অক্ষর মাফিক কাঠের খুচরা টাইপ কাটাইবার রীতি তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল। এই যুগে কোরিয়ায় যে খুচরা ধাতুর টাইপ প্রস্তুত সুরু হয় সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা দরকার।

মোঙ্গল আমলে কোরিয়ায়ও শিল্প এবং সাহিত্যের খুবই উন্নতি হয়। শাসক জাতির উদারনীতির ফলে বৌদ্ধধর্ম সেখানে বিশেষ বিস্তার লাভ করে। সংস্কৃত ও তিব্বতী পুস্তক হাজারে হাজারে এখানকার বৌদ্ধমঠ ও বিহারসমূহে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইতে থাকে। কোরিয়ার সংস্কৃত ধ্বনি অনুসারী একটি নূতন অক্ষরমালাও ঐ সময় উদ্ভাবিত হয়। চীনে অনুসৃত কাঠের ব্লক দ্বারা ছাপার প্রণালী কোরিয়াবাসীদের পূর্বেই জানা ছিল। এই কারণে তাহারা বিস্তর গ্রন্থ ছাপাইতে সমর্থ হয়। তাহাদের উন্নতির সময়ে চতুর্দশ শতকের শেষে এবং পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে ব্রোঞ্জ সীসা ও অনুরূপ ধাতুদ্রব্যের দ্বারা খুচরা হরপ নির্মাণ কার্য চলিতে থাকে। ধাতুর টাইপ আবিষ্কার ও ব্যবহারের গৌরব কোরিয়াবাসীদের প্রথম প্রাপ্য।

এই ধরণের টাইপ তৈরীর কায়দাও অভিনব। দক্ষ লিপিকারের লেখা দৃষ্টে কাঠের উপরে অক্ষর খোদাই করা হইত। সরু ও লম্বা একটি পাত্রের মধ্যে বালি বিছাইয়া তাহার উপরে ঐ সব টাইপের দাগ লওয়া হইত। ছিদ্র বিশিষ্ট একখানি কাষ্ঠখণ্ড ঐ অক্ষর-চিহ্নিত বালির উপরে আস্তে বসাইয়া গলিত ধাতু ঐ ছিদ্রের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইত। ধাতু ঠাণ্ডা হইয়া গেলে কাঠ তুলিয়া লইয়া উহার মধ্য হইতে অক্ষরগুলি তাঁহারা বাহির করিয়া লইতেন। এইরূপে কোরিয়ায় হরপের 'নেগেটীভ' ছাপ লইবার ব্যবস্থা হইল। পুস্তক মুদ্রণের সুবিধার জন্য এই ধরণের ধাতুর টাইপের ব্যবহার দ্রুত বাড়িয়া যায়। মুদ্রিত পুস্তকগুলির অনেক অংশ এখনও কোরিয়ার ন্যাশনাল মিউজিয়ামে দৃষ্ট হয়। সরকার পক্ষে বিস্তর টাইপ ঢালাই কারখানা ঐ সময় স্থাপিত হয় এবং বই-পুঁথি প্রকাশেরও ব্যবস্থা হইতে থাকে। কোরিয়া হইতে চীনে এবং চীন হইতে জাপানে ধাতুর খুচরা টাইপ প্রস্তুত প্রণালী এবং পুস্তক মুদ্রণে তাহার ব্যবহার ক্রমশঃ চালু হয়। চীনে কিন্তু এই প্রণালীটি বিস্তৃতভাবে অবলম্বিত

মুদ্রণ জগতে যুগপ্রবর্তক

ধাতব বর্ণমালার আবিষ্কারক

জোহান গুটেনবার্গ

[গুটেনবার্গের প্রামাণ্য কোনো আলেখ্য পাওয়া যায় না। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরীতে প্রকাশিত এই ছবিখানি কাল্পনিক হইলেও শিল্পীর প্রতিকৃতি হিসাবে সর্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। ডান হাতে খোদাইয়ের 'বুলি', বাঁ হাতে খোদাই করা কয়েকটি ইংরেজী অক্ষর।]

হইতে দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঐ দেশে কাঠের ব্লক হইতেই হইতেই ছাপার রীতি প্রবর্তিত ছিল।

কোরিয়ায় যখন খুচরা ধাতুর টাইপ ব্যবহার হইতে সুরু হয় তাহার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে জার্মানীতে গুটেনবার্গ পুস্তক মুদ্রণের নিমিত্ত খুচরা ধাতুর টাইপ আবিষ্কার করেন। তবে পূর্ব এশিয়ার নবোদ্ভাবিত মুদ্রণরীতি তাঁহাকে প্রভাবিত করে নাই বলি পণ্ডিতগণের ধারণা। কারণ মোঙ্গল সাম্রাজ্য তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, তুর্কি জাতি পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপে ও মধ্য এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করায় ইউরোপ ও এশিয়ার স্থলপথ তখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহা হোক, এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও কিছু বলার অবকাশ থাকিবে।*

*প্রবন্ধ রচনায়—Thomas Francis Carter প্রণীত The Invention of Printing in China (সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫২) হইতে বিশেষ সাহায্য লইয়াছি। —লেখক

প্রবন্ধটি শ্রীসরস্বতীর ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং শ্রীসরস্বতী প্রেসের সৌজন্যে প্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইল। —সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহনির্মাণ
তহবিলে আপনার সামর্থ
অনুসারে সাহায্য পাঠান

কলিকাতা

নবজাতক পাঠাগারে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ

গত চার বছর ধরে নবজাতক পাঠাগার সিঁথি অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের লোকের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশীদার হবার চেষ্টা করছেন। এই প্রসঙ্গে নবজাতক মহিলা সমিতি, নবজাতক বিদ্যাভবন ও নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের উৎসাহ ও অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে নবজাতক পাঠাগার আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য এক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পরিকল্পনায় স্থির হয়েছে—

(১) নবজাতক সংগঠনের জন্য বাড়ী ও জমি সংগ্রহ করা,

(২) এই বাড়ী সংলগ্ন একটি হলের সংস্থাপন করা যেটা এ অঞ্চলের টাউন হলের চাহিদা মিটাবে,

(৩) এই পাঠাগারকে এর পাঠ্যপুস্তক বিভাগসহ একটি প্রথম শ্রেণীর পাঠাগারের পর্যায়ে উন্নীত করা হবে,

(৪) এ অঞ্চলে এক বলিষ্ঠ নাট্য আন্দোলন, সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা, আলোচনা চক্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা,

(৫) মহিলা সমিতির নেতৃত্বে মহিলা আন্দোলন গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করা।

(৬) নবজাতক বিদ্যাভবন প্রাইমারী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা,

(৭) অবিলম্বে একটি অবৈতনিক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা,

(৮) নবজাতক সমবায় সমিতি—অবিলম্বে স্থানীয় অঞ্চলে এক consumers co-operativeএর উদ্বোধন করা,

(৯) নবজাতক দাতব্য চিকিৎসালয়ে অবিলম্বে একটি free clinic স্থাপন করা।

মহাজাতিসদন গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তন

মহাজাতিসদন পাঠাগার যেটা গতবছর উদ্বোধন করা হয়েছে সেটার নাম পাল্টে পশ্চিমবাংলার পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রীর স্মৃতির জন্য তাঁর নাম অনুসারে বিধানচন্দ্র গ্রন্থাগার রাখা হবে, স্থির করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসে অনুষ্ঠিত এক উৎসবে বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র এই কথা প্রকাশ করেন।

রাজলক্ষ্মী সুর স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন

ইণ্টালী ইনষ্টিটিউটের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অংশ হিসাবে রাজলক্ষ্মী সুর স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করা হয়। সকালে সাড়ে আটটায় ইণ্টালীর ৫৭, দেব লেনে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। অনুষ্ঠানে পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতি রক্ষা তহবিলের জন্য সংগৃহিত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে অর্পণ করা হয়।

অশোকগড় সাধারণ পাঠাগারের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন

গত ১২ই আগষ্ট বরাহনগর নিউ তরুণ সিনেমা হলে সাধারণ পাঠাগার অশোকগড়ের সভ্য-সভ্যা ও পৃষ্ঠপোষকগণের উপস্থিতিতে ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগার-সভাপতি অধ্যাপক শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পৌরসভার শিক্ষা-কমিটির সম্পাদক শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। উভয়েই পাঠাগারের জমি ক্রয় ও গৃহনির্মাণ ভাণ্ডারে মুক্তহস্তে দান করবার জন্য আবেদন জানান। সভাশেষে পাঠাগারের সাহায্যের জন্য একটী চ্যারিটি শো অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের ও পাঠাগারের শুভেচ্ছা কামনা করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শিক্ষা বিভাগের শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় এবং শ্রীমন্মথ নাথ রায় শুভেচ্ছাবাণী পাঠান।

এছাড়াও ভারতীয় পাঠাগার আন্দোলনের অন্যতম জনক ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন ক্রমবর্দ্ধমান এই পাঠাগারটিকে স্নেহাশীর্বাদ জানিয়েছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকেও অনুরূপ শুভেচ্ছা পত্র পাওয়া গেছে।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র উৎসব

গত ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসবের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মর্মর মূর্তির আবরণ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য ও মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ডঃ হুমায়ুন কবির। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী পূরবী নন্দী, রেবা নন্দী ও আভা নন্দী।

মর্মর মূর্তি নির্মাণের ব্যয় ব্যয় বহন করেছেন—আহম্মদপুরের ব্যবসায়ী কালুরাম সর্দার মহাশয়। মূর্তি নির্মাণ করেছেন বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল মহাশয়।

হুগলী

স্বামী বিবেকানন্দের নামে পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা

বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর নামে একটি নার্শারী স্কুল, একটি পাঠগৃহ এবং মহিলাদের জন্য একটি পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে একটা বড় হল ঘর নির্মাণের প্রস্তাবও আছে যেটাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে হুগলীর বাবুগঞ্জের রথতলায় জমি সংগ্রহ করা হয়েছে। হুগলীর রামকৃষ্ণ পার্কের রামকৃষ্ণ সংঘ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য জনসাধারণকে রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের সম্পাদকের কাছে সাহায্য পাঠানর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই আবেদন জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন আর রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি। পরিকল্পনানুসারে আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যেই এই কাজ শেষ হবার কথা।

সম্পাদকীয়

প্রকাশকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার মুখপত্র 'গ্রন্থজগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রকাশন সংস্থার একটি বিবৃতি দৃষ্ট হোল। তাতে সভার এক শ্রেণীর সদস্য-পুস্তকব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বলা হয়েছে যে ঐসব ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের কমিশনে পুস্তক বিক্রি করে থাকেন, সভার সদস্য নয় এরূপ পুস্তক বিক্রেতাদের কমিশন দেন, ছুটিছাটার নিয়মকানুন মানেন না ইত্যাদি। অভিযুক্ত দুর্নীতিগুলি পুস্তক ব্যবসায়ীদের নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কিত; বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে তার বিশেষ কোনও সংবাদ নেই।

ব্যবসায়িক দিক থেকে পুস্তক বিক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, নানাবিধ সমস্যার সুরাহা ও পারস্পরিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যে পুস্তক ব্যবসায়ীরা উক্ত সভার মধ্যে দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। সদস্যদের স্বার্থে সভা যেসব নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছেন সেগুলি অমান্য করা অসঙ্গত ও অব্যবসায়ীসুলভ। এখন প্রশ্ন হোল যে নিজেদের সুস্থ অস্তিত্ব ও ন্যূনতম ব্যবসায়িক স্বার্থানুকূলে প্রবর্তিত নিয়মকানুন যাঁরা মানেন না তাঁরা বৃহত্তর সামাজিক কোনও স্বার্থের প্রতি আদৌ আগ্রহশীল হবেন কিনা? অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতির সর্বপ্রধান ধারক ও বাহক গ্রন্থের উৎপাদক হিসাবে পুস্তক ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই নিজেদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সভার নির্দেশ হয়ত উপেক্ষাই করবেন।

বিষয়বস্তুর কথা বাদই দেওয়া যাক। গ্রন্থের স্থূল দিক অর্থাৎ তার কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের ব্যাপারে তাকালে দেখা যায় প্রকাশকদের ঔদাসিন্য ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। অবশ্য অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক কিছু প্রকাশক আছেন যাঁরা এইসব বিষয়ে অল্পবিস্তর যত্ন নিয়ে থাকেন।

একখানা বাংলা বই গ্রন্থাগারে পরিগৃহীত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় বইয়ের শিরদাঁড়াটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভেতরের অন্তরের কাগজটাও ফাটতে শুরু করেছে। বইটা পেতে ভাল করে খোলা যায় না নয়ত খুলতে গেলে সেলাই কেটে যাবার শব্দ কানে আসে। অমজবুত বাঁধাইয়ের ফলে ফর্মাগুলোও কিছুদিনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। এতে ক্ষতি ও অসুবিধা গ্রন্থাগারগুলিরই সর্বাপেক্ষা বেশী। প্রকাশকরা শ'য়ের হিসেবে বই বাঁধিয়ে থাকেন। শ' প্রতি কিছু বেশী খরচ করলে বইয়ের বাঁধাই চলনসই পর্যায়ে ওঠে এবং বই পিছু খরচের বৃদ্ধি কয়েক আনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া আর একটি উপায় হোল গ্রন্থাগারগুলির জন্যে স্বতন্ত্র বাঁধাইয়ের সংস্করণ। অর্থাৎ শুধু কাগজের মলাটে ফর্মাগুলিকে যথারীতি বেঁধে দেওয়া—যাতে গ্রন্থাগারগুলি নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বেঁধে নিতে পারে।

ছাপার বিষয়েও অধিকাংশ প্রকাশক অনুরূপ উদাসীন। টাইপ, টাইপ ফেস, মার্জিন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা বেশী মাথা ঘামাতে চান না। অবশ্য এবিষয়ে মুদ্রণ শিল্পের এদেশে অনুন্নত অবস্থাও স্মর্তব্য। তারপর কাগজের কথা ধরা যাক্। বাঁধাই ও মুদ্রণ যত ভালই করা যাক না কেন কাগজের উপর বইয়ের সামগ্রিক ভালমন্দ নির্ভর করে। প্রয়োজনীয় কাগজ পাওয়া না পাওয়া এখন অবশ্য ভাগ্যের ব্যাপার; তাহলেও বেশীর ভাগ প্রকাশকেরই নজর নিকৃষ্ট বাঁধাই ও মুদ্রণের মত খারাপ কাগজের প্রতি।

প্রকাশকরা একটি বিষয়ে সাধারণত যত্ন নিয়ে থাকেন। সেটি হোল চটকদারী প্রচ্ছদ। উদ্দেশ্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। মোটের উপর মালমসলা ও মজুরি বাবদ যত কম সম্ভব খরচ করে লাভের অংকটা বাড়ানোই যেন প্রধান লক্ষ্য।

উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে যে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটবে তাতে পুস্তকের বাজার সংকুচিত হয়ে পড়বে বলে অনেকে মনে করেন। দীর্ঘমেয়াদের তাগিদে গ্রন্থের বর্ধিত মূল্য বহনের জন্যে ক্রেতাদের মানসিক প্রস্তুতি ঘটা দরকার। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বাঁধাই ও একই পুস্তক একাধিকবার ক্রয়ের খাতে তাদের অত্যন্ত ব্যয়বাহুল্য ঘটে।

নেই নেই করেও পুস্তকের বাজারটা খুব ছোট নয়। পাঠ্যপুস্তকের বাজারের কথা বাদ দিলেও প্রায় আড়াই হাজারের কাছাকাছি সাধারণ গ্রন্থাগার এবং স্কুল কলেজ ও অফিস গ্রন্থাগার আছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদিতে গ্রন্থ উপহার বাবদ গ্রন্থের কাটতি মন্দ নয়। আপাতদৃষ্টিতে গ্রন্থ ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নী করা খুব লাভজনক নয় বলে মনে হয়। কিন্তু গ্রন্থ ব্যবসায়ীরা নিজস্ব প্রকাশিত পুস্তকে একচেটিয়া স্বত্ব ভোগ করে থাকেন। সেজন্যে নিকৃষ্ট উপাদানে উৎপাদন চালিয়ে গেলেও ক্রেতাদের টিকি তাঁদের কাছে একপ্রকার বাঁধা থাকে।

পুস্তক ব্যবসায়ের সঙ্গে দেশের বিরাট এক জনসংখ্যার জীবিকা জড়িত। এর উন্নতি সাধনের জন্যে একদিকে যেমন চাই পুস্তকের বিষয় ও প্রস্তুতির উন্নত মান অপরদিকে চাই পুস্তক ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা। গ্রন্থশিল্পের সম্ভাবনা ও বিকাশ সর্বাংশে নির্ভর করছে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির উপর। সেজন্যে গ্রন্থ ব্যবসায়ীদের নিজ স্বার্থেই সংশ্লিষ্ট কর্মতৎপরতায় নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ও যত্নবান হতে হবে।

পুস্তক ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদের যথোচিত পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার। গত কয়েক বৎসরে সভার নেতৃত্বে একাধিক সংযুক্ত প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেছে। গ্রন্থ প্রদর্শনী, গ্রন্থপার্বণ ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থমুখী করে তোলা ছাড়াও গ্রন্থ উৎপাদকদের গ্রন্থ প্রস্তুতি কার্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষণ দানও ঐ সভার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট (৪)

সংকলক ঃ গোবিন্দলাল রায়, পাঁচুগোপাল মৈত্র, মদন চন্দ, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

[৪র্থ নির্ঘণ্টে উত্তরকাল পত্রিকা (১৩৬৯ বৈ, জ্যৈ, আ, শ্রা) হতে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে]

নির্ঘণ্টের বিন্যাস

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুযায়ী সূক্ষ্মভাবে বর্গীকৃত এই নির্ঘণ্টে শুধু নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পর্যে দেওয়া হবে (ক্ষেত্র বিশেষে সব তথ্য নাও থাকতে পারে) ঃ

(১) প্রবন্ধকারের নাম (এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে ; অ-এশিয়-দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে ; ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছদ্মনামের অধীনে ; প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে ; নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে) (২) প্রবন্ধের নাম, (৩) পত্রিকার নাম, সাল (বাংলা, ইংরেজী বা শকাব্দ) ও মাস সম্পর্কিত তথ্য (সব তথ্য বন্ধনীর ভিতর) সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকের ক্ষেত্রে মাসের সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের পর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। (৪) কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের উপর টীকা (বন্ধনীর ভিতর)। যথা,

পুলিনবিহারী সেন[১]। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র[২] (দেশ ১৩৬৯ বৈ২৭[৩])

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের জন্য সংশ্লিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য। একই ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীর্ষের (Subject Heading) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীর্ষের আর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। একই বিষয়ের উপরে একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে। অনুরূপভাবে একই বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) সাজানো হয়েছে।

সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত

বাংলা মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত রূপে ব্যবহার হয়েছে ; যথা, বৈ বৈশাখ ; শুধু, আশ্বিন মাসের ক্ষেত্রে 'আশ্বি' হবে। ইংরেজী মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। যথা জানু—জানুয়ারী।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের রূপরেখা

০০০	সাধারণ বিষয়	৬০০	ফলিত বিজ্ঞান, ইন্‌জিনিয়ারিং
১০০	দর্শন, মনোবিজ্ঞান	৭০০	ললিতকলা, আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলা
২০০	ধর্ম		
৩০০	সমাজবিদ্যা	৮০০	সাহিত্য
৪০০	ভাষাতত্ত্ব	৯০০	ইতিহাস, ভুগোল, ভ্রমণ ও বিবরণ, জীবনী ও আত্মজীবনী
৫০০	বিজ্ঞান		

০০০ সাধারণ বিষয়

০১০ গ্রন্থবিদ্যা

আদিত্যকুমার ওহদেদার। গ্রন্থবিদ্যা : গ্রন্থ বিবরণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ আ)

০১১ সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থজগৎ। নূতন বই (গ্রন্থ জগৎ ১৯৬২ অগা)

০১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থপঞ্জী

বহুরূপী। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে : গত বার্ষিকীর নাটকে ভাবনা [নাটক, প্রযোজনা অভিনয় নৃত্যনাট্য ইত্যাদি আলোচিত নিবন্ধের সূচী] (বহুরূপী ১৩ সং)

বিজয় সেনগুপ্ত। শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি : রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী (বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা-আশ্বি)

০১৬.৯৬ আফ্রিকা—গ্রন্থপঞ্জী

অংশুকুমার দত্ত। বাংলায় আফ্রিকা চর্চা (পরিচয় ১৩৬৯ আ)

০২৭.০৭৩ গ্রন্থাগার—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

বিমলেন্দু মজুমদার। আমার দৃষ্টিতে আমেরিকার গ্রন্থাগার (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ আ)

০২৭.৭৫৪১৪২ ডে ষ্টুডেন্টস হোম—পশ্চিমবঙ্গ

প্রেমতোষ হালদার। সরকার পরিচালিত ডে ষ্টুডেন্টস হোম প্রসঙ্গে (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ আ)

০২৮.১ গ্রন্থসমালোচনা

অজিত দাস। সাহিত্য সংবাদ (এডগার এ্যালেন পোর বুরানেল্লীর উপর আলোচনা) (সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা)

অনিরুদ্ধ দাস। শিশচিন্তা (অষ্টিন এ. ডিসুজার জিওগ্রাফী এ পপুলার সাবজেক্ট, এন সানমুগমের এ্যাক্টি ভাইজিং জিওগ্রাফী টিচিং, এস. আলুওয়ালিয়ার ফিল্ড ট্রিপ এ্যাজ এ্যান এড টু জিওগ্রাফী, সি. ভি. ভেঙ্কট-চালিয়ার টুওয়ার্ডস এফেক্টিভ ইমপ্লিমেণ্টেশন অব কমপালসরী এডুকেশনের উপর আলোচনা (শিক্ষক ১৩৬৯ আ)

অভয়ঙ্কর। ভিকটোরীয় যুগের ভারত (জন বীমসের 'মেমোয়রস অব এ বেঙ্গলী সিভিলিয়ান'এর উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৭)

—শ্রী অরবিন্দের রাষ্ট্র চেতনা (ডঃ বিশ্বনাথপ্রসাদ বর্মার দি পলিটি-ক্যাল ফিলোজফি অব শ্রীঅরবিন্দ এর উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৬)

অমল দাশগুপ্ত। বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী (সোভিয়েট বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীর উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

আর্থিক প্রসঙ্গ। গ্রন্থ-পরিচয় (সন্তোষ কুমার মিত্র ও অনিলকুমার বসাকের কারবারের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, অঞ্জনকুমার ব্যানার্জীর ইণ্ডিয়াজ থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এ্যাণ্ড ইটস ক্রিটিসিজম, এ. কে. সুরের প্র্যাকটিক্যাল গাইড টু কোম্পানী ল, ভারত সরকারের ডিপার্টমেণ্ট অব কোম্পানী এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ইম্পর্ট্যাণ্ট ক্লারিফিকেশনস্‌এর উপর আলোচনা) (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ)

আরতি সিদ্ধান্ত। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য নাট্য (চারচোখ—চারটি আধুনিক কাব্যনাট্য সংকলনের উপর আলোচনা) (উত্তরকাল ১৩৬৯ জ্যৈ)

উদ্বোধন। সমালোচনা (দি কালচারাল হেরিটেজ অব্ ইন্ডিয়া ভল্যুম টু, হনুমানপ্রসাদ পোদ্দারের শ্রী রাধা-মাধব-চিন্তন (হিন্দী), সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ও দেশ, স্বামী অভেদানন্দের শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম, কালীদাস রায়ের পদাবলী সাহিত্য, শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর বিদর্শন যোগ, ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের কপিল-গীতা (ভক্তিযোগ), সন্দীপন (রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা-মন্দিরের বার্ষিক পত্রিকা), তারিণী চৌধুরীর নবগৌর কথা, হাফিজ সৈয়দ সম্পাদিত দাস্ স্পেক প্রোফেট মোহাম্মদের উপর আলোচনা) (উদ্বোধন ১৩৬৯ ভা)

কার্তিক লাহিড়ী। পুস্তক পরিচয় (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "যত দূরেই যাই" এর উপর আলোচনা) (পূর্বপত্র ১৩৬৮-৬৯ চৈ-জ্যৈ)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। গ্রন্থ পরিচয় (রণজিৎ কুমার সেনের আমার কবিতা তুমির উপর আলোচনা) (ধ্রুপদী ১৩৬৯ বৈ)

কৃষ্ণ ধর। একটি স্বপ্নের প্রতীক্ষায় (ডরোথী হিউয়েট এর 'ববিন আপ' ও .জেভিয়ার হারবার্টের 'সেভেন এ মুজ' উপন্যাসের উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। শোষিত আফ্রো-এশিয়ার মর্মবাণী (বার্চেটের মেকং আপষ্ট্রীম ও জ্যাক কোপের ফেয়ার হাউসের উপর আলোচনা) (উত্তরকাল ১৩৬৯ শ্রা)

গোপাল ভাদুড়ী। শতাব্দীর শ্রদ্ধার্ঘ্য (রবীন্দ্রনাথ টেগোর : এ সেন্টেনারী ভল্যুম, ১৮৬১-১৯৬১ এর উপর আলোচনা) (উত্তরকাল ১৩৬৯ শ্রা)

চিত্তরঞ্জন ঘোষ। রবীন্দ্র অভিধান (সোমেন্দ্রনাথ বসুর রবীন্দ্র অভিধান দুই খণ্ডের উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

তরুণকান্তি সান্যাল। গ্রন্থপরিচয় (সুনীল কুমার নন্দীর ভিন্নবৃক্ষ ভিন্ন ফুল ও কামাখ্যাশঙ্কর গুহর পত্রলেখার উপর আলোচনা) (ধ্রুপদী ১৩৬৯ শ্রা)

দেবীপদ ভট্টাচার্য। গ্রন্থ পরিচয় (অজিত দত্তের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ও অজিতকুমার ঘোষের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারার উপর আলোচনা) (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা-আশ্বি)

দেবেশ রায়। বাংলা উপন্যাসের ক্রম-বিবর্তন (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তরের উপর আলোচনা)(পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য (ডঃ শিশির কুমার ঘোষের রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্যের উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

নারায়ণ দাশশর্মা। নিন্দুকের প্রতিবেদন (গজেন্দ্র কুমার মিত্রের মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের

সমালোচনা) শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ জ্যৈ)

—নিন্দুকের প্রতিবেদন (বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসের সমালোচনা) (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ আ)

নীহাররঞ্জন রায়। গ্রন্থপরিচয় (বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র দুই খণ্ডের উপর আলোচনা) (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা-আশ্বি)

নৃপেন গোস্বামী। সংস্কৃতির সংজ্ঞা (৬) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাংস্কৃতিকীর উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবিতা (আইজায়া বার্লিনের হিস্টোরিক্যাল ইন এভিটেবিলিটীর উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

প্রদ্যোৎ গুহ। আধুনিক জাপানী সাহিত্য (ডোনাল্ড কীন সম্পাদিত মডার্ণ জাপানীজ লিটেরেচার', তানিজাকির 'পি কী' ও দাজাই-এর 'সোটিংসান' উপন্যাসের উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

বিষ্ণু দে। শিল্পের অভিজ্ঞতা (অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। সমালোচনা (শ্রী পান্থের কলিকাতা ও ডঃ অধীর দের আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারার উপর আলোচনা) (সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা)

ভবতোষ দত্ত। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (বিনয় ঘোষের 'সাময়িক পত্রে বাংলা'র সমাজ চিত্রের উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

মৃগাঙ্ক রায়। তিনজন সাম্প্রতিক ইংরেজ কবি (কিংসলে এ্যামিস, ডম মোরায়েস ও পিটার পোর্টারের কবিতার উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

রণজিত রায়। দুটি সাম্প্রতিক উপন্যাস (বিমল করের খোয়াই ও জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মনসিজের উপর আলোচনা) (উত্তর কাল ১৩৬৯ জ্যৈ)

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। মৌমাছি তন্ত্র ও মানব তন্ত্র (শিবনারায়ণ রায়ের মৌমাছিতন্ত্রের উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

রাম বসু। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতা (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'যত দূরেই যাই'এর উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য এক মার্ক টোয়েন: একটি বিস্মৃত দলিলের পুনরাবিষ্কার (মার্ক টোয়েনের কিং লিওপোল্ডস সলিলোকীর উপর আলোচনা) (উত্তরকাল ১৩৬৯ আ)

সুশীল কুমার গুপ্ত। রবীন্দ্র নাথের গদ্য কবিতা (ধীরানন্দ ঠাকুরের রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার উপর আলোচনা) (উত্তরকাল ১৩৬৯ আ)

সূর্য দত্ত। রঙ্গীন রাজনীতি (ইকবাল নারায়ণের দি পলিটিকস্ অফ সেসিয়ালিজম এ স্টাডি অব দি ইণ্ডিয়ান মাইনরিটি ইন সাউথ

আফ্রিকা ডাউন টু দি গান্ধী—স্মাটস এগ্রিমেন্টের উপর আলোচনা) (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুলা)

হিরণকুমার সান্যাল। বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ (মৈত্রেয়ী দেবীর বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

০৫৯'৯১৪৪ বাংলা সাময়িক পত্র

প্রভাত গুহ। ছোটদের সাময়িক পত্র বিষয়ক প্রস্তাব (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ জ্যৈ)

০৬৮'৫১৪৪ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন

যোগেশচন্দ্র বাগল। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্বকথা ঃ প্রতিষ্ঠা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বি)

০৭৯'৫২ জাপানী সংবাদপত্র

অজিত কুমার দাশ। জাপানী সংবাদপত্রের শতবার্ষিকী (দেশ ১৩৬৯ শ্রা ৪১)

১০০ দর্শন

১০৯ দর্শন—ইতিহাস

ভবানী সেন। দর্শনে সমসাময়িক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাব (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

১৩১'৩৪ মনঃসমীক্ষা

রঙীন হালদার। আর্ট ও মনোবিকলন (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ জ্যৈ)

১৪৪ মানবিকতাবাদ

কালিদাস ভট্টাচার্য। মানুষ ও বিশ্বজগৎ (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বি)

১৮১'৪ ভারতীয় দর্শন

অভেদানন্দ, স্বামী। মৃত্যুরহস্য (ক্র) (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

জ্যোতির্ময়ী দেবী। ভগবৎ সাধনার নানাধারা (ক্র) (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। আত্মার মৃত্যু (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ ভা)

বিনয়কুমার সেনগুপ্ত। প্রেমাভক্তি (উদ্বোধন ১৩৬৯ ভা)

১৮১'৪ ভারতীয় দর্শন—বিবেকানন্দ, স্বামী

কল্যাণ সেন। স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা (উদ্বোধন ১৩৬৯ শ্রা)

পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে (পূর্বপত্র ১৩৬৮—৬৯ চৈ—জ্যৈ)

তামসরঞ্জন রায়। শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ (ক্র) (উদ্বোধন ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

১৮১'৪৫ ভারতীয় দর্শন—শ্রীঅরবিন্দ

অনিলবরণ রায়। মাতৃপূজা (শৃণ্বন্তু ১৩৬৮ কা)

অশোক সেনগুপ্ত। অমরত্বে আমাদের জন্মগত অধিকার (শৃণ্বন্তু ১৩৬৮ মা)

নীরদবরণ। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা (ক্র) (শৃণ্বন্তু ১৩৬৮ অ, কা, পৌ)

প্রমদারঞ্জন ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনের আদর্শ (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

শ্রীঅরবিন্দ। অতিমানসের ক্রিয়াযন্ত্র (ক্র) (শৃণ্বন্তু ১৩৬৮ পৌ, মা)

শ্রীঅরবিন্দ। অমরত্ব (শৃণ্বন্তু ১৩৬৮ পৌ)

—শরীরচর্চা ও দেহের অনন্ত সম্ভাবনা (শৃণ্বন্তু ১৩৬৮ আশ্বি)

—সবই ভগবান (শৃণ্বন্তু ১৩৬৮ অগ্র)

শ্রীমা। অর্থের মূল্য (শাশ্বতী ১৩৬৮ পৌ)
—ধ্যান ও প্রার্থনা (শাশ্বতী ১৩৬৮ অ)
—শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে? (শাশ্বতী ১৩৬৮ কা)

১৮১'৪৮০৯ বেদান্ত—ইতিহাস

বালকরাম ভট্টাচার্য। শঙ্করোত্তর যুগের অদ্বৈতবাদী (ক্র) (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

১৯২ বৃটিশ দর্শন—রাসেল, বার্ট্রান্ড

নিশীথ কর। বার্ট্রান্ড রাসেল (পরিচয় ১৩৬৯ আ)

১৯৫ ইতালীয় দর্শন—ক্রোচে, বেনেদেত্তো

বিনয় সেনগুপ্ত। বেনেদেত্তো ক্রোচে: দার্শনিক মতবাদ ও সৌন্দর্য বিজ্ঞান (কালপুরুষ ১৩৬৯ অ')

২০০ ধর্ম

২৯৪'১ বৈদিক মন্ত্র

রাজমোহন নাথ। কস্মৈদেবায় (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ ভা)

২৯৪'১ বেদমন্ত্র—গায়ত্রী

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। গায়ত্রী শির (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ)
—গায়ত্রী (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্রা)

২৯৪'৩ বৌদ্ধধর্ম

রমা চৌধুরী। বুদ্ধদেব ও নারী (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্র)

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া। বাঙালী মানস বৌদ্ধ সংস্কৃতি (প্রবাসী ১৩৬৯ আ)

২৯৪'৫ দুর্গা স্তোত্র

শ্রীঅরবিন্দ। দুর্গা স্তোত্র (শাশ্বতী ১৩৬৮ আশ্বি)

২৯৪'৫ মনসা পূজা

বিজয়গোপাল বসু, ব্যাকরণতীর্থ। বাঙ্গালায় মনসা পূজা (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা)

২৯৪'৫৯২ মহাভারত—ভীষ্মপর্ব

মনোনীত সেন। ভীষ্মের শরশয্যা (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ শ্রা)

২৯৪'৫৯২ মহাভারত—সাবিত্রী উপাখ্যান

মণিবিন্দু চৌধুরী। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী উপাখ্যান (ক্র) (শাশ্বতী ১৩৬৮ কা, পৌ, মা)

৩০০ সমাজ বিদ্যা

৩০১ সমাজতত্ত্ব

নিখিল বিশ্বাস। শিল্প সমাজ ব্যক্তি (সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা)

৩০১'১৫৪ জনমত

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়। জনমত ও গণতন্ত্র (প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা)

৩০১'৪২৮[১] বিবাহ বিচ্ছেদ

অমল হালদার। বিবাহ বিচ্ছেদ (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ শ্রা)

৩০৯'১৫৪১৪২ সমাজ সমীক্ষা—পশ্চিমবঙ্গ

বসুধারা। সমাজ সমীক্ষা: অবক্ষয়ের পথে বাঙালী মধ্যবিত্ত, এ যুগের মেয়েরা, বিপথগামী যৌবন (বসুধারা আ, শ্রা, ভা)

৩২০'১৫৮ জাতীয় সংহতি

রবি মিত্র। জাতীয়তা না আন্তর্জাতিকতা (সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা)

৩২০.১৫৮০৯৫৪ ভারত—জাতীয় সংহতি

জ্যোতির্ময় লাহিড়ী। জাতীয় ভাবসংহতির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা, অনুবাদ: অণীতা বসু (শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা)

৩৩৮'১০৯৫৪ কৃষি—অর্থনৈতিক দিক —ভারত

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা)

গুলজারীলাল নন্দ। কৃষিই ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ শ্রা)

শ্রীমন নারায়ণ। কৃষিকাজ আমাদের পরিকল্পনার মূল ভিত্তি (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ)

৩৩৮'২৭২০৯৫৪ কয়লা উৎপাদন —ভারত

অনিলকুমার ঘোষ। ভারতে কয়লার চাহিদা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুলা)

আর্থিক প্রসঙ্গ। কয়লা উৎপাদনের নূতন দিক (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ শ্রা)

৩৩৮'২৭২৮২ পেট্রোলিয়ম শিল্প

অয়স্কান্ত, ছদ্ম। ভারতের পেট্রোলিয়ম শিল্প ((অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৫)

৩৩৮'৪৭৬৭৭০৯৫১৪ তাঁত শিল্প— বাংলাদেশ

আর্থিক প্রসঙ্গ। বাংলার তাঁত-শিল্পের আদিকথা (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ শ্রা)

৩৩৯'৪৩ সঞ্চয়

আদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত। জাতীয় বৈষয়িক গবেষণা পরিষদ ও সহরাঞ্চলের পারিবারিক সঞ্চয় (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ)

৩৩৯'৪৩[১] ক্ষুদ্র সঞ্চয়

অচিন্ত্যকুমার রায়। স্বল্প সঞ্চয় (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ)

৩৪১'৬৭ নিরস্ত্রীকরণ

আই. এ. জাকারিয়া। নিরস্ত্রীকরণ ও আফ্রিকা (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুলা)

ল্যাংগে, অস্কার। নিরস্ত্রীকরণ : মানব জাতির বিরাট আশা (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ জুলা)

৩৪৭'৪ চুক্তি আইন

মনীন্দ্রকুমার মজুমদার। চুক্তি আইন (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ শ্রা)

৩৪৭'৯৯৫৪১৪২ কলিকাতা হাইকোর্ট

সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা হাইকোর্টের একশ বছর (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্রা)

৩৫২'০৫৪ পঞ্চায়েৎ—ভারত

গোপাল চক্রবর্তী। ন্যায় পঞ্চায়েৎ (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ শ্রা)

৩৭০'৯৪৯৭৭ শিক্ষা—বুলগেরিয়া

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। বুলগেরিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা (শিক্ষক ১৩৬৯ আ)

৩৭১'১০৯৫৪ শিক্ষক – ভারত

আর্থিক প্রসঙ্গ। শিক্ষকদের কল্যাণ ব্যবস্থা (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ)

৩৭১'১০৯৭৩ শিক্ষক—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

কণা সেনগুপ্ত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষকতা (শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা)

৩৭১'১২ শিক্ষক শিক্ষণ

জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। কর্মরত শিক্ষকের শিক্ষণ ব্যবস্থা (শিক্ষক ১৩৬৯ আ)

৩৭১'৯১৭ তোতলার শিক্ষা

অমল কুমার মিত্র। তোতলা শিশু (শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা)

৩৭২ প্রাথমিক শিক্ষা

স্যাক্সেনা, এস.। প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার শিক্ষা, অনুবাদ : সমীর রায়চৌধুরী (শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা)

৩৭৩ মাধ্যমিক শিক্ষা

অজিতকুমার পাল। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা ও চরিত্র গঠন (শিক্ষক ১৩৬৯ আ)

জ্ঞানদাকান্ত মিশ্র। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরাজী পাঠ্যক্রম (শিক্ষক ১৩৬৯ আ)

প্রমোদ সেনগুপ্ত। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে : ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (গ্রন্থ জগৎ ১৯৬২ অগা)

বিভুরঞ্জন গুহ। বাস্তবানুগ সারবাদ (এসেনশিয়াল রিয়ালিজম) (শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা)

ম্যাকারেনকো, এ্যান্টন সেমীয়নোভিচ। সুসন্তান গঠন সম্পর্কে ম্যাকারেনকো, অনুবাদ : বিভুরঞ্জন গুহ (শিক্ষক ১৩৬৯ আ)

৩৭৯.১৫৬ পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ

জয়ন্ত বসু। পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ প্রসঙ্গে (গ্রন্থজগৎ ১৯৬২ আগ)

সত্যপ্রিয় রায়। পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ (গ্রন্থ জগৎ ১৯৬২ আগ)

৩৮২.৬০৯৫৪ বহির্বাণিজ্য—ভারত

আর্থিক প্রসঙ্গ। বৈদেশিক মুদ্রা ও রপ্তানী বাণিজ্য (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ)

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ শ্রা)

৩৯৪.২০৯৫৪ উৎসব—বাংলাদেশ

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। আমাদের ধর্মোৎসব (কালপুরুষ ১৩৬৯ আ)

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়। সেকালের আমোদপ্রমোদ (ক্র) (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ, শ্রা)

৪০০ ভাষাতত্ত্ব

৪৯১.৪ ভারতীয় ভাষা

রঘুবীর। সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলন (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ শ্রা)

৪৯১.৪৪ বাংলা ভাষা

চিন্মোহন সেহানবীশ। উচ্চশিক্ষার বাহন (উত্তরকাল ১৩৬৯ জ্যৈ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাষা ও রাষ্ট্র (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ)

শান্তি বসু। সংস্কৃতির ভাষা (উত্তরকাল ১৩৬৯ আ)

৪৯১.৪৪০৯ বাংলা ভাষা—ইতিহাস

শিশিরকুমার দাস। কোম্পানীর আমলে বাংলা ভাষা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা-আশ্বি)

৫০০ বিজ্ঞান

৫০১ বিজ্ঞান—দর্শন ও তত্ত্ব

অরুণচন্দ্র গুহ। বিশ্বে গতি; প্রকৃতি ও প্রগতি (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

৫২৩.২ সৌরজগৎ

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ (বসুধারা ১৩৬৯ আ)

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। আকাশ ও পৃথিবী (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা)

৫২৯.৫ পঞ্জিকা সংস্কার

নারায়ণ ভঞ্জ। পঞ্জিকা সংকট (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ জ্যৈ)

ষষ্ঠীচরণ জ্যোতিভূষণ। গ্রহণ ও তিথি পরিক্রমা (বসুধারা ১৩৬৯ ভা)

৫৩০·১১ আপেক্ষিকতাবাদ
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। আপেক্ষিকতাবাদ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুন)

৫৩৪·৫ শ্রুতিপারের শব্দ
অশোক মুখোপাধ্যায়! অতি শব্দের ভূমিকা (প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা)

৫৫১ প্রাকৃতিক ভূতত্ত্ব
শংকর চক্রবর্তী। আকাশ মাটি ও সূর্য (পরিচয় ১৩৬৯ আ)

৫৭২ নৃতত্ত্ব
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্মীর অভিশাপ (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ)

৫৭২·৯৫৪ আদিবাসী, ভারত
কলাদ চৌধুরী। "বনের রাজা" (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৫)

৫৬১·৯৫৪১৪ রাজবংশী জাতি, বাংলাদেশ
ভবানীগোপাল সান্যাল। রাজবংশী জাতির পারিবারিক জীবন (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ জ্যৈ)

৫৭২·৯৬৬৯ পাগানজাতি, নাইজিরিয়া
অতীন্দ্র মজুমদার। ছাগল দিয়ে সাধা-রা নাহি দেয় রাধা (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৬)

৫৭৪·১৯২ জীবরসায়ন
রণজিৎকুমার দত্ত। ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহের গবেষণা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুন)

৫৮০·৩ উদ্ভিদ বিজ্ঞান—অভিধান
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। উদ্ভিদ-অভিধান (ক্র) (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

৫৮১·১৯৪ উদ্ভিদ হরমোন
কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। জিবারেলিক এ্যাসিড (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুলা)

৫৯৭·৩১ হাঙ্গর
মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। হাঙ্গরের কথা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুন)

৬০০·৭৪ টেকনিক্যাল মিউজিয়াম
সন্তোষকুমার মিত্র। বিড়লা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যান্ড.টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুলা)

৬১২·৬৪৭ ভ্রূণের বিকাশ
বংশীধর হাজরা। গর্ভাবস্থায় স্ত্রী পুরুষ ভেদ নির্ধারণ (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ ১৬)

৬১২·৬৮ দীর্ঘায়ুর উপায়
প্রমোদকুমার সেন। দীর্ঘায়ুর উত্তম রহস্য (শুম্বস্তু ১৩৬৮ কা)

৬১৩·৭১ ব্যায়াম
কে. এম. কারিয়াপ্পা। ব্যায়াম শিক্ষা (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ ১৬)

৬১৩·৯৪৩ জন্মনিয়ন্ত্রণ
আমীর চাঁদ। পরিবার নিয়ন্ত্রণ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা)

এ. এস. কাপুর। প্রজনন গবেষণা বিষয়ে আলোচনা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা)

চিকিৎসা জগৎ। পরিবার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে লোকসভায় আলোকপাত, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, গর্ভ-নিয়ন্ত্রণে পুরুষের খাইবার ঔষধ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সমূহ, পরিবার পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা)

টিয়েটজে খ্রিষ্টোফার। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা)

প্রভা মালহোত্রা। জন্মনিয়ন্ত্রণে গর্ভনাশ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা)

সি. চন্দ্রশেখরম। পরিবার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা)

৬১৫'৭ ঔষধ ক্রিয়া

বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। মানুষের জীবনে প্রাণ বিজ্ঞানের প্রভাব (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুন)

৬১৬'১২ হৃদ্‌পিণ্ডের রোগ

হোয়াইট, ডাডলিপল। হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর রোগ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা)

৬১৬'৮৯ মানসিক ব্যাধি

অজিতকুমার দে। মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা)

৬১৬'৯৩১৮ ধনুষ্টঙ্কার রোগ

ধ্রুবপদ রায় চৌধুরী। ধনুষ্টঙ্কার রোগীর কথা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা)

৬১৬'৯৩২ কলেরা

মাতডিয়েফ, এম। মানুষের ঘোর শত্রু কলেরা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা)

৬১৬'৯৩৬৩ ম্যালেরিয়া রোগ

ক্রীলোভা, মারিয়া। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ সাধন (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা)

৬১৬'৯৯১ বাতরোগ

বসন্তকুমার ঘোষ। বাত রোগের আধুনিক চিকিৎসা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা)

৬১৬'৯৯৪ ক্যানসার রোগ

ক্রাইল, জর্জ, জুনিয়ার। ক্যানসার (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা)

৬১৬'৯৯৫ যক্ষ্মা রোগ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। যক্ষ্মা রোগ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা)

৬১৬'৯৯৮ কুষ্ঠ রোগ

অমিয়কুমার মজুমদার। কুষ্ঠ রোগ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুন)

৬১৭'৩ আক্ষেপ রোগ—অস্ত্র চিকিৎসা

হোয়াইট, লাসকোম্ব। আক্ষেপ রোগাক্রান্ত শিশুর পিতামাতাদের চিন্তা লাঘব করার প্রয়াস (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা)

৬১৭'৯৫ প্লাষ্টিক সার্জারী

মিরিস্কি, মার্ক। শরীর তন্তু এবং অঙ্গ অপরের শরীরে স্থাপন বিষয়ে গবেষণা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা)

৬২১'৩১৯০৯৫৪১৪২ বিদ্যুৎ সংবাহন —পশ্চিমবঙ্গ

অশোককুমার দত্ত। বিদ্যুৎ সমীক্ষা (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা)

৬২৪'৫৫০৯৫৪১৪২ হাওড়া ব্রিজ

বসুমিত্র। এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা : হাওড়া ব্রিজের কাহিনী (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা)

৬২৭'১২০৯৫৪ গঙ্গা নদী

সুধীরচন্দ্র সরকার। কলকাতা থেকে হলদিয়া, থেকে ফারাক্কা (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৫)

৬২৯'১৩৮৮ শূন্য পরিক্রমা

অয়স্কান্ত, ছদ্ম। তৃতীয় ও চতুর্থ ভোস্তকের পৃথিবী প্রদক্ষিণ (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৭)

সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়। মহাকাশ ভ্রমণ (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ ১৭)

৬২৯'১৩৮৮৫ গ্রহযাত্রা

অশোককুমার দত্ত। গ্রহযাত্রার ভবিষ্যৎ (প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা)

৬৩১'৪ মাটি

পূর্ণিমা সিংহ। ধূলা মাটি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুলা)

৬৪১'৫ রন্ধন বিদ্যা

সুধীরা হালদার। রান্নাঘর (ক্র) (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ, শ্রা)

৬৫৫'৫ পুস্তক প্রকাশন

আনউইন, স্যর ষ্টানলি। প্রকাশনের মূল কথা, অনুবাদ: সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র (ক্র) (গ্রন্থ জগৎ ১৯৬২ আগ)

গ্রন্থজগৎ। বিদেশ হইতে পুস্তক আমদানীর ক্ষেত্রে সংকট (গ্রন্থ জগৎ ১৯৬২ আগ)

সঞ্জয় মিত্র। পুস্তক প্রকাশে সংকট (গ্রন্থ জগৎ ১৯৬২ আগ)

৬৫৫'৪৫৪ পুস্তক প্রকাশণ—ভারত

অভয়ংকর। ভারতীয় প্রকাশন সংকট (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ)

৬৫৯'১ বিজ্ঞাপন

ক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ। মাদকের মর্যাদা (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা)

৬৬৪'৮ খাদ্য সংরক্ষণ

ইলা ভট্টাচার্য। খাদ্য সংরক্ষণ (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ ১৬)

৬৬৬'৮৮ কৃত্রিম হীরক

আব্দুল হক খন্দকার। কৃত্রিম হীরকের কথা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুলা)

৬৮৮'৭২ খেলনা

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। খেলনার কথা (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা)

৭০০ শিল্পকলা: আমোদ প্রমোদ খেলাধুলা

৭০১ ললিতকলা—দর্শন ও তত্ত্ব

অমর গাঙ্গুলী। সৃষ্টি আর উপভোগ (বহুরূপী ১৩)

আনন্দকুমার স্বামী। শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক অনুবাদ: সুধা বসু (ক্র) (প্রবাসী ১৩৬৯ আ, শ্রা)

নলিনীকান্ত গুপ্ত। শিল্প ও শিল্পী (শুভবস্তু ১৩৬৮ আশ্বি)

৭০১'১৮ শিল্পবোধ

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। শিল্পবোধ (মানস ১৩৬৯ শ্রা)

৭০৪'৯৪২১ নগ্নতা

অসিত ঘোষ। শিল্পে দেহজ নগ্নরূপের সৌন্দর্য দর্শন ও নগ্নতা (মানস ১৩৬৯ শ্রা)

৭১১'৪০৯৫৪৫৬ নূতন দিল্লী—সহর পরিকল্পনা

বেতার জগৎ। রাজধানীর নূতন রূপ (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ ১৬)

৭৪৬'৪৪ সূচীকর্ম

রুচিরা দেবী। কাপড়ের কারুশিল্প (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ, শ্রা)

সুনীরা মুখোপাধ্যায়। নক্সাদার টেবল ক্লথ (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ)

সুরুচি মুখোপাধ্যায়। ছোট ছেলে মেয়েদের পোষাক (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্রা)

৭৪৬'৪৬ কাঁথা শিল্প

কনাদ চৌধুরী। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৭)

৭৪৬'৪১ বাঁশ ও বেতের কাজ

শান্তিপ্রিয় সেনগুপ্ত। বাঁশ ও বেতের কাজ (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ ১৬)

৮০৯.৯১ সাহিত্য ও বাস্তবতা

হার্টলে, এরিক। সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা, অনুবাদ : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (ক্র) (উত্তরকাল ১৩৬৯ বৈ, জ্যৈ, আ)

৮১৩.৫ মার্কিণ উপন্যাস—ফকনার, উইলিয়ম—আলোচনা

অশোক মুখোপাধ্যায়। উইলিয়ম ফকনার (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ শ্রা)

৮২৩.৯ ইংরেজী উপন্যাস—লরেন্স ডেভিড হারবার্ট—আলোচনা

গ্রন্থজগৎ। "লেডী চ্যাটার্লিজলাভার" উপন্যাস অশ্লীল গ্রন্থ নয় (ক্র) (গ্রন্থ-জাগৎ ১৯৬২ আগ)

৮৯১.২ সংস্কৃত সাহিত্য

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। আনন্দবর্ধন ও রস প্রস্থান (বিশ্ব ভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বি)

ভারত কুমার রায়। সংস্কৃত সাহিত্যে রূপজ প্রেমের রূপায়ন (বসুধারা ১৩৬৯ আ)

৮৯১.২২ সংস্কৃত নাটক—কালিদাস—আলোচনা

অমলেন্দু ঘোষ। বাংলায় কালিদাস চর্চা (ক্র) (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ জ্যৈ, আ, শ্রা)

৮৯১.২২০৯ সংস্কৃত নাটক—ইতিহাস ও সমালোচনা

অমল হালদার। সংস্কৃত নাটক প্রসঙ্গে (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯২.৪৩১ হিন্দী কবিতা—রামধারী সিং 'দিনকর'—আলোচনা

মায়া গুপ্ত। কবি রামধারী সিং 'দিনকরের' উর্বশী (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯১.৪৩১০৯ উর্দু কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

অমিতাভ গুপ্ত। ভারতীয় ভাষা : কাব্য পরিচয় উর্দু (ধ্রুপদী ১৩৬৯ বৈ)

৮৯১.৪৩২০৯ হিন্দী নাটক—ইতিহাস ও সমালোচনা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। হিন্দী নাটক ও নাট্য আন্দোলন (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ)

৮৯১.৪৪০৯ বাংলা সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

আরতি সিদ্ধান্ত। প্রগতি সাহিত্যের সংকট (উত্তরকাল ১৩৬৯ আ)

জটায়ু, ছদ্ম। ইদানীং (ক্র) (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

জৈমিনী, ছদ্ম। পূর্বপক্ষ (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৫, ভা ১৬)

নারায়ণ চৌধুরী। বাংলা সাহিত্য ও বোহেমীয় ভাববিলাস (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ জ্যৈ)

নারায়ণ চৌধুরী। সমাজ বিরোধী সাহিত্য ও সরকার (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ আ)

নির্মল বসু। বাংলা রেনেসাঁস পর্বের আলোচনা (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ জ্যৈ)

ভোলানাথ ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাংলা সাহিত্য (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ)

শম্ভু মুখোপাধ্যায়। প্রগতি-সাহিত্যের সংকট (উত্তরকাল ১৩৬৯ জ্যৈ)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তি (উত্তরকাল ১৩৬৯ বৈ)

সুবন্ধু ভট্টাচার্য। প্রগতি-সাহিত্যের সংকট (উত্তরকাল ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯১'৪৪০৯২ বাংলা সাহিত্য—চরিত্র

তপতী মৈত্র। রবীন্দ্র রচনায় চরিত্র সূচী (ক্র) (সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা)

ভব রায়। দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা)

—দেবী চৌধুরাণীর হরবল্লভ ও ব্রজেশ্বর (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ ভা)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—জীবনানন্দ দাস—আলোচনা

অম্বুজ বসু। বাগশিল্পী জীবনানন্দ (পূর্বপত্র ১৩৬৮-৬৯ চৈ-জ্যৈ)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত—আলোচনা

অশ্রুকুমার শিকদার। মেঘনাদবধ কাব্য : নাটকীয়তা (পূর্বপত্র ১৩৬৮ আ-ভা)

ক্ষেত্র গুপ্ত। মধুসূদনের জীবন গোধূলির কবিতা (পূর্বপত্র ১৩৬৮-৬৯ চৈ-জ্যৈ)

বীরেন্দ্র মিত্র। বীরাঙ্গনা কাব্যের পুনর্বিচার (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯১'৪৪১[১] বাংলা কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আলোচনা

জগদীশ ভট্টাচার্য। কবি মানসী ২ খণ্ড : কাব্যভাষ্য (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ আ)

—বালগোপালের ব্রজধামে (ক্র) (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ শ্রা)

প্রবাসজীবন চৌধুরী। রবীন্দ্র-কাব্য দর্শনে মৃত্যুর রূপ (দেশ ১৩৬৯ শ্রা ৪০)

প্রবোধরাম চক্রবর্তী। "আমি নারী মহীয়সী", (ধ্রুপদী ১৩৬৯ ভা)

বিশ্বনাথ সাহা। রবীন্দ্র-নাট্যে নারী (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ জৈ)

শীতাংশু মৈত্র। রবীন্দ্র সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব (ক্র) (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ জৈ, আ)

—রবীন্দ্রনাথ ও রোম্যাণ্টিসিজম (উত্তর-কাল ১৩৬৯ শ্রা)

সত্যজিৎ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাট্য (পূর্বপত্র ১৩৬৮ আ-ভা)

৮৯১'৪৪১০৯ বাংলা কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

অজিত দত্ত। আধুনিক কাব্যের ধারা (বেতার জগৎ ১৯৬২ আ ১৬)

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈরবৃত্ত কাল ও সাম্প্রতিক কবিতা (ধ্রুপদী ১৩৬৯ আ)

কৃষ্ণ ধর। কবিতার ধর্ম ও ক্রুদ্ধ দশক (উত্তরকাল ১৩৬৯ বৈ)

দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা মঙ্গল কাব্য ও রবীন্দ্র নাথ (প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা)

ত্রিদিব সরকার। কবিতার ধর্ম ও ক্রুদ্ধ দশক (উত্তরকাল ১৩৬৯ শ্রা)

পবিত্র মুখোপাধ্যায়। আলোচনা : আধুনিক কবিতা ও ক্রুদ্ধ দশক (উত্তরকাল ১৩৬৮ আ)

ভবানীগোপাল সান্ন্যাল। কাব্য নাট্য (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মনসা মঙ্গল (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কিছু নতুন কবিতার বই সম্পর্কে ইতস্ততঃ (ধ্রুপদী ১৩৬৯ ভা)

সুশীলকুমার গুপ্ত। আলোচনা : কবিতার ধর্ম ও ক্রুদ্ধ দশক (উত্তর কাল ১৩৬৯ জ্যৈ)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। কয়েকটী নায়ক : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পরিচয় ১৩৬৯ আ)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আলোচনা

অরুণকুমার মুখোপধ্যায়। শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯১'৪৪৩[১] বাংলা উপন্যাস—রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর—আলোচনা

বলাই দেবশর্মা। রবীন্দ্রনাথের গোরা গোরা ও শরৎচন্দ্রের নববিধান (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্রা)

স্মরণকুমার আচার্য। রবীন্দ্রনাথের একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস (দেশ ১৩৬৯ শ্রা ৪০)

৮৯১'৪৪৩০৯ বাংলা উপন্যাস—ইতিহাস ও সমালোচনা

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসে বাস্তব চেতনা (প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯১'৪৪৩১ বাংলা ছোট গল্প

অচ্যুত গোস্বামী। বাংলা ছোট গল্পে সঙ্কট (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ আ)

৮৯১'৪৪৩১ বাংলা ছোট গল্প—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

গাঙ্গুলি, এ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (বিংশ শতাব্দী ১২৬৯ শ্রা).

৮৯১'৭৩৩ রুশ উপন্যাস—ডস্টয়েভস্কি —আলোচনা

মলয় রায় চৌধুরী। অপরাধ প্রসঙ্গে ডস্টয়েভস্কি (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ)

৯০০ ইতিহাস : জীবনী : ভুগোল : ভ্রমণ ও বিবরণ

৯১৪'৯২ হল্যাণ্ড - বিবরণ

অশোককুমার ভট্টাচার্য। পশ্চিমের পাতাল নগরী হল্যাণ্ড (দেশ ১৩৬৯ শ্রা ৩৮, ৩৯)

৯১৫'৪ ভারত—বিবরণ

স্বামী বিবেকানন্দ। ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ ? (উদ্বোধন ১৩৬৯ ভা)

৯১৫'৪ সংস্কৃতি—ভারত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভারতের সংস্কৃতি (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ জ্যৈ)

৯১৫ ৪১৪২ পশ্চিমবঙ্গ—ভ্রমণ

গৌরদাস বসু। পর্যটক শিল্প ও পশ্চিম বাংলা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ)

৯১৬'৩ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—সমাজ জীবন

বুদ্ধদেব বসু। মার্কিণী জীবন (ক্র) (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৫ ভা ১৬, ১৭)

৯২০ জীবনী

অম্বুজ বসু। জীবনী প্রসঙ্গ (পূর্বপত্র ১৩৬৮-৬৯ চৈ-জ্যৈ)

৯২০'০৫৪১৪২ পশ্চিমবঙ্গ—জীবনী

বসুমতী। চারজন : প্রফুল্লচন্দ্র সেন, আশাপূর্ণা দেবী, নীতিশ চন্দ্র লাহিড়ী, গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

৯২১'৯১৪ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—জীবনী ও আলোচনা

কালিদাস নাগ। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা)

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

আশ্বিন ১৩৬৯

এস. সিদ্দিক খান

বাঙলা মুদ্রণের গোড়ার যুগের ইতিহাস

বাঙলা হল পুরানো বাঙলা প্রদেশের ভাষা। বাঙলা প্রদেশ আজ আধুনিক ভারত ও পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে বিভক্ত। কলকাতাকে রাজধানী করে পশ্চিম বাঙলা ভারতে অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ব বাঙলা বা পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকা। এই প্রবন্ধের শিরনামায় ব্যবহৃত 'বাঙলা-মুদ্রণ' বলতে বাঙলা ভাষায় মুদ্রণের কথাটাই বুঝতে চেয়েছি, যদিও স্বভাবতই বাঙলা দেশের গন্ডীর মধ্যে তা সীমায়িত থাকবে। ১৭৫৭ সালে পলাসী যুদ্ধের পর ইংরেজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলে সেই সময় থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময়ের আলোচনা এই প্রবন্ধের মূল বিষয়।

ঐতিহাসিক পূর্ব কথা

কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় যে গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে চীনদেশের মত কাঠের ব্লক করে মুদ্রণ-পদ্ধতিতে ছাপানর চেষ্টা হয়েছিল।[১] কিন্তু সঞ্চালনশীল ধাতব হরফ দিয়ে মুদ্রণের প্রচলন এদেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশকদের এবং মিশনারীদের[২] প্রচেষ্টাতেই হয়েছে। যীশুইটরা পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়াতে ১৫৫৬ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করে এবং পরে অন্যান্য পর্তুগীজ কেন্দ্রেও ছাপানর ব্যবস্থা করে। খৃষ্টের বাণী প্রচার করতে নেমে ১৫৭৮ সালে কুইলন সহরে পর্তুগীজ যীশুইটরা তামিল ভাষায় তামিল হরফে একটি বই ছাপায়। ভারতে অন্যান্য ইউরোপীয় কেন্দ্রেও মুদ্রণ বিষয়ে কিছু উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এবং কিছু ভারতীয়ের পক্ষে কাজটি গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না। কিছু নথীপত্র থেকে জানা যায় যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহায়তায় ভীমজী পারেখ বোম্বাইতে ১৬৭৪-৭৫ সালে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এথেকে মুদ্রিত কোন বই এখন পাওয়া যায় না। ডেনমার্কের এক মিশনারী বার্থলোমিউ জিগেনবাল

১৭১২ সালের সমসময়ে ট্রাংকুবারে একটি ছাপাখানা খোলেন, এতে তামিল হরফে ছাপানর ব্যবস্থা ছিল। এর কিছু পরে, ১৭৭১-৭২ সালে রোমে 'সোসাইটি ফর্ দি প্রপাগেশন্ অফ্ ফেৎ' সংস্কৃত (দেবনাগরী) এবং মালাবার (তামিল ও মালয়ালম) হরফ খোদাইয়ের ব্যবস্থা করে।

বাঙলা দেশে পর্তুগীজ

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজরা তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশ গুছিয়ে নেবার পর বণিকরা ও মিশনারীরা দেশের অন্যত্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে সুরু করল। বিনা কালক্ষেপে তারা বাঙলার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করল—বাঙলা দেশের সমৃদ্ধি ও জনসম্পদের খ্যাতি কয়েকশ' বছর আগে থাকতেই আরবীয় ও ইউরোপীয় পরিব্রাজকের মারফত প্রচারিত ছিল। নুনো দা কুন্হা (গভর্ণর ১৫২৯—৩৮) ১৫৩৩ সালে চট্টগ্রামে (পোর্টো গ্রান্ডি) পাঁচটি জাহাজের একটি অভিযান প্রেরণ করেন। ১৫৮১ সালের পর থেকে একটি বাণিজ্য জাহাজ পূর্ব-বাঙলার এই বন্দরটিতে প্রতি বছর এসে ভিড়ত। বাণিজ্যিক উপনিবেশ এবং মিশনারী কেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগল। নাগরি-তেও একটি কেন্দ্র গড়ে উঠল। বাঙলা ভাষায় প্রথম তিনটি বই মুদ্রণের সঙ্গে এই কেন্দ্রটি জড়িত।

অনেকগুলি নথী থেকে বোঝা যায় যে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাঙলা বইএর প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারী বাঙালীদের মধ্যে কাজ করার জন্যে পর্তুগীজ মিশনারীদের প্রধান ফাদার মারকস এন্টনিও সান্টুকি নলুয়া কট্ থেকে গোয়া কর্তৃপক্ষকে লিখলেনঃ "ফাদারেরা [ইগন্যাটিয়াস গোমেস, মানোয়েল সুরাইভা এবং নিজে] তাঁদের কর্তব্যে বিফল হন নি; ভাষাটা তাঁরা ভালই শিখেছেন, শব্দতালিকা ও ব্যকরণ তৈরী করেছেন এবং স্বীকারোক্তি ও প্রার্থনা রচনা করে নিয়েছেন; তাঁরা খৃষ্টের বাণী অনুবাদ করেছেন—এগুলোর কোনটিরই এ পর্যন্ত কোন অস্তিত্ব ছিল না"।[৩] পূর্ব-বাংলার শ্রীপুর থেকে ফ্রান্সিসকো ফার্ণান্দেজ গোয়ায় তাঁর মিশনারী উর্ধ্বতনকে লিখে জানান যে খৃষ্টের বাণীর মূল ব্যাখ্যা করে তিনি একটি পুস্তিকা লেখেন এবং প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতিতে একটি বই লেখেন। তাঁর মিশনারী সহযোগী ডোমিনিক দা সাউজা এই বই দুটি বাঙলায় অনুবাদ করেন বলে মনে হয়।[৪] বহু আগে ১৭২৩ সালেও ফাদার বারবিয়ার কর্তৃক বাঙলায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে রচিত একটি ছোট বইএর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫]

উল্লিখিত বইগুলির কোনটিরই এখন আর অস্তিত্ব নেই এবং এটা জানা যায় না যে বইগুলি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা। যাহোক, এর কিছুকাল পরে ভারতের বাইরে কিছু বই বাঙলায় মুদ্রিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য হল ফাদার ম্যানোয়েল দ্য আসুম্পুকাও-র নামের সঙ্গে জড়িত তিনটি বই। তিনি ছিলেন আগষ্টানিয়ান (an Augustinian) এবং ১৭৩৪ সালে বাঙলায় আসেন। টলেন্টিনোয়

সেণ্ট নিকলাস-এর মিশনের রেক্টররূপে তিনি ১৭৪২ সালে ঢাকা জেলার ভাপয়ালের সন্নিকটে নাগোরি-তে ক্যাথলিক গীর্জার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।[৬] "নব দীক্ষিতদের সহজে শিক্ষা দেবার জন্যে" তিনি বই লিখেছিলেন।

তাঁর 'Catechisms de doutrina christaa' ১৭৪২ সালে লিসবনে ফ্রান্সিসকো দ্য সিলভা মুদ্রিত করেন। এর বাঙলা এবং পর্তুগীজ ভাষান্তর দুটোই রোমান হরফে দু-কলমে ছাপা হয়েছিল। ভূষণার যুবরাজ হিন্দুধর্ম থেকে দীক্ষিত হন। তাঁর রচিত একটি বাঙলা বইয়ের মূল থেকে ম্যানোয়েল দ্য এ্যাসাম্পুকাও অনুবাদ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭]

ফাদার ম্যানোয়েল রচিত দ্বিতীয় বই Compendio dos mysterios da fe ১৭৪৩ সালে লিসবনে দ্য সিলভা কর্তৃক মুদ্রিত হয়। বাঁদিকের পৃষ্ঠা বাঙলায় এবং ডানদিকের পৃষ্ঠা পর্তুগীজে দুটো ভাষাই রোমান হরফে ছাপা হয়েছিল। এই বইটি Cathecismo da doutrinaã ordenando Por mods de dialoge em idiome bengalle e portuguez নামেও পরিচিত। বইটি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ'— বাঙলা নামেও খ্যাতি লাভ করে।

তৃতীয় বই Vocabulario em idioma bengalla es bengalla e portuguez dividido em duas partes. ১৭৪৩ সালে লিসবনে দ্য সিলভা মুদ্রিত করেন। এর মধ্যে বাঙলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাঙলা শব্দাবলী দুটো অংশে সন্নিবিষ্ট আছে। তার আগে সাহায্যকারী হিসাবে বাঙলা ব্যকরণ সংযুক্ত হয়েছে।[৮] সারা বইটাই রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছে।

অন্য দুটো বাঙলা বই বেণ্টো দ্য সেলভেস্ত্রে (বা দ্য সুজা) কর্তৃক রচিত। এক সময়ে তিনি ক্যাথলিক মিশনারী ছিলেন, পরে প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। Book of Common Prayer থেকে তাঁর আংশিক অনুবাদ 'প্রার্থনামালা' এবং 'প্রশ্নোত্তর-মালা' নামে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। বই দুটোই রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।

এই মিশনারী প্রকাশনা থেকে দেশীয় সাহিত্যের কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি হল না। প্রথমত এই ধরণের ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত প্রকাশনার আবেদন সাধারণ লোকের কাছে বিন্দুমাত্র নেই। দ্বিতীয়ত, তদানীন্তন বাঙালীদের ভাষা ও সাহিত্যের ওপর মুদ্রণের সম্ভাব্য কল্যাণকর প্রভাব বোঝার মত শিক্ষা বা সামাজিক সংস্থা ছিল না। শেষত, বাঙলা শিক্ষা জগতে অলীকবাদ ও নেতিবাদের আধিপত্য তখন বিরাজ করত নাথানিয়েল ব্যাসী হল্‌হেড-এর (১৭৫১-১৮৩০)[৯] এবং উইলিয়ম কেরী-র (১৭৬১-১৮৩৪)[১০] মত স্বাধীনচেতা এবং যোগ্য বোদ্ধারা অষ্টদশ শতকের শেষের দিকে এবং নবম শতকের গোড়ার দিকের বাঙলা বই সন্ধান করতে গিয়ে বইয়ে প্রচণ্ড অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। হল্‌হেড তাঁর স্মরণীয় বাঙলা ভাষার ব্যকরণ সংকলন করতে গিয়ে বাঙলা গ্রন্থকারদের রচনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও মাত্র ছয়খানি লুপ্ত বইয়ের সন্ধান পান বলে অভিযোগ করেন। এর মধ্যে মহাকাব্য

রামায়ণ ও মহাভারত অন্তর্ভুক্ত, অবশ্যই হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আকারে অন্যান্য-গুলির মত। বাঙলা এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত উইলিয়ম কেরী পরবর্তীকালে বাঙলার সংস্কৃতি ও ধর্মকেন্দ্র নবদ্বীপে গিয়ে কঠিন পরিশ্রমসাধ্য অনুসন্ধান চালিয়ে মাত্র চল্লিশখানা বাঙগালায় হস্তলিখিত পুঁথি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

সাহিত্য ও বইয়ের এই বন্ধ্যা দীন দৃশ্যের পটভূমিকায় বাঙলা বই প্রকাশনা-ধারার মঞ্চ স্থাপিত হচ্ছিল। এই অগ্রগতির মূল হল রাজনৈতিক। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঐশ্বর্যময় বাঙলা প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ ভার পেল। দুর্বল নবাব, কুচক্রী পরিষদ ও জনসাধারণের হাত থেকে তরোয়াল কুটনীতি ও ষড়যন্ত্রের সুনিপুণ সমন্বয়ে কোম্পানি ১৭৭২ সালেই বাঙলার শাসনভার দখল করেছে। পরবর্তীকালে দেশের ওপর কর্তৃত্ব সুসংবদ্ধ করায় উদ্দেশ্যে বাঙলা ভাষার উন্নতির প্রতি আগ্রহ দেখাতে লাগল। বাঙলায় কথোপকথন বা সাহিত্যের প্রতি কোন আন্তরিক অনুরাগ-এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ মোগলের আমল থেকে প্রচলিত এতদিনের গতানুগতিক পারসী ভাষার মাধ্যমে কর্তৃত্বের কাঠামোটাকে ধ্বংস করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।[১১] যাহোক, বাঙলা ভাষার উন্নতি হতে লাগল তা সত্বেও।

কোম্পানি তার কর্মচারীদের বাঙলা শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সিঁড়ি হিসাবে বাঙলা ছাপাখানার উন্নতিতে উৎসাহ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করল। হলহেড, কেরী এবং ন্যাথানিয়েল পিট্স্ ফরস্টার এর মত ইংরেজ ভারততত্ত্ববিদ্রা বিশুদ্ধ সংস্কৃত বহুল বাঙলা ভাষার শিক্ষা দেবার কড়া সমর্থক ছিলেন। মুসলিম-বাঙলা সহ ইসলামীয় ভাষাগুলির প্রতি আক্রমণ সুরু হল। ইংরেজ সমর্থকদের অবিরাম প্রচেষ্টার সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার সহায়তায় ১৮৩৮ সালে একটি আইন বিধিবদ্ধ হল—তাতে কোম্পানীর শাসন এলাকায় কোন আদালতে আরবী ও পার্শীভাষা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হল।

অ-ইসলামীয় দেশীয় ভাষাগুলিতে রচনার উন্নতি খুব দ্রুততালে এগোতে লাগল। ১৭৫৫ সালের পরে দেশীয় ভাষায় লিখিত সাধারণ বিজ্ঞপ্তিগুলি বাজারে লটকান হতে লাগল। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে বাঙলার গভর্ণর হন এবং ১৭৭৩ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। কোম্পানির ভারতীয় প্রজাদের প্রতি কর্তব্য যেন নিষ্ঠা দেখান হয়—এ বিষয়ে ইংরেজ সিভিলিয়ান বা রাইটার্সদের সুশিক্ষা দেবার জন্যে তিনি গভীর আগ্রহ দেখান। ভারতীয় ভাষার শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যিক করা হল এবং ফোর্ট উইলিয়ম ও হেইলবারি কলেজের পাঠমালায় এর ওপর জোর দেওয়া হল। হলহেড, উইলকিন্স, গ্ল্যাডউইন, জোন্স প্রভৃতি ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে হেস্টিংস তাঁদের কাছে এই সব ছাত্রদের উপযুক্ত বই লিখে দেবার জন্য সবিশেষ ব্যগ্রতা দেখাতেন।

ভারতীয় ভাষায় অধ্যয়ন ও বই রচনায় ইউরোপীয় (ও পরে ভারতীয়) পণ্ডিতদের উৎসাহ দেবার নীতিটির সম্প্রসারণ করা হল। ইংরেজ সমাজসেবক ও রাজনৈতিক কর্মী উইলিয়ম উইলবারফোর্স ১৭৯৩ সালে (ভারতে তখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর জেনারেল) পার্লামেণ্টে প্রস্তাব করেন যে ভারতীয় প্রজাদের আরো ভাল এবং বেশী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করুক। [১২] এলে ইউরোপীয় মিশনারীদের ও শিক্ষিত সাধারণের ক্রিয়াকলাপে এবং ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় অনেক সহায়তা হল। খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং ভারতে এক শ্রেণীর উন্নত ইউরোপীয় সিভিলিয়ান তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই ছাপাখানাগুলি স্থাপিত হলেও তারা সাধারণ শিক্ষার মান উন্নয়ন করার জন্যে আংশিকভাবে কাজ করতে লাগল। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং বাঙলায় সাধারণ শিক্ষা প্রসারে প্রথমে পরোক্ষভাবে এবং শেষত প্রত্যক্ষভাবে এই ছাপাখানাগুলি সহায়তা করেছিল।

বাঙলার মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে দুটি স্মারক-স্তম্ভ আছে। একটি ১৭৯৯ সালে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা এবং অপরটি লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ সালে "তরুণ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে" ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা। মার্কুইস অফ্ হেস্টিংস (তখন গভর্ণর-জেনারেল), বাটারওয়ার্থ বেইলি, উইলিয়ম কেরি প্রভৃতির সমর্থনে ১৮১৬ সালে ক্যালকাটা বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

বাঙলায় ছাপাখানা

১৭৭৮ সালে হুগলীতে মিঃ এণ্ড্রুজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাই হল বাঙলার প্রথম ছাপাখানা। এখানেই হলহেডের ব্যকরণ মুদ্রিত হয়। এ সম্পর্কে এর বেশী আমাদের জানা নেই। ১৭৮০ সালে জেমস্ অগাস্টাস হিকি বেঙ্গল গেজেট প্রেস প্রতিষ্ঠা করলেন—এ থেকেই নিন্দারটনাকারী বেঙ্গল গেজেট বা চলতি কথায় হিকির গেজেট প্রকাশিত হতো। ১৭৮৪ সালে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন[১৩] ক্যালকাটা গেজেট প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন—এথেকে সরকারী গেজেট ছাপা হ'তো এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক ছাপার কাজ করা হ'তো। কিছু পরে সরকার নিজের ছাপাখানা বাঙলা হরফ-নির্মাণের জনক চার্লস উইলকিন্স-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি প্রেসের সাময়িক পরিচালকও ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ক্যালকাটা ক্রনিক্ল প্রেস, পোস্ট প্রেস, কেরিস এণ্ড কোম্পানি এবং রোজারিও এণ্ড কোম্পানি—প্রেসগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মনে হয়।

১৭৯৯ সাল থেকে বাধানিষেধ ও সেন্সরপ্রচার যুগ সুরু হ'ল। সমরকালীন সাবধানতা হিসাবে মার্কুইস অফ্ ওয়েলেসলি কড়াভাবে প্রেসের স্বাধীনতা হরণ করলেন দুটি কার্যসূচীর দ্বারা; প্রথমত কলকাতায় মুদ্রণ ও প্রকাশন বিষয়ে বাধা-নিষেধ আরোপ করে এবং দ্বিতীয়ত সহরের বাইরে কোনকিছু ছাপান নিষেধ করে

দিয়ে। এই অবস্থা চলল ১৮১৮ সাল পর্যন্ত; তখন মার্কুইস অফ্ হেস্টিংস প্রেসের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। এর পরে অধিক সংখ্যায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হতে লাগল, এর মধ্যে ভারতীয় মালিকানায় ছাপাখানাও ছিল। ১৮২৫-২৬ সালে শুধু কলকাতাতেই প্রায় চল্লিশটা ছাপাখানা ছিল। বড় ছাপাখানাগুলির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, এর সংগে সংযুক্ত হলো—বহুবাজারের ল্যাভেন্ডিয়ার প্রেস, ইন্টালির পিয়ার্স প্রেস এবং ধর্মতলায় প্রতিষ্ঠিত রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ইউনিটারিয়াল প্রেস। ১৮০৬-৭ সালে খিদিরপুরে প্রতিষ্ঠিত বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্র দেবনাগরী হরফে হিন্দী ও সংস্কৃত ছাপায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অন্যান্য ছাপাখানাগুলির মধ্যে ছিল মির্জাপুরে মুন্সি হেদায়েতুল্লার মহম্মদী প্রেস, হিন্দুস্থানি প্রেস এবং কলেজ প্রেস।

বাঙলায় আদি হরফ ঢালাইকারী

বাঙলা বর্ণমালার প্রথম হরফগুলি ভারতীয় ভাষায় অন্যান্য বর্ণমালার হরফ ঢালাইয়ের মত বিদেশে চালাই করা হয়েছিল। জিন দ্য ফনটেনি, গুই টাকার্ড, ইটিনে নোয়েল এবং ক্লদ দা বেজে[১১] —এই জিসুইট ফাদারদের রচিত একটি বইয়ে প্রথম বাঙলা হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল। বইটির শিরনামায় লিখিত ছিল observations physiques et mathematiques pour servir à l'histoire naturelle। ১৬৯২ সালে বইটি প্যারিসে প্রকাশিত হয়। জর্জ জ্যাকব খের কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় রচিত, Aurenk Zzeb (ঔরংগজেব) এবং ১৭২৫ সালে লিপজিগে মুদ্রিত বইটিতে বাঙলা বর্ণমালা সন্নিবিষ্ট ছিল। এই বইটিতে বাঙলায় ১ থেকে ১১ পর্যন্ত সংখ্যা দেওয়া ছিল বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল এবং সার্জেন্ট উৎকগ্যাং মেয়ের জার্মান নামটির বাঙলায় বর্ণান্তরিত ছিল। এই হরফগুলির নকল করে জোহান ফেডারিক ফ্রিজ তাঁর Orientalischer und occidentalischer sprachmeister গ্রন্থে ১৭৪৮ সালে লিপজিগ থেকে ছাপান। ১৭৪৩ সালে লিডেন থেকে প্রকাশিত Miscellane Oriental-এ জোন্স জশুয়া কেটেলিয়ার লিখিত একটি হিন্দুস্থানী ব্যকরণ মুদ্রিত হয়। এতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণ সহ প্রায় সম্পূর্ণ বাঙলা বর্ণমালা মুদ্রিত হয়, এর নাম নেওয়া হয় alphabetum grammaticum. এই হরফগুলি ঢালাইয়ের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না এবং হস্তলিপির মোটামুটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এগুলি তৈরি করা হয়েছিল।

বাঙলা হরফের ইংরেজ ঢালাইকারী

ভারতে ইংরেজ স্বার্থের সংগে সংগতি রেখে ইংরেজ হরফ ঢালাইকারীরা বাঙলা হরফের সমস্যাটা তুলে নিল। এই কাজে নিযুক্ত ঢালাইকারীদের মধ্যে ছিলেন জোসেফ জ্যাকসন। লণ্ডনের ক্যাসলন ফাউন্ড্রিতে তিনি মাজাঘসার কাজ করতেন তা থেকে পরে ক্যাসলন কর্তৃপক্ষের বাধা সত্বেও নিজের চেষ্টায় দক্ষতা অর্জন করে পাঞ্চ-কাটারের পদ অধিকার করেছিলেন। নিজের ঢালাইখানা খুলে তিনি প্রাচ্যের বিবিধ হরফ ঢালাই করতেন। ১৭৭৩ সালের একটি তালিকা থেকে জানা যায় যে তিনি হিব্রু, পারশী এবং

বাঙলা হরফ মজুত রাখতেন। বাঙলাকে বলা হয়েছিল "আধুনিক সংস্কৃত" এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছিল "বাঙলার প্রাচীন অধিবাসী হিন্দুদের প্রাচীন হরফের বিকৃত রূপ"। রো মোরেস অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীভুক্ত ডাচ অভিযাত্রী উইলিয়ম বোল্টের কাছ থেকে জ্যাকসন বাঙলা হরফ সরবরাহের অর্ডার পান।[১৫] উইলিয়ম বোল্ট ছিলেন "কলকাতা মেয়র কোর্টের" বিচারক।

প্রাচ্য ভাষা সমূহের অধ্যয়নে উৎসাহ দেবার নীতির কার্যসূচী হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা ভাষার একটি ব্যাকরণ তৈরি করে দেবার জন্যে বোল্টকে কর্মভার দেন। একজন বিরাট প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হওয়া সত্ত্বেও এবং খুব উদ্যমশীল ও উদ্ভাবনশীল লোক হলেও ১৭৬৬—৬৮ সালে কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের পরিণতি হিসাবে ভারত থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। দৃশ্যতঃ বাঙলা হরফ খোদাই-এর ব্যাপারে তিনি নাজেহাল হচ্ছিলেন। রীড লেখেন, "যদিও এই ধরণের জটিল হরফ খোদাইয়ের ব্যাপারে সর্ব বিষয়ে তিনি দক্ষ ছিলেন, তাঁর তৈরি করা নমুনা থেকে জ্যাকসন যে হরফ তৈরি করেন, তা তেমন সন্তোষজনক হয় নি, কিছু দিনের মত কাজটি পড়ে রইল; কয়েক বছর পরে চার্লস উইলকিন্স আরও যোগ্যতা ও পারদর্শীতার সঙ্গে কাজটি করেন।"[১৬] বোল্টের হরফ-খোদাইয়ের প্রচেষ্টা সম্পর্কে হলহেড মন্তব্য করেছেন: "লণ্ডণের যোগ্যতম শিল্পীদের দিয়ে মিঃ বোল্ট…একপ্রস্থ হরফ তৈরি করার চেষ্টা করেন; তাঁর প্রকাশিত নমুনার সহজতম অংশ, এমন কি মৌলিক বর্ণগুলিরও হরফ তৈরি করতে তিনি এমন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হন যে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, নতুন প্রচেষ্টার রূপায়ণ যেমন সর্বদাই উন্নতি সাপেক্ষ, তেমনি তাঁর প্রচেষ্টা সফল হলে তার চেয়ে বেশী এগোত।[১৭] এই অসাফল্যে বোল্টের মত জ্যাকসনকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন অফিসার ক্যাপটেন উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক তাঁর Grammar and Dictionary of the Hindui Language বইটির জন্যে তাঁরই তত্ত্বাবধানে জ্যাকসন অনেক উন্নত দেবনাগরী হরফ তৈরি করে দেন।

ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড অনূদিত the code of Gentoo Laws-এর উল্লেখ করতেই হয়। ১৭৭৭ সালে প্রকাশিত এই বইটিতে বাঙলা ও দেবনাগরী হরফের একটি করে পৃষ্ঠা সংবলিত ছিল।[১৮]

বাঙলা লেখকের হাতের লেখার টানের হরফগুলির নিকটতম নকল করার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে সকলেই ব্যর্থ হন। ঐ হরফগুলিকে আদর্শ করে নিয়ে হরফ খোদাইকারীরা তাদের নিজেদের মেজাজ খেয়ালখুশী ও আন্দাজ মিশিয়ে দিতেন। বর্ণ বর্ণমালার হরফ খোদাইয়ের পথিকৃৎরাই এই ভুলটা করেছেন। ইউরোপের আদিযুগের মুদ্রকদের সম্পর্কে পোল্ক মন্তব্য করেছেন "এমনকি ক্লান্তিহীন অধ্যাবসায়ের সঙ্গে অবিরাম চেষ্টা করতেন হাতেরলেখার টান এমন নিখুঁত ভাবে নকল করতে যাতে তাঁদের শৈলী হুবহু হাতের লেখা পাণ্ডুলিপির মত দেখায়"।[১৯]

চার্লস্ উইলকিন্স এবং হলহেডের "ব্যকরণ"

১৭৭৮ সালে হলহেডের A Grammar of the Bengal Language প্রকাশনাকে বাঙলা হরফ-বিজ্ঞান, মুদ্রণ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলতে হয়। কলকাতা থেকে ১৫ মাইল দূরবর্তী একটি ছোট সহর হুগলীতে মিঃ এন্ড্রুজের ছাপাখানায় এই ঐতিহাসিক বইটি ছাপা হয়। চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯ ?—১৮৩৬)[২০]-এর প্রচণ্ড ও অক্লান্ত উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার ফলে এই অসামান্য সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। উইলকিন্সকে বলা হ'ত বাঙলার ক্যাক্সটন।

আনুমানিক একুশ বৎসর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির "রাইটার"-এর[২১] চাকরী নিয়ে তিনি সমুদ্র পেরিয়ে বাঙলায় আসেন। অন্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মত তিনিও খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত ও পারসী অধ্যয়ন করেন। তা ছাড়াও এই ভাষাগুলিতে হরফ তৈরি করার বিষয়ে তিনি গবেষণা করতেন। এই সময়ে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রশাসনিক হিসাবে তাঁর প্রতিহত কর্মজীবন সত্ত্বেও তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু আইন এবং রাষ্ট্রতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা The Code of Gentoo Law প্রকাশ করতে হলহেডকে তিনিই প্রেরণা দেন। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি A Grammar of the Bengali Language সংকলন করেন।

হলহেডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে তিনি দেখলেন যে ঢালাই-করা বাঙলা হরফ পাওয়া যায় না। জ্যাকসনের বাঙলা হরফ ঢালাই অসমাপ্ত এবং সন্তোষজনক নয়। এই দুর্ভাগ্যে তিনি হেস্টিংস্-এর কাছে গিয়ে মনে হয় উইলকিন্সের কথা বললেন। উইলকিন্স সৌভাগ্যবশত তখন কোম্পানির হুগলীর কারখানার হরফ ঢালাইকার ছিলেন। ফলে উইলকিন্সের বাঙলা ঢালাই হরফ উদ্ভব হ'ল। "গভর্ণর জেনারেলের অনুরোধ এবং ব্যগ্রতায় উইলকিন্স একপ্রস্থ বাঙলা হরফ তৈরি করার কাজে মন দিলেন। তাঁর সাফল্য প্রশংসাতিরিক্ত। ইউরোপীয় শিল্পীদের সমস্ত সহায়তা থেকে বিচ্ছিন্ন এই দেশে তিনি নিজেই ধাতুবিশেষজ্ঞ, খোদাইকার, ঢালাইকার এবং মুদ্রকের বিভিন্ন দায়িত্ব, নিতে বাধ্য, হয়েছিলেন।"[২২] যে ধরণের কাজে এক যুগ লেগে যায় এবং বহুলোকের সহযোগিতা দরকার হয় তেমনি একটি কাজে মাত্র ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি দক্ষতার সঙ্গে সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলে অভিনন্দিত হন।

উইলকিন্সের সাফল্যের বিচার করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রোমান বর্ণমালায় স্বল্প সংখ্যক হরফের জায়গায় ভারতীয় বর্ণমালায় গড়পড়তা ছয়শোর বেশী হরফ আছে। এর মধ্যে স্বরবর্ণের সংকেত চিহ্ন এবং যুক্তাক্ষর আছে। এই ধরণের বর্ণমালায় কাজ করতে চাই অনেক বেশী কঠিন পরিশ্রম, সময়ক্ষেপ এবং অধিকতর দক্ষতা। কম্পোজ ঘরের হরফ সরবরাহ রাখাও অধিকতর ধাতু বহুল। নর্মান এ এলিশের মতে, "রোমান হরফের একটি বইয়ের হাতে

কম্পোজ করার জন্য দুটি টাইপ কেসই যথেষ্ট, কিন্তু একটি ভারতীয় ভাষায় একই আকারের বইয়ের জন্য সাতটি টাইপ-কেস দরকার।"[২৩]

A Grammar of the Bengali Language একটি পূর্ণ-অবয়ব বই। এর মধ্যে তখনই লুপ্ত মূল বাঙলা বই থেকে বিশদ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। বাঙলা হরফমালার বহু টাইপ খোদাই করে উইলকিন্সকে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। বাঙলা হরফ খোদাইয়ের ব্যাপারে ১৭৮৬ পর্যন্ত হুগলীতে তিনি কাজ করতে লাগলেন এবং তারপরে কলকাতাতেও কোম্পানির প্রেসে কাজ চালাতে লাগলেন। বাঙলায় বই ছাপানর সক্ষমতা জানিয়ে এই প্রেস থেকে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। এই ছাপাখানায় মুদ্রিত বইয়ের উদারহণ হল, ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত এবং ১৭৯১ সালে প্রকাশিত জোনাথন ডানকানের অনুবাদ। The Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewanee Adaulat এন, বি, এড্‌মণ্ডস্টোনের Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdary or Criminal Courts. স্পষ্টই বোঝা যায়, পাঞ্চ-কাটা এবং ম্যাট্রিক্স-এ ছাঁচ ঢালা ছাড়া আরো বিশেষজ্ঞগণের দরকার হয়েছিল এ কাজে। বাঙলা এনসাইক্লোপেডিয়া 'বিশ্বকোষ'-এ বলা হয়েছে যে বাঙালী কামার পঞ্চানন কর্মকার 'প্রথম বাঙলা হরফের জনক' উইলকিন্স-এর ধাতুর কাজগুলো করে দেন। কিন্তু এটা উইলকিন্স-এর বুদ্ধিগত ও শিল্পগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না।

'বিশ্বকোষে'এ সনিশ্চয়ে বলা হয়েছে যে উইলকিন্সের প্রথম হরফ কাঠে খোদাই করা হয়েছিল ধাতুর পরিবর্তে। মুদ্রণ সংক্রান্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে উইলকিন্স পঞ্চানন কর্মকা কে হরফ-খোদাই শিক্ষা দেন, তিনিই প্রথম বাঙলা ছাঁচ তৈরী করেন। "পঞ্চানন কর্মকার প্রতিটি হরফ খোদাই ও ঢালাই-এর জন্য একটাকা চার আনা করে আদায় করতেন। মনে হয় এই হরফগুলি কাঠের ওপর খোদাই করা হত।"[২৪] এই ধরণের উক্তির পুনরাবৃত্তি দেখি—শ্রীরামপুর মিশনারীদের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত Friend of India এবং 'সমাচার দর্পণ' দুটি সাময়িক-এর জন্য গাছের ছাল থেকে হরফ তৈরি করার পরীক্ষা করা হয়েছিল।[২৫] অন্যত্র দেখা যায়ঃ "১৭৮০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় কোন বাঙলা হরফ ছিল না। এই ছাপাখানায় বাঙলা হরফ যখন যেমন দরকার হ'ত কাঠ খোদাই করে তৈরি করে নেওয়া হ'ত।"[২৬]

কাঠের হরফের উক্তিকারীরা প্রথম যুগে মুদ্রিত বাঙলা বর্ণমালার অবয়বে সমতার অভাব দেখিয়ে নিজেদের উক্তির সমর্থন খোঁজেন। অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলেন যে কাঠের হরফের ওপর অনবরত কালির প্রলেপের চাপ এবং মুদ্রণ সময়ে কাঠামোর সঞ্চালনের দরুণ চাপের ফলে হরফগুলি বিকৃত এবং অকেজো হয়ে যেত।[২৭] হরফগুলির অসমতার বিষয়ে কিছু বিশেষজ্ঞরা বলেন যে জগতের অন্যান্য

জায়গার যত বাঙলার হরফ গালাইয়ের আদি কালে হরফ ঢালায়ের জন্য সর্বত্র সমান ছাঁচের ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা হ'ত না। তথাকথিত "কাঠের হরফ"এ মুদ্রিত কাগজ পরীক্ষা করার পর আমরা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছি যে হুগলীতে ধাতুর হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল। রীডও বলেছেন, "হরফ শিল্পের গোড়ার দিকের কাজগুলি পরীক্ষা করলে এমন সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব যে সেই মুদ্রণগুলি ধাতু ঢালা হরফে ছাপা হয়েছে। ঢালাইয়ের পদ্ধতি সব সময়েই পরিণত ঢালাই পদ্ধতি ছিল না—এটা হওয়া শুধু সম্ভব নয় কাজগুলি দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়।"[২৮]

হলহেড চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তাঁর ব্যকরণের ভূমিকায় লিখেছেন: "বাঙলা হরফ ইস্পাতে নকল করা অত্যন্ত কঠিন…', এবং উইলকিন্স-এর "ধাতুবিশেষজ্ঞ, খোদাইকার, ঢালাইকার এবং মুদ্রক" হিসাবে পরিশ্রমের উল্লেখ করেছেন।[২৯]

১৭৮৬ সালে বিলাতে ফিরে গিয়ে উইলকিন্স A Grammar of the Sanskrita Language সংকলন করেন। ডবলু বামার এণ্ড কোং এটি মুদ্রিত করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের উৎসর্গ করা এই ব্যকরণটির উদ্দেশ্য ছিল "ভারতে সিভিল সার্ভিসে যোগদানকারী তরুণ ভদ্রলোকদিগের শিক্ষা দেবার প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে……সাম্প্রতিককালে যে কলেজ স্থাপিত হয়েছে, তার কল্যাণ করা।"[৩০] ব্যকরণটি সংকলন বিষয়ে উইলকিন্স লিখছেন: "১৭৯৫ সালের সংকুতে গ্রামাঞ্চলে বাস করতাম, হাতে অবসর থাকার দরুণ আমার কাগজপত্তর গোছাতে লাগলাম এবং প্রকাশ করার জন্য তৈরী হতে লাগলাম। ইস্পাতে আমি হরফ খোদাই করতে লাগলাম, ম্যাট্রিক্স এবং ছাঁচ তৈরি করে দেবনাগরী হরফ ঢালাই করলাম, নিজে হাতেই সব কাজ করলাম।"[৩১] এ থেকে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে উইলকিন্স হরফ খোদাই ও ঢালাই জানতেন।

হলহেডের ব্যকরণ প্রকাশনার সাত বছর পরে ১৭৮৫ সালে জোনাথান ডানকান রচিত দ্বিতীয় বাঙলা বই প্রকাশিত হয়। ডানকান ছিলেন বাঙলার সিভিলিয়ান পরে বোম্বাই-এর গভর্ণর হন। Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewanee Adaulat (মহারাজা নন্দকুমারের ঐতিহাসিক বিচারের জন্যে নিজের সহায়তাকল্পে স্যার এলিজা ইম্পের সংকলন[৩২]) থেকে ডানকান কর্তৃক Impey Code এর অনুবাদ ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। হলহেডের ব্যকরণটি সম্পূর্ণই ইংরেজীতে রচিত শুধু এর মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসাবে বাঙলা ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু ডানকানের অনুবাদটিই পূর্ণাবয়ব বাঙলা গদ্যের প্রথম রচনা হিসাবে ন্যায্যতই আখ্যাত হতে পারে।

ডানকানের রচনাটি কোম্পানির ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। এরপর নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোনের দুটি রচনা ঐখান থেকে মুদ্রিত হয়। এদুটি হ'ল Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice (১৭৯১)

এবং Bengal Translation of Regulations for the Guidance of Magistrates (১৭৯২)। ১৭৯৩ সালে "বেঙ্গল এস্টাব্লিশমেণ্টের একজন বণিক" হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার কর্ণওয়ালিস কোডের অনুবাদ প্রকাশ করেন। কর্ণওয়ালিস কোড হ'ল "মহামান্য নবাব গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে ১৭৯৩ সালে বিধিবদ্ধ সমগ্র আইনের সংগ্রহ।" প্রমাণত, এই কোডগুলি একই ছাপাখানায় মুদ্রিত। ইতিমধ্যে ছাপাখানাটি সরকারী ছাপাখানা নামে আখ্যাত হচ্ছে।

যতদূর জানা যায় ডানকানের এবং এডমনস্টোনের অনুবাদ মুদ্রণে উইলকিন্স-এর ঢালাই হরফ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কর্ণওয়ালিস কোডের ফরস্টার সংস্করণটি "উন্নত হরফে" মুদ্রিত হয় বলে প্রামাণিক ঘোষণা আছে। উইলকিন্স-এর কামার ছাত্র পঞ্চানন কর্মকারএর তৈরী ক্ষুদ্রতর এবং সুক্ষ্মতর এই "উন্নত হরফ"গুলি ছিল। অনেকের মতে তাঁর গুরুকে তিনি ছাড়িয়ে গেছলেন।[৩৩]

হরফ ঢালাই-এ পথিকৃৎ পঞ্চানন কর্মকার

হুগলী জেলায় অবস্থিত ত্রিবেণীর পঞ্চানন কর্মকার পাকাপাকিভাবে বাঙলা হরফ ঢালাইয়ের কাজে নিযুক্ত হন। পাঞ্চকাটা ও হরফ ঢালাইয়ে সহায়তা করতে পারে এরকম একজন স্থানীয় লোকের সন্ধান করতে গিয়ে উইলকিন্সের লক্ষ্য পড়ে পঞ্চাননের ওপর; পঞ্চাননের বুদ্ধিমত্তায় তিনি নিজে হাতে শিল্পটির শিক্ষা দেন। এইভাবে এক সময়ের কামার দক্ষ টাইপ খোদাইকারী পরিণত হন। ১৭৮৮ পর্যন্ত হরফ ঢালাইকার হিসাবে তার গোড়ার দিকের জীবনের বিশদ জানা যায় না। কারণ এর বেশীরভাগ সময় উইলকিন্সের সংগে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। উইলকিন্স তখন ছাপাখানা তদারক করতেন এবং তাঁকে শিক্ষা দিতেন। উইলকিন্সের বিলাত যাত্রার পর পঞ্চানন তাঁর নূতন জীবিকায় টিঁকে রইলেন। হরফ ঢালাইখানার তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। ১৭৯৮ সালের কলিকাতার একটি সংবাদপত্রে এই ঢালাইখানায় দেশী হরফ ঢালাই হয় বলে বিজ্ঞাপন বেরোতো।

পরবর্তীকালে, বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত এইচ. টি. কোলব্রুকের অধীনে তিনি কাজ করেন বলে মনে হয়। পরে কোলব্রুকের সংগে পঞ্চাননের বিরোধের অভিযোগ এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরাট উন্নতি বিধায়ক উইলিয়ম কেরীর দলে তাঁর যোগদান করার মনোহর কাহিনী অন্যত্র বিবৃত করার অপেক্ষা রাখে।

বাঙলা ও ইংরেজী অভিধান

ওয়ারেন হেস্টিংসএর দিন থেকে ইংরেজরা ভারতীয় ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করেছে এবং ভারতীয়রা ইংরেজের ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করেছে, উভয়েই নিজের নিজের স্বার্থে। দুটো ভাষা সম্বলিত একটা অভিধানের দারুণ অভাব অনুভূত হন। এই অভাব মেটাবার জন্য An Extensive Vocabulary, Bengalese and English, very useful to teach the Native English and to Assist Beginners

in Learning the Bengali Language বইটি ১৭৯৩ সালে কলকাতা ক্রনিক্ল প্রেস থেকে মুদ্রিত হল। সংকলকের নামহীন বইটির ভূমিকায় লেখা হল: "সংকলক সংকলনে এবং সংশোধনে দশ বৎসর অতিবাহিত করেছেন। এর ত্রুটিগুলি সম্পর্কে তিনি সচেতন; কিন্তু এই ধরণের বই প্রথম বলে এবং স্থানীয় লোকেদের কাছে ইংরেজী ভাষা ব্যাখ্যায় বইটির কার্যকর হবার সম্ভাবনা আছে বলে লেখক আশা করেন বইটি সাধারণের দ্বারা আদৃত হবে। একটি সম্পূর্ণ সূচীপত্র মুদ্রিত হওয়া মাত্রই প্রত্যেক ক্রেতাকে বিনামূল্যে দেবার জন্যে মুদ্রক অংগীকারবদ্ধ থাকছেন।"৩৩

ইদানীংকালের পন্ডিতেরা এ. আপজনের নাম করেন। যেখান থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল ক্যালকাটা ক্রনিক্ল প্রেস এবং ইংরেজী সাপ্তাহিক ক্যালকাটা ক্রনিক্লর তিনি ছিলেন আংশিক মালিক।৩৪ ১৭৯৫ সালের কলকাতার মানচিত্রের এবং ভারতে কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত ডাকের রাস্তার (১৭৯৫এ প্রকাশিত) মানচিত্রের তিনিই ছিলেন মুদ্রক এবং প্রকাশক। একথাটা ঠিক পরিষ্কার নয় যে আপুলন Vocabulary-এর শুধু মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন বা সংকলকও ছিলেন।

Vocabularyর ফর্মার আকার ডবল ক্রাউন ১/১৬। প্রাথমিক অংশ ছাড়া বইটিতে ৪৪৫ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি করে কলম, বাঙলা শব্দ বাঁদিকে এবং তার ইংরেজী অর্থ ডানদিকে। অদ্ভুতভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ প্রথমে এবং পরে স্বরবর্ণ দিতে বইটি ছাপান হয়। দাস এ বিষয়ে মন্তব্য করেন: "বর্তমানে অনেক শব্দই লুপ্ত হয়েছে এবং অনেক শব্দের অর্থ বদলে গিয়েছে। আর একটা উল্লেখ্য কথা হল এই যে, সংস্কৃত ব্যুৎপত্তিগত বা প্রত্যয়গত শব্দের সংখ্যা তুলনায় কম; এবং মুসলিম ব্যুৎপত্তিগত শব্দের সংখ্যাও সামান্য নয়। এই অভিধানে পরবর্তীকালে ফরস্টারের অভিধানে যেমন চেষ্টা করা হয়েছিল, সেরকম বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতবহুল করার কোন চিহ্ন নেই।"৩৫

আপজনের Vocabulary প্রথম বাঙলা-ইংরেজী অভিধান। হেনরি পিট্স্ ফরস্টার প্রথম একটি সম্পূর্ণ দুভাষার অভিধান প্রণয়ন করেন—এটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিল, প্রথম অংশটি ইংরেজী থেকে বাঙলা এবং দ্বিতীয় অংশটি বাঙলা থেকে ইংরেজী। ফেরিস এন্ড কোম্পানির বিখ্যাত ছাপাখানায় প্রথম অংশটি ১৭৯৯ সালে এবং দ্বিতীয় অংশটি ১৮০২ সালে মুদ্রিত হয়।

সুশীলকুমার দের মত অনুযায়ী ফরস্টারের অভিধানটি শব্দার্থ সংকলনে উচ্চশ্রেণীর কাজ হয়েছে; বিচক্ষণতার সংগে সংকলিত, উইলকিন্সের মূল বাঙলা হরফে মুদ্রিত এবং সুন্দরভাবে প্রকাশিত। কেরীর প্রশংসাধন্য বাঙলা অভিধানটি ফরস্টারের কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং এই বইটাই তার ভিত্তি।৩৭ আঠারো হাজার শব্দ সংবলিত ফরস্টারের অভিধানটির দাম ছিল ছয় টাকা। তখনকার দিনে অতিরিক্ত দাম বৈকি।৩৮

বাঙলায় প্রকাশনার প্রাক্-শ্রীরামপুর যুগে জন মিলার প্রণীত দুটি বই

উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত মিলার ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন রাইটার। সজনীকান্ত দাস তাঁকে The Bengali-English Dictionary (১৮০১) এবং The Tutor, or a New English and Bengalee Work, Well Adapted to Teach the Natives English (১৭৯৭) বই দুটির লেখক হবার গৌরবে ভূষিত করেছেন। লঙ-এর তালিকায়[৩৯] এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা উল্লিখিত হলেও মিলারের অভিধানটি লুপ্ত নয়। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিন রামকমল সেন তাঁর Dictionary in English and Bangaleeর ভূমিকায় এই বইটির উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনি The Tutorএর বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে এই বইটি ভারতীয়দের ইংরেজী বিশেষ করে ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। The Tutorএর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে ইংরেজী বাক্য গঠন প্রণালী অনুযায়ী চলিত বাঙলার ব্যবহার। এ থেকে সৃষ্টি হয় "ফিরিঙ্গী বাঙলা (বা এংলিসাইজড্ বাঙলা) যা আজও বাঙলা ব্যঙ্গ ও প্রহসনের ভাণ্ডারস্বরূপ হয়ে আছে। অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শ্রোতাদের কাছেও হাসির তরঙ্গ বহাতে কখনও এটা ব্যর্থ হবার নয়।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যে ছয়জন ইংরেজ স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছেন তাঁদের অত্যাশ্চর্য পৃথক্ রচনার সামগ্রিক বিচারের পর উনবিংশ শতকের সমৃদ্ধতর উন্নতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারি। তা করতে হলে বাঙলায় শ্রীরামপুর ও ফোর্ট উইলিয়ম প্রকাশিত বইগুলির অন্য প্রবন্ধে পূর্ণতর বিচারের অপেক্ষা রাখে।[৪২]

১। বিশ্বকোষ ("বাঙলা এনসাইক্লোপেডিয়া") (কলকাতা, বাঙলা সন ১৩১১ [১৯০৪/৫] ১৫, ১৮৭; দীনেশচন্দ্র সেন, History of Bengali Language and Literature. (২য় সংস্করণ; কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃঃ ৮৪৯।

২। ভারতের মুদ্রণ শিল্পের গোড়ারযুগের বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : এ. কে. প্রায়লকার প্রণীত, The Printing press in India : Its Beginnings and Early Development (বোম্বাই : মারাঠী সংশোধন মণ্ডল, ১৯৫৮)

৩। Chronista de Tissuary (গোয়া ১৮৬৭) ii, ১২ এইচ হস্টেন কর্তৃক উদ্ধৃত "Three First Type-Printed Bengali Books," Bengal ; Past and Present, IX (জুলাই ডিসেম্বর, ১৯১৪), ৪৬।

৪। দ্রঃ সজনীকান্ত দাস, "বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা XLV (১৯৩৯-৪০), ৫২. এই বিষয়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথ সেন ও সুনীতিকুমার চ্যাটার্জির উদ্ধৃতি করেছেন।

৫। ঐ

৬। এই মিশনের এবং নাগোরির গীর্জার পূর্ণতর বিবরণের জন্য দ্রঃ—জে ক্যাম্পোজের History of the Portuguese in Bengal (কলকাতা : বাটারওয়ার্থ এণ্ড কোং, ১৯১৯) পৃ: ২৪,১১১, ২৪৭-৪৯।

৭। হস্টেন দেখান যে প্রশ্নোত্তরে লিখিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত সংস্করণটি, যা ইভোরাতে রাখা হয়েছে এবং প্রথম সংস্করণ বলে দাবী করা হয়, তা অনেক পরবর্তী সংস্করণ।

৮। ঐ

৯। জীবনীর জন্য Dictionary of National Biography, VIII, ৬২৬-২৬ পৃঃ দ্রঃ।

১০। ঐ III, ৯৮৬। কেরীর অনেকগুলি চমৎকার জীবনী আছে। এম সিদ্দিক খানের "William Carey and the Serampore Books (1800-1834)" দ্রঃ। Libin Xi (1961), 197-280.

১১। ডবলু ডবলু হাণ্টার, The Indian Musalmans (লণ্ডণ ট্রুবনার ১৮৭১)

১২। জে সি মার্সম্যান—The Story of Carey, Marshman & Ward : The Serampore Messionavries (লণ্ডণ : জে হিটন্, ১৮৬৪) পৃ: ৭।

১৩। ১৭৮৬-র শেষের দিকে বা ১৭৮৭র গোড়ার দিকে গ্ল্যাডউইনের প্রেস মরিস হ্যারিংটন এণ্ড মেয়ারের নিকট বিক্রীত হয়ে যায়।

১৪। হস্টেন, op. cit. পৃ: ৪০।

১৫। এডওয়ার্ড রো মোরেস ; A dissertation upon English. Typographical Founders & Founderies (লণ্ডণ ; ব্যক্তিগতভাবে মুদ্রিত, ১৭৭৮), পৃ: ৮৩। ট্যালবট বেইনসু রীডের A History of the English Letter Foundries (সংশোধিত সং ; লণ্ডণ ফেবার এণ্ড ফেবার লিঃ ১৯৫২) পৃ: ৩১৩-এ উদ্ধৃত।

১৬। ঐ

১৭। নাথ্যানিয়েল ব্রাসি হলহেড, A Grammer of the Bengal Languages (হুগলী ১৭৭৮) পৃ: xii-iv (ভূমিকা)

১৮। দাস, op. cit. পৃ: ৫৯।

১৯। রাল্ফ ডবলু পোল্ক, The Practice of Printing (Peoria : Manual Arts Press, ১৯৩৭) পৃ: ৭।

২০। উইলকিন্স-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য Dictionary of National Biography XXI, ২৫৯-৬০ দ্রঃ, তাঁর জন্ম বৎসর বিভিন্ন সূত্র থেকে ১৭৪৯, ১৭৫৯ ও ১৭৫১ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রবন্ধে এবং D N B তে পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে—হুগলীর ছাপাখানা হলহেডের নিজস্ব—অন্যকোন সূত্র থেকে এটি সমর্থিত নয়।

২১। Hobson-Jobson এ উল এবং বার্নেল লেখেন "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চুক্তিবন্ধ সিভিল সার্ভেন্ট এর নিম্ন গ্রেডের পদ ছিল "রাইটার" ১৮৩৩ সালে এটি বিলুপ্ত হয়। কারখানায় কেরাণীর কাজে যে যুবকেরা নিযুক্ত থাকত কথাটা মূলত তাদের বোঝাত।

২২। হলহেড, op cit.

২৩। নর্মান এ এলিস, "Indian Typography," The Cerey Exhibition of Early Printings & Fine Printing (কলকাতা ঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৫৫) পৃঃ ১০—১১.

২৪। বিশ্বকোষ XV ১৯৮। এখানে বাঙলার ইংরেজী দেওয়া হয়েছে [এবং তা থেকে আবার বাঙলা অনুবাদ করা হয়েছে]। XVIII, পৃ ১৯৬ দ্রঃ।

২৫। সমাচার দর্পন হল প্রথম বাঙালা সাপ্তাহিক কাগজ, ১৮১৪ সালে ২৩শে মে ইহার প্রকাশন সুরু হয়। The Friend of India. ১৮১৭ সালে প্রথম সুরু হয় এবং শ্রীরামপুর থেকে সুরু হয়। প্রথমে ত্রৈমাসিক থেকে মাসিক হয়।

২৬। বিশ্বকোষ op cit. একই ধরণের অপ্রমানীত এবং হলহেডের বই প্রকাশনায় কাঠের হরফ ব্যবহারে দৃশ্যত ভ্রান্তিজনক উক্তি (সম্ভবতঃ উইলকিন্স কর্তৃক) ভল্যুম XVII পৃ ১৯৬—৯৭৩ করা হয়েছে। ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রেসের উল্লেখটি মনে হয় হিকির বেঙগল গেজেট প্রেসের সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

২৭। ডগলাস সি ম্যাককার্থি—The Book : The Story of Printing & Bookmaking (নিউ ইয়র্ক ঃ কভিসি ফ্রেডি ১৯৫৭) পৃঃ ২২৯. রীড, op cit পৃঃ ৩—৫

২৮। রীড op cit পৃঃ ৭

২৯। হলহেড op cit. পৃঃ XXII - XXIV

৩০। এইটাই এই ঐতিহাসিক হেইলবারী কলেজ, ১৮০৬ সালে হার্টফোর্ড ব্যাসুল্‌এ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ১৮০৬ সালে হেইলবেরিতে তুলে নিয়ে আসা হয়। উইলকিন্স এর মতে এই "চমৎকার প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাচ্য ভাষা শেখান প্রধান উদ্দেশ্য ছিল"

৩১। চার্লস উইলকিন্স—A Grammar of the Sanskrita Language (লন্ডন ১৮০৬), পৃঃ XII (ভূমিকা) সেই সময়ে ভারতে দেওয়ানী আদালত ছিল সিভিল কোর্ট।

৩৩। সুশীলকুমার দে রচিত History of Bengali Literature in the Nineteenth century, ১৮০০—১৮২৫ (কলকাতা ; ১৯১৯) পৃঃ ৮৮—৮৯ ; এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঙলা হরফের জন্ম কথা" ভারতবর্ষ (কলকাতা, আষাঢ় ১৩৪৪ [১৯৩৭/৩৮])

৩৪। সজনীকান্ত দাস, "বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙলা অভিধান" সাহিত্য—পরিষদ-পত্রিকা XLIII (১৯৩৬—৩৭).

৩৫। ঐ

৩৬। ঐ

৩৭। দে op cit. পৃঃ ৮৯—৯০.

৩৮। ডবলু এইচ কেরীর Good old days of the Honorable John Company (কলকাতা : আর ক্যামব্রি এণ্ড কোঃ ১৯০৬/৭) I, ২৯৩, ৩৩১ এ প্রমাণ আছে যে সে সময়ে ভারতে প্রকাশিত বইগুলির সাধারণতঃ বেশী দাম করা হতো।

৩৯। জেম্‌স্‌ লঙ, A Descriptive catalogue of Bengali Works containing a classified list of Fourteen Hundred Bengali Books and Panphlets (কলকাতা ১৮৫৫).

৪০। এই কাজটি লেখকের "William Carey and the Serampore Books (1800—1834)" Libri XI (১৯৬১) ১৯৭—২৮০ গ্রন্থে বিশদ ভাবে করা হয়েছে।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

॥ মুদ্রণ সমাপ্ত প্রায় ॥

যে সব গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন নাই, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ডাইরেক্টরীর 'সংযোজন' অংশে তাহা মুদ্রণ করা হইবে। ডাইরেক্টরী ফরম পরিষদ কার্যালয় হইতে পাওয়া যাইবে।

২০শে ডিসেম্বর

গ্র ন্থা গা র দি ব স

ও ঐ দিন হইতে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করুন

গ্রন্থাগার কর্ম্মী সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ষ্টুডেন্টস হলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্যগ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায় এম, পি, বলেন যে এই ধরণের কর্মী সম্মেলন আরো আগে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। অধ্যাপক এবং শিক্ষকগণ তাদের দাবী সম্বন্ধে সচেতন থাকিবার ফলে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারই অবদান। সে জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের এই পরিকল্পনা সমূহ প্রবর্তনের সময়েই বেতনও পদমর্যাদা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল। দেরীতে হইলেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সম্মেলন আহ্বান করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বেতন ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দুটি স্মারকলিপির মাধ্যমে যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তার প্রতি ডঃ রায় অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এই প্রস্তাবের পশ্চাতে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও সক্রিয় সমর্থন না থাকিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

শ্রীসরোজগোপাল হাজরা সভায় সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত কর্মীদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীমদন দাস এটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীঅপূর্ব চৌধুরী ও শ্রীসৈয়দ সঈদুল্লা, এম, এল, সি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত ও শ্রীগিরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।

শ্রীরাণুকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গের কলেজ কোড সম্পর্কে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। শ্রীপ্রদ্যোতকুমার রায় ও শ্রীবিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার রায় ও শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার এই প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্পর্কে শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি শ্রীঅমিয় রায় সমর্থন করেন।

পলিটেকনিক ও ডে ষ্টুডেন্টস হোমের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে শ্রীবিজয়কুমার প্রধান যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেটি শ্রীপথিক চক্রবর্তী দ্বারা সমর্থিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারীকদের সম্পর্কে শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য আনীত প্রস্তাবটি শ্রীগোপাল পালের সমর্থন লাভ করে।

সবশেষে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সমিতি গঠনের জন্য শ্রীফণীভূষণ রায়ের প্রস্তাবটি শ্রীবাণী বসু সমর্থন করেন। সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, সেগুলি নীচে দেওয়া হল।

১। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্মেলন আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রাজ্যসরকারের উদ্যোগে এক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই কার্য সূচীর আরও প্রসার আশা করা যাইতেছে। কিন্তু এই সম্মেলন দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ গ্রন্থাগার কর্মীদের আজও যথাযথ সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। পরিকল্পনা শুরু হওয়ার দশ বৎসর পরেও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কোনও বেতন ক্রম ও 'সার্ভিস রুল' প্রবর্তন করা হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীদের বৃত্তিগত শিক্ষার যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বেতনক্রম বর্তমান সেখানেও বেতনের হার অত্যন্ত শোচনীয়। এই সম্মেলন তাই রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে যে অবিলম্বে এই সব গ্রন্থাগারে বেতন ক্রম ও 'সার্ভিস রুল' প্রবর্তন করা হউক। এই সম্মেলন আরও আশা করে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে রাজ্য সরকারের নিকট প্রস্তাবিত স্মারক লিপিতে যে বেতনের হার সুপারিশ করা হইয়াছে রাজ্য সরকার তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিবেন।

২। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্মেলন আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পূর্বতন সুপারিশকে সংশোধন করিয়া ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিকট এক নূতন সংশোধিত সুপারিশ প্রচার করিয়াছেন। সম্মেলন এই সঙ্গে গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এই সুপারিশ প্রচারের দেড় বৎসর পরেও পশ্চিম বঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ গ্রন্থাগারে ঐ সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বর্ধিত ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগের দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এই সুপারিশ কার্যকরী করিয়া আর্থিক সংকটে জর্জরিত কর্মীদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন প্রচেষ্টা আজও না হওয়ায় এই সম্মেলন ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্মেলন অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশকে কার্যকরী করিতে শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষ ও রাজ্যসরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে। এই সম্মেলন মনে করে যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নব্য যোগদানকারী বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ক্ষেত্রে 'ইউ. জি. সি' নির্দিষ্ট নিম্নতম যোগ্যতার সর্তাবলী প্রযোজ্য থাকা উচিত, কিন্তু এই সব গ্রন্থাগারে বর্তমানে কর্মরত, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল কর্মীদের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা হউক। এই সম্মেলন আরও অনুরোধ করিতেছে যে, শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনের স্কেল গ্রন্থাগার কর্মীদের দেওয়া হউক। পরিশেষে এই সম্মেলন আশা করিতেছে যে, 'ইউ. জি. সি' শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষ ও রাজ্যসরকারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হইবে।

৩। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ কোড সম্পর্কে প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত এবং রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন কলেজ কোডে কলেজ শিক্ষক পরিষদ হইতে গ্রন্থাগারিকদের বাদ দেওয়া হইয়াছে, যদিও প্রস্তাবিত কলেজ কোডে 'গ্রন্থাগারের বিষয়সমূহকে শিক্ষামূলক বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। কলেজ কোডে বলা হইয়াছে যে, "শিক্ষক-পরিষদ অধ্যক্ষকে সর্বধরণের শিক্ষামূলক বিষয় উপদেশ দিতে, যথা......গ্রন্থাগারের উন্নয়ন', কিন্তু এই গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিককে শিক্ষক-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। এই সম্মেলন আরও মনে করিতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমমর্যাদার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও কলেজ কোডে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক পরিষদের সদস্যরূপে উল্লেখ না করাটা দুঃখজনক ঘটনা।

এই সম্মেলন তাই প্রস্তাব করিতেছে যে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষামূলক কর্মীরূপে গণ্য করা হউক এবং একজন শিক্ষকের সমমর্যাদায় ও সম অধিকারে কলেজ শিক্ষক পরিষদের সদস্য করা হউক।

(৪) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব

সম্মেলন উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে যে রাজ্য সরকার কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত বেতনক্রমে প্রত্যক্ষভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তনের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। নূতন বেতন ক্রম কার্যকরী হইবার সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্বতন বেতনের হার কমিয়া যাইবার পর্যন্ত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। এমন কি বেতনক্রমে বৃত্তিকুশলী 'ক্যাটালগার'দের রুটিনক্লার্কের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া অতি শোচনীয় বেতনের হার সুপারিশ করা হইয়াছে। এই নব প্রবর্তিত বেতনক্রমের প্রস্তাবে

পদমর্যাদা ও শিক্ষাগত যোগ্যতাকে মিশাইয়া এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে। সম্মেলন তাই রাজ্য সরকারকে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে এবং রাজ্যসরকারের নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার প্রস্তাবিত বেতনের হার প্রবর্তন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে উপযুক্ত কর্মীদলের নিয়োগ ব্যতীত সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ আদৌ সম্ভব নহে। সম্মেলন তাই মনে করে যে এই কার্যকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন কর্মীদলের সৃষ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নেতৃত্ব করিবার জন্য পৃথক "গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিভাগে"র প্রবর্তন করা হউক এবং "গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকর্তার" পদে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হউক।

(৫) পলিটেকনিক ও ডে-ষ্টুডেণ্টস হোমের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে পলিটেকনিক ও ডে-ষ্টুডেণ্টস হোমের গ্রন্থাগারিকদের কলেজের অধ্যাপকদের অনুরূপ বেতন দেওয়া হউক। অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রস্তাবিত কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের অনুরূপ বেতন দেওয়া হউক।

(৬) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে প্রস্তাব

এই সভা মনে করে যে, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে প্রত্যেকটি উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা উচিত। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও দায়িত্বের কথা চিন্তা করিয়া এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে ঐ সব বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের সিনিয়র শিক্ষকের অনুরূপ বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হউক। এই সম্মেলন আরও মনে করে যে বর্তমানে কর্মরত অভিজ্ঞ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সুযোগ দেওয়া হউক।

(৫) গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলন পরিচালনার জন্য পরিচালনা সমিতি গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্মেলন গৃহীত প্রস্তাব সমূহ কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া একটি পরিচালনা সমিতি গঠন করা হউক। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণে সমস্ত দায়িত্ব পরিচালনা সমিতির উপর এই সম্মেলন অর্পণ করিতেছে।

পরিচালনা সমিতি

১। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, এম, এল, এ, সভাপতি

২। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক সংস্কৃত কলেজ, সম্পাদক

৩। শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, মুখ্যগ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য

৪। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু,	গ্রন্থাগারিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়		সদস্য
৫। শ্রীসরোজগোপাল হাজরা.	,,	জেলা গ্রন্থাগার (চব্বিশ পরগণা)	,,
৬। শ্রীঅনিলকুমার দত্ত	,,	হুগলী জেলা গ্রন্থাগার	,,
৭। শ্রীমদন দাস	,,	গড়বেতা পাবলিক লাইব্রেরী	,,
৮। শ্রীরাণু দাশগুপ্ত	,	মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ	,,
৯। শ্রীঅনন্ত চক্রবর্তী	,,	পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার	,,
১০। শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী	,,	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	,,
১১। শ্রীবিজয়কুমার দেব	,,	জগবন্ধু ইন্‌সটিটিউট, কলিকাতা	,,
১২। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য	,,	মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার	,,
১৩। শ্রীপ্রদ্যোতকুমার রায়	,,	নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ	,,
১৪। শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার,	সম্পাদক, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ		,,
১৫। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	,,	ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ	,,

লাইব্রেরিয়ানশিপ সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ পরীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ; নীচে উত্তীর্ণদের নাম দেওয়া হল :—

সম্মান সহকারে

১২ ভারতী বসু　　৬০ মোজেল আইজাক

পাশ

১ ক্যানাইলাল অধিকারী
৬ কে, এম, বারী
৯ সন্তোষকুমার বসাক
১৪ গৌরী বসু
১৬ মমতা বসু
১৭ মায়া বসু
১৮ প্রীতি বসু
১৯ রমা বসু
২০ সুধাহাসিনী বসু
২১ বাণী ভট্টাচার্য
২৩ কমলেশ ভট্টাচার্য
২৬ বাণী বিশ্বাস
২৯ মধুসূদন চক্রবর্তী
৩০ নীলিমা চক্রবর্তী
৩২ বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৪ ললিতা চৌধুরী
৩৬ সুনীতিকুমার চৌধুরী
৩৭ মৃদুলা দাশ
৪০ নন্দিনী দাশগুপ্ত
৪১ প্রতিমা দাশগুপ্ত
৪২ বিমলেন্দু দত্ত
৪৩ ইরা দত্ত
৪৪ মণিকা দত্ত
৪৫ আরতি দত্তগুপ্ত
৪৬ স্বর্ণা দত্তগুপ্ত
৪৮ বাণী দে

৪৯ কৈলাস দে
৫০ নন্দিতা দে
৫২ বেলা ঘোষ
৫৪ শিবানী ঘোষ
৫৫ কমল গুহ
৫৯ মাধাইসখা হালদার
৬১ এস. নটরাজ আয়ার
৬৪ মৃদুলকান্তি কুমার
৬৬ মিনতি মৈত্র
৬৭ হরিময় মজুমদার
৬৮ দীপালী মিত্র
৬৯ কবিতা মিত্র
৭০ মঞ্জু মিত্র
৭১ মুকুলরাণী মণ্ডল
৭২ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়
৭৬ শৈলেন্দ্রনাথ পাল
৭৭ সুধা পাল (শ্রীমতি গুহ)
৮০ গৌরকান্ত রাহা
৮৫ মাধবী রায়
৮৬ মহাশ্বেতা রায়
৮৭ রবীন্দ্রপ্রসাদ রায়
৮৮ সত্যরঞ্জন রায়
৯০ দিলীপ রায় চৌধুরী
৯১ স্বপনকুমার রায়চৌধুরী
৯৩ গোপালচন্দ্র সা
৯৫ মঞ্জুরী সরকার
৯৭ কালীপদ সেন
১০০ অঞ্জলি সেনগুপ্ত
১০১ পূর্ণিমা সেনগুপ্ত
১০২ স্বপ্না সেনগুপ্ত
১০৩ সাধনা শেঠ
১০৫ চপল সিংহরায়
১১০ অমূল্যমোহন চট্টোপাধ্যায়
১১৭ ধ্রুবপ্রসাদ পাল
১১৯ কমলাংশু সেনগুপ্ত
১২০ রামকৃষ্ণ সাহা
এন১ নিহার রাণী বসাক
এন২ তরুণকুমার বসু
এন৩ নির্মলকুমার ভট্টাচার্য
এন৯ সমরেশচন্দ্র দত্ত
এন১০ অতুলচন্দ্র দে
এন১১ মণিকা ঘোষ
এন১৩ শঙ্করকুমার ঘোষ
এন১৪ চিত্রা গুহ
এন১৫ ঊষা গুহ ঠাকুরতা
এন১৬ শীলা গুপ্ত
এন১৮ মীরা মণ্ডল
এন১৯ বিথিকা মিত্র
এন২০ সুভ্রাংশু কুমার মিত্র
এন২৪ যমুনা মিত্র
এন২৭ বিজয়কুমার প্রধান
এন২৮ কৃষ্ণলাল রায়
এন২৯ মিনতী রায়
এন৩৩ সুনীলকুমার রায়
এন৩৪ গিরিজা শঙ্কর সহায়
এন৩৮ সতী সেন
এন৩৯ অশ্রুকণা সেনগুপ্ত
এন৪১ সতী সেনগুপ্ত
এন৪৫ বিকাশরঞ্জন সিংহ
এন৪৬ বৈদ্যনাথ ধর

যান্ত্রিক উপায়ে লিপির পাঠোদ্ধার

আন্তর্জাতিক গণিতজ্ঞ সম্মেলনে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন 'মায়া' লিপির পাঠোদ্ধারের অভিনব প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। এই সম্মেলন গত ২২শে আগষ্ট ষ্টকহলমে শেষ হয়েছে। সম্মেলনে যোগদানকারী জনৈক সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য মিঃ সোবোলিয়েভ এই কথা জানান যে, সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা এমন এক যন্ত্র প্রস্তুতে সক্ষম হয়েছে যেটার সাহায্যে মায়া লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, যে কোনো লিপির পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে অঙ্কের বা যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ এই প্রথম।

সিংহল ও পাকিস্থানের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী

ইউনেস্কো সিংহলে প্রকাশিত সমকালিন বইগুলোর গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে উৎসাহ দিয়েছেন। ১৯৫১ সালের এক আইন অনুসারে, সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়, ছাপা বইয়ের রেজিষ্ট্রারের অফিস, কলম্বো মিউজিয়াম ও বৃটিশ মিউজিয়াম সিংহলে প্রকাশিত সব বইয়ের একটা কপি পান। সেইজন্য গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কিন্তু পাকিস্থানে ঐ ধরণের কোন আইন এখনও প্রণয়ন করা হয় নাই। সম্প্রতি ইউনেস্কোর পরামর্শে পাকিস্থানে সরকার নিযুক্ত এক কমিটি একটা আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছেন। কিছুদিন হল পাকিস্থানে এক গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাকিস্থানের জন্মের পর থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সব ভাষার যত বই প্রকাশিত হয়েছে, তাদের সবই এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হবে। পরিকল্পনায় কাজটা এই বছরের মধ্যে শেষ করার কথা বলা হয়েছে।

রাশিয়ার জারের গ্রন্থাগার

ষোড়শ শতকের রাশিয়ার জার আইভানের যে নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল সেটা সম্বন্ধে অনেক কথা আজ পর্যন্ত শোনা গেছে। এইখানে বহু দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা আবিষ্কৃত হয় নাই। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে মস্কোর ক্রেমলিনের কোন গুপ্ত অংশে এটা অবস্থিত ছিল। এইজন্য ঐতিহাসিক আর পুরাতত্ত্ববিদরা অদূর ভবিষ্যতে এই বিখ্যাত ও মূল্যবান গ্রন্থাগারে অনুসন্ধানের কাজ সুরু করবেন মস্কোর ক্রেমলিনে।

দ্রুত ছাপার সহায়ক টাইপরাইটার

সম্প্রতি এক নতুন ধরণের টাইপরাইটার যন্ত্র বিদেশের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যেটাতে মিনিটে ১৮০টা শব্দ ছাপা হতে পারে। এটা বানিয়েছেন আই. বি. এম। এর নাম আই. বি. এম. ৭২। দাম প্রায় ১৮০ পাউণ্ড।

এটার ক্যারেজটা সচল নয়। অক্ষরগুলো আলাদা বারের বদলে একটা ছোট্ট গোল বলের চারিদিকে আঁটা আছে। বোর্ডে চাপ দিলেই বলটা ঘুরে প্রয়োজনীয় অক্ষরটা

ছাপা হয়ে যায়। ফলে একটা অক্ষরের উপর আর একটা অক্ষর ছাপার কোন সম্ভবনা থাকে না। প্রত্যেকটি অক্ষর যাতে স্পষ্টভাবে ছাপা হয়, তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

ডিপ্-লিব্ পরীক্ষার ফলাফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত আগষ্ট মাসে গৃহীত গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ পরীক্ষার ফলাফল-সম্প্রতি জানা গিয়াছে। নীচে উত্তীর্ণদের নাম দেওয়া হইল:

প্রথম বিভাগ

১২ কণা বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৯ দীপককুমার বড়ুয়া
৫৫ তরুণকুমার মিত্র

দ্বিতীয় বিভাগ

১ নিতাইচাঁদ ঘোষ | ২ রবীন্দ্রনাথ গুইন
১৩ শেফালিকা সেন | ১৪ নিভা দাস
১৫ গীতা নন্দী | ১৯ কবিতা সিন্হা
২০ জলি গুপ্ত | ২১ দীপালী মুখোপাধ্যায়
২৬ মদনমোহন প্রধান | ৩১ অসিতকুমার ব্রহ্ম
৩৩ সন্তোষ বসু | ৩৫ কৌশলদাস জাসানি
৩৬ বিজয়কুমার দেব | ৩৮ সন্তোষকুমার সান্যাল
৩৯ বিমলকান্তি সেন | ৪৮ শৈলেন্দ্রনাথ ঘটক
৫০ গণেশচন্দ্র পাত্র | ৫৩ স্নেহাংশু মিত্র
৫৮ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় | ৫৯ তুষারকান্তি সরকার
৬০ কামনাকুমার ভট্টাচার্য | ৬২ কৃষ্ণরঞ্জন সেনগুপ্ত
৬৩ চিত্তরঞ্জন শীল | ৬৪ বীরেন্দ্রকুমার মিত্র
৬৬ যশোদাগোপাল গোস্বামী

তৃতীয় বিভাগ

৩ হিরণময় সেন | ৫ রাজলক্ষ্মী ঘোষ
৬ নীলা ঘোষ | ৭ অসিমা চৌধুরী
৯ বাণী দে | ১০ অঞ্জলী রুদ্র
১১ রেবা দাসগুপ্ত | ১৬ উমা চট্টোপাধ্যায়
১৭ কমলা মিত্র | ২২ বিনয়ভূষণ রায়
২৫ অরুণকুমার ঘোষ | ৩২ অনুকুলচন্দ্র দে
৩৪ সি, এন, দেশপ্রভু | ৩৭ প্রণতিপ্রকাশ মণ্ডল
৪০ মনোজকুমার বিশ্বাস | ৪১ ফণীভূষণ পুসিলাল
৪২ শান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায় | ৪৫ রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫১ সনৎকুমার বাগচী | ৫২ মধুসূদন চন্দ্র
৫৭ শুভ্রব্রত মুখোপাধ্যায় | ৬৫ হরিমোহন সাহা
৬৮ সুনির্মলকুমার সিন্হা | ৬৯ ইলা বসু
দেবসাধন হালদার (অভিযুক্ত) | ৭১ উমাশঙ্কর প্রসাদ

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন গ্রন্থাগার তৎপরতার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৃত্তি কুশলী কর্মীভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশে একেবারে হাল আমলের। এই শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এই প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ অনুভূত হয়। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অপরিহার্যতা জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে নিরত স্বাধীন ভারতে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মেরুদণ্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা আগের মত আজও অবহেলিত ও অবজ্ঞাত। গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের যথার্থ আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী ও কার্যধারা অন্যত্র মুদ্রিত হয়েছে।

সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে শিক্ষিত, দক্ষ ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবিকাধারণের যথোচিত আর্থিক সংগতির ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের জন্য যতই পরিকল্পনা করা হোক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। গ্রন্থাগার কর্মীদের এই আর্থিক দুরবস্থা সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এই বৃত্তি সম্পর্কে কোনো অনুরাগ ও গৌরববোধ জাগায় না; কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে—"At present it is difficult to attract youngmen and women of ability to library service, because the emoluments in the profession are low; because there is little scope for advancement and because the profession has not received its due recognition at the hands of the society. The Librarians get relatively lower salaries than persons of comparable qualifications in other professions, and there is, therefore universal dissatisfaction among the librarians on this score" P. 65

গ্রন্থাগার কর্মীদের এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থার চিত্রটি আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ও মর্মান্তিক সত্য। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অগ্রগামী পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রকৃত অবস্থাটি কি? প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল

হতে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের জন্য আজও বেতনের হার ও সার্ভিস রুল তৈরী হয়নি। দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে শোচনীয় "কনসলিডেটেড পে"-তেই তাঁরা আছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনের হার সুপারিশ করেছেন এবং এই বর্ধিত ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগের দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হয়েছেন। এ সুযোগ সত্ত্বেও সুপারিশটি কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের পক্ষ হতে কোন উদ্যোগ এই দেড় বছরের মধ্যেও হয়নি। অধিকাংশ উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বৃত্তিকুশলী কর্মীদের সাহায্যে গ্রন্থাগার পরিচালনার বিশেষ প্রচেষ্টা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে Teacher-cum-Librarian-এর সাহায্যে স্কুল গ্রন্থাগার পরিচালনা করা হচ্ছে। যে সব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের নিয়োজিত করা হয়েছে সেক্ষেত্রেও তাঁরা প্রয়োজনীয় বেতন ও মর্যাদা হতে বঞ্চিত। প্রত্যক্ষ সরকারী পরিচালনার অন্তর্গত গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা আরও হতাশাজনক। রাজ্য পে কমিটির সুপারিশে কমিটির বেতনের হারের বিশেষ বৃদ্ধি দূরে থাক, অনেক ক্ষেত্রে বেতনের হার কমে যাওয়ার পর্যন্ত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পে-কমিটি বৃত্তিকুশলী 'কাউন্টারদের রুটিন ক্লার্ক"এর পর্যায়ভুক্ত করে নিজেদের জ্ঞান ও সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। পে-কমিটি অপিত রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত অদ্ভুত সর্তাবলীর ফাঁক দিয়ে জুনিয়র লেকচারারের ২৭৫—৬৫০ গ্রেডে সর্বোচ্চ বেতনে হয়ত পৌঁছাবেন পশ্চিম বাংলার ২৩ জন গ্রন্থাগারিক। পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা ও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মতই শোচনীয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক হয়েও তাঁদের বেতনের হার কারণিকদের অনুরূপ ডে স্টুডেন্টস হোমের গ্রন্থাগার কর্মীরা জেলা গ্রন্থাগারিকদের ন্যায় প্রথম জাত আজও "কনসলিডেটেড পে"-তেই আছেন।

পদমর্যাদার বিচার করা যাক। অধিকাংশ জেলা গ্রন্থাগারিক জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক বা সহ সম্পাদক তো দূরের কথা, এমন কি কমিটির সদস্যও নন। কলেজ গ্রন্থাগারিকের মাথার উপর অনেক সময় একজন প্রফেসর-ইন-চার্জ বসে থাকেন, যিনি অনেক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজেও হস্তক্ষেপ করেন। প্রস্তাবিত কলেজ কোডে কলেজ গ্রন্থাগারিককে কলেজ শিক্ষক পরিষদের সদস্য পর্যন্ত করা হয়নি।

প্রবীন ও নবীন গ্রন্থাগার কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন পরিচালনা সমিতি এই উদ্দেশ্যে সঠিক পথে রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিচালনা করবেন এ আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট (৫)

সংকলক ঃ গোবিন্দলাল রায়, পাঁচুগোপাল মৈত্র, মদন চন্দ, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

নির্ঘণ্টের বিন্যাস

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুযায়ী সূক্ষ্মভাবে বর্গীকৃত এই নির্ঘণ্টে শুধু নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পর্যে দেওয়া হবে (ক্ষেত্র বিশেষে সব তথ্য নাও থাকতে পারে) ঃ

(১) প্রবন্ধকারের নাম (এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে; অ-এশিয়দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে; ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছদ্মনামের অধীনে; প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে; নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে) (২) প্রবন্ধের নাম, (৩) পত্রিকার নাম, সাল (বাংলা, ইংরেজী বা শকাব্দ) ও মাস সম্পর্কিত তথ্য (সব তথ্য বন্ধনীর ভিতর) সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকের ক্ষেত্রে মাসের সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের পর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। (৪) কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের উপর টীকা (বন্ধনীর ভিতর)। যথা,

পুলিনবিহারী সেন[১]। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র[২] (দেশ ১৩৬৯ বৈ২৭[৩])

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের জন্য সংশ্লিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য। একই ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীর্ষের (Subject Heading) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীর্ষের আর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। একই বিষয়ের উপরে একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে। অনুরূপভাবে একই বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) সাজানো হয়েছে।

সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত

বাংলা মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত রূপে ব্যবহার হয়েছে; যথা, বৈ বৈশাখ; শুধু, আশ্বিন মাসের ক্ষেত্রে 'আশ্বি' হবে। ইংরেজী মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। যথা জানু—জানুয়ারী।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের রূপরেখা

০০০	সাধারণ বিষয়	৬০০	ফলিত বিজ্ঞান, ইন্‌জিনিয়ারিং
১০০	দর্শন, মনোবিজ্ঞান	৭০০	ললিতকলা, আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলা
২০০	ধর্ম		
৩০০	সমাজবিদ্যা	৮০০	সাহিত্য
৪০০	ভাষাতত্ত্ব	৯০০	ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ ও বিবরণ, জীবনী ও আত্মজীবনী
৫০০	বিজ্ঞান		

আদিত্য ওহদেদার। গ্রন্থবিদ্যা : গ্রন্থপঞ্জী প্রক্রিয়া (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ শ্রা)

০২৭'০৫৪৮৭ গ্রন্থাগার – মহীশূর

শম্ভুনাথ প্রামাণিক। টিপু সুলতানের গ্রন্থাগার (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বিন ২২)

০২৭'৬২৫ শিশু গ্রন্থাগার

নিখিলরঞ্জন রায়। শিশুর জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা)

০২৮'১ গ্রন্থ সমালোচনা

অনাথবন্ধু দত্ত। পুস্তক পরিচয় (বসুধা চক্রবর্তীর রাষ্ট্র সাহিত্য জীবন যৌবন ও মৃণাল ঘোষের আমার দেখা নেপালের উপর আলোচনা) (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

অভয়ঙ্কর, ছদ্ম। কারা কাহিনী (জাকুর লা পিতি দ্য নিউ উপন্যাসের উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বিন)

—সমকালীন সাহিত্য : সার্লক হোমসের ব্যক্তি জীবন (ভিনসেন্ট ষ্টারেটের দি প্রাইভেট লাইফ অব সার্লক হোমসের উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৮)

—সেক্সপীয়র বনাম বার্ণার্ড শ (এড উইল উইলসনের শ অন সেক্সপীয়রের উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৯)

অমল সরকার। সাদাকালোর কাহিনী (ডন জ্যাকবসনের দি এভিডেন্স অব লাভের উপর আলোচনা) (বিংশ-শতাব্দী ১৩৬৯ ভা)

অমৃত। নতুন বই (ওসামু দাজাই-এর উপন্যাস অস্তগামী সূর্যের উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বিন ২০)

—নতুন বই (দিগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক অভিনব একাঙ্ক, প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত সিন্ধুর স্বাদের উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বিন ২২)

—নতুন বই (ডেভিড হেনরি উডের মহাকাশের পথে, এস, ইলিনের শত সহস্র জিজ্ঞাসা, অবিনাশ ভট্টাচার্যের বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রকাশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পথ চলতি, ইনষ্টিট্যুট অব ইকনমিক এ্যাফেয়ার্সের দি পার্মানেন্ট ফ্রন্টিয়ার, বরিস পলেভয়ের মানুষের মত মানুষের উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৯)

দেশ। পুস্তক পরিচয় (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস স্বপ্ন সঞ্চার, আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্প সোনালী সন্ধ্যা ও অতলান্তিকের উপর আলোচনা) (দেশ ১৩৬৯ ভ ৪৬)

—পুস্তক পরিচয় (বিনয় ঘোষের সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১ম খণ্ড, শৈলজানন্দের বড় গল্প 'বরণীর ভূমি' ও 'সোনার হরিণ', রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মাটির গন্ধ ও অজিত কুমারের উপন্যাস সীমারেখার উপর আলোচনা) (দেশ ১৩৬৯ ভা ৪৫)

নারায়ণ দাশশর্মা। নিন্দুকের প্রতিবেদন (প্রবোধ কুমার সান্যালের রাশিয়ার ডায়েরীর উপর আলোচনা) (শনি-বারের চিঠি ১৩৬৯ শ্রা)

বসুমতী। সাহিত্য পরিচয় (কাজী আবদুল ওদুদের কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ, দিলীপকুমার রায় সংকলিত দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ণ, বিপিনচন্দ্র পালের সত্তর বৎসর, আত্মজীবনী, দিলীপ কুমার রায়ের অঘটন আজো ঘটের নাট্যরূপ, প্রবোধ কুমার সান্যালের নিত্যপথের পথী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন দিনে ও ব্যোমকেশের ছটী গল্প, সমরেশ বসুর অচিনপুরের কথকতা, প্রশান্ত চৌধুরীর ফুল মোতিয়া, বিমল মিত্রের নফর সংকীর্তন, আবুল কাজেম রহিমুদ্দীনের যাতাযাতের পথের ধারে ও সুশীল করের পাগল পরাগীর উপর আলোচনা (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

—সাহিত্য পরিচয় (হিরন্ময় বন্দ্যো-পাধ্যায়ের রবীন্দ্র দর্শন, ফ্রাংকলিন এপারের যুক্তরাষ্ট্রের সংক্ষেপিত ইতিহাস, রবার্ট এমেট সের-উডের হোয়াইট হাউসে এব্রাহাম লিংকন, সুবোধ ঘোষের মনভ্রমরা, প্রবোধ কুমার সান্যালের ঝড়ের সংকেত, দিলীপ কুমার রায়ের অঘটন আজো ঘটে (নাটক), ইলা মিত্র অনুদিত লেলিন, সুলতা করের ছোটদের বৌদ্ধ গল্প, কুমারেশ ঘোষের নীল ঢেউ সাদা ফেনা, অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লালনিক, প্রবোধ দের হিমকান্তা কাঠমুণ্ডু, ধনঞ্জয় বৈরাগীর ছন্দ যতি মিল, বুদ্ধদেব বসুর জাপানি জর্ণাল ও বিনয়ঘোষ সম্পাদিত সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্রের (১ম খণ্ড) উপর আলোচনা) (বসুমতী ১৩৬৯ ভা)

যোগেশ চন্দ্র বসু। পুস্তক পরিচয় (মেঁসিয়ে লুইংসের সাংবাদিকের আত্মকথা (অনুবাদ মনোজ দাস)র আলোচনা) (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

শচীনন্দন সিংহ। সমালোচনা (ক্ষুদিরাম দাসের রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়ের উপর আলোচনা) (সমকালীন ১৩৬৯ ভা)

শৈলেন কুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সংবাদ (মুকুল দাসের স্টীল গীটার মেথডের উপর আলোচনা) (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ জিজ্ঞাসা (দি ওয়েফেয়ারিং পোয়েটের উপর আলোচনা) (কথা সাহিত্য ১৩৬৯ ভা)

সন্দর্শন চক্রবর্তী। শিল্প দীপংকর (বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প দীপংকর নন্দ-লালের উপর আলোচনা) (সুন্দরম ১৩৬৮, ৩—১২ সং)

সোমেন্দ্র নাথ বসু। সমালোচনা (বিমল প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ, কাজী আবদুল ওদুদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনা (সমকালীন ১৩৬৯ আশ্বি)

সুধীর কুমার নন্দী। পুস্তক পরিচয় (অনির্ব্বাণের বেদ মীমাংসার উপর আলোচনা) (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

০৫৯·৯১৪৪ বাংলা মাসিক পত্রিকা

অভয়ংকর, ছদ্ম। সমকালীন সাহিত্য : অনুপত্র (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বি ২০)

০৫৯·৯১৪৪ বাংলা মাসিক পত্রিকা—ভারতবর্ষ

নরেন্দ্র দেব। ভারতবর্ষের জন্মকথা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বি)

প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতবর্ষ সূচনার স্মৃতি (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা)

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। "ভারতবর্ষ" (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বি)

০৬৮·৫৪১৪২ ভারতবর্ষীয় সভা

যোগেশচন্দ্র বাগল। ভারতবর্ষীয় সভা : জাতি সংগঠনে ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ কা-পৌ)

০৭০ সংবাদপত্র

রণজিত দাশগুপ্ত। একদিনের খবরের কাগজ (পরিচয় ১৩৬৯ আশ্বি)

০৭৯·৬ সংবাদপত্র—আফ্রিকা

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়। আফ্রিকার গণসংযোগ ব্যবস্থা (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

১৩০, মনস্তত্ত্ব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। মনের কথা (মানব মন ১৯৬২ অক্টো)

মনোবিৎ, ছদ্ম। মানব মনের ক্রমবিকাশ [পাভলভের মতামত] (মানব মন ১৯৬২ অক্টো)

১৩১·৩৪১[১] ইডিপস—গূঢ়ৈষা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুষ ও স্ত্রী ব্যক্তিত্বে ইডিপস—গূঢ়ৈষার পরিণতির রকমফের (চিত্ত ১৩৬৯ শ্রা, আশ্বি)

১৩১·৩৪১[১] স্বকাম

তরুণচন্দ্র সিংহ। স্বকাম (ক্র) (চিত্ত ১৩৬৯ শ্রা, আশ্বি)

১৩১·৩৪৬৯ পাভলভীয় মনোবিকলন পদ্ধতি

পাভলভ, আই. পি.। শিম্পাঞ্জী সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কোয়েলারের মতবাদ (মানব মন ১৯৬২ অক্টো)

১৩৩·৪[১] বশীকরণ

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বশীকরণ (কথা সাহিত্য ১৩৬৯ কা)

১৩৫·৩ স্বপ্ন

তরুণ চট্টোপাধ্যায়। মনস্তত্ত্ব ও স্বপ্ন সমীক্ষা সম্পর্কে ফ্রয়েড ও পাভলভ (মানব মন ১৯৬২ অক্টো)

১৭৭·১ সৌজন্য

রবি মিত্র। সৌজন্য ও ভদ্রতাবোধ (সমকালীন ১৩৬৯ আশ্বি)

১৮১·৪ ভারতীয় দর্শন

অনাদিকুমার লাহিড়ী। চিত্ত ও চৈতন্যের ভারতীয় ব্যাখ্যা (চিত্ত ১৩৬৯ শ্রা, আশ্বি)

ক্ষিতিমোহন সেন। শুভযাত্রা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ কা, পৌ)

প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বি)

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য। আত্মানুসন্ধান (বসুধারা ১৩৬৯ আশ্বিন)

মেধা চৈতন্য, ব্রহ্মচারী। চতুর্বর্গ অথবা পুরুষার্থ চতুষ্টয় (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর তত্ত্ব (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

সুরেশচন্দ্র নন্দী। ভক্তিবৃত্তি (বসুমতী ১৩৬৯ ভা)

১৮১'৪৫ ভারতীয় দর্শন—শ্রীঅরবিন্দ

নীরদবরণ। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা (শাশ্বতী ১৩৬৮ ফা-চৈ)

শ্রীঅরবিন্দ। অতিমানসের ক্রিয়াযন্ত্র: বিচার বুদ্ধি-স্মৃতিশক্তি (শাশ্বতী ১৩৬৮ ফা-চৈ)

শ্রীমা। অনন্ত প্রেমের দান (শ্রীঅরবিন্দের থটস্ এন্ড আফোরিসমসের উপর আলোচনা) (শাশ্বতী ১৩৬৮ ফা-চৈ)

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী (যাত্রী মানুষ) (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বিন)

১৯০ ইউরোপীয় দর্শন

জ্যোতির্ময় গুপ্ত। পরিবর্তনের পটভূমি: কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

১৯৫ ইতালীয় দর্শন—ক্রোচে

বিনয় সেনগুপ্ত। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে (কালপুরুষ ১৩৬৯ শ্রা)

২৩২ যীশু খ্রীষ্ট—জীবনী ও আলোচনা

মণি গঙ্গোপাধ্যায়। এই মাটির মানুষ (ক) (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ ভা)

২৯১'৩৭[১] স্বস্তিক

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বস্তিক (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

২৯৪'১ বেদ

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। স্বরানুসারী বেদার্থের সংকেত (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

২৯৪'৫ ইষ্টনাম

সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ। শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বিন)

২৯৪'৫৫১ শক্তিপূজা ও শাক্তমত

অবধূত, ছদ্ম। যোগনিদ্রা (কথা সাহিত্য ১৩৬৯ কা)

অহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মহিষাসুর বধ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

কুমারেশ ভট্টাচার্য। বাঙালীর শক্তিপূজা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বিন)

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য। পুরাণে শ্রীদুর্গার স্বয়ংবর (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বিন)

নৃপেন্দ্র গোস্বামী। মাতৃকাচার্য ও শক্তিতত্ত্ব (চতুষ্কোণ ১৩৬৯ কা-পৌ)

বঙ্কিমচন্দ্র সেন। ভাগবতে ভগবতী (দেশ ১৩৬৯ শারদীয়া)

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। মহাশক্তি মহামায়া (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

রথীন্দ্রনাথ রায়। ভারতের শক্তি সাধনা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

রমা চৌধুরী। ছায়ারূপা (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

রাখাল ভট্টাচার্য। দুর্গাপূজার অর্থনীতি (সমকালীন ১৩৬৯ আশ্বিন)

সরোজ আচার্য। বারো-ইয়ারি পূজা (চতুষ্কোণ ১৩৬৯ কা-পৌ)

২৯৪'৫৬১ শিবপূজা ও শৈবমত

হিমাংশুভূষণ সরকার। শিবঠাকুরের বহির্ভারতে যাত্রা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বিন)

২৯৪'৫৫২ আর্যসমাজ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

২৯৪'৫৫৫ হিন্দুধর্ম—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। মানবসেবায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

২৯৪'৫৯২ ভগবদগীতা—ব্যাখ্যা ও সমালোচনা

"গঙ্গাসমীরণ", ছদ্ম। গীতা-জননীর অনুধ্যান (বসুমতী ১৩৬৯ ভা)

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

২৯৪'৫৯২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত—ব্যাখ্যা ও সমালোচনা

ত্রিদিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জনৈক বৈষ্ণবের অপযশ খণ্ডন (বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত প্রসঙ্গে আলোচনা) (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

৩০১'১৫৮৩ সভা সম্মেলন

চৈতালি সেন। সভা সম্মেলন প্রস্তুতি প্রসঙ্গ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ শ্রা)

৩০১'২ সংস্কৃতি

নৃপেন গোস্বামী। সাংস্কৃতিক বিকিরণ (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বিন)

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সংস্কৃতির দম্ভ (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

৩০১'৩২ জন সংখ্যা

সমর রায় চৌধুরী। এশিয়া ও আফ্রিকার পুষ্টি ও জন সংখ্যা-বৃদ্ধি সমস্যা (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৩০১'৪২০৯৫৪ বিবাহ—ভারত

মীরা রায়। প্রাচীন ভারতে বিবাহ (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

৩২০'১৫৮০৯৫৪ ভারত—জাতীয় সংহতি

অন্নদাশঙ্কর রায়। দ্বৈভাষিক সংস্কৃতি (পরিচয় ১৩৬৯ আশ্বিন)

ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী। ভারতে নেশন গঠন সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

মুকুন্দ বিহারী মিত্র। জাতীয় সংহতি (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। জাতীয় সংহতির সমস্যা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

৩২০'৯৪৩০৮৭ জার্মাণী—রাজনীতি

কেম্পার, মানফ্রেড। জার্মাণ জনসাধারণ ও জার্মাণ শান্তি সন্ধি (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

জ্ঞান বিকাশ মিত্র। জার্মাণ সমস্যা ও তার সমাধান (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বিন)

৩২১'০৩ সাম্রাজ্যবাদ

শিবানীকিঙ্কর চৌবে। সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৩২৬ দাসপ্রথা

অশোক মুস্তাফি। দাসপ্রথা ও টম্‌পেন (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

৩২৭ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

কৃষ্ণ ধর। আফ্রিকার ঐক্য ঃ এশিয়ার মৈত্রী (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য। ভারতীয় সংস্কৃতি, শান্তির বাণী ও বর্ত্তমান সংকট (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৩২৭.৭৩ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—পররাষ্ট্র নীতি

বিপ্লব দাশগুপ্ত। মার্কিণ কূটনীতির দুই শতক, প্রথম পর্ব (১৭৭৬ থেকে ১৮৯৪) (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৩২৮.৪২ বৃটীশ পার্লামেণ্ট

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। বৃটেনের প্রকৃত শাসক কে : পার্লামেণ্ট না এস্‌টাবলিশমেণ্ট (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৩২৯.৯৫১ কমিউনিষ্ট পার্টি, চীন

মুজফফর আহমদ। চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্ভব (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বি)

রীড, হার্বার্ট। চীনের গণ-কমিউন (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

৩২৯.৯৫৪ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি

আবদুল হালিম। তিরিশের দশকে কমিউনিষ্ট আদর্শ প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা : ৪১নং জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের কাহিনী (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বি)

৩৩০.১ অর্থনীতি—দর্শন ও তত্ত্ব

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও মিশ্র অর্থনীতি (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা)

৩৩০.৯৪৭ সোভিয়েত ইউনিয়ন—অর্থনৈতিক অবস্থা

রণজিত দাশগুপ্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণে অর্থনৈতিক পটভূমি (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্ট)

৩৩০.৯৫৪ ভারত—অর্থনৈতিক অবস্থা

আর্থিক প্রসঙ্গ। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৩০.৯৫৪১৪ বঙ্গদেশ—অর্থনৈতিক অবস্থা

নরহরি কবিরাজ। ইয়ং বেংগলের অর্থনীতি চিন্তা (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বি)

৩৩১.৮৮০৯৫৪ ট্রেডইউনিয়ন—ভারত

হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। ট্রেড ইউনিয়ন ইতিহাস বিষয়ে (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বি)

৩৩২.২[১] স্বল্প সঞ্চয়

আদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত। সরকার ও স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৩২.৩১ কৃষি ঋণ

রাখাল চন্দ্র দত্ত। কৃষিঋণ নীতির পুনর্বিবেচনার স্বপক্ষে (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৩৪ সমবায়

নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী। সমস্যা সমাধানে সমবায় ও পঞ্চায়েত (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বি)

৩৩৫ সমাজতন্ত্র

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র (চতুষ্কোন ১৩৬৯ কা—পৌ)

৩৩৬.৫৪ লোক অর্থ—ভারত

আর্থিক প্রসঙ্গ। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৩৭·৯১৪ ইউরোপীয় কমন মার্কেট

আর্থিক প্রসঙ্গ। ইউরোপীয় কমন মার্কেট (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

নভোসংস্থিতি। বারোয়ারী বাজার ঃ নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্ত (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বি)

রণজিৎ দাশগুপ্ত। বারোয়ারি বাজার প্রসঙ্গে (চতুষ্কোণ ১৩৬৯ কা—পৌ)

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। "ই. সি. এম" এ ব্রিটেন ও ভারতের সমস্যা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা)

সন্তোষ দত্ত। কমন মার্কেটে রাজনীতি (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ ভা)

৩৩৮·০৯৫৪ ভারত—শিল্প

মানুভাই শাহ। ভারতের শিল্প বিপ্লব (অর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৩৮·৬৪০৯৫৪ ক্ষুদ্র শিল্প—ভারত

ডি. এন. ভট্টাচার্য। ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ণ (বসুধারা ১৩৬৯ আশ্বি)

৩৩৮·৯৫৪ ভারতবর্ষ—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

অলক ঘোষ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

কস্তুর চাঁদ লালওয়ানী। ভারতে অর্থনৈতিক যোজনার ভবিষ্যৎ (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৩৯·৪ ধন সম্পদ

ভি. কে. আর. ভি. রাও। য্যাডাম স্মিথের ওয়েলথ অব নেশনস্ (অর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৩৯·৪৮০৯৪৭ পণ্যব্যবহার—সোভিয়েত দেশ

ইয়েভেংকো, আই। সোবিয়েত দেশে পণ্যের চাহিদা ও ব্যবহার (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৪১·১ শান্তি আন্দোলন

অশোক রুদ্র। আইনষ্টাইনের একটি চিঠি (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

গৌতম চট্টোপাধ্যায়। শান্তির সংগ্রামে ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য (পরিচয় ১৩৬৯ ভা)

চিন্মোহন সেহানবীশ। আবার বিশ্বমনীষী সংগমে (পরিচয় ১৩৬৯ ভা)

—বিশ্বশান্তি ও লেখক সমাজ (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

বার্ণাল, জে. ডি.। নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

৩৪১·১৩ রাষ্ট্রসঙ্ঘ

রঘুবীর চক্রবর্তী। রাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রগতি (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৩৪১·৬৭ নিরস্ত্রীকরণ

চিত্ত বিশ্বাস। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

বিপ্লব দাশগুপ্ত। নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস (পরিচয় ১৩৬৯ ভা)

বি বে কা ন ন্দ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ব কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ আগ)

মনোরঞ্জন বড়াল। নিরস্ত্রীকরণ সংগ্রাম সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ব পর্ব) (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

শ্যামল চক্রবর্তী। নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা (পরিচয় ১৩৬৯ ভা)

সুনীল সেন। সোভিয়েত রাশিয়া এবং নিরস্ত্রীকরণ (১৯২২-১৯৩৪) (পরিচয় ১৩৬৯ ভা)

৩৪৭·৪ চুক্তি আইন

মনীন্দ্রকুমার মজুমদার। চুক্তি আইন (ক্র) (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৬২·২০৯৫৪১৪২ লুম্বিনী

তরুণ সিংহ। লুম্বিনি সম্বন্ধে—দুরারোগ্য মানসিক রোগীর সমস্যা (চিত্ত ১৩৬৯ শ্রা-আশ্বি)

৩৬২·৪১ অন্ধের সেবা

অনাথবন্ধু দত্ত। অন্ধের জগৎ (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা)

৩৬৪·৩৬০৯৫৪১৪২ শিশু অপরাধ—কলিকাতা

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতায় শিশু অপরাধ (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

৩৭০·১০৯৫৪ শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মতবাদ

রঘুনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় ভাববাদ (শিক্ষা ও শিক্ষক ১৯৬১-৬২, ডিসে-জানু)

৩৭০·৯৫৪ শিক্ষা—ভারত

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার। শিক্ষা-সংস্কারের পটভূমি (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা-আশ্বি)

৩৭১·১ শিক্ষক

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত। আমেরিকা ও সোভিয়েতের শিক্ষক (মানব মন ১৯৬২ অক্টো)

৩৭৮·৫৪ উচ্চশিক্ষা—ভারত

অন্নদাশঙ্কর রায়। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত (সমকালীন ১৩৬৯ আশ্বি)

বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য। শিক্ষার সংকট (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

সুপ্রসন্ন, ছদ্ম। আমরা কোন পথে (আর্থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৩৭৮·৫৪১৪২ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ঊষা বিশ্বাস। বিশ্বভারতী (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা)

৩৯১·২[১] শাড়ী

কনাদ চৌধুরী। সুখ ও শাড়ি (অমৃত ১৩৬৯ শারদীয়া)

৩৯২·৩ টোটেমবাদ

ফ্রয়েড, সিগমুণ্ড। টোটেম ও টাবু; অনুবাদ—ধনপতি বাগ (চিত্ত ১৩৬৯ শ্রা-আশ্বি)

পরিমলচন্দ্র ঘোষ। আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পথে (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

ভারতভূমিতে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে

গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব

- প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামরিক ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনুকূলে জনসমর্থনকে সুদৃঢ় ও সদাজাগ্রত রাখা.

- পত্রপত্রিকা পাঠ করে এবং সচিত্র প্রাচীরপত্রের সাহায্যে নিরক্ষর লোকদের দেশ রক্ষার বিষয়ে সচেতন করে তোলা ;

  গ্রন্থাগারে রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদির সাহায্যে জনগণের মনোবল অক্ষুন্ন রাখা ;

- উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা ব্যঞ্জক কার্যাবলীর পরিবর্তে দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় জনগণের সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও অনমনীয় মনোভাব গড়ে তোলা ;

- অর্থদান প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশরক্ষার সর্বকাজে সকলের সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা ;

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
CALCUTTA - 12.

Notice of the Annual General Meeting

The Twentyseventh Annual General Meeting of the Bengal Library Association will be held on Sunday, the 23rd December 1962 at 5 P.M. at the Central Library, Calcutta University to transact the business as per following agenda. A copy of the Annual Report for 1961 is enclosed for your information.

1 Confirmation of the minutes of the last Annual General Meeting.
2. Adoption of the Annual Report for 1961.
3. Adoption of the Audited Income and Expenditure Accounts for the year ended the 31st December 1961.
4. Election of office-bearers and members of the Council for the year 1962.
5. Miscellaneous.

Dated Calcutta,
The 19th November, 1962.

B. N. Mukherjee
Secretary.

Note :—Attention of the members is specially invited to the following rules of the Association :—

1. A person whose name is in the membership list for twelve months from the date of his admission and whose subscription is not in arrears for three months or more is eligible to vote and to stand for election.

2. In all proceedings of the Association no person shall be entitled to vote or to be counted as a member whose subscription shall have been arrears for a period exceeding three months.

3. The Council shall consist of one President, five Vice-Presidents, one Secretary, one Joint Secretary, one Assistant Secretary, one Treasurer,

one Librarian, one Editor and fifteen representatives of Donars, Life Members, and Ordinary Members, together with Institutional members of the following districts as indicated :

Bankura	1	seat	Darjeeling	1	seat
Birbhum	1	,,	Hooghly	3	,,
Burdwan	2	,,	Howrah	1	,,
Calcutta	4	,,	Jalpaiguri	1	,,
Cooch Behar	1	,,	Malda	1	,,
Midnapore	1	,,	Murshidabad	1	,,
Nadia	1	,,	Purulia	1	,,
24 Parganas	2	,,	West Dinajpur	1	,,

One representative each from the following :

(i) Calcutta University, (ii) National Library, (iii) Visva-Bharati, (iv) Department of Education, Government of West Bengal, (v) Jadavpur University, (vi) Burdwan University, (vii) Corporation of Calcutta, (viii) Board of Secondary Education, West Bengal, (ix) Bangiya Sahitya Parisad, (x) Bangiya Pustak Bikreta O Prakasak Sabha (xi) West Bengal Municipal Association, (xii) Kalyani University, (xiii) North Bengal University, (xiv) Rabindra Bharati University.

Members may please note that—

(i) Nomination for the above are to be filled in the form as per specimen given below so as to reach the office of the Association on or before the 18th December, 1962 (8 P.M.)

(ii) The scrutiny of the nomination papers received will take place in the evening office of the Association at 33 Huzurimall Lane, Calcutta 14, on the 19th December, 1961, at 6-30 P M. Proposers, seconders and candidates may be present during the scrutiny.

(iii) The last date for withdrawal of nomination is the 21st December, 1961 (8 P.M.)

(iv) List of members eligible for election has been kept in the office of the Association at 33 Huzurimall Lane, Calcutta-14.

(OFFICE HOURS 4 P M. 9 P.M.—EXCEPT SUNDAYS AND PUBLIC HOLIDAYS.) Phone : 34–7355

(v) Representatives of Institutional Members should bring with them the authorisation letters from the Institutions concerned.

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

Nomination Paper for election in the Twentyseventh Annual General Meeting of the Bengal Library Association.

I hereby propose.......... ....of...................
(full name of personal/institution)

...................................as...................................of the
(address)

Bengal Library Association for the year 1962,

Signature of the Proposer...

Full Name in block letters..................... ....

Designation of the proposer & name of the institution represented, if institutional member .. ..

....

I second the above Proposal.

Signature of the Seconder....................... ....

Full Name in block letters .. ..

Designation of the seconder & name of the institution represented, if institutional member... ... .

....

I agree to the above nomination.

Signature of the candidate proposed in token of consent............ ....

Full Name in block letters...

Designation of the candidate proposed and name of the institution represented, if institutional member...

....

Date...............................

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

ANNUAL REPORT 1961

Annual General Meeting

The 26th Annual General Meeting of the Association was held on Sunday, the 3rd December, 1961 at the Central Library, University of Calcutta 12, under the Chairmanship of Shri Tincori Dutta.

Election

The Office-bearers and other members of the Council were elected for the next term. The list of Office-bearers and the members of the Council appear at Appendix A of this Report. The Executive Committee of the Association consisted of the Office-bearers and 7 members elected by the Council in its meeting held on 10th December, 1961. The names also appear at Appendix A.

In the same meeting of the Council election of the Chairmen, Conveners and members of the varicus Standing Committees were held. Their names appear at Appendix B.

MEMBERSHIP

Statement showing the new members admitted during each of the seven years from 1955 to 1961 is given :

Year	Life members	Ordinary members	Institutional members	Toal
1961	1	233	86	320
1960	2	256	85	343
1959	X	67	62	129
1958	X	62	50	112
1957	2	44	31	77
1956	X	41	15	56
1955	8	70	86	164

(ii) A statement showing the membership position on 31st December of each year from 1955 is given (Defaulters for more than three years have been excluded :

Year	Life members	Ordinary members	Institutional members	Total
1961	46	476	446	968
1960	45	410	495	950
1959	43	256	538	837
1958	43	245	517	805
1957	43	243	569	855
1956	41	224	601	866
1955	41	252	675	968

(iii) District-wise distribution of members for the year 1961 is given :

	Life	Personal	Institutional	Total
Bankura	1	4	15	20
Birbhum	1	3	11	15
Burdwan	1	5	26	32
Calcutta	35	297	132	464
Cooch Behar		2	2	4
Darjeeling			2	2
Hooghly	4	27	71	102
Howrah	4	31	46	81
Jalpaiguri		1	4	5
Malda		1	9	10
Midnapore		15	30	45
Murshidabad		4	20	24
Nadia		8	12	20
Purulia			2	2
24 Parganas		67	63	130
West Dinajpur		1	1	2
Tripura				
Outside W. B.		10		10
	46	476	446	968

MEETINGS

During 1961 the various Committees met for the number of years indiated in the parantheses :

Council (2), Executive Committee (13), Organisation and co-ordination Committee (1), Librarianship Training Committee (3), Accounts & Finance Committee (2), Granthagar & Publications Committee (1) Library Committee (1), Building Committee (3). Technical Advisory Committee (x), Directory Committee (2). Book-Selection Committee (2).

ACTIVITIES

Condolence :

The Association places on record its deep sense of sorrow at the loss sustained by the sad demise of the following persons ;

(1) Anathnath Basu : A noted educationist of India and one of the close associates of our Association. He presided over the Maldah Session of the Bengal Library Conference in 1954.

(2) Asa Don Dikinson : A past President of the American Library Association. He organized the Punjab University Library in 1915, introduced the first librarianship training course in India and was the author of the first book on librarianship published in India entitled 'Pubjab Library Primer.'

(3) William Charles Berwick Sayers : A distinguished member of Library profession of U.K. and author of the famous text books on library classification.

Reception & felicitations :

Receptions were accorded to the following distinguished librarians and educationists by the Association :

(1) Mr & Mrs L J Kipp : Mr & Mrs Kipp, American librarians visited India in connection with the library programme under the Wheat Loan Interest Plan. They participated in an informal discussion with members of the Association regarding public library finance and librarianship education. They also related their impression of Indian librarianship.

(2) Miss Evelyn Evans : Miss Evans, Director of Library Service, Ghana met the members of the Association on 18th November, 1961 and spoke about the library service of Ghana. She made a special mention of the interest of Mr. Nkruma, Prime Minister. Ghana in the promotion of library service of Ghana.

(3) Sir John Sargent : Sir Sargent, former Educational Adviser, Govt. of India came to India at the invitation of the Government of West Bengal to advise on educational problems of the State. He visited our Office on 25th November, 1961. Dr S R Ranganathan, one of his old friends and Shri Apurba Kumar Chanda, one of his old colleagues were present. The members present discussed with him the need for library legislation in India.

(4) Dr S R Ranganathan : Dr Ranganathan was felicited by the Association on his attainment of 70th birthday on 3rd December 1961 in the University Library. An "*Abhinandan Patra*" in Sanskrit verse was presented to him. Dr Ranganathan in his reply recalled

his association with Kumar Munindra Deb and the Bengal library movemont in the past and made a special mention of his renewed contact with the young and enthusiastic workers of the Bengal Library Association of to-day.

The '*Abhinandan Patra*' has been published in the Agrahayan 1368 B.S., issue of the *Granthagar.*

In this connection we may mention that our Joint Secretary Shri Arun Kanti Das Gupta had compiled an exhaustive bibliography of the writings of and on Ranganathan to be published by Asia Publishing House, Bombay on his 72nd birthday. Shri Das Gupta has given the copy-right of his book to the Association.

(5) Dr Nihar Ranjan Ray : Dr Ray one of the past Presidents of the Association and the President of the Indian Library Association met the workers of the Association and discussed the problems of librarians and gave some suggestions in respect of the introduction of a library law in this State.

(6) Mr. John Smeaton : Mr. John Smeaton of the British Council in India related his experience about the book exhibitions recently arranged in various places of India by the British Council and explained the role of such exhibitions to stimulate the reading habits of the public.

(7) Others : The Association also met Shri P N Kaula (Librarian, Banaras Hindu University) of U P Library Association and Sri N C Chakravarty (Librarian, Ministry of Finance) of Government Library Association, New Delhi in the Association Office and exchanged views on problems of librarians of India.

About some of our member :

(1) Shri B S Kesavan, our Vice-President and Director of the Training Course had been appointed an Adviser of the Insdoc.

(2) Shri Rakhal Chakravartibiswas, one of our past Secretaries and till recently Convener of the Training Course had been appointed Librarian of the Ministry of External Affairs. He was closely associated with the Association in various capacities for long period. His friends met him in an informal gathering in the Association Office before he left Calcutta.

(3) Shri Subodh Kumar Mukhopadhyay one of our past Presidents and now a Vice-President was awarded Watamull Prize for his work entitled '*Granthagar Vijnan*'. The members might recall that this book also received Nursingh Das Agarwal Prize of the Delhi University.

(4) Shri Benoy Sen Gupta our Vice President attended the International Cataloguing Conference held at Paris on 9th October, 1961, as India's representative.

Fifteenth Bengal Library Conference :

The Fifteenth Bengal Library Conference was held on 31st March and 1st April, 1961 in Ramananda College, Bishnupur (Bankura) at the invitation of Bishnupur Public Library.

Shri Ratanmani Chattopadhyay, a prominent social worker of the State and President of the Howrah District Library Association presided. The conference was. inaugurated by Shri Nikhil Ranjan Ray of the State Education Department. The delegates were welcomed by Shri Radhagobinda Ray (Ex-Minister of West Bengal), Chairman of the Reception Committee. An exhibition of rare manuscript and books written by various authors of Bankura was inaugurated by Shri Ganga Gobinda Ray an octogenarian of Bishnupur.

The working paper dealt with the public library structure of West Bengal. Besides the working paper the following papers were also presented and discussed in several sessions :

(1) Three papers on the problems of the District and Rural Librarians by Sarvasri Bejoyanath Mukhopadhyay, Anil Datta and Nagendranath Samanta.

(2) A paper on the problems of Bengali names in cataloguing by Shri Ganesh Bhattacharyay.

(3) Two papers on Children Library by Sm. Bani Basu and Shri Bhupesh Basu. Resolutions on the following topics were adopted in the conferenee :

(1) Library system/structure of West Bengal
(2) Pay and status of District and Rural Librarians
(3) Form of entry of Bengali names in library catalogue
(4) Librarianship training at certificate level
(5) Appointment of trained librarians in schools and colleges.

A public meeting was held in the evening of 31st March, which was presided over by Shri Ramnalini Chakravarty, a distinguished social worker of the locality.

District-wise meetings of the delegates were held for establishing mutual contacts and discussing local problems.

A musical soiree was arranged by the Reception Committee in the evening of 1st April. The delegates enjoyed the delightful music of the reputed musician, Shri Gopeswar Bandopadhyay and his disciples.

A detailed report of the conference, the papers, the presidential and other addresses and the text of the resolutions were published in the Chaitra 1367BS issue of *Granthagar.*

The Association is extremely grateful to the State Education Department for allowing the District and Rural Librarians to attend the conference and paying the travelling cost.

Library Day

'Library Day' was observed as usual on 20th December throughout the State to mark the 36th foundation day of the Association. On 19th December the re-union of the past and present students of the Librarianship Training Course of the Association was held at the Calcutta University Institute Hall under the presidentship of Shri B S Kesavan. Shri Nikhil Ranjan Ray of the State Education Department was the Chief Guest. A souvenir was published by the Re-union Committee on this occasion.

The central meeting to observe the Library Day, held on 20th December in the Library Hall, Calcutta University Institute was preceded by a function to distribute certificates to the successful candidates of the Librarianship Examination of 1961. The certificates were distributed by Principal Sanat Kumar Basu of Presidency College, Calcutta.

The central meeting was presided over by Dr Triguna Sen, Rector, Jadavpur University. He wholeheartedly supported the efforts of the Association in enacting a library legislation and raising the pay and status of the library workers. Four resolutions on the following topics were unanimously adopted in the meeting :

(1) Library act for the State
(2) Establishment of more Day Students' Home for the benefit of the school and college students.
(3) Recognition of proper status and fixing of suitable pay scale of the librarians.
(4) Establishment of a free public library by Calcutta Corporation

Librarianship Training

The Association successfully conducted the 25th Certificate Course of Training In Librarianship in 1961. As usual two sessions were conducted (Week-end and Summer). The Psychometry Department of the Indian Statistical Institute assisted us in making selection of students. The results of the selection tests held during the years 1960 and 1961 have been analysed in a recent paper of S Chatterjee and Manjula

Mukherjee entitle 'Development of a battery of tests to select students of Librarianship Training Course'.

Following is a statement of the result of the examinations of the past five years :

Year	Number admitted	Number appeared in the examination*	Number Passed	%
1961	165	170	85	50
1960	166	143	100	69.9
1959	140	119	62	52.1
1958	154	159	83	58.4
1957	153	142	84	59.1

[* includues candidates who could not qualify in one or two previous attempts]

Publications

Granthagar, the monthly organ of the Association completed another year of successful publication. It has already been established and recognised as a standard technical journal. During the year under review the Editor introduced some novel features in the journal. Each issue was devoted to a prticular topic. The following issues deserve special mention :

Rabindra Centenary Number	Baisakh	1368 BS
Cataloguing	Ashad	1368 BS
Library Building & Furniture	Bhadra	1368 BS
William Carey	Shravan	1368 BS
Book mobile	Aswin	1368 BS
Children Number	Paush	1368 BS

The Association is grateful to the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs for the continued patronage of the journal. The generous grant of Rs. 2000/- for the second year helped us to improve the contents of the journal.

We are pleased to announce that the printing of the West Bengal Library Directory and Select List of Bengali Books had been started.

Rabindra Centenary Celebration

The setting up of a Celebration Committee of the Association was announced in our Annual Report of 1960. The Committee made necaessary arrangements for the celebration.

On 25th Baisakh 1368 BS the members met in the Association Office and paid tributes to Rabindranath.

The Association was also the joint organiser of a function, along with Indian Library Association and Indian Association of Special Libraries and Information Centres, held at the National Library under the Presidentaship of Dr Nihar Ranjan Ray, President of the Indian Library Association.

A special Centenary number of Granthagar was published which included a valuable bibliography of publications on Rabindranth. The off-print of the bibliography is available for sale.

Shri Bimal Kumar Datta, Librarian, Viswabharati offerred his '*Rabindra Sahitye Granthagar*' for publication on behalf of the Association. Shri Datta had collected Rabindranath's views on libraries scattered in books and journals and had added suitable comments. The Association thankfully accepted the offer and decided to publish the book on the 101st birthday of the poet.

Building of the Association

We are pleased to annouce that the Association has been able to acquire a piece of land measuring about 2 cottahs and 12 chataks on lease basis under the C.I.T. Scheme No. 52 (Entally) (Plot No. 134). The total cost of the land is about Rs. 19,948·00.

We are grateful to the C.I.T. authorities for the allotment and to the State Education Department for recommending our name.

Colloquia

During the year under review, the Association was able to arrange the following talks :

(1) Shri Ajit Kumar Mukhopadhyay, Chief Librarian, Jadavpur University : Problems of the University Libraries.

(2) Dr S R Ranganathan : Demonstration of postulational method of library classification. The demonstration was followed by discussions in which the students of the Training Course participated.

Camp Training Classes

The Association organised a two-week Camp Training Class at Balshi Dhruba Samhati Library, Bankura. 35 library workers participated in the Training Class.

Pay and Status of Library Personnel

The Association continued its effort in improving the pay and status of library workers :

(1) The Association submitted a memorandum to the University

Grants Commission on 24th March 1961, pointing out that while its recommendation equating the librarians with the teaching staff is a move in the right direction, the conditions of implementation of the recommendation would exclude a large majority of the library workers from its purview. The educational and professional attainments are no doubt a desirable pre-requisite for enjoying the benefit of the recommendation, but at the same time the long, ungrudging and sincere service for the cause of education should also be taken into consideration. While the qualifications as laid down in the recommendation of the U.G.C. should be insisted upon in the case of new entrants, non-possession of these qualifications should not be a bar in respect of the present incumbents.

Copies of this memorandum were circulated to all University and college authorities, University librarians, librarians of West Bengal Colleges, Indian Library Association, Indian Association of Special Libraries and Information Centres and other State Library Associations and prominent educationists of India. A large number of the recepients lent their supports to the proposal of the Association. The U.G.C. authorities also agreed to give due consideration to the proposal.

(2) The Report of the Pay Committee of the West Bengal Government was the cause of widespread disappointment amongst the library workers of the State Government. The Association, although for all practical purposes is recognised by the Government of West Bengal as the representative organisations of the library profession, was not consulted by the Pay Committee failed to consider the library service in its true perspective and in fixing up the pay and status of the librarians ignored the type and nature of library service. Curiously enough the stock of books was considered to be the yerd stick for this purpose. This will encourage storing of useless and ephemeral materials with consequent wastage of shelving space and card catalogues. In certain cases the pay scales of the library staff are fixed at a lower scale than what they have been enjoying at present. Our President submitted a memorandum to the Chief Minister, West Bengal, pointing out these anomalies.

LIBRARY DEVELOPMENT IN THE STATE

It has been our practice during the past few years to give a brief report of the library development in the state. During the year under

review the position of various libraries under the Government sponsorship is as follows :

State Central Library 1	Library Centres 258
District Library 19	Aided Subscription libraries 819
Are Libraries 24	Rural Libraries 464
Central Libraries 2 (Banipur and Kalimpong)	

According to the State Government, while it has not been possible on their part to abolish subscriptions and to make these libraries entirely free true to the concept of a public library, a near-approach to a public library system has been made. With the bulk of the financial requirements being borne by the Government it has been possible to staff these libraries with qualified whole-time staff and to organise their activities on scientific and systematic lines.

A summary account of the activities of the aided and sponsored public libraries and library centres during the period under review is given below :

Year	Number of Books circulated	Number of Readers
1959-60	30,83,696	7,34,545
1960-61	37,95,633	8,07,453

The state public library system will be further expanded and developed with the provisions available under the Third Plan. Establishment of an Institute for Training in Librarianship, public libraries with mobile wings at sub-divisional and other municipal towns and other municipal towns and more libraries in the rural areas has been proposed. A sum of Rs. 84·56 lakhs has been provided for the purpose of library development in the Third Plan.

Mahajati Sadan Library

The Mahajati Sadan Library was inaugurated on 25th Baisakh 1368 BS by Shri Prafulla Chandra Sen, now Chief Minister, West Bengal.

Our grateful thanks

We record our grateful thanks to :

(a Government of West Bengal for financial assistance

(b) Calcutta Corporation for financial assistance

(c) Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs for financial assistance

(d) Calcutta University, National Library and Indian Statistical Institute for helping us in conducting the Librarianship Training Course

(e) Messers George Read & Co. for agreeing to act as Honorary Auditors for last three decades

(f) the press for giving wide publicity to our activities

(g) Numerous friends and organisations who helped the Association in various ways

(h) the colleagues serving on various Committees of the Association.

Dated, Calcutta, the
26th November, 1962

Sd/- Bejoyanath Mukhopadhyay
Secretary

APPENDIX A

1 Office Bearers

President : Shri Tincori Dutta
Vice-Presidents : Sarvashri B S Kesavan, Pramilchandra Basu, Jatindramohan Majumdar, Gosthabehari Chattopadhyay, Binayendranath Sengupta
Secretary : Shri Bijoyanath Mukhopadhyay
Joint Secretary : Shri Arunkanti Dasgupta
Asstt. Secretary : Shri Ganesh Bhattacharyya
Librarian : Shri Chanchalkumar Sen
Treasurer : Shri Gurudas Bandopadhyay
Editor, Granthagar : Shri Sourendramohan Gangopadhyay

2 Council

The Council consisted of the above office-bearers and the following representatives :

(i) 15 representatives of the donors, life members and ordinary members :

Sarvashri *Phanibhusan Ray, *Prabir Raychoudhury, *Bani Basu, *Gobindalal Ray, *Ramranjan Bhattacharyya, *Rammohan Basu, Asoka Dhar, Binaybhusan Ray, Bijaypada Mukhopadhyay, Gita Mitra, Gobindabhusan Ghosh, Krishna Datta, Mangalaprasad Sinha, Promode chandra Bandyopadhyay, Subodhkumar Mukhopadhyay :

(ii) 18 representatives of institutional members from different districts :

Bankura : Dhruba Sanhati, Balsi

Birbhum : Birbhum District Library, Birbhum

Burdwan : Makhanlal Pathagar, Jaragram

Calcutta :
1 Indian Association, 62 Bipin Behari Ganguly Street, Cal-12
2 Kanai Smriti Pathagar, 34 Guruprasad Choudhury Lane, Cal-6
3 Sisir Smriti Pathagar, 32A, Harisabha Street, Cal-23
4 Michael Madhusudan Library, 17/1/2, Manasatala Lane, Cal-23

Cooch Behar : P.V.N.N. Library, Haldibari, Cooch Behar

Midnapur : Rajnarayan Bose Smriti Pathagar

Nadia : Shantipur Public Library, Shantipur

24 Parganas :
1 Nawabganj Sadharan Granthagar, Ichhapur
2 Sodepur Sadharan Pathagar, Dakshin Palli, Sodepur

Darjeeling : Bloomfield Public Library, Kurseong

Hooghly :
1 Monoharpur Public Library, Dankuni
2 Mahanad Sadharan Pathagar, Mahanad
3 Serampore Public Library, Serampore

Howrah :
1 Bishnupada Smriti Pathagar, 4, Panchkari Mohanta Lane, Salkia
2 Friends' Union Library, 106, Netaji Subhash Rd.

Jalpaiguri : Babupara Pathagar, Mahatma Gandhi Road, Jalpaiguri

Malda : Bandhab Pathagar, Harishchandrapur

Murshidabad : Prashannakumar Memorial Library, Beldanga

Purulia : Haripada Sahitya Mandir, Purulia

West Dinajpur : West Dinajpur District Library, Balurghat

(iii) Representative of the following institutions :

(i) Calcutta University, Cal-12
(ii) National Library, Belvedere, Cal-27
(iii) Visva Bharati, PO Shantiniketan, Birbhum
(iv) Department of Education, Govt. of West Bengal
(v) Jadavpur University, Cal-32
(vi) Burdwan University, Burdwan
(vii) Corporation of Calcutta, 5, S N Banerjee Road, Cal-13
(viii) Board of Secondary Education, 77C, Park Street, Cal-16
(ix) Bangiya Sahitya Parishad, 243,1, Upper Circular Rd., Cal-6
(x) Bangiya Pustak Bikreta & Prakashak Sabha, 93, Mahatma Gandhi Road, Cal-7
(xi) West Bengal Municipal Association, C55, College Street, Cal-12

(iv) Representatives of special interests :

College Libraries : Midnapur College, PO & Dist Midnapur
School Libraries : Santipur Oriental Academy Santipur, Nadia
Special Libraries : Association of Engineers, 24, Netaji Subhas Road, Cal-1
Special Interest : Darjeeling District Library, Darjeeling
(field of service)

3 The Executive Committee, 1961

The Executive Committee consists of all the office bearers of the Association as ex-officio members and the six members marked with asterisks (*) under Section 2(i) : Representatives of the Donors, Life and ordinary members.

APPENDIX B

The Standing Committees, 1961

The following office bearers are the ex-officio members of the standing committees :

(1) The President
(2) The Secretary
(3) The Treasurer
(4) The Editor, Granthagar

Library & Reading Room Committee

Chairman : Shri Binayendranath Sengupta
Secretary : Shri Chanchalkumar Sen
Members : Sarvashri Arunkanti Dasgupta, Asoka Dhar, Dilipkumar Basu, Ganesh Bhattacharyya, Tusharkanti Sarkar

Book Selection Committee

Chairman : Shri Ajitkumar Mukhopadhyay
Secretary : Sm. Krishna Dutta
Members : Sarvashri Amita Mitra, Gouri Ray, Kantibhusan Ray, Mangalaprasad Sinha, Majnu Bandyopadhyay, Prabir Raychoudhuri, Priti Mitra

Building Committee

Chairman : Shri Harendranath Majumder, M.L.C.
Secretary : Shri Prabir Raychaudhuri
Members : Sarvashri Arunkanti Dasgupta, Asoka Dhar, B S Kesavan, Basudeb Lahiri, Binaybhusan Ray, Binayendra Deb Ray Mahashay, Dilip Basu, Gita Mitra, Gobindalal Ray, Gosthabehari Chattopadhyay, Jatindramohan Majumder, Mangalaprasad Sinha, Mukur Sarbadhikari, Phanibhusan Ray, Pulinkrishna Chattopadhyay, Purnendu Pramanik, Rammohan Basu

Finance Committee

Chairman : Shri Anathbandhu Datta
Secretary : Shri Gurudas Bandyopadhyay
Members : Sarvashri Bani Basu, Gobindalal Ray, Phanibhusan Ray, Purnendu Pramanik, Sourendramohan Gangopadhyay.

Granthagar cum Publication Committee

Chairman : Shri Jatindramohan Majumder
Secretary : Shri Sourendramohan Gangopadhyay
Members : Sarvashri Arunkumar Ghosh, Bijaypada Mukhopadhyay, Binaybhusan Ray, Chanchalkumar Sen, Ganesh Bhattacharyya. Gita Mitra, Phanibhushan Ray, Prabir Raychaudhuri, Santoshkumar Basu.

Librarianship Training Committee

Chairman : Shri B. S. Kesavan
Secretary : Dr Adityakumar Ohdedar
Members : Sarvashri Arabindabhusan Sengupta, Arunkanti Dasgupta, Bimalendu Majumder, Binayendranath Sengupta, Gobindabhusan Ghosh, Promodechandra Bandyopadhyay, Phanibhusan Ray, Subodhkumar Mukhopadhyay, Sunilbehari Ghosh

Organisation & Co-ordination Committee

Chairman : Shri Subodhkumar Mukhopadhyay
Secretary : Shri Mangalaprasad Sinha
Members : Sarvashri Arun Ghosh, Basudeb Lahiri, Bijaypada Mukhopadhyay, Binaybhusan Ray, Gobindalal Ray, Gurusharan Dasgupta, Krishna Datta, Nikhil Bhattacharyya, Phanibhusan Ray, Prabir Raychaudhuri, Ramranjan Bhattacharyya, Samir Basu and all the institutional members of the Council.

School Library Committee

Chairman : Shri Apurbakumar Chanda
Secretary : Shri Rammohan Basu
Members : Sarvashri Binaybhushan Ray, Chanchalkumar Sen, Ganesh Bhattacharyya, Gosthabehari Chattopadhyay, Ramranjan Bhattacharyya,

Technical Study & Assistance Committee

Chairman : Shri Pramilchandra Basu
Secretary : Shri Phanibhusan Ray
Members : Sarvashri Arunkanti Dasgupta, Bijaypada Mukhopadhyay, Ganesh Bhattacharyya, Prabir Raychaudhuri, Santipada Bhattacharyya

West Bengal Library Directory Committee

Chairman : Shri Bani Basu
Secretary : Shri Prabir Raychoudhuri
Members : Sarvashri Arunkanti Dasgupta, Asoka Dhar,.Basudev Lahiri, Binaybhusan Ray, Ganesh Bhattacharyya Mangalaprasad Sinha, Phanibhusan Ray.

Bengal Library

Balance Sheet as at

Figures for the previous year Rs. nP.	LIABILITIES	Rs. nP.	Rs. nP.
	Fund Account		
	Balance as per last Account	13470 94	
	Add Excess of Income over Expenditure	3719 08	
		17190 02	
13470 94	Less amount transferred to life members subscription Fund Account	1150 00	16040 02
	Building Fund		
	As per last Account	7 00	
7 00	Add collection during the year	517 00	524 00
	Library Deposit		
	As per last Account	691 00	
691 00	Add Amount deposited during the year	559 00	
		1250 00	
	Less Refunded	385 00	865 00
	Life Members Subscription Fund Account	225 00	
	Add amount transferred from Fund Account	1150 00	1375 00
	Sundry Advances		
	For Directory	52 50	
	For Select list of books	27 50	80 00
14168 94			18884 02

We report that we have audited the foregoing Balance Sheet of Bengal Library Association as at 31st December, 1961 and the annexed Income and Expenditure Account for the year ended on that date with the books and records produced to us, and have obtained all the information and explanations we have required. In our opinion the said Balance Sheet and the Income and Expenditure Account have been drawn up in conformity with the Bye-Laws of the Association and subject to the note hereunder the Balance Sheet exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Association according to the best of our information ond explanations given to us and as shown by the books of the Association.

NOTE : Subscriptions outstanding as on 31st December, 1961 have not been brought into account.

Avenue House
Chowringhee Square, Calcutta.
30th September, 1962.

Sd/- GEORGE READ & CO.
Chartered Accountants
Honorary Auditors.

Association

31st December 1961

Figures for the previous year Rs. nP.	ASSETS	Rs. nP.	Rs. nP.
	Furniture		
	As per last Account	2280 00	
	Addition during the year	86 59	
		2366 59	
2280 00	Less depreciation for the year	118 59	2248 00
	Office Equipment		
	As per last Account	2611 00	
	Addition during the year	248 37	
		2859 37	
2611 00	Less depreciation for the year	142 37	2717 00
	Books		
	As per last Account	6376 00	
	Addition during the year	1910 34	
		8286 34	
6376 00	Less depreciation for the year	414 34	7872 00
	Publicity Materials		
100 00	As per last Account	100 00	
	Less depreciation for the year	5 00	95 00
	Land		
	Earnest money paid to Calcutta Improvement Trust		2063 00
	Deposits		
	With Calcutta Electric Supply Corporation Ltd.	40 00	
60 00	With National Savings Certificates–G. P. O.	20 00	60 00
	Investments		
1150 00	12-Year National Plan Saving Certificates		1150 00
	Advances		
	With Calcutta University Institute		155 00
	Cash & Bank Balances		
551 37	With Calcutta University Co-operative Credit Society Ltd.	87 43	
138 81	,, United Bank of India Ltd. on Saving Account	138 81	
643 99	,, United Bank of India Ltd. on Current Account	497 90	
	,, United Bank of India Ltd. on Building Account	1000 00	
257 77	In hand	799 88	2524 02
14168 94			18884 02

Bengal Library

Income and Expenditure Account for

Figures for the previous year Rs. nP.	EXPENDITURE	Rs. nP.	Rs. nP.
	To General Administration		
2073 51	Salary to staff	1846 08	
1932 59	Rent and Electricity	1850 17	
542 56	Printing and Stationery	310 54	
1135 72	Postage	980 23	
—	Telephone	125 09	
555 66	Contingency	544 91	5657 02
	To Librarianship-Training Course		
2150 00	Honorarium to Lecturers	2400 00	
466 50	,, ,, Examiners	653 00	
145 00	Salary to Non-teaching staff	150 00	
234 30	Examination expenses	385 45	
108 94	Printing and Stationery	238 72	
579 56	Miscellaneous	443 19	4270 36
	To Organisation & Co-ordination		
451 00	Annual Meeting & Conference	624 72	
548 58	Other Meetings	948 97	
1000 12	Library Day	333 81	
—	Re-Union	550 96	
—	Travelling	126 17	
—	Reception etc.	327 24	2911 87
13 91	Camp Training		
	To Publication		
6556 67	Granthagar	6682 82	
51 33	Directory & other publication	118 71	6801 53
128 00	Miscellaneous		
	To Subscription to I. L. A. & L. A.		27 21
351 93	,, Library		69 25
	,, Exhibition expenses		537 36
	To Depreciation		
120 50	Furniture	118 59	
137 78	Office equipment	142 37	
298 02	Books	414 34	
5 00	Publicity materials	5 00	680 30
2444 95	Balance being excess of Income over Expenditure transferred to Fund Account		3719 08
22022 13			24673 98

Association

the year ended 31st December 1961

Figures for the previous year Rs. nP.	INCOME		Rs. nP.
3569 25	By Subscription		3507 70
5036 50	,, Government Grant		8036 50
1643 57	,, Sale of Publication etc.		2444 91
11582 85	,, Librarianship Training Course		10524 15
57 24	,, Bank Interest		36 06
21 72	,, Organisation & Co-ordination		108 11
—	,, Miscellaneous		16 55
111 00	,, Donation		—
22022 13			24673 98

ীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১২শ বর্ষ] কার্তিক : ১৩৬৯ [৭ম সংখ্যা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১২শ বর্ষ] কার্তিক : ১৩৬৯ [৭ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

PUBLIC LIBRARY ESTABLISHED UTTARPARA

পত্রিকার নবকলেবর

মাস কয়েক আগে পত্রিকার পাঠকদের কাছ থেকে পত্রিকা সম্পর্কে মতামত আহ্বান করে আমরা যে 'পাঠকপঠন সমীক্ষাপত্র' পাঠিয়েছিলাম তার উত্তরে অনেকেই পত্রিকার উন্নতিকল্পে নিজ নিজ অভিমত জানিয়েছেন। তদনুযায়ী আমরা পত্রিকার কিছু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করেছি। তার মধ্যে জনৈক সদস্যের প্রস্তাব পরিষদের সাম্প্রতিক আর্থিক অসাচ্ছল্য ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে এবং পত্রিকার এই সংখ্যা থেকেই তার রূপায়ণ প্রথমেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পত্রিকার এই প্রচ্ছদবিহীন কলেবরের প্রধান কারণ পরিষদের আর্থিক অসাচ্ছল্য। দীর্ঘ দীনের চেষ্টাতেও পত্রিকাকে আমরা বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারিনি। অন্যদিকে পরিষদের আয়ও ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। দেশের বর্তমান আপৎকালীন অবস্থায় সরকারী সাহায্য একেবারে বন্ধ হয়ে না গেলেও হ্রাস যে পাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এছাড়াও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও অত্যাধিক মূল্য প্রচ্ছদ মুদ্রণের এক বিরাট অন্তরায়। এইসব কারণেই প্রচ্ছদের অপ্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এতে চিরাচরিত ধারার

কিছুটা চ্যুতি ও শোভনীয়তাও খানিকটা ক্ষুণ্ণ হবে বটে ; কিন্তু এই জরুরী অবস্থায় পরিষদের বিভিন্ন খাতে ব্যয় সংকোচনের অন্যতম উপায় হিসাবে এই সিদ্ধান্ত অর্থ সংকটের প্রশমনে যথেষ্ট সহায়ক হবে। পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করবেন এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আজ চীন কর্তৃক আক্রান্ত। ভারত ভূখণ্ডের কয়েক হাজার বর্গ মাইল এখন চীনা সৈনাবাহিনীর দখলে। সারা দেশের মানুষ আজ ভেদাভেদ ভুলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে ; মিলিত কণ্ঠে জানিয়েছে দেশরক্ষার শপথ। শত্রু কবল হতে হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের জন্যে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার কাজে সকলেই সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। সংগ্রামরত ভারতীয় জওয়ানদের শক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্যে সবাই আজ কৃতসংকল্প।

দেশরক্ষার কাজ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিষয়েই সীমিত নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের পরোক্ষে নিজ নিজ ভূমিকা আছে। চাষী, শ্রমিক, মজুর, মিস্ত্রি, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতি সকল বৃত্তিধারী মানুষেরই বিভিন্নক্ষেত্রে কিছু না কিছু করণীয় আছে। তেমনি গ্রন্থাগার কর্মীদেরও দেশরক্ষায় এক বিশেষ দায়িত্ব আছে। চাষী মজুর মিস্ত্রির কাজ যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি ও অব্যাহত রাখা ; শিক্ষক সাংবাদিকের কাজ জনমনকে গড়ে তোলা। গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্বও মূলতঃ শেষোক্ত পর্যায়েরই—পার্থক্য কেবল প্রণালীতে। শিক্ষক ও সাংবাদিকদের গণ্ডি শুধু শিক্ষিত মানুষদের নিয়ে এবং বক্তৃতা ও লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁদের মানুষের সঙ্গে যেটুকু সংযোগ। জনসাধারণের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্ক আরও ব্যাপক ও নিবিড়। তাঁরা সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। শুধু বইপত্রই তাঁদের একমাত্র উপকরণ নয়। ছবি, চার্ট, পোষ্টার ইত্যাদির সাহায্য ছাড়াও তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা এবং বক্তৃতা দিয়ে জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন করেন।

দেশরক্ষায় গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যথাকালেই আত্মনিয়োগ করেছেন। গ্রামে ও সহরে সর্বত্র গ্রন্থাগার কর্মীরা তথ্যাদি পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে জনমন প্রস্তুতির কাজে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু উপকরণ ও সরঞ্জামের অভাবে তাঁদের প্রচেষ্টা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। সরকারের প্রচার দপ্তরের কাছে অনুরোধ যে পোষ্টার ও পুস্তিকাদি পাঠিয়ে জনমন প্রস্তুতির কেন্দ্র হিসাবে তাঁরা গ্রন্থাগারগুলির সুযোগ গ্রহণ করুন। সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কাছেও অনুরোধ জানাই গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিতে রেডিও এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ঋণ হিসাবে পাঠিয়ে তাঁদের প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য।

প্রেমতোষ হালদার

মহীশূর রাজ্য গ্রন্থাগার আন্দোলন

১৯৫৬ সাল কর্ণাটকের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মহীশূর রাজ্য, বম্বে কর্ণাটক, হায়দ্রাবাদ কর্ণাটক, ছোট্ট কুর্গ এবং মাদ্রাজ কর্ণাটক অঞ্চল নিয়ে নূতন মহীশূর রাজ্যের পত্তন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর কর্ণাটক বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতীতের বর্ণালী ইতিহাস মধ্যযুগে বিবর্ণ হয়ে যায়। তাই কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকেরা সেই পূর্বতন রাজ্যের মিলনের ফলে যে নূতন রাজ্যের জন্ম নিল তাকে তারা স্বাগত জানাল। নূতন উদ্যমে দেশ গড়ার স্বপ্নে তারা বিভোর হয়ে উঠল।

প্রাচীন গ্রন্থাগারসমূহ

এই মহীশূর রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে প্রাচীন যুগ হতে শুরু করতে হবে। ইতিহাসের পাতা খুললেই চোখে পড়ে ভারতের প্রাচীন যুগে কদ্‌ফিসাস্‌, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য ও হোয়েসল বংশীয় রাজাদের বিদ্যোৎসাহিতায় ও অর্থানুকূল্যে দশম ও একাদশ শতাব্দীতেই এই রাজ্যে অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। সেই প্রাচীনযুগে এই রাজ্যের টালাগুন্ড, নাগাভি, বালিগাভা কুবাতুয়া ও আইহোলী প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বিস্তৃত ছিল।

বিজয়নগর রাজাদের আমলে মনে হয় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করেছিল। রাজা বুক্কু এক মঠের গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক জমি দান করেছিলেন। এইখানে প্রচুর ছাপা বই ও প্রায় পাঁচ শত তালপাতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে অনেক ধর্মীয় মঠ ও মন্দিরে প্রচুর বইএর সংগ্রহ থাকত। এই সকল মন্দির ও মঠ হতে ভূর্জপত্র, বার্চবৃক্ষের ছালের 'পর লিখিত পত্র, লিপি অংকিত তামার পাত্র পাওয়া গেছে। এইরূপ বহু প্রাচীন এক জৈন মন্দির হতে প্রচুর হাতে লেখা বই এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠ হতে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।

বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংসের সাথে সাথেই কর্ণাটক রাজ্য আশেপাশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কিছু কিছু অংশ যুক্ত হয়ে যায়।

(ক) **বম্বে কর্ণাটক**—উনবিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগার আন্দোলন তেমন জোরদার ছিল না। কেননা শিক্ষার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে

সঙ্গে গ্রন্থাগারের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু সেই সময় শিক্ষার এমন ব্যাপক প্রসার ঘটে নি। ১৮৪৮ সালে বোধকরি বেলগাঁওতে প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৮৮২ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে এই গ্রন্থাগারে ইংরাজী, মারাঠী, কানাড়ী, গুজরাটী ও সংস্কৃত ভাষায় প্রায় ১০৩৬টি বই ছিল। ইহা ভিন্ন বিজাপুর জেলায় ধারওয়ার, হুবলী এবং সীরহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই গ্রন্থাগার আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও শুরু হয়। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বুঝেছিলেন যে শিক্ষা ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে দেশের জাগরণ সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার যে শুধু গ্রন্থের আগার নয়, শিক্ষার মাধ্যমও তা তাঁরা বুঝেছিলেন। তাই জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রীআলুর ভেঙ্কটরাও ও লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯২৪ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে সারা ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তন ও ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন হয়।

১৯২৯ সালে প্রথম নিখিল বম্বে কর্ণাটক রাজ্যের এক গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। অন্ধ্র রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীভেংকটনারায়ণ শাস্ত্রী ইহার সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলন হতেই কর্ণাটক গ্রন্থাগার পরিষদ জন্মগ্রহণ করে। এই সময়ে এক অনুসন্ধানে জানা যায় যে এই রাজ্যে প্রায় চার শত গ্রন্থাগার ছিল।

কর্ণাটক গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৫০ সালে রাজ্যসরকার কর্তৃক স্বীকৃতি ও সাহায্য লাভ করে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই পরিষদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এই পরিষদ কানাড়ী ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং একটি 'লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী' প্রকাশ করেছেন।

স্বাধীনতার পর একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ৩টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার যার একটা ধারওয়ার শহরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বইএর সংগ্রহ আছে।

কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এই রাজ্যের জ্ঞানীগুণী, ছাত্র ও গবেষকদের এক বিরাট চাহিদা মিটিয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সংখ্যা ৬১ হাজারের উপর উঠেছে এবং প্রায় ৮০০ শত পত্র পত্রিকা আসছে। চলতি বছরের জুন মাস হতে এঁরা লাইব্রেরীয়ানশিপে এক ডিপ্লোমা কোর্স খুলেছেন।

(খ) **পুরাতন মহীশূর**—এই অংশে গ্রন্থাগার আন্দোলন-এর সূত্রপাত হয় অতি আধুনিক কালে ১৯১৫ সালের Education Committee of the Economic Conference-এর সুপারিশের পর। মহীশূরের দেওয়ান স্যার এম্, বিশ্বেশ্বরৈবার নেতৃত্বে এই অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই দুইটি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়—একটি ব্যাংগালোর সাধারণ গ্রন্থাগার ও অপরটি

মহীশূর সাধারণ গ্রন্থাগার। বাঙ্গালোর সাধারণ গ্রন্থাগারে বর্তমানে প্রায় ৩১ হাজার বই এবং ৩৫৮ খানা পত্র-পত্রিকা আছে। ১৯১৪ সালে স্থাপিত মহীশূর সাধারণ গ্রন্থাগারে বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার।

গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সরকার খুব অনুভব করেন। গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে এক কমিটির অধীনে গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনা করা হয়। সরকারী তহবিল হতে এই গ্রাম্য গ্রন্থাগারসমূহে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালে রাজ্যময় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহ ও পত্র-পত্রিকার সংগ্রহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রায় ৮৫ হাজার বই ও ৩০০ পত্র-পত্রিকা আছে। ১৯৬০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

বাঙ্গালোর বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় গবেষণার জন্য Indian Institute of Science-এর গ্রন্থাগারটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গবেষণার কার্যে সহায়তার জন্য রেফারেন্স ও পত্র-পত্রিকার বিপুল সংগ্রহ আছে। প্রায় ৩০ হাজার বই ও ২৮ হাজার বাঁধানো পত্রিকার সংগ্রহ রয়েছে। এখানে ১৫০০ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পত্র-পত্রিকা আসে। এখানেও নিজস্ব গ্রন্থাগার-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান।

(গ) **হায়দ্রাবাদ কর্ণাটক**—এই অঞ্চলের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস খুব বর্ণাঢ্য নয়। বিদর, গুলবার্গা ও রায়পুর জেলায় স্কুল কলেজের লাইব্রেরী ভিন্ন অতি অল্পসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। এই অংশে দুইটি সাবস্ক্রিপশন লাইব্রেরী এবং সাতটি পাবলিক্ লাইব্রেরী আছে।

(ঘ) **মাদ্রাজ কর্ণাটক**—মাঙ্গালোর ও বেলারী এই দুইটি জেলা নিয়ে এই মাদ্রাজ কর্ণাটক অঞ্চল গঠিত। ইহাদের মধ্যে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে মাঙ্গালোর বা দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চল বেশ উন্নত। মাদ্রাজের গ্রন্থাগার আইন দ্বারা এই অঞ্চল শাসিত। এখানে প্রায় ১৬৯টি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পঞ্চায়েৎ গ্রন্থাগার আছে। মাঙ্গালোরে সদাশিব রাও লাইব্রেরী যা কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার তার অধীনে আছে পাঁচটি ব্রাঞ্চ লাইব্রেরী এবং ইহার নীচে বিভিন্ন তালুকে ২৮টি গ্রন্থাগার ও বই লেনদেন কেন্দ্র আছে। দক্ষিণ কানাড়া গ্রন্থাগার পরিষদ সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের সেতু রক্ষা করে।

(ঙ) **কুর্গ**—ধূসর পাহাড় আর সবুজ উপতক্যার মধ্যে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে কয়েকটি ভাল গ্রন্থাগার আছে। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর নরনারীর জন্য মারকাড়া বুক ক্লাব ইংরেজ আমলেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত গণপতি সাধারণ পাঠাগার ও ১৯৫৪ সালে স্থাপিত গান্ধী সাধারণ গ্রন্থাগার এখানকার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি স্কুল কলেজ লাইব্রেরী আছে।

রাজ্য পুনর্গঠনের পর ঃ ১৯৫৬ সালে কানাড়ী ভাষা-ভাষী অঞ্চল নিয়ে অধুনা মহীশুর রাজ্যের সৃষ্টি হল। এই নূতন রাজ্যে সর্বত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার জন্য কর্ণাটক গ্রন্থাগার পরিষদ সচেষ্ট হয়। ১৯৫৮ সালে নিখিল কর্ণাটক গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ধারওয়ার শহরে। এই সম্মেলনে নিখিল কর্ণাটক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহার গনতন্ত্র প্রস্তুতের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল তাহাদের কাজও সমাপ্ত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে মহীশুর রাজ্যের সরকারী স্কুল শিক্ষকদের গ্রন্থাগার শিক্ষা শিক্ষণের এক স্বল্পকালীন কোর্স খোলা হয়েছে। বাঙ্গালোরে দুই বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়। মহীশুর রাজ্য সরকারের উৎসাহে ও কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সহায়তায় কানাড়ী ভাষায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে বাঙ্গালোরে স্কুল লাইব্রেরীর উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ইহা পরিচালনা করেন ডঃ রঙ্গনাথন। ১৪টি রাজ্যের প্রতিনিধি সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

এই বছরের মার্চ মাসে বাঙ্গালোরে ডঃ রঙ্গনাথনের তত্ত্বাবধানে ডকুমেন্টেশন ট্রেনিং ও রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ডকুমেন্টেশন কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহীশুর রাজ্যে অধুনা ২১৮টি সাধারণ গ্রন্থাগার সরকারী সাহায্য পায়। ইহা ভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা মন্দিরে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার রয়েছে। রাজ্যময় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয় ও সুষম রূপ দেখার জন্য ডঃ রঙ্গনাথন এক আদর্শ খসড়া বিল প্রস্তুত করেছেন। তাঁহার স্কীম অনুসারে এই নূতন মহীশুর রাজ্যের সর্বোচ্চে থাকবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তার নীচে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। এবং তার নীচে থাকবে সাতটি City Library Authorities এবং উনিশটি জেলা Library Authorities—ইহারা রাজ্যময় ৩৫৬টি ব্রাঞ্চ লাইব্রেরীকে, ৯০০টি বই লেন-দেন কেন্দ্রকে এবং ৬০টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে বই সরবরাহ করবে। এই বিল এখন সরকারী সহায়তায় আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

মহীশুর রাজ্য শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে অন্যতম প্রাগ্রসর রাজ্য। সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুইজন খ্যাতিমান পুরুষ ডঃ শ্রী এস, আর, রঙ্গনাথন এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন এই মহীশুরের অধিবাসী। তাই শুধু প্রাচীনকে নিয়ে নয়, বর্তমানকে নিয়েও এই রাজ্য গৌরববোধ করতে পারে।

Indian Librarian, June 1962, সংখ্যায় প্রকাশিত কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীকে. এস. দেশপাণ্ডের একটি প্রবন্ধের সাহায্যে ইহা রচিত।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

পাঠ-জীবন-গ্রন্থাগার

জীবনের প্রায় ষোলটা বছর স্কুলে ও কলেজে পড়ে কেটে যায়। কলেজে পড়া শেষ করে মনে হয় কেন এতটা সময় কতগুলি বিরক্তিকর বই পড়ে কাটানো। এই সময়টায় যে সব বই পড়া হ'য়েছে সে সব বই আর তো কখন উল্টে দেখব না—দেখার প্রয়োজনও হ'বে না। অনেকের মনেই এ চিন্তা আসে। যারা স্কুলে বা কলেজে পড়ে নি তারা তো স্পষ্টই বলে কলেজী শিক্ষা নিয়ে লাভ কিছু নেই। বই পড়া আর বই পড়ে তা বিচার করা, এই দুটি কাজকে ঠিক মত আলাদা করে বিচার করার অভাবেই অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগে। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা একখানা বই পড়ে বইয়ের বিষয়বস্তু বিচার করে দেখতে পারে, লেখক যা বলছেন ত'র কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা, লেখক যা বলেছেন তার পরও আর কি বলা যায়, এ সব বিষয়ে সে বিচার করতে পারে। স্কুল বাকলেজী লেখাপড়ার সাহায্যে আমরা এই বিচার শক্তি অর্জন করি। এ শিক্ষা যাদের নেই তাদের কাছে পড়ার কাজটা কেবল পড়াই তার বেশী কিছু নয়।

পড়া কাজটা কিন্তু খুব সোজা নয়। ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করতে না পারলে পড়া সম্পূর্ণ হয় না। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের ব্যক্তিত্বই সমাজগত মানুষের ব্যক্তিত্ব এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তা হ'লে মানুষের সব কাজই কি alteraction* অর্থাৎ অপরের দ্বারা প্রভাবিত? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাই। একটি দিনের সব কাজগুলিকে যদি আমরা বিচার করে দেখি তা হ'লে দেখব আমাদের কোন কাজটাই স্ব-ইচ্ছাকৃত নয়। আমরা যা করি তা সকলে করে বা "করা হয়" বলেই করি। আমাদের এই যে ব্যক্তিত্ব, এই ব্যক্তিত্বকেই বলে সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব। আমাদের পড়ার একটা দিক এইভাবেই অপরের দ্বারা প্রভাবিত অর্থাৎ—"পড়তে হয়" বলে পড়ি। কিন্তু মানুষকে জন্তু হিসাবে বিচার না করে মানুষ হিসাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে মানুষ কেবল "অন্যের" সমষ্টি নয় মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বের চেতনাই মানুষকে জন্তু থেকে আলাদা করেছে। সত্যিকারের পাঠ হ'চ্ছে মানুষের এই দুই অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে পাঠের মধ্যে নিয়োগ করা। ঠিক এই কারণেই গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে, সকলে যা পড়ছে পাঠককে তা

* যাঁরা এ বিষয়ে আরো কিছু জানতে চান তাদের আমার The public Library: Its aim & utility পড়তে বলি।

পড়বার সুযোগ দেওয়া নয়, পাঠক যা পড়তে চায় তাকে তাই পড়তে দেওয়া। বোধহয় এই কারণেই "Five laws of Library Science"-এ বলা হ'য়েছে every reader his book—যদিও এ কথাটা আজ পর্যন্ত কল্পনাতেই রয়ে গেছে।

বিচার করে পড়তে গেলে পাঠককে দৃশ্যপটের পিছনে যেতে হ'বে। তাকে দেখতে হবে সাহিত্য সৃষ্টির "ইতিহাস"কে বিচার করে, সৃষ্টিকর্তার লেখার উদ্দেশ্য কি কি উপায়ে লেখক বইখানির সৃষ্টি করলেন। এই হ'লো সাহিত্য বিচারে ঐতিহাসিকতা।

যিনি কেবল পড়ার জন্যে পড়েন তার কাছে "বর্তমান"টাই সব—তাঁর পাঠে অংশ নেই। কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। তাঁকে যা দেওয়া হয়েছে তার তিনি স্বাদ নেন—স্বাদ নিয়ে দেখেন তাঁর ভালো লাগলো কি ভালো লাগলো না।

কিন্তু এই দুই ধরণের পড়া একসঙ্গে মিলিত হ'তে পারে যদিও এই দুই ধরণের পড়া পরস্পর বিরোধী। এই দুই ধরণের পাঠের মধ্যে যে বিরোধীতা তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সামাজিক কৃষ্টির উপর। বিশেষ করে সমাজের শিক্ষিত স্তরের উপরে—কারণ তা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অন্যদিকে সাহিত্য সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে লেখকের অস্তিত্বের পিছনের ইতিহাসের উপর। ফলে বই বিচার করে না পড়েই পাঠকের অস্তিত্ব সৃষ্টির রহস্যটা কতকটা উদ্ঘাটন করতে পারবে। এদিক থেকে বিচার করলে বুঝতে পারা যাবে লেখা ও পড়া এই দুটি কাজের পিছনে একটি বিরাট সামাজিক সমস্যা রয়েছে। গ্রন্থাগারের কাজ এই লেখা ও পড়া নিয়ে। সুতরাং গ্রন্থাগারের পিছনেও একটি সামাজিক সমস্যা রয়েছে এ কথা মানতেই হ'বে। বই পড়া সামাজিকতা এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে কিন্তু এ কথা খুব সত্যি যে সত্যিকারের পাঠের মত অসামাজিক কাজ আর নেই।

একটি সাহিত্য সৃষ্টি যদি সত্যিকারের সৃষ্টি হয় তা হ'লে তা পাঠ করতে গেলে নির্জনতার প্রয়োজন। কেবল তাই নয় যিনি পড়ছেন তাঁকে অন্য সমুদয় কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে অবসর নিতে হ'বে। তার আশপাশের সব কিছুকে ভুলে যেতে হ'বে। তাঁর স্বাতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে। পাশাপাশি বসে পড়ার মত বিরক্তিকর কাজ হয়তো আর কিছু নেই। মনের মধ্যে অপরের অস্তিত্বের চেতনা থাকলে পড়া সম্ভব হয় না। পড়া কাজটা যদি উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করবার যন্ত্র মনে করা হয়—যেমন কলেজের পড়া, ব্যবসায় শিক্ষার জন্য পড়া—তা হ'লে অপরের উপস্থিতিতে আসে যায় না। কিন্তু পড়া কাজটাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে পাঠকের স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণভাবে বজায় না রাখলে উপায় নেই। সেইজন্যে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পাঠকের স্বতন্ত্রতাকে বজায় রাখা একটা technique. পাঠের সময় বাইরের পৃথিবীটা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়—পাঠকের সামাজিকতা সুরু হয় বইয়ের অন্তর্গত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে।

সুতরাং পড়া কাজটা যেমন সামাজিক তেমনি অসামাজিক। আর একটু চিন্তা

করে দেখলে বোঝা যাবে সত্যিকারের পড়ার কাজে সন্তুষ্টি থাকে না কারণ, পড়ার কাজে এবং সমাজের সঙ্গে সব সময় ঠোকাঠুকি লাগে। পাঠক যতক্ষণ পড়ার কাজে নিযুক্ত থাকে ততক্ষণ তার সমাজের সঙ্গে কোন সংস্রব থাকে না, দুঃখ, দৈন্য, প্রেম ও বিরহের ঘাত প্রতিঘাত, অপরের না-করা (nichten) এসব কিছুরই জ্ঞান তার থাকে না, এককথায় সামাজিক বাঁধন থেকে সম্পূর্ণভাবে সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নিজের জীবনকে স্বপ্নময় করে তোলে। এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন যে একটা অসংগতি তা সে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়। পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে আবার জীবনের অসংগতি। তখনই মনে পড়ে "কেন আমি"—"এখানে এ সময়ে কেন আমি"—"আমার এ অস্তিত্বের জন্য আমি দায়ী নই"—"কেন আমার এ দায়িত্ব"।

মানুষের মনের এই যে সমস্যা, মানুষের জীবনে এই যে অসংগতি মানুষের জীবনের এই যে দুর্দমনীয় চাঞ্চল্য—মানুষের জীবনের এই যে বেদনাকর মুক্তির প্রেরণা এসব স্থূল বলেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের জীবনে এ দুঃখ যদি না থাকতো, মানুষ যদি জন্তুর মত সুখী হতো, তা হলে মানুষের ইতিহাস লেখা হতো কিনা সন্দেহ কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি হতো না তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ইংরাজীতে "Literature for evasion" বলে একটা কথা আছে। "Literature for evasion" বলতে জীবনকে ফাঁকি দেবার জন্য সাহিত্য। কিন্তু এ কথাটার ঠিক যে মানে কি তা বলা কঠিন কারণ উপরে আমরা বলেছি পাঠ মাত্রই জীবনকে ফাঁকি দেওয়া। যে কোন বই পড়ে জীবনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। হাজার উপায়ে জীবনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। প্রয়োজন হচ্ছে বিচার করে দেখা কি থেকে জীবনকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে এবং কেনই বা ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের বই বাংলা সমাজের মানুষের কাছে কেন এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল কেবল এই প্রশ্ন যদি পাঠক নিজেকে নিজে করেন তা হলেই বুঝতে পারবেন পাঠের দ্বারা মানুষ নিজের জীবনকে কেন ও কি থেকে ফাঁকি দেয় অথচ শরৎচন্দ্রের বইকে কেউই "Literature of evasion" বলবে না। অন্যায় সামাজিক বাঁধন, রাজনৈতিক ঘটনা, যুদ্ধ বিগ্রহ, দেশ বিভাগের দরুণ মানুষের দুর্গতি এ সবের সঙ্গে পড়া কাজটাকে সংশ্লিষ্ট করে দেখলেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ হবে।

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্তারা "Literature for evasion" পাঠককে পড়তে দেওয়া হবে না—এ ধরণের একটা আইন করতে পারলে যেন বাঁচেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁরা "Literature for evasion" বলতে কি বোঝেন তাই তারা জানেন না এবং সেই জন্যে ডিটেকটিভ উপন্যাস নাকি তাঁরা পছন্দ করেন না (অন্ততঃ প্রকাশকরা এই কথা বলেন)। একথা গ্রন্থাগার কর্তাদের মনে রাখা উচিত পড়া কাজটাই জীবনকে ফাঁকি দেওয়া হলেও পাঠের দ্বারা "নকল টাকাও" অর্জন করা যায় এবং "আসল টাকাও অর্জন করা যায়।" যাঁরা স্বপ্ন রাজ্যে ঘুরে কেবল ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়, জেগে উঠে দেখে কুড়িয়েছে কেবল বালি, আর যারা

পড়ার মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখতে পারে তাদের কাছে মরুভূমিও উদ্যান হয়ে উঠে। একজন যা অর্জন করে জীবনে তা ভাঙ্গিয়ে খাওয়া যায় না, আর একজন যা অর্জন করে তা ভাঙ্গিয়ে খেলে সারা জীবনেও ফুরায় না।

যে সব দেশে পড়া কাজটা রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হয় না (রাশিয়ায় পড়া কাজটা রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত) সে সব দেশে পাঠ্যবস্তু যা কিছু লেখাপড়া জানা লোকের স্তরে প্রচলিত হয় সে সব বস্তুই পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধি করে কিন্তু সাধারণতঃ যে সব বইকে আমরা লোকপ্রিয় বা Popular বলে থাকি সে সব বইয়ের বেশীর ভাগই মানুষকে জীবনকে ফাঁকি দিতে শেখায়। এ সব বই সাধারণতঃ একই ধরণের ভাবপ্রবণ ঘটনা বহুল এবং চিত্র সম্বলিত।

পড়া কাজটাকে কাজের করে তুলতে গেলে কি প্রয়োজন তা আমরা পূর্বেই বলেছি। বইয়ের বিলি ঠিক মত হলেই যে পাঠ বৃদ্ধি পায় তা নয়। পড়া কাজের করে তুলতে হলে মানুষের অবস্থা পাঠের উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। আজকাল মানুষের পড়বার সময় থাকলেও তা মানুষ বই পড়ে কাটাতে চায় না। সে সময়টা তারা কাটিয়ে দিতে ভালোবাসে ক্ষণিক চিত্ত বিক্ষেপের লঘু পথকরে। তবে সমাজের চঞ্চল মানুষকে যদি যথেষ্ট পরিমানে পাঠের সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে কর্মক্লান্ত জীবনের মধ্যে যতটুকু সময় পাওয়া যায় সেটুকু সময় হয়তো তারা পড়ায় কিছুটা অতিবাহিত করতে পারে।

মেহেন্দ্র

চণ্ডীগড়ে বিশেষ গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিগত সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখ থেকে পাঞ্জাবের নবনির্মিত রাজধানী ও ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প ও নগর পরিকল্পনার নূতনতম ভাবধারার কেন্দ্র চন্ডীগড় সহরে পাঁচদিনব্যাপী এক বিশেষ গ্রন্থাগার সম্মেলন (কনফারেন্স নয় সেমিনার) হয়ে গেল? উদ্যোগ করেছিলেন IASLIC (ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এন্ড ইনফরমেশন সেন্টারস) এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।

উনিশ শ' ছাপ্পান্নয় কলকাতায় যে সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারপর প্রতিনিধিত্বমূলক সর্বভারতীয় এতবড় সম্মেলন আর হয় নি।

অবশ্য এই ছ' বছরের মধ্যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দুটি সম্মেলন ও ইয়াসলিকের তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ছাংপান্নর সম্মেলনের কাছে পরবর্তী সম্মেলনগুলি কিছুটা নিষ্প্রভ ঠেকে এবং সেগুলিতে সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদের চিহ্ন তেমন পড়ে নি। তাই চণ্ডীগড় সম্মেলন মনে এক অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করে। বহুকাল বাদে বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় এই সম্মেলন হোল। অবশ্য গত ফেব্রুয়ারীতে ধানবাদের কাছে জিয়লগোড়ায় ইয়াসলিকেরই উদ্যোগে আর একটি সম্মেলন হয়েছিল। কিন্তু জিয়লগোড়ার দূরত্ব কলকাতা থেকে খুব বেশী নয়। বাংলার বাইরে ইয়াসলিকের এই প্রথম দীর্ঘযাত্রা।

সম্মেলনে প্রায় দুশর কাছাকাছি প্রতিনিধি ও দর্শক যোগদান করেন। বহু পুরোনা পরিচিত মুখ চোখে পড়ল যেমন দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর শ্রীকালিয়া, ডিফেন্স মিনিস্ট্রির শ্রীধনপৎ রায়, আলিগড়ের বসিরুদ্দিন সাহেব, নাগপুরের শ্রীহিঙওয়ে ও এমনি আরও কত। আবার অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিও দৃষ্টি এড়াল না. যেমন কলকাতার তিনকড়িদা ও কেশবন সাহেব, বেনারসের শ্রীকাউলা, শান্তি-নিকেতনের প্রভাতদা, বরোদার ডঃ শুক্লা, বোম্বাইয়ের শ্রীওয়াকনিস ও পাটনার শ্রীগৌড়। নতুন পুরোনো প্রতিনিধিদের এই মিলন মধুর সমাবেশ, আহারে বিহারে অহোরাত্র বিভিন্ন রাজ্যের কর্মীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও তর্কবিতর্ক ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের বুননকে যেন আরও শক্ত ও ঘন করে দিল।

বিশেষ গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশনের বিষয় ছিল দুটি—অবশ্য পুরোপুরি বিশেষ নয়, মূলতঃ সাধারণই। এক, পাঠক ও গ্রন্থাগার এবং তথ্য সরবরাহ ; দুই, ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণ।

সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণার পর মনে তিনটি প্রশ্ন জাগে। প্রথমত সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এতগুলি লোক জড়ো হয়ে পাঁচদিন অতিবাহিত করে মাত্র দুটি বিষয়ে দুটি দিন ব্যয় করেন। অনুষ্ঠানলিপির প্রথমদিন কোনও অধিবেশন ছিল না, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় কেবল উদ্বোধন অধিবেশন ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সাঙ্গ হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দিন দুটিতে এক একটি বিষয়ের উপর দু'বার করে অধিবেশন হয়। শেষ ও পঞ্চম দিনটি কাটে ভাকড়া নাঙ্গল ভ্রমণে। পরিমাণের দিক থেকে আরও বেশী বিষয়ের চিন্তার বিনিময় করার সুযোগের অপব্যবহার ছাড়াও অর্থ ও সময়ের হিসাবে অনুষ্ঠানলিপি কিছুটা 'আন্‌ইকনমিক' মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ইয়াসলিক বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির এক কেন্দ্রীয় সংগঠন হলেও কার্যত তা এখন ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব বেশ কিছুটা নিয়ে নিয়েছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘ নিদ্রাই তার কারণ। বাস্তব প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি দিয়ে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্যান্য জরুরী প্রসঙ্গ যেমন গ্রন্থাগার আইন, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে ইয়াসলিকের সম্মেলনগুলিতে আলোচনার সুযোগ নেওয়ায় কি অসুবিধা থাকতে পারে? বিশেষ করে এতগুলি

কর্মীকে একত্র করা সম্ভব হয় না যখন নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। তৃতীয়তঃ নিদ্রা ভঙ্গের পর ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মনে হতে পারে একটা সম্মেলন ডাকা যাক; তখন সেই একই লোকেরা যোগ দেবেন। কাজেই উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্মেলন একই সময় ও স্থানে হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

সেমিনারের ব্যবস্থাপনায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের নৈপুণ্যই শুধু নয় প্রতিনিধিদের সুখসাচ্ছন্দ্য বিধানে তাঁদের আন্তরিক ও সযত্ন তত্ত্বাবধান হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় লোকনৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান এবং সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে সমৃদ্ধ একটি সুশোভন স্মারকগ্রন্থ অভ্যর্থনা সমিতিকে কৃতিত্ব দান করে।

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীএন. ভি. গ্যাডগিল সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের মূল বিষয় দুটির উপর স্বতন্ত্র দুই অধিবেশনের একটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক রবি দাশগুপ্ত এবং অপরটির পরিচালন ভার ন্যস্ত ছিল অধ্যাপক এস বসিরুদ্দিনের উপর। পাঠক ও গ্রন্থাগার এবং তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উপর ১২টি প্রবন্ধ এবং ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণের উপর ১৭টি প্রবন্ধ সম্মেলনে পঠিত হয়। অধিবেশনগুলিতে প্রতিনিধিগণ প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনা করেন এবং সমাপ্তি অধিবেশনে উভয় বিষয়ের উপর যথাক্রমে পাঁচ ও ছ'টি সুপারিশ প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। প্রথম বিষয়ের উপর গৃহীত, প্রস্তাবগুলিতে এই মর্মে সুপারিশ করা হয় যে, পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত জানার উদ্দেশ্যে একটা সমীক্ষাপত্র প্রেরণ করা হবে; দূরবর্তী স্থানে গ্রন্থ প্রেরণের পরিবর্তে গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশের ফটো প্রেরণের ব্যবস্থা এবং অন্যথায় গ্রন্থ প্রেরণের প্রয়োজন অপরিহার্য অনুভূত হলে গ্রন্থ বিনিময় ব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রণয়ন করা; অন্য এক প্রস্তাবে INSDOCকে ভারতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের একটি ডাইরেক্টরী এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ অথবা অনূদিত নিবন্ধাদির একটি বার্ষিক নির্ঘণ্ট প্রণয়নের অনুরোধ জানানো হয়; পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে অবিলম্বে ভারতে টেলেক্স ও টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রাদি ব্যবহারের সুযোগের জন্যে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টির উপর প্রস্তাবিত সুপারিশগুলিতে স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার শিক্ষণের ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের বি. লিব-এসসি নামে অভিহিত করা; অধ্যাপকদের সর্বভারতীয় টেকনিক্যাল এডুকেশনের অধীনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা; স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার শিক্ষণের জন্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির সাহায্যে ব্যবস্থা; ভারতে বিভিন্ন স্থানে সার্টিফিকেট পর্যায়ে প্রদত্ত শিক্ষণের সমন্বয় সাধন; আঞ্চলিক ভিত্তিতে এম. লিব কোর্সের প্রবর্তন এবং প্রাক্ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষণাদিতে ন্যূনতম যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের সাহায্যে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

রবীন্দ্র নির্দেশিকা—নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী। ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস্, কলি-১২। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে দেড়শতাধিক বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে। এইসব পুস্তক রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আরও জনপ্রিয় করতে সহায়তা করবে, সন্দেহ নেই। এদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর কয়েকটি বই আছে যে ধরণের বই বাংলায় পূর্বে ছিল না। রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন নিঃসন্দেহে শুভলক্ষণ।

গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে এটি বিশেষ সুসংবাদ। কেননা, এই শ্রেণীর প্রকাশনগুলি রেফারেন্স বই। বাংলা রেফারেন্স বইয়ের দুর্ভিক্ষের মধ্যে একসঙ্গে চারটি রেফারেন্স বই পাওয়া খুবই আনন্দের কথা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিমাণ বিপুল। যে কোন পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্র-রচনার একটি মানচিত্র সর্বদা মনে রেখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। বিশ্বভারতীর ২৮ খণ্ডের রচনাবলীতে নির্ঘণ্ট না থাকায় এই অসুবিধা দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা যাতে আরও ব্যাপক হতে পারে তার জন্য এই অসুবিধা দূর করা প্রয়োজন। শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে যে চারটি রবীন্দ্র-সাহিত্য-বোধক বই বেরিয়েছে তাদের মধ্যে একটি ব্যাখ্যামূলক; অন্য তিনটি প্রধানতঃ বিভিন্ন দিক থেকে সংকলিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের নির্ঘণ্ট।

আলোচ্য গ্রন্থের সংকলক আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক। সুতরাং পাঠকের চাহিদা এবং রেফারেন্স বইয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত আছেন। এর উপর যোগ হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক এ বইটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা লাভ করবেন। 'রবীন্দ্র-নির্দেশিকা' পাঠক-পাঠিকাদের নিম্নলিখিত তথ্যের সন্ধান দেবে: (১) রবীন্দ্রনাথের সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা; বিশ্বভারতী প্রকাশিত ২৮ খণ্ডের রচনাবলীর বহির্ভূত গ্রন্থও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে; (২) রবীন্দ্র রচনাবলীর (বিশ্বভারতী সংস্করণ) খণ্ডানুক্রমিক সূচী; অর্থাৎ, রচনাবলীর কোন খণ্ডে কি বই আছে তার খবর পাওয়া যাবে; রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী; এবং সেই সঙ্গে প্রথম প্রকাশের বৎসর ও রচনাবলীর কোন খণ্ডে পাওয়া যাবে তারও নির্দেশ আছে; (৪) কবিতার নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং রচনাবলীর কোন খণ্ডে পাওয়া যাবে তার নির্দেশ; (৫) কবিতার প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী; (৬) ছোট গল্পের বর্ণানুক্রমিক সূচী; (৭) প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী;

(৮) পরিশিষ্টে আছে গ্রামোফোন রেকর্ডে কবিকণ্ঠ এবং বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ডের সূচী। রবীন্দ্র-রচনার চিত্ররূপ ও নাট্যরূপের একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টাংশে পরিবেশিত তথ্য বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সংকলকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্র পরিস্ফুট। শ্রীচৌধুরী রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রন্থাগারিকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আশাকরি বইটি উপযুক্ত সমাদর লাভ করবে। —চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বৎসর গ্রন্থাগার দিবস (২০শে ডিসেম্বর) জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রতিপালিত হইতে যাইতেছে। চৈনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের জনগন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করিয়াছে। এই বৎসর গ্রন্থাগার দিবসে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন: (১) স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা (২) প্রতিরক্ষার কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করা (৩) সৈনিকদের জন্য গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করা।

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস

—কেন্দ্রীয় জনসভা—

মহাজাতি সদন

সন্ধ্যা—৬টা

— *বিজ্ঞপ্তি* —

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অপরাহ্ণ ৫॥০টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতা

জোয়ানদের জন্য পুস্তক উপহার

ভারতের উত্তর সীমান্তে যুদ্ধরত জোয়ানদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে বই ও পত্রপত্রিকা উপহার গ্রহণের যে কেন্দ্র খোলা হয়েছে সেখানে উপহার পাঠানোর ঠিকানা জানতে চেয়ে পত্রিকায় অনেক চিঠি ছাপা হয়েছে। তার উত্তরে জানান হয়েছে গ্রন্থাগারিক জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলভেডিয়ার, কলিকাতা-২৭ এই ঠিকানায় পাঠালেই সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। 'জোয়ানদের জন্য উপহার' এই কথাটা প্যাকেটের উপর লেখা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই বই উপহার পাঠানোর ব্যাপারে অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে। যে সব প্রতিষ্ঠান এ আবেদনে এগিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে পুস্তক ব্যবসায়ী ডব্লিউ নিউম্যান এন্ড কোং অন্যতম।

চব্বিশ পরগণা

হাসনাবাদ ১নং উন্নয়ন সংস্থায় পল্লী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক শিবির

হাসনাবাদ ১নং উন্নয়ন সংস্থার প্রচেষ্টায় গত ১৭ই হইতে ১৯শে নভেম্বর '৬২ পর্যন্ত নাসিরুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৯ জন পল্লী গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে একটি শিবির পরিচালনা করা হয়। এই শিবিরে ১২টি পল্লী পাঠাগারের কর্মীবৃন্দ যোগদান করেন। টাকী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহঃ গ্রন্থাগারিক এই তিন দিন পাঠাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহায়তায় পাঠাগারের উপর একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। সমাপ্তী অনুষ্ঠানে জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক, শ্রীগদাধর নিয়োগী পল্লী পাঠাগারের মাধ্যমে কর্মীদের জনশিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য অনুরোধ করেন।

বাঁকুড়া

সহৃদয় নেতাজী রুরাল লাইব্রেরীর নতুন কার্যকরী সংসদ গঠন

গত ১১।১১।৬২ তারিখে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে পাত্রসায়েরের সহৃদয় নেতাজী রুরাল লাইব্রেরীর কার্যকরী সংসদ পুনর্গঠিত হয়েছে।

ডাঃ ভীমসেন দত্ত (সভাপতি), শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সেন (সহ সভাপতি), শ্রীশিবনাথ দে (সম্পাদক), শ্রীপৃথ্বীরাম দাস (যুগ্ম সম্পাদক), শ্রীউদয়চাঁদ হাজরা, শ্রীসুকৃতিকুমার মন্ডল, শ্রীউপানন্দ দাস, শ্রীজগন্নাথ দত্ত, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, শ্রীঅমিয়ভূষণ সরকার, শ্রীজীবেশ গুহ (সমাজ সংগঠক, পাত্রসায়ের উন্নয়ন ব্লক), শ্রীহরনাথ দে (গ্রন্থাগারিক)।

বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগার পরিদর্শনের বিবরণ

পরিষদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাউন্সিল সদস্য ও বাঁকুড়া জেলার ধ্রুব সংহতির শ্রীগোপালচন্দ্র পাল অক্টোবর মাসে এই জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারে উপস্থিত হইয়া পরিষদের কর্যাবলী সম্বন্ধে ও স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি দেওয়া হইল।

১৯।১০।৬২ - শ্যামদাসপুর সাধারণ পাঠাগার (থানা পাত্রসায়ের) ছোট গ্রামের ছোট লাইব্রেরী। কিন্তু স্থানীয় যুবকদের আগ্রহ প্রচুর। বইএর সংখ্যা তিন শত। সরকারী সাহায্য পাইলে ভাল হয়। পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আগ্রহ দেখা গেল।

২৬।১০।৬২—গেলিয়া জাতীয় গ্রন্থাগার—সরকার পরিচালিত। সুন্দর। কিন্তু অসুবিধা অনেক—এই সময়েও গ্রন্থাগারিক জুলাই মাসের বেতন পান নাই। পরিষদের সভ্য।

পানুয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার (থানা কোতুলপুর)। বেসরকারী পরিকল্পনায় একটি পরিচ্ছন্ন লাইব্রেরী। নিজস্ব কাঁচা বাড়ী। বইএর সংখ্যা সহস্রাধিক। কর্মিদের আগ্রহে স্থানীয় সংগ্রহ অত্যন্ত প্রসংশনীয়। স্থানীয় লেখকগণের পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছে। পরিষদের কাজে খুব প্রীত। 'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা' কিনিলেন।

মির্জাপুর নেতাজী লাইব্রেরী—বেসরকারী পরিচালনায় চলে। নিজেদের পাকা বাড়ী। পরিষদের সভ্য হইবেন বলিয়া জানাইলেন।

কোতুলপুর হিতসাধন লাইব্রেরী—সরকারী পরিচালনায় চলে। বেশ বড় লাইব্রেরী। কিন্তু নূতন বই না থাকায় বিশেষ অসুবিধা। গ্রন্থাগারিক এইসময়েও জুলাই মাসের বেতন পান নাই। পরিষদের সভ্য। গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা লইবার জন্য গ্রন্থাগারিকের আগ্রহ দেখা গেল।

২৭।১০।৬২—লাপুড় বীণাপাণি গ্রন্থাগার—বেসরকারী পরিচালনায় চলে। পরিষদের পরিচয় পাইয়া ইহার সভ্য হইলেন।

৩১।১০।৬২—মেজিয়া গ্রামীন গ্রন্থাগার/গ্রন্থাগারিক পরিষদ পরিচালিত শিক্ষা-শিবির হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ব্যবস্থা সুন্দর কিন্তু বইএর সংখ্যা অল্প মেজিয়া ব্লকের সোস্যাল এডুকেশন অরগানাইজারকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বেশ আগ্রহী দেখা গেল। তিনি জানাইলেন—পূর্বাচল সঙ্ঘ এবং রামচন্দ্রপুর তরুণ সমিতির লাইব্রেরী এ অঞ্চলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট (৬)

সংকলন ॥ গোবিন্দলাল রায়, পাঁচুগোপাল মৈত্র, মদন চন্দ, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

নির্ঘণ্টের বিন্যাস

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুযায়ী সূক্ষ্মভাবে বর্গীকৃত এই নির্ঘণ্টে শুধু নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পর্যে দেওয়া হবে (ক্ষেত্র বিশেষ সব তথ্য নাও থাকতে পারে)

[১] প্রবন্ধকারের নাম [এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে; অ এশিয়দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে; ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছদ্মনামের অধীনে; প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে; নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে] (২) প্রবন্ধের নাম, [৩] পত্রিকার নাম, সাল (বাংলা, ইংরেজী বা শকাব্দ) ও মাস সম্পর্কিত তথ্য (সব তথ্য বন্ধনীর ভিতর) সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকের ক্ষেত্রে মাসের সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের পর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। [৪] কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের উপর টীকা (বন্ধনীর ভিতর)। যথা,

পুলিনবিহারী সেন[১]। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র[২] (দেশ ১৩৬৯ বৈ২৭[৩])

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের জন্য সংশ্লিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য। একই ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীর্ষের (Subject Heading) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীর্ষের আর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। একই বিষয়ের উপরের একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে। অনুরূপভাবে একই বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী) সাজানো হয়েছে।

সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত

বাংলা মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত রূপে ব্যবহার হয়েছে; যথা, বৈ বৈশাখ, শুধু আশ্বিন মাসের ক্ষেত্রে 'আশ্বি' হবে। ইংরেজী মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। যথা, জানু—জানুয়ারী।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের রূপরেখা

০০০	সাধারণ বিষয়	৬০০	ফলিত বিজ্ঞান, ইনজিনিয়ারিং
১০০	দর্শন মনোবিজ্ঞান	৭০০	ললিতকলা, আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলা
২০০	ধর্ম		
৩০০	সমাজবিদ্যা	৮০০	সাহিত্য
৪০০	ভাষাতত্ত্ব	৯০০	ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ ও বিবরণ, জীবনী ও আত্মজীবনী
৫০০	বিজ্ঞান		

৩৯৪·২০৯৫৪১৪ বঙ্গদেশ—উৎসব

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়। সেকালের আমোদ প্রমোদ (ক্র) (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা-আশ্বি)

৪০০ ভাষাতত্ত্ব

অর্ণব চট্টোপাধ্যায়। শ্রেণীস্বার্থ ও ভাষা সমস্যা (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা-আশ্বি).

৪০৯ ভাষা-চর্চা—ইতিহাস

হরপ্রসাদ মিত্র। ভাষা-চর্চার ইতিহাস (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

৪০৯·৫৪ ভারতীয় ভাষা

চারুচন্দ্র তত্ত্বভূষণ। ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা সমস্যা (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

৪৯১·৪৪৭ বাংলা ভাষা—উপভাষা

সুধীর করণ। রাঢ় সীমান্তের উপভাষা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা)

৫০১ বিজ্ঞান—দর্শন ও তত্ত্ব

অমিয়কুমার মজুমদার। বিজ্ঞান ও সাহিত্য (সমকালীন ১৩৬৯ আশ্বি)

৫০৭·২ বৈজ্ঞানিক গবেষণা

অমল দাশগুপ্ত। বিজ্ঞান ও শিল্পের ভবিষ্যৎ যুদ্ধহীন পৃথিবীতে (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৫২৩·৭ সূর্য

কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। সূর্য কত দূরে? (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৫২৯·৫ পঞ্জিকা সংস্কার

সমীরণ দাশগুপ্ত। পত্রিকা প্রসঙ্গে (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বি ২২)

৫৩৮·৭৬৭ আয়নোস্ফিয়ার

জ্যোতির্ময় গুপ্ত। আয়নোস্ফিয়ারের কথা: ভারতীয় বিজ্ঞানী (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৯)

৫৩৯·৭৬ পরমানবিক শক্তি

পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞানীর মোহভঙ্গ (পরিচয় ১৩৬৯ ভা)

বলরাম মজুমদার। বিজ্ঞানবার্তা: আনবিক যুগের ভবিষ্যৎ (বসুমতী ১৩৬৯ ভা)

শঙ্কর চক্রবর্তী। পরমাণু ও পারমানবিক শক্তি (পরিচয় ১৩৬৯ ভা)

৫৪৭·৮৫ সেলুলোজ

দেবজ্যোতি দাস। সেলুলোজ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৫৫৩·৬৭ এ্যাজবেষ্টস

দেবব্রত মণ্ডল। এ্যাজবেষ্টস (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৫৭২·৯৫৪৮৮ ওঙ্গে উপজাতি, লিটল আন্দামান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান। লিটল আন্দামানের ওঙ্গে উপজাতি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৫৭২·৯৬৬৯ হাসা উপজাতি, নাইজেরিয়া

অতীন্দ্র মজুমদার। বিচিত্র দেশ বিচিত্র মানুষ: একেয় বদলে ছয় (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৮)

৫৮০·৩ উদ্ভিদ বিজ্ঞান—অভিধান

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। উদ্ভিদ্ অভিধান (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

৬১৩·৯৪৩ পরিবার পরিকল্পনা

ডি আনন্দ ও এস. কে. পান্ডু। পরিবার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শিক্ষা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আশ্বি)

বিমলা ভীরমানী। আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আশ্বি)

সি. চন্দ্রশেখরণ। পরিবার নিয়ন্ত্রণ ও শিশুকল্যাণ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আ)

হলডেন, জে বি এস। পরিবার নিয়ন্ত্রণে খাইবার ঔষধ পরীক্ষা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আ)

৬১৪·৭১৫ আণবিক যুদ্ধ—প্রতিরক্ষা

বিজয় শর্মা। আণবিক যুদ্ধের বাস্তবতা (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ ভা)

৬১৪·৭১৫[১] তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত

রাধাকান্ত মণ্ডল। তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ও মানব জাতির বিপদ (পরিচয় ১৩৬৯ ভা)

৬১৫·৭৮২ শান্তিকারক ঔষধ

বসন্তকুমার ঘোষ। বয়স্কদের শান্তি-কারক ও অবসাদক ঔষধ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আশ্বি)

৬১৫·৯৪২ সর্পাঘাত

অমলা দেবী। সর্পাঘাতে আধুনিক চিকিৎসা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৬১৬·৫ চর্মরোগ

হরিপ্রসাদ রায়। চর্মরোগে কেমোথেরাপি (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আ)

৬১৬·৮৬৩ ধূমপান

রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস, লণ্ডন। ধূমপান বিষয়ে মত (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আ)

৬১৬·৮৯ মানসিক রোগ—চিকিৎসা

অজিতকুমার দেব। মনোরোগীর পরিচয় ও পরিচর্যা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আ)

বিভূতিভূষণ রায়। মানসিক রোগ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আশ্বি)

মনোবিৎ, ছদ্ম। মনোবিৎ-এর ডায়েরি থেকে ঃ পাভলভীয় পদ্ধতিতে নিউরোসিসের চিকিৎসা (মানব মন ১৯৬২ অক্টো)

৬১৬·৯ সংক্রামক রোগ

সল্‌কে, জোনাস। সংক্রামক রোগ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আশ্বি)

৬১৬·৯৩৬[১] জিয়াডিয়া

সাগুরিনা, ও. পি.। লামব্লিয়া (গিয়াডিয়া) রোগ প্রসঙ্গে (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আশ্বি)

৬১৬·৯৯৪ ক্যানসার

অয়স্কান্ত, ছদ্ম। বিজ্ঞানের কথা ঃ আন্তর্জাতিক ক্যানসার সম্মেলন (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১১)

৬১৬·৯৯৫ যক্ষারোগ

রামচন্দ্র অধিকারী। যক্ষারোগে কেমো-থেরাপি (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আ)

৬১৮·৯২৩৪২ শিশু আমাশয়

পদভোরচায়ুরিয়া, এন.। শিশুর আমাশয় রোগ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আশ্বি)

৬৩২·৫৮ কচুরীপানা

হৃষিকেশ চৌধুরী। কচুরীপানা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৬৩৪·৬১ নারিকেল চাষ

অয়স্কান্ত, ছদ্ম। কল্পতরু নারিকেল (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বি ২১)

৬৩৬·২০৮৯৬৯৯৫ গরুর যক্ষ্মা

নারায়ণ চক্রবর্তী। গরুর যক্ষ্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৬৬৬ পটারী

দিব্যশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেরামিক (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৬৬৮·৪২২ ইউরিয়া

মাধবেন্দ্রনাথ পাল। প্রকৃতি-প্রণেতা ওয়াল্লার (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৬৮৭·১২ মেয়েদের পোষাক

সুরুচি মুখোপাধ্যায়। ব্লাউজের প্যাটার্ণ (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা)

৭০১ কলাশিল্প—দর্শন ও তত্ত্ব

আনন্দকুমার স্বামী। শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক, অনুবাদ সুধা বসু (ক্র) (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

প্রফুল্ল রায় চৌধুরী। শিল্পরীতিঃ বাস্তবতা (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

সরোজ আচার্য। শিল্পীর দায়িত্ব (পরিচয় ১৩৬৯ আশ্বিন)

৭০৯·৫৪ শিল্পকলা—ভারত

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় শিল্পের জন্য ক্রন্দন (মানস ১৩৬৯ শারদীয়া)

৭১২·৫০৯৫৪১৪২ ইডেন উদ্যানের ইতিকথা (দেশ ১৩৬৯ শারদীয়া)

৭২৬·১৪৫ হিন্দুমন্দির

অপূর্বরতন ভাদুড়ী। ভুবনেশ্বরের মন্দির (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

অমিতাকুমারী বসু। কোলহাপুরে মহালক্ষ্মীর মন্দির (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

৭২৬·৫ গির্জা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার প্রথম গির্জা (সেণ্ট এন গির্জা) (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বিন ২২)

৭৩১·৪৫৬ ডোকরা কাজ

আশীষ বসু। মোমগলানো ধাতু শিল্প বা ডোকরা কাজ (বসুমতী ১৩৬৯ ভা)

৭৪৫·৫ কারুশিল্প

উমাপদ মজুমদার। ভারতীয় কারুশিল্পে মৌলিক প্রেরণা (আত্মিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা)

৭৪৫·৫৯[১] ডাকের সাজ

শিবানী চট্টোপাধ্যায়। ডাকের সাজ (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বিন ২২)

৭৪৬·৪৬ কাঁথা

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। নকশী কাঁথা (বসুধারা ১৩৬৯ আশ্বিন)

৭৫৯·২ বৃটীশ চিত্রকলা

অংশুরঞ্জন সেন। শিল্পী পল ন্যাস (সুন্দরম ১৩৬৮, ৩-১২ সং)

৭৫৯·৩ জার্মান চিত্রকলা

শঙ্কর রায়। ক্যাথে কোলভিৎস (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৯)

৭৫৯·৯৫৪১৪ চিত্রকলা—বাংলাদেশ

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার নব্য রীতির চিত্রকলা (সুন্দরম ১৩৬৮, ৩-১২ সং)

অশোক মিত্র। আধুনিক বাংলার চিত্রকলার উৎস সন্ধানে (চতুষ্কোণ ১৩৬৯ কা-পৌ)

৭৭৮·৩১৫ মাইক্রোফিল্ম

অলোক ভট্টাচার্য। একটি আবিষ্কারের কথা (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

৭৮০ সঙ্গীত

কালীচরণ ঘোষ। একটি গানের জন্মকথা (বসুধারা ১৩৬৯ আশ্বিন)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। নাটক ও সঙ্গীত (সমকালীন ১৩৬৯ ভা)

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। সঙ্গীতে ইতিহাস চেতনা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যুগধর্ম ও সঙ্গীত (চতুষ্কোণ ১৩৬৯ কা-পৌ)

বোপদেব শর্মা। সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা (ক্র) (কথা সাহিত্য ১৩৬৯ ভা, আশ্বিন)

মীরা বালসুব্রামনিয়ণ। গত যুগের সাহিত্য ও বর্তমান পাঠক (সমকালীন ১৩৬৯ ভা)

৮৯১'৪৪০৯২ বাংলা সাহিত্য—চরিত্র

তপতী মৈত্র। রবীন্দ্র রচনায় চরিত্র সূচী (ক্র) (সমকালীন ১৩৬৯ ভা)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—কাজী নজরুল ইসলাম—আলোচনা

আবদুল আজীজ আল্-আমান। নজরুলঃ কয়েকটি কবিতার উৎস (বসুমতী ১৩৬৯ ভা)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—চিত্তরঞ্জন দাশ—আলোচনা

রঘুনাথ ভট্টাচার্য। কবি চিত্তরঞ্জনের কাব্য প্রতিভা (ক্র) (শিক্ষা ও শিক্ষক, ১৯৬১-৬২ ডিসে-জানু)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—জীবানন্দ দাশ—আলোচনা

মৃণালকান্তি ভদ্র। জীবনান্দ দাশঃ অস্তিবাদ ও উত্তরণ (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—প্রমথনাথ চৌধুরী—আলোচনা

ভবতোষ দত্ত। সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা (চতুষ্কোণ ১৩৬৯ কা-পৌ)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—রামপ্রসাদ সেন—আলোচনা

ভারতী সরকার। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাঃ রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র (সমকালীন ১৩৬৯ ভা)

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

জীবেন্দ্র সিংহ রায়। পিণ্ডারীর ওড্ ও হেমচন্দ্র (সমকালীন ১৩৬৯ আশ্বিন)

৮৯১'৪৪১[১] বাংলা কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আলোচনা

অরুণ চৌধুরী। পূর্বপাকিস্তান ও রবীন্দ্রনাথ (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তোমার দৃষ্টির পথ (চতুষ্কোণ ১৩৬৯ কা-পৌ)

অশ্রুকুমার সিকদার। সম্ভাব্য নূতন সঞ্চয়িতার খসড়া (পরিচয় ১৩৬৯ আশ্বিন)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

প্রবোধচন্দ্র সেন। "ছন্দ-বাঁধা" পরিচয় (বিশ্ব ভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ কা-পৌ)

প্রীতিময়ী কর। শরতে রবীন্দ্রস্মরণ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

বাণী রায়। রবীন্দ্র মানসে নারী, একটি দিকের ভূমিকা (কথাসাহিত্য ১৩৬৯ কা)

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশ আমার বাণীমূর্তি তুমি (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভা)

বিজয়া দাসগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা ভাষা (দেশ ১৩৬৯ ভা ৪৬)

যোগানন্দ দাস। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

শীতাংশু মৈত্র। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব (ক্র) (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

সুকুমার সেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে রূপকথা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

সুধীর করণ। লোক-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-ভাষ্য (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৮)

সুধীর নন্দী। নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ (সুন্দরম ১৩৬৮, ৩-১২ সং)

৮৯১'৪৪১০৯ বাংলা কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

বহ্নিকুমারী চক্রবর্তী। বাংলা প্রণয়-গাথা কাব্য (ক্র) (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা)

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক বাংলা কবিতা, দেশ ও দর্শক (পরিচয় ১৩৬৯ আশ্বিন)

শশিভূষণ দাসগুপ্ত। আধুনিক কবিতা (অমৃত ১৩৬৯ শারদীয়া)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বিন)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। শূন্য প্রেক্ষাগৃহ করুণ কুশীলব (পরিচয় ১৩৬৯ আশ্বিন)

স্বপনকুমার বসু। চর্যাগীতিকার কবি (বসুমতী ১৩৬৯ ভা)

৮৯১'৪৪২ [১] বাংলা নাটক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আলোচনা

পুলকেশ দে সরকার। প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্তধারা (কালপুরুষ ১৩৬৯ শ্রা)

৮৯১'৪৪২০৯ বাংলা নাটক—ইতিহাস ও সমালোচনা

অগ্নিমিত্র, ছদ্ম। সৃজন ও মূল্যায়ণ: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (বহুরূপী, ১৪সং)

অভিজিৎ সেন। বাংলা সাহিত্যে নাটক নেই (বহুরূপী, ১৪ সং)

অমরনাথ পাঠক। নাটকে সংস্কৃতি চিন্তা (বহুরূপী, ১৪ সং)

আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাংলা নাটকের সাফল্য (বহুরূপী, ১৪ সং)

নলিনীকুমার বসু। নাট্যানুরাগীর পরিক্রমা (বহুরূপী, ১৪ সং)

নৃপেন্দ্র সাহা। নব-নাট্য আন্দোলনের পরিণতি: নব নাট্যের সূচনায় (গন্ধর্ব ১৩৬৯ শারদীয়া)

—বাংলা নাট্যের চিরন্তন সংকট (মানস ১৩৬৯ শারদীয়া)

বার্ণিক রায়। আধুনিক নাট্যকাব্য (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা)

শম্ভু মিত্র। পর্যালোচনার ভূমিকা (গন্ধর্ব ১৩৬৯ শারদীয়া)

শ্যামল ঘোষ। নবনাট্য: নব্যরীতি (বহুরূপী, ১৪ সং)

সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। 'নবনাট্য আন্দোলন'—এ নামের শেষ হোক (বহুরূপী, ১৪ সং)

সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা নাটকে স্বদেশীযুগ (গন্ধর্ব ১৩৬৯ শারদীয়া)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—আলোচনা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবর্ণ পৌনঃপুনিকতা (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ ভা)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আলোচনা

আদিত্য ওহদেদার। বাংলা সাহিত্যে বংকিম বিরোধিতা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া)

মিনু মিত্র। বংকিমচন্দ্রের লঘু গদ্য (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বিন ২০)

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা

বিজিতকুমার দত্ত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—আলোচনা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ কা-পৌ)

৮৯১'৪৪৩ [১] বাংলা উপন্যাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। যামিনী ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৪৬৯ শ্রা)

৮৯১'৪৪৩১ বাংলা ছোট গল্প

অনিল চক্রবর্তী। আধুনিক বাংলা ছোট গল্প (সমকালীন ১৩৬৯ আশ্বিন)

৮৯১'৪৪৩১ বাংলা ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আলোচনা

বিদুর, ছদ্ম। সাহিত্য সংবাদ : গল্প লহরীর শরৎচন্দ্র (দেশ ১৩৬৯ ভা, ৪৫)

৮৯১'৪৪৩১ [১] বাংলা ছোট গল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আলোচনা

কালিদাস রায়। গল্পগুচ্ছ প্রকৃতি (কথা সাহিত্য ১৩৬৯ কা)

৮৯১'৪৬১০৯ মারাঠী কবিতা—ইতিহাস ও সমালোচনা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। মারাঠি ভক্তি সাহিত্য (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ ভা)

৮৯১'৫১ ফারসী কবিতা—সারমাদ—আলোচনা

রাম বসু। সারমাদ একজন কবি (অমৃত ১৩৬৯ আশ্বিন ২০)

৮৯১'৮২৩ যুগোশ্লাভ উপন্যাস—আন্দ্রিচ, ইভো—আলোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। নোবেল পুরস্কার : ইভো আন্দ্রিচ (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ কা-পৌ)

৮৯৫'৬০৯ জাপানী সাহিত্য—ইতিহাস ও সমালোচনা

দক্ষিণারঞ্জন বসু। জাপানী সাহিত্যের সেকাল-একাল (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৯০১ ইতিহাস—দর্শন ও তত্ত্ব

মোহম্মদ আবদুল করিম। জাতির মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা (ক্র) মানব মন ১৯৬২ অ ক্টো)

৯১৪'৩০৮৭ জার্মাণী—বিবরণ

দিলীপ মালাকর। দুই জার্মানী (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৯১৫'৪ ভারত সীমান্ত

তরুণ বিকাশ লাহিড়ী। ভারত-সীমান্ত (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা)

৯১৫'৪ সংস্কৃতি—ভারত

গুরুদাস ভট্টাচার্য। ইসলাম সংস্কৃতি ও আমরা (সমকালীণ ১৩৬৯ আশ্বি)

৯১৯'৯ কুমেরু—ভ্রমণ

সেগম্যান, র‍্যালফ্। কুমেরু মহাদেশের রহস্য সন্ধানে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ)

৯২০'০০২ জীবনী সাহিত্য

জ্ঞানান্বেষী, ছদ্ম। ইতিহাসে জীবনীর স্থান (শিক্ষা ও শিক্ষক ১৯৬১-৬২, ডিসে-জানু)

সুনীলচন্দ্র সরকার। আমাদের জীবনী সাহিত্যে (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ কা-পৌ)

৯২০'০৫৪১৪২ পশ্চিমবঙ্গ—জীবনী

বসুমতী। চারজন : ফজলুর রহমান, শচীন্দ্রমোহন ঘোষ, শিবজোত্তম চট্টোপাধ্যায়, বীণা ভৌমিক (দাস) (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)
—চারজন : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ঘোষাল শান্তি দাস, বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী ১৩৬৯ ভা)

৯২০'৯৪৪ ব্লক, মার্ক—জীবনী ও আলোচনা

সুশোভন সরকার। ফরাসী ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক (পরিচয় ১৩৬৯ আশ্বিন)

৯২১'৯১৪৫ শ্রীঅরবিন্দ—জীবনী ও আলোচনা

ভূমানন্দ। শ্রীঅরবিন্দ ভারতের জাতীয়তার জনক (শুভ্রবস্তু ১৩৬৮ আশ্বিন)

সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী অরবিন্দ : এক অধ্যায় (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৬)

সুরেশচন্দ্র সাহা। মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরী (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ)

৯২২'৯৪৫৫৪ চৈতন্যদেব—জীবনী ও আলোচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (ক্র) (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

৯২২'৯৪৫ লালমাঈ—জীবনী ও আলোচনা

আনন্দ ভট্টাচার্য। বিত্তস্তার মেয়ে—"লালা" (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা)

৯২২'৯৪৫৫ মহেন্দ্র গুপ্ত—জীবনী ও আলোচনা

শান্তিকুমার মিত্র। "শ্রীম" ও সংসারী ভক্ত (উদ্বোধন ১৩৬৯ শ্রা)

৯২২'৯৪৫৫৫ রামকৃষ্ণ পরমহংস—জীবনী ও আলোচনা

দুর্গানন্দ, স্বামী। পারায়ণ পাঠ ও শাস্ত্রীর সন্ন্যাস গ্রহণ (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ ভা)
—শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা)

৯২২'৯৪৫৫৫ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—জীবনী ও আলোচনা

সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো প্রসঙ্গে (ক্র) (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

৯২২'৯৪৫৫ সারদামণি দেবী—জীবনী ও আলোচনা

ঊষা দেবী সরস্বতী। জননী সারদামণি (ক্র) (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা, ভা)

৯২৩'১৫৪ বাবর—জীবনী ও আলোচনা

শচীন্দ্রলাল রায়। বাবরের আত্মকথা (ক্র) (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্রা)

৯২৩'১৫৪১৪ মুন্নিবেগম—জীবনী ও আলোচনা

অংশুরঞ্জন সেন। মুন্নিবেগম (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ ১৭)

৯২৩'২৪৭ স্ট্যালিন, জোসেফ—জীবনী ও আলোচনা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। আলোচনা : স্ট্যালিন প্রসঙ্গে (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ ভা)

৯২৩'২৫৪ তাঁতিয়া টোপে—জীবনী ও আলোচনা

প্রতিমা চক্রবর্তী। একটি মহৎ মৃত্যু : তাঁতিয়া টোপে (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

৯২৩'২৫৪১৪ অপূর্বকুমার চন্দ—জীবনী ও আলোচনা

অপূর্বকুমার চন্দ। স্মৃতিকথা (ক্র) (শিক্ষক ১৩৬৯ আ, শ্রা)

৯২৩·২৫৪১৪২ বিধানচন্দ্র রায়—জীবনী ও আলোচনা

উপানন্দ, ছদ্ম। নবীন বাঙলার স্রষ্ঠা বিধানচন্দ্র (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্রা)

তপতী মুখোপাধ্যায়। বিধানচন্দ্রের একটি জন্মদিন (প্রবাসী ১৩৬৯ শ্র)

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। আমার দেখা ডাঃ বিধানচন্দ্র (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

বসুমতী। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন পঞ্জী (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা)

সাহিত্যের খবর। বনস্পতি বিধানচন্দ্র (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ)

সুধাংমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানচন্দ্র (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্রা)

সু. ভ.। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুলা)

৯২৩·২৮৫ হায়াতোরে, ভিক্টর রাউল—জীবনী ও আলোচনা

নিরঞ্জন হালদার। পেরুর জননায়ক হায়াতোরে (দেশ ১৩৬৯ শ্রা ৪০)

৯২৩·৩৫৪১৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর—জীবনী ও আলোচনা

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ ঃ ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসমাজ (সমকালীন ১৩৬৯ ভা)

সুকুমার মিত্র। দ্বারকানাথ ঠাকুর (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা, আশ্বিন)

৯২২·৯৪৫৫৪ শ্রীরূপ—জীবনী ও আলোচনা

কালীপদ লাহিড়ী। পূজ্যপাদ শ্রীরূপ-সনাতন (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা)

৯২২·৯৭৫৫৫ বিবেকানন্দ, স্বামী—জীবনী ও আলোচনা

অমলেন্দু সেনগুপ্ত। বিবেকানন্দের সমাজ চিন্তা (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা—আশ্বিন)

কালিদাস নাগ। পূর্ব পশ্চিম দিগন্তে বিবেকানন্দ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

৯২২·৯৪৫৫৪ রূপ—জীবনী ও আলোচনা

জয়ন্তকুমার গোস্বামী। রূপ সনাতন কি মুসলমান ছিলেন? (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা)

দিলীপকুমার রায়। স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বিন)

নিশীথ কর। দুই ভাই (চতুষ্কোণ ১৩৬৯ কা-পৌ)

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। স্বামীজির স্মৃতিকথা (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

৯২২·৯৪৫৫৪ শ্রীকৃষ্ণ—জীবনী ও আলোচনা

শক্তিভূষণ পাল। যুগাবতার (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আশ্বিন)

৯২২·৯৪৫৫৪ বিষ্ণুপ্রিয়া—জীবনী ও আলোচনা

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজ (আন্তর্জাতিক ১৯৬২ সেপ্টে)

৯২২·৯৪৫৫৪ শ্রীচৈতন্যদেব—জীবনী ও আলোচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (ক্র)(বসুমতী ১৩৬৯ আ)

৯২২·৯৪৫৫৫ গৌরীমাতা—জীবনী ও আলোচনা

পুষ্পকুমার পাল। শ্রীশ্রীগৌরী মাতা (বিশ্ববাণী ১৩৬৯ ভা)

৯২২·৯৪৫৫৫ তেজচন্দ্র মিত্র—জীবনী ও আলোচনা

মানবকৃষ্ণ মিত্র। ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্র (উদ্বোধন ১৩৬৯ শ্রা)

৯২২·৯৪৫৫৫ বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী—জীবনী ও আলোচনা

পবিত্রানন্দ স্বামী। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের স্মরণে (উদ্বোধন ১৩৬৯ ভা)

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়। দ্বারকানাথের তীর্থ যাত্রা (সমকালীন ১৩৬৯ আশ্বি)

৯২৩·৬৫৪ টম্পসন, জর্জ—জীবনী ও আলোচনা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। জর্জ টম্পসন ও নব্য বঙ্গের রাজনীতি চর্চা: ফৌজদারী বালাখানায় সাপ্তাহিক সভা (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ ভা)

৯২৩·৪১৫৪১৪ 'বিশে ডাকাত'—জীবনী ও আলোচনা

হারাধন দত্ত। বিদ্রোহী বিশ্বনাথ (বসুমতী ১৩৬৯ আ)

৯২৩·৬৫৪ টম্পজন, জর্জ—জীবনী ও আলোচনা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চা (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ শ্রা)

—ভারত প্রেমিক জর্জ টম্পসন (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা)

৯২৩·৬৫৪১৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর—জীবনী

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ ও সতীদাহ (সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা)

৯২৩·৬৫৪১৪ ডিরোজিও, ভিভিয়ান—জীবনী ও আলোচনা

বিনয় ঘোষ। ডিরোজিও (দেশ ১৩৬৯ শ্রা ৩৮)

৯২৩·৬৫৪১৪ রাধাকান্ত দেব—জীবনী ও আলোচনা

অলোক রায়। রাজা রাধাকান্ত দেব ও বাঙালী সমাজ-মন (সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা)

৯২৩·৬৫৪১৪২ 'মাদার' তেরেসা—জীবনী ও আলোচনা

আনন্দকুমার সেন। মূর্ত সেবিকা মাদার তেরেসা (অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৬)

৯২৪·৯১২ উইলিয়মস্, স্যর মণিয়ার—জীবনী ও আলোচনা

গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত। স্যর মণিয়ার উইলিয়মস্ (সমকালীন ১৩৬৯ ভা)

৯২৫ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—জীবনী ও আলোচনা

পুলিন বিহারী সেন। বাংলা সাহিত্যের সেবায় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (বসুধারা ১৩৬৯ আশ্বি)

দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (বসুধারা ১৩৬৯ ভা)

৯২৫ রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী—জীবনী ও আলোচনা

অলোক রায়। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও বাঙালী সমাজ-মন (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্বি)

৯২৬·১ ড্রু, চার্লস আর—জীবনী ও আলোচনা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান। সঙ্কলন: ডাঃ চার্লস আর (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুলা)

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকার বিগত আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এস, সিদ্দিকখানের বাংলা মুদ্রণের গোড়ার যুগের ইতিহাস নামক প্রবন্ধটি 'লাইব্রেরী কোয়ার্টারলি' পত্রিকা থেকে শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে।

ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের নামের তালিকায় কিছু ছাপার ভুল ছিল। এখানে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল ঃ

রোল নং	৪৮	বীণা দে
	৪৯	কালিদাস দে
	৫৫	কমল গুহ
	৬৪	মৃণাল কান্তি কুমার
	৭০	মঞ্জু মোদক
এন	২৪	যমুনা নন্দী
এন	২৫	অজিত কুমার পাল

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সদস্যগণকে জানান যাইতেছে যে যাঁহারা ১৯৬০ সালের চাঁদা পরিশোধ করেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে চাঁদা পাঠাইয়া না দিলে তাঁহাদের নিকট পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হইবে না।

মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র

ডাক্তার বিনা ডিস্‌পেনসারী যেমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ভিন্ন গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সংগঠন ও সুপরিচালনও তেমনি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম গ্রন্থাগার-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানারূপ সরঞ্জাম যথা এ্যাক্সেসন রেজিস্টার, ক্যাটালগ কার্ড, ডেট লেবেল, বুক কার্ড, এবং কার্ড ক্যাবিনেটে, ষ্টিল র‍্যাক, বুক সাপোর্ট ইত্যাদি আমরা সরবরাহ করে থাকি। ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অন্যান্য রাজ্যের ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান সুনাম অর্জন করেছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্যে পত্রালাপ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪

ফোন : ২৪-৪৬৮৭

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরম্‌স্‌, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-২৩৮২

LIBRARY UTTERPARA ESTABD. 1859

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

১২শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৬৯ [৮ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

নতুন সম্পাদকের দায়িত্ব

"গ্রন্থাগারের" পাঠকপাঠিকাবর্গ লক্ষ্য করে থাকবেন যে দীর্ঘকাল যাবৎ অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে নবপরিকল্পনায় নিয়মিত এবং উন্নততর "গ্রন্থাগার" সম্পাদনার দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল এই সংখ্যা থেকে তিনি সেই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন। গ্রন্থাগারিকদের কাছে "শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়" এবং "গ্রন্থাগার" নাম দুটি এই কয় বৎসরে প্রায় সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে। সিনেমা, গল্প, উপন্যাস বর্জিত কোন মাসিক পত্রিকার এত দীর্ঘ আয়ু সুধীমহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের। এই বৎসর তিনি পরিষদের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হবার ফলে নতুন সম্পাদকের উপর এই "গ্রন্থাগার" পরিচালনার গুরুভার অর্পিত হয়েছে। "গ্রন্থাগার" বর্তমানে তীব্র অর্থসংকটের সম্মুখীন। অর্থ ব্যতীত, প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদির অভাবের ফলে এর কলেবর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

এই সংকট থেকে পরিত্রাণের দুটি উপায় আছে ঃ নিয়মিত বিজ্ঞাপন সংগ্রহ দ্বারা "গ্রন্থাগারকে" স্বাবলম্বী করা এবং প্রবন্ধ সংগ্রহ করে এর কলেবর বৃদ্ধি করা। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ এই দুই ব্যাপারেই পরিষদকে সাহায্য করতে পারেন।

আমরা আশা করি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পত্রিকাখানিকে বাঁচিয়ে রাখতে এই সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হব না।

জরুরী অবস্থা ও গ্রন্থাগার

আমাদের জাতীয় সংকটের সময় গ্রন্থাগারের যে একটা বড় ভূমিকা আছে এ সম্বন্ধে মনে হয় অনেকেই সচেতন নন। যুদ্ধের সম্মুখীন একটা দেশের জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা, গুজবের কবল থেকে তাদের রক্ষা করা এবং সংকটজনক পরিস্থিতিতে সরকারী নীতি সম্বন্ধে তাদের অবহিত করা সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আর এই কাজে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়ানো গ্রন্থাগারগুলিই হল সরকারের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার। আজ যদি দেশে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে শহর থেকে সুরু করে সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জাল বিস্তৃত থাকতো তবে তার সহায়তায় সরকারী বক্তব্যের সুশৃঙ্খল প্রচার ব্যবস্থা সহজতর ও অধিকতর কার্যকরী হত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। চীনের সংগে ভারতের সীমানা নিয়ে যে বাদবিসম্বাদের সৃষ্টি হয়েছে তার ইতিহাস এবং ভারত সরকারের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় সরকারী বক্তব্যটুকু উদ্ধার করা দুরূহ। অথচ সরকার প্রকাশিত White Papers on China অথবা সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তিকাখানিতে এই বিরোধের আনুপূর্বিক এবং প্রামাণ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুদূর পল্লী অঞ্চলতো দূরের কথা শহর কলকাতার ২১৪টি গ্রন্থাগার ব্যতীত কোথাও এই পুস্তিকাগুলি পাওয়া যায় না। সাধারণ গ্রন্থাগারের মারফতই এই পুস্তিকাগুলি এবং তার বাংলা অনুবাদ জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরা যায়। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। কিন্তু এর পাঠক সংখ্যা সীমিত। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নেতৃত্বে সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলে সুপরিকল্পিত ভাবে এই প্রচেষ্টাকে ব্যাপকতর করে তোলা যেত।

সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত এবং অর্থপুষ্ট সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রের সংগে তার কোন যোগ নেই। তাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই পল্লী গ্রন্থাগারগুলির সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

এই প্রসংগে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পরিষদ প্রকাশিত খসড়া গ্রন্থাগার আইনের মুখবন্ধে ডাঃ রংগনাথন বলেছিলেন যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ আপৎকালীন জরুরী অবস্থায় এই অর্থের উৎস সংকুচিত হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখাই দুষ্কর হবে। গ্রন্থাগারগুলিকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য তাই প্রয়োজন "গ্রন্থাগার আইন"। এই আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী জনসাধারণ প্রদেয় কর এবং রাজ্য সরকার প্রদেয় আদায়ীকৃত করের আনুপাতিক অর্থেই গ্রন্থাগারের পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহ হবে।

আশা করি জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রূপায়ণে সহায়ক হবে।

বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

ইফ্লা কাউন্সিলের ২৮তম অধিবেশন—১৯৬২

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ সূচী নিয়ম প্রণয়ন সংস্থার প্যারিস অধিবেশনের কালে উদ্ভূত বিষয় সমূহ ঃ

বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭শে থেকে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৬২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অধিবেশনের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক গ্রন্থ সূচী নিয়ম প্রণয়ন সংস্থা ২৫শে আগষ্ট প্রভাতে ৯-৩০ টার সময় মিলিত হন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ

১। ইফ্লা কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত (ক) প্যারিস অধিবেশনের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশন এবং বিবিধ কমিটিগুলির তৎসম্পর্কিত কার্যাদি (খ) প্যারিস অধিবেশনের প্রস্তাব সমূহের রূপায়ন বিষয়ক খসড়া রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা ও অনুমোদন।

২। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালের দু'বছরের জন্য ইউনেস্কো চুক্তির উপর আলোচনা।

৩। ব্যক্তি-নামের লিখন পদ্ধতির জাতিগত প্রথার খসড়া বিবরণী সম্পর্কে আলোচনা।

৪। প্যারিস অধিবেশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ সম্পর্কিত আলোচনা।

৫। সূচীকরণ বিষয়ে ইফ্লার ভবিষৎ কর্তব্য সম্পর্কে প্রস্তাব।

স্যার ফ্র্যাংক ফ্রান্সিস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত সভ্যেরা উপস্থিত ছিলেন ঃ মিঃ এ, এইচ চ্যাপলিন, বৃটিশ মিউজিয়াম, মিস এন লাভরোভা, বিজ্ঞান-বিভাগের সম্পাদক ও প্রধান গ্রন্থপঞ্জীকারক, অল ইউনিয়ন বুক চেম্বার মস্কো; মিসেস এম, এল মনিটরো ডা কুনহা, বিবলিওটেকা সেণ্ট্রাল ইউনিভার্সিডাডে, সাও পাওলো, ব্রাজিল; ডঃ এনড্রু ডি, অসবুর্ণ, ইউনিভার্সিটী লাইব্রেরি সিডনি; এম, পল পয়দ্র দিক্সিয়র দে বিবলিওথেক দে ফ্রাঁস, প্যারিস; শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, এসিষ্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলিকাতা; মিঃ লুডউইগ সিকমানা, বিবলিওথেকাসু রশাট বিবলিওথেকার—লেরিনসটিটুট, কোলনু এবং মিঃ উইলিস ই রাইট, উইলিয়ন কলেজ লাইব্রেরি, উইলিয়ামস টাউন, ম্যাসাচুসেটস্।

সভায় প্যারিস অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি যাতে অংশ গ্রহণকারী দেশগুলিতে রূপায়িত হয় তদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ইফ্লা কাউন্সিলের সূচী প্রণয়ন নিয়ম কমিটী ঃ

আন্তর্জাতিক সূচী প্রণয়ন নিয়ম সংস্থার পরিচালক কমিটি ইফ্লা কাউন্সিলের সূচী প্রণয়ন কমিটীর কাছে একটী রিপোর্ট পেশ করেন। উক্ত কমিটী বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭শে আগষ্ট, ১৯৬২ বিকাল ৫ ঘটিকায় মিলিত হন।

নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি ইফ্লা কাউন্সিলের সূচী প্রণয়ন নিয়ম কমিটী কর্তৃক আলোচিত এবং অনুমোদিত হয়।

একমান সূচীকরণ নিয়মাবলী কমিটী :

১। আন্তর্জাতিক সূচীকরণ নিয়মাবলী সংস্থার সমগ্র রিপোর্টটী ইফ্‌লার প্রকাশন হিসাবে বিক্রয় করা হবে এবং 'কাউন্সিল অন লাইব্রেরি রিসোর্সেস'-এর অনুমতিক্রমে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সূচীকরণ সম্পর্কিত গবেষণার সাহায্য করা হবে।

২। প্যারিসের আন্তর্জাতিক সূচীকরণ নিয়ম সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নোক্ত তালিকা সমূহ প্রকাশ করা সম্পর্কে ইউনেস্কোর নিকট ইফ্‌লার সংগে চুক্তি করার জন্য আবেদন করা হবে।

(ক) সর্বদেশের উল্লেখযোগ্য অজ্ঞাত রচয়িতা রচিত ধ্রুপদী সাহিত্যের সাধারণ নাম এবং অন্যদেশীয় ভাষায় সেই নামের প্রতিশব্দ।

(খ) বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুমোদিত নাম যা' সূচীকরণ শিরোনামায় ব্যবহৃত হবে এবং পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলিতে তার প্রতিশব্দ।

Bureau of Ifla কে অনুরোধ করা হবে যে ইউনেস্কোর সংগে আলোচনা করে এই চুক্তি অনুসারে প্রণীত যে কোন রিপোর্ট ইফ্‌লা কর্তৃক প্রকাশিত হতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বলবৎ চুক্তি অনুসারে ব্যক্তিনাম ব্যবহারের জাতিগত প্রথার উপর লিখিত পুস্তিকাদির বিক্রয় লব্ধ অর্থ যেন ইফ্‌লা কর্তৃক সূচীকরণ সম্পর্কিত কার্যক্রমে নিয়োজিত হতে পারে।

৩। উল্লিখিত ইউনেস্কো চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত কাউন্সিল অফ ইফ্‌লা যেন বর্তমান পরিচালক কমিটি এবং আন্তর্জাতিক সূচীকরণ নিয়ম প্রণয়ন সংস্থার দপ্তরের অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেন যাতে করে কমিটি সংস্থার রিপোর্ট তৈরীর ব্যাপার এবং জাতীয় কমিটিগুলির ও প্যারিস অধিবেশনে গঠিত বিশেষ উপদলগুলির সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতে পাবেন।

৪। Bureau of Iflaকে সূচীকরণ সম্পর্কে আরও কাজ করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করতে বলা হবে।

(১) Ifla কর্তৃক FID, ISO এবং Unescoর গ্রন্থপঞ্জী বিষয়ে পরামর্শদাতা কমিটির সংগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জীতে আন্তর্জাতিক অনুমোদিত সূচীকরণ নিয়মাবলীর প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে।

(২) অধুনা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার সহায়তা করার জন্য বিশেষ চেষ্টা হিসাবে প্যারিসের নিয়মাবলী যাতে আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত হতে পারে।

(৩) একটী প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা যাতে (ক) সূচীকরণ সংলেখে ন্যূনপক্ষে কতটুকু গ্রন্থ বিবরণ দেওয়া হবে (খ) প্রথা সম্মত গ্রন্থ বিবরণ যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হবে এইগুলি আলোচিত হবে।

(৪) বৃহৎ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সূচীতে অজস্র সংলেখ উদ্ভূত হয় এমন সমস্ত পাঠ্য বিষয়াদির সূচীকরণ নিয়ন্ত্রণ।

(৫) Bureau of Iflaকে সম্ভব হলে সূচীকরণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী সম্পর্কিত স্থায়ী এক দপ্তর গঠন করতে হবে যেটা আংশিক সময় কাজ করবে।

[অনুবাদ : মীরা সান্যাল]

প্রমীলচন্দ্র বসু

স্মৃতিচারণঃ পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার শিক্ষণ

মাত্র তিরিশ বছর আগেও অবিভক্ত বাংলা দেশে বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষিত কোন গ্রন্থাগারিক ছিলেন না। এমন কি এই বিশেষ বিষয় শিক্ষণের কোন যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিল না। দেশীয় রাজ্য বরোদায় আধুনিক গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত চিত্তাকর্ষক বিবরণ কলকাতার এক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সচেতন সমাজসেবী যুবককে আকৃষ্ট করে। তিনি বরোদার গ্রন্থাগার সমূহের তত্ত্বাধায়ক স্বর্গীয় মিঃ নিউটন মোহন দত্ত মহাশয়ের অধীনে গ্রন্থাগার পরিচালনের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য দত্ত মহাশয়ের অনুমতিক্রমে ১৯৩৩ সালে বরোদায় যান। বরোদায় গ্রন্থাগার পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকমাস পড়াশুনার পর সেখান থেকে বর্তমানে পাকিস্তানভুক্ত লাহোরে যান পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকতার ১৯৩৩-৩৪ সালের শিক্ষাক্রম পাঠের উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষে তখন একমাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। পাঠান্তে নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে ১৯৩৪ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন নিজের প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলতে।

* * *

তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কয়েকজন পুরোধা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থাগারিকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণের বিশেষ দিকটির সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হন। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশেষ শিক্ষণের নতুন বিভাগটি উদ্বোধনের যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁদের পূর্ব নিয়োজিত কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন এবং প্রস্তাবটি সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন না করায় বিষয়টি এখানেই পরিত্যক্ত হয়।

* * *

১৯৩৩ সালে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পুনর্গঠিত হবার পর থেকেই পরিষদের নেতৃস্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাংলা দেশে গ্রন্থাগারিকদের একটি শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। যদিও ঠিক সেই সময়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের দায়িত্বে ও পরিষদের তত্ত্বাবধানে কোন শিক্ষণ-কেন্দ্র খুলতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই যুগ সন্ধিক্ষণে এগিয়ে এলো হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ। হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ তখনকার দিনে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত

সংস্থা ছিল। কুমার মনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ছিলেন হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উভয় সংস্থার সভাপতি। প্রাথমিক আলোচনার পর বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারিকদের জন্য একটি পরীক্ষামূলক শিক্ষণ শিবির স্থাপন করতে উদ্যোগী হলেন। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সচেতনতার সেই প্রথম যুগের নৈরাশ্য এ ছিল এক বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ প্রচেষ্টা থেকে দূরে ছিলেন না। বলতে গেলে, এই পরীক্ষামূলক শিক্ষক শিবির ছিল তাঁদেরই পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট প্রথম প্রয়াস। তাঁদের চিন্তা ছিল—যদি হুগলী জেলা পরিষদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় তবে উত্তরকালে প্রাদেশিক পরিষদই গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার ভার নেবে। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে উদ্বোধন হল বাংলা দেশের প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির। কলকাতার Imperial Libraryর গ্রন্থাগারিক স্বর্গীয় খান বাহাদুরকে আসাদুল্লাহ ছিলেন শিবিরাধ্যক্ষ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত সেই যুবক, যার কথা প্রথমেই বলা হয়েছে, ছিলেন শিবিরের প্রধান পরিচালক এবং শিক্ষণ পরিকল্পনার প্রাথমিক দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এমন কি ঢাকার মত শহর থেকেও শিক্ষার্থীরা এসে ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন M.A. এবং B.A. মোট ১১ জনকে মনোনীত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন শিক্ষক আর বাকী সকলেই ছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্মী। কলকাতা ও অন্যান্য জায়গার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই শিক্ষণ শিবির সম্বন্ধে গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিবির পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রদের সম্মুখে ভাষণ দেন। শিবিরের মেয়াদ ছিল পনের দিন এবং বলাবাহুল্য, এই প্রথম পরীক্ষামূলক শিক্ষণ ব্যবস্থা অচিন্ত্যনীয়ভাবে সফল হয়েছিল।

* • *

ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে Imperial Library ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাগারিকদের জন্য একটি ছ' মাসের Diploma course প্রচলন করেন। Imperial Library-র গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লাহ ছিলেন এই নতুন গ্রন্থাগার শিক্ষণ-প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক। ইনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং লন্ডনের Library Associationএর fellow ছিলেন। সেই একই বছরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আসেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খড়গপুরের Indian Institute of Technologyর গ্রন্থাগারিক পদে বৃত হন।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Diploma নিয়ে এলেন শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ছিলেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ স্নাতক এবং অত্যন্ত

উৎসাহী ও আদর্শবাদী কর্মী। ১৯৩৭ সালে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় য়ুরোপ থেকে ফিরে এলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Diploma নিয়ে। তিনি British Library Associationএর fellowও ছিলেন। সুতরাং এ সময়ে বাংলা দেশ এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে পেয়েছিল যাঁরা ছিলেন বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রন্থাগারিকতায় যথপোযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত।

* * *

বাঁশবেড়িয়ার শিক্ষণ শিবিরের আশাতীত সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্তৃপক্ষ নিজস্ব একটি শিক্ষণকেন্দ্র প্রচলনের জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন.। এখন তাঁরা এগিয়ে এলেন। ১৯৩৭ সালে আশুতোষ কলেজে (ক'লকাতা) ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের পরিচালনায় বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব প্রথম গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। ডাঃ রায় ছাড়াও অবৈতনিক শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন সর্বশ্রী বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহঃ গ্রন্থাগারিক, ক. বি.), প্রমীলচন্দ্র বসু (সহঃ গ্রন্থাগারিক, ক. বি.), পুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক, আশুতোষ কলেজ), অনাথ নাথ বসু (অধিকর্তা, শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ, ক. বি.), কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় (সভাপতি, বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), Mr. W. C. Wordsworth (Associated Editor, Statesman & Ex-D.P.I. Bengal), অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (বিদ্যাসাগর কলেজ), অধ্যাপক বিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী (আশুতোষ কলেজ) এবং শ্রীতিনকড়ি দত্ত (সম্পাদক, বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)। এই শিক্ষণ প্রকল্পের সময় ছিল একমাস। এরপর এক বছর (১৯৪২) ছাড়া প্রতি বছরই পরিষদ এই গ্রন্থাগার শিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এই শিক্ষাকাল ১ মাস থেকে বাড়িয়ে ৩ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত করা হয়।

* * *

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাগারিকতায় Diploma course প্রবর্তনের প্রশ্নটি ১৯৩৪ সালের অনুমোদনের পর বহুবার উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতই সহযোগিতায় বিমুখ থেকেছেন। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক থাকাকালীন কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা পেশ করে ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক বিষয়টি ক্রমাগত সময় নিচ্ছিল। অবশেষে ১৯৪৫ সালে এই বহু উপেক্ষিত এবং বহু অপেক্ষিত ১ বছরের Diploma courseটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলন করেন। এই নতুন গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান অধিকর্তা নিযুক্ত হন তৎকালীন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Diploma প্রাপ্ত এবং British Library Associationএর fellow নির্বাচিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। অবৈতনিক শিক্ষক মণ্ডলীতে ছিলেন,

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, খানবাহাদুর কে. এম. আসাদুল্লাহ্, সর্বশ্রী মীণেন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, আর. সি. মৌলিক, এল. পি. শুকুল. নাসের আহ্মেদ খান এবং বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীনাসের আহ্মেদ খান মহাশয়ের অনুপস্থিতকালে ২ মাসের জন্য শ্রী এ. এইচ্. এম. মহীউদ্দীন যোগদান করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Diploma course প্রবর্তন করায় Imperial Library কর্তৃক পরিচালিত ভারত সরকারের Diploma courseটি বন্ধ হয়ে যায়। এতদিন ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Diploma course সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে চলে আসছে, মাত্র কিছু দিন হল একে স্থায়ীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

* * *

পশ্চিম বাংলার বর্তমান গ্রন্থাগার শিক্ষণের অতীত স্মৃতিচারণ মুহূর্তে স্বভাবতই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে সেইসব স্থিতধী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ছবি, যাঁরা নিজেদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলা দেশের গ্রন্থাগার শিক্ষণের প্রসার এবং অগ্রগতির জন্য। কিন্তু আজ আর তাঁরা কেউ নেই। আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, খানবাহাদুর, কে. এম. আসাদুল্লাহ্, Mr. W. C. Wordswarth, Mr. K. Zachariah এবং অধ্যাপক অনাথনাথ বসু প্রভৃতি মনস্বীদের উদ্দেশ্যে—স্বভাবতই এই উপলক্ষ্যে যাঁদের কথা মনে এসে যায়।

[পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব উপলক্ষে স্মারক পত্রে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত। প্রবন্ধটি শ্রীঅশোক বসু কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে।]

আদিত্য ওহদেদার

যুদ্ধ ও গ্রন্থাগার

আজ আমাদের দেশ জুড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে। সামরিক অসামরিক সর্বস্তরে প্রতিরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন গড়ে তোলা হচ্ছে। যুদ্ধ সংকটের এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের গ্রন্থাগারের আশু কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্যক সচেতন হওয়া উচিত।

*গ্রন্থাগার-কর্মের মূল দুটি ধারা, অর্থাৎ সংরক্ষণ ও সরবরাহ, যুদ্ধের সময় শুধু যে বজায় থাকে তা নয়, তারা আরো তীব্র হয়। তবে তাদের চেহারা কিছু পাল্টায়।

এখন সংরক্ষণ বলতে বোঝায়, কেমন করে শত্রুপক্ষের ধ্বংসাত্মক হাত থেকে গ্রন্থাদি তথা গ্রন্থাগার ভবন ও কর্মীদের রক্ষা করা যেতে পারে। সরবরাহ বলতে দুটো জিনিষ প্রধান হয়ে ওঠে—এই সময় জনসাধারণ যে ধরণের বইপত্র পড়তে চান তার যথাযথ জোগান দেওয়া, এবং প্রতিরক্ষার অনুকূল প্রচারকার্য গ্রন্থাগারের ভেতর দিয়ে চালিয়ে যাওয়া।

যুদ্ধের সময় পাঠকরা কেবলমাত্র গল্প উপন্যাসেই নিজেদের পাঠ সীমিত রাখেন না। এখন যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানবার জন্যে তাঁদের প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মে, সুতরাং এই আগ্রহ যাতে মেটে তার ব্যবস্থা গ্রন্থাগারকে করতে হবে। Demand and supply-তত্ত্বটির লীলা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আজ দেশের যে কোন গ্রন্থাগারে নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে একাধিক পাঠক চীন, তিব্বত, নেফা, লাডাক, অঞ্চল সম্বন্ধে লেখা বই পড়তে চাইছেন। তারই সঙ্গে চাইছেন নেপাল, ভুটান সিকিম সম্বন্ধে বই। এমন কি গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, পাঠক চাইছেন দেশভক্তিমূলক, কিম্বা যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটক। এ ধরণের বইপত্র আমাদের পাঠকসমাজ যাতে সহজেই পান, সে আয়োজন গ্রন্থাগার কর্মীদের করতে হবে।

এ যুগের যুদ্ধে বিমান-আক্রমণের ভয়াবহতার জন্যে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সংরক্ষণ কাজটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, গ্রন্থাদির কথা ধরা যাক। বিস্ফোরণের ফলে কাগজে অতি সহজে আগুণ লাগতে পারে বলেই বইপত্র ধ্বংস হবার আশংকা প্রবল হয়। এই কারণে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি যাতে রক্ষা পায় সেদিকে অতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। যুদ্ধের সময় গ্রন্থাগারিকের একটা প্রধান কাজ হল গ্রন্থসংগ্রহ থেকে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইপত্র আলাদা করে নেওয়া। এই সব বইপত্র গ্রন্থাগারে ততক্ষণই রাখা চলতে পারে যতক্ষণ না গ্রন্থাগার বিপজ্জনক এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। বিপজ্জনক এলাকার অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই এই সব বইপত্র এমন এলাকায় পাঠানো উচিত যা আপাততঃ বিমান-আক্রমণের সংকট-মুক্ত। আজকাল এ বিষয়ে সাবধান হবার আর একটা উপায় হল এই সব বইপত্রের মাইক্রোফিল্ম করে নেওয়া। মাইক্রোফিল্ম ক্ষুদ্র আকারের হওয়ায় তাদের অতি সহজে স্থানান্তরিত করা চলে। বিশেষ করে পুরণো দৈনিক পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার ফাইল সংরক্ষণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল মাইক্রোফিল্ম।

বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে কোনো গ্রন্থ সংগ্রহ গ্রন্থাগার গৃহের ওপর তলায় কিম্বা পাশের ঘরে রাখা উচিত নয়। সমস্ত সংগ্রহ গৃহের মাঝখানে এক তলায় রাখা কর্তব্য। মাটির নীচে ঘর থাকলে সেখানে বই রাখা সবচেয়ে সমীচীন। বাংলাদেশে অবশ্য মাটির নিচে ঘর বড় একটা নেই, কিন্তু বাংলার বাইরে, বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশে তাওয়া খানা বা মাটির তলায় ঘর অনেক পাওয়া যায়।

তীব্র বিস্ফোরক বোমার পতনই সবচেয়ে মারাত্মক। এতে প্রবল গ্যাস ও হাওয়ার

ঝাপ্টা আসে, কিংবা মাটি কেঁপে ওঠে। এই গ্যাস ও হাওয়ার ঝাপ্টা অনেক দূরের দরজা জানলায় এসে লাগে, এবং দরজা জানলা যদি কাঁচের হয় তাহলে তা নিমিষে চূরমার হয়ে যাবে। সুতরাং এ সময় দরজা জানলার কাঁচ খুলে ফেলে কাঠ বা অন্য কোনো জিনিষ বসানো উচিত যা আঘাত পেয়ে চুরচুর হয়ে যায় না। বিমান-আক্রমণ সূচক সাইরেণ বেজে উঠলেই গ্রন্থাগারের সমস্ত দরজা জানলা আষ্টেপৃষ্টে বন্ধ করতে হবে, তাতে বোমার গ্যাস ভেতরে তেমন জোরে ঢুকতে পারবে না, এবং বইপত্রকেও তত জখম করতে পারবে না। বোমার আগুণ থেকে গ্রন্থাগার গৃহ রক্ষা করবার জন্যে অগ্নি-প্রতিরোধক ব্যবস্থা চাই, আগুণ নেবাবার যন্ত্রাদিও হাতের কাছে রাখা চাই।

প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীকে জানতে হবে বিমান আক্রমণ কালে কী ভাবে নিজেকে বাঁচাতে হয়। অবশ্য গ্রন্থাগারের সন্নিকটে প্রতিরক্ষার আশ্রয়-শিবির তৈরী করতে হবে।

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ Air-raid Precautions Hand Book নামে একটি পুস্তিকা ছাপান। আমরা সেটি পড়ে দেখতে পারি।

বিমান আক্রমণ প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ওপরে যা লেখা হল তার প্রয়োজন অবশ্য এখনও তেমন দেখা দেয় নি, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত—আমাদের করণীয় কর্ম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে যে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি চলেছে তাতে আমাদের গ্রন্থাগার কি ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার চিন্তায় আমাদের সক্রিয় হতে হবে।

আগেই বলেছি এ সময় দেশের লোক যে ধরণের বইপত্র পড়তে ইচ্ছুক বা ইচ্ছুক হতে পারেন সে সব বইপত্র সংগ্রহ বা সরবরাহ করা উচিত। যে সব তথ্যাদি পাঠক জানতে চান বা চাইতে পারেন সে সব তথ্যাদি সমাহরণ করতে যত্নবান হতে হবে। এক কথায়, পাঠকের demand বা চাহিদাকে সর্বতোভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং আধুনিক গ্রন্থাগারিক প্রক্রিয়া মারফত সে চাহিদা তৎপরতার সঙ্গে মেটাতে হবে।

আমরা জানি যে গ্রন্থাগারকে সহজে অতি শক্তিশালী সংবাদ প্রচার কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা করা চলে। প্রতিরক্ষার জন্য সরকারী তরফ থেকে যে সব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, তার সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে, ভালভাবে প্রচারিত হয়, এটা সরকার চান, সকলেই চায়। সংবাদপত্র এবং আকাশবাণী এই দুটি মারফৎই মুখ্যত প্রচারকার্য চালানো হয়ে থাকে। কিন্তু এ কাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি পৃথকভাবে গ্রন্থাগারে এমন জায়গায় প্রদর্শিত হওয়া উচিত যাতে অতি সহজে সকল পাঠকের দৃষ্টি পড়ে। যেমন, জওয়ানদের জন্য পড়বার বইপত্র সংগ্রহ ও পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি যদি সব

গ্রন্থাগারে টাঙিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয়ই আরও বহু লোক এ ব্যবস্থার কথা জানতে পারবেন এবং আরও অনেক বইপত্র জওয়ানদের জন্য সংগৃহীত হতে পারবে। সেই রকম ডাক বিভাগ থেকে জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা সম্পর্কে যে সব প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, সেগুলিকে প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পাঠকের দৃষ্টিতে আনা উচিত। তাতে দেখা যাবে সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে লগ্নীকরণের কাজ দেশের সর্বত্র বেড়ে উঠেছে।

এ ছাড়া গ্রন্থাগারে প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় সভাসমিতি, বক্তৃতা, আলোক চিত্র ও প্রদর্শনী মারফৎ ব্যাপক প্রচার কার্য চালানো যেতে পারে।

বলা বাহুল্য, শুধু যে সরকারী ব্যবস্থাকেই প্রচারিত করতে হবে তা নয়, বে-সরকারী সংবাদও যথাযথ সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে অংশটি Display, Publicity ও Extensionএর কাজ নিয়ে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় তা শতগুণ বৃদ্ধি পায়, এবং দেশের প্রতিরক্ষার কাজে তার পরোক্ষ ভূমিকা খুবই কার্যকরী হয়।

অবশ্য এই ভূমিকা সার্থকভাবে গড়ে তুলবার জন্যে চাই গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কল্পনাশক্তি ও কর্মতৎপরতা।

বনবিহারী মোদক

গ্রন্থাগারিক ঃ আত্মপ্রস্তুতি ও নেপথ্যসাধনা

"এইটে একটু দেখবেন ?"

তাকিয়ে দেখি, অপ্রতিভ কাঁচু-মাচু মুখে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। একখানা ফোল্ডার এগিয়ে ধরেছে আমার দিকে। ডিরেক্টরেট অব্ রিসেট্‌লমেণ্ট এ্যাণ্ড এম্‌প্লয়মেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত এই পুস্তিকায় বড় বড় হরফে আহ্বান জানানো হয়েছে ঃ "Be a Librarian."

ভালো করে চাইলাম। আশায় উজ্জ্বল একটি মুখ। গল্পের বই যাদের আহার নিদ্রা ভোলায়, লাইব্রেরিয়ানের চাকরীকে তারা যে তাতে স্বর্গ পাওয়ার চেয়েও বেশী মনে করবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। "কি জানতে চান, বলুন ?"—বুঝতে পেরেও জিজ্ঞেস করি।

"আমি ট্রেনিং-এ যেতে চাই। এ বিষয়ে কিছুই তো জানাশোনা নেই, তাই……"

বিষাদক্লিষ্ট হাসিটাকে গোপন করি। কাজ কি, এর উৎসাহের আলোটাকে নিভিয়ে দিয়ে ? "বেশ তো। একটা প্রস্পেক্টাস চেয়ে পাঠান।"

"প্রস্পেক্টাস আনিয়েছি। কাজটা সম্বন্ধে আগের একটু প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। তাই……, মানে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া আর কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার, সেইগুলো একটু……"

কেরাণীদের যেমন মাছি মারার যোগ্যতা থাকতে হয়, লাইব্রেরিয়ানদেরও তেমনি পোকা মারার কাজে পটু হওয়া দরকার—ডক্টর রঙ্গনাথনের সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথাটাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ল। বলতে গিয়েও তবু সামলে নিলাম কথাটা। কত সুখে (!) যে আমরা কাজ করি, দিনের পর দিন মুখ বুঁজে কত যে মার খাই, নতুন উৎসাহের রঙীন কল্পনার মধ্যে ও' কি তা বুঝতে চাইবে? তার চেয়ে বরং গ্রন্থাগারিকতার সুমহান আদর্শ এবং এ কাজের ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে উদ্দীপনাময় একটা ভাষণই ঝেড়ে দেই না কেন? বিজ্ঞ আর বোদ্ধাদের সভা-সমিতিতে চির অবহেলিত লাইব্রেরিয়ানরা যে সুযোগ কখনও পায় না, হোমড়া-চোমড়াদের হাতে তথ্য ও মালমসলা যুগিয়ে দিয়ে নিজেদের যারা চিরকাল নেপথ্যের অন্ধকারেই রাখতে বাধ্য হয়, বক্তিমে ঝাড়ার এরকম সুবর্ণ সুযোগ কি ছাড়তে পারে তারা? অতএব সুরু করা গেল—

* * *

'লাইব্রেরীয়ান'। শুনতে খুব খারাপ নয় কথাটা, তাই না? বেশ একটু ভবিষ্যুক্ত ভাব আছে শব্দটায়। ইংরেজী বর্ণমালার মোট ন-টি অক্ষর নিয়ে এর চেহারাটাও বেশ জমকালো। জুতা সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ পর্যন্ত যা-কিছু অকাজ গ্রন্থাগারিকদের জানতে, শিখতে ও বুঝতে হয়, তারও একটা হদিস্ মেলে এই কথাটার মধ্যেই। Vibgyor—এর এক একটি 'বর্ণে' যেমন এক একটা রঙের ব্যঞ্জনা, Librarian শব্দটির মধ্যেও ঠিক তাই। বর্ণালীর বিচ্ছুরিত রঙগুলোর মতো, গ্রন্থাগারসেবী এই বুভুক্ষু কর্মীসমাজের অভিধানটিও ন'-টি সদ্গুণের দ্যুতিতে চিরভাস্বর ঃ

L = love for books
I = inquisitiveness
B = broad outlook
R = resourcefulness
A = accomplished personality
R = reality, sense of—
I = interest in man and his ideas.
A = active habit
N = neutrality.

পূর্বোক্ত গুণগুলোর প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অপরিহার্য কেন, প্রবন্ধ-পাঠকের মনে এরকম খটকা লাগা খুবই স্বাভাবিক। এইবার সে-আলোচনায় আসা যাক ঃ

Love for books—যার যে-জিনিষ নিয়ে কাজ-কারবার, সেই জিনিষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা সে-কাজে সাফল্যের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন। বইপত্র নিয়েই গ্রন্থাগারিকের জগৎ। কাজেই গ্রন্থপ্রেমী তাঁকে সর্বাগ্রে হতে হবে।

Inquisitiveness—বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার চেয়ে, ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করলে এই গুণটির প্রয়োজনীয়তা আরও সহজ বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "যে-প্রদীপ নিজে জ্বলছে না, আরেকটি দীপ সে জ্বালবে কি করে ?" গ্রন্থাগারিকের নিজের মনে যদি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা না থাকে, পাঠক সাধারণের জ্ঞানপিপাসা তিনি কি করে মেটাবেন ?

Broad outlook—আজকের দিনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই সদ্‌গুণটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেই কবিগুরুর কথাই আবার মনে আসছে :

"স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।"

মুক্ত মন উন্মুক্ত আকাশের মতো। প্রকৃতির আলো-হাওয়ার মতো, জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত আলোরই সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার। কোন রকম একদেশদর্শিতাই সেখানে দীর্ঘস্থায়ী ছায়া ফেলতে পারে না। দর্শন বলে, জীবনোপলব্ধিতে আত্মস্থ হতে হলে দৃষ্টি হওয়া চাই অনাবিল, মুক্ত। তদ্রূপ, গ্রন্থাগারের জনসেবাব্রতের সার্থক উদ্‌যাপনের জন্যেও, গ্রন্থাগারিকের চাই মনের সেই প্রসারতা, আত্মার সেই ঔদার্য।

Resourcefulness—বা উদ্ভাবন কুশলতাও সকল গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় আরেকটি গুণ। কত রকমের কত জিজ্ঞাসা মন দিয়ে কত রকমের যত লোক রোজ গ্রন্থাগারে আসেন। সকলের সব জিজ্ঞাসার সদুত্তর আগেভাগে জেনে, গ্রন্থাগারিক দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবেন—এরকম মনে করাটা অবান্তর কল্পনারই সামিল। আপাত-দুরূহ বা অজানা বিষয়ও তৎপরতার সংগে জেনে এবং বুঝে নিয়ে, অনায়াসে সাবলীলতার সেই জ্ঞান প্রাঞ্জলরূপে তুলে ধরতে পারবেন জিজ্ঞাসু পাঠক সাধারণের গোচরে—এরকম তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধি গ্রন্থাগার কর্মীদেরই তো সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

Accomplished personality—নিজের মতো নিজে একা একা যাঁদের কাজ করতে হয়, কাজে দক্ষতা ও জ্ঞান থাকাটাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পাঁচজনকে নিয়ে যাঁদের কাজ, দক্ষতা ছাড়া আরও একটি সদ্‌গুণ তাঁদের না থাকলেই চলে না। আকর্ষণীয় মধুর ব্যক্তিত্বই সেই অপরিহার্য গুণ। পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলে গ্রন্থাগারিক তাঁর দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

Reality, sense of—বাস ভাড়ার পয়সা গুণে দিতে মহামান্য আইনস্টাইনের হামেসাই নাকি ভুল হতো। তিনি নমস্য ; চাঁদের কলঙ্কের মতো, এ-ভ্রান্তি তাঁর মহিমোজ্জল খ্যাতি আরও বাড়িয়েই তুলেছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান নড়াচড়া করেই যাঁদের দিন কাটে, দুনিয়াদারীর ক্ষুদ্র-তুচ্ছ হিসেব-নিকেশ আর তেল-নুন-লাকড়ির ধান্ধা তাঁদের অনেকেরই ধাতে সয় না। গ্রন্থাগারিকরাও জ্ঞানের ভাণ্ডারী ; তবু

তাঁদের বেলায় কিন্তু ব্যাপার অন্যরকম। তাঁদের মিল পণ্ডিতদের সংগে নয়, তাঁদের মিল চিনির বলদের সংগে !

নাক-উঁচু মহাপণ্ডিত থেকে সুরু করে অর্বাচীন কিশোর পর্যন্ত, সব পাঠকই তাঁর প্রভুর মতো। সবারই মন যুগিয়ে চলতে হয় তাঁকে। এক লহমায় অসাবধানতার জন্যে খানা-খন্দে মুখ থুবড়ে পড়ে চিনির বলদের যেমন ঠ্যাং খোঁড়া হতে পারে, গ্রন্থাগারিকের সামান্য অনবধানতা বা ভ্রান্তিতেও তেমনি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়, গ্রাহক-পাঠক সবারই চোখ কপালে ওঠে ; তাঁর দোষ-ভুলকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখবেন, এমন কেউই এগিয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়ান না, এমন কি তাঁর নিজের গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষও না। চোখ-কান খুলে (কিন্তু মুখটি বুজে), দুনিয়ার হাল-চাল সমঝে, যে রকম সাবধানে তাঁকে চলতে হয়, তাতে একমাত্র প্রখর বাস্তবতাবোধই তাঁকে রক্ষা করতে পারে। কর্মক্ষেত্রের নির্মম জীবন সংগ্রামে এই বাস্তববুদ্ধিই তাঁর একমাত্র অব্যর্থ রক্ষাকবচ।

Interest in man and his ideas—পুঁথিপত্রের সম্ভার সাজিয়ে আমি বসে আছি। কিন্তু কার জন্যে ? বলা বাহুল্য, উপকরণগুলো সবই এখানে উপলক্ষ্য মাত্র ; লক্ষ্য মানুষ। মানুষ ব্যবহার করলে তবেই এ আয়োজন সার্থক। সেই মানুষ এবং তার ভাব-কল্পনা ও চাহিদা সম্বন্ধেও গ্রন্থাগারিককে ওয়াকিবহাল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আয়োজন তাঁর যতই সর্বাঙ্গসুন্দর হোক, কাজে তাঁর যতই কুশলতা থাকুক, গ্রন্থাগারের সামাজিক লক্ষ্য পূর্ণ করতে হলে, মানুষের প্রতি মনোযোগ না দিলে তাঁর চলবে না। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—মানব প্রেমিক বৈষ্ণব কবির অমর এই বাণী গ্রন্থাগারিকের পক্ষে যতটা তাৎপর্যপূর্ণ অন্য আর কারুর পক্ষেই বোধ হয় ততটা নয়। ব্যক্তি তথা সমাজ ও জাতির চিন্তা ও প্রয়োজন বোধ সম্বন্ধেও তাঁকে অবহিত থাকতে হবে।

Active habit—শ্লথ-মন্থর ও বিলম্বিত হলে জনসেবার কাজের কোন মূল্যই থাকে না। বহু ব্যবহৃত একটি ইংরেজী উদ্ধৃতি সামান্য হেরফের করে বলা যায়—"Service delayed is service denied"। গ্রন্থাগারের সেবা সম্পর্কেও এ সত্য সমভাবেই প্রযোজ্য। অথচ গদাই-লস্করী চাল আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে কায়েমীভাবে জাঁকিয়ে বসেছে। সরকারী লালফিতে এরই আর একটা রূপ। গ্রন্থাগারও যদি ঐ একই ক্ষুরে মাথা মুড়োয়, তাহলেই তো চিত্তির··। গ্রন্থাগার কর্মী মাত্রেরই কাজকর্ম এই জন্যেই ক্ষিপ্র হওয়া দরকার। অনলস কর্মতৎপরতাকে অভ্যাসে পরিণত করতে না পারলে, গ্রন্থাগারিক কিছুতেই তাঁর কাজকর্ম সামলে উঠতে পারবেন না। দৈনন্দিন কর্তব্যটুকুও তাঁর পক্ষে দুর্বহ বেদনাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

Neutrality—ফিরিস্তির শেষ মাথায় এসে পোঁছুনোর পর এখানে একটু গোল বাধতে পারে। গ্রন্থাগারিক কি মামলা মোকদ্দমার বিচার করতে যাচ্ছেন নাকি, যে তাঁকে নিরপেক্ষ হতে হবে ? আজ্ঞে না, বিচারক হওয়ার কোন সুযোগই তার নেই,

এটা খুবই সত্যি কথা। কিন্তু তথাপি নিরপেক্ষতা, গ্রন্থাগারিকের অপরিহার্য গুণ-গুলোর অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত। এ গুণটি অর্জন ও রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট হওয়াটা গ্রন্থাগারিক মাত্রেরই আশু কর্তব্য। কেন, তা নিবেদন করছি ঃ

মত ও পথের বিভিন্নতা জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ সুপ্রকট। রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন—মত-বিভেদ থেকে এর কোনটিই আজ মুক্ত নয়। গ্রন্থাগারিক যদি স্বেচ্ছায়, এমন কি অজ্ঞাতসারেও কোন এক পক্ষে ভিড়ে যান, অন্য দল তাহলেই মুখ ভার করবেন, কাজকর্মেও নানাভাবে বাধা আসতে পারে।

সুধি পাঠক, খুব মামুলী একটা দৃষ্টান্ত মনে মনে ভেবে নিন। ভজহরিবাবু ছোট একটা লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক। অর্থসঙ্গতি কম বলে, পাঠকক্ষের জন্যে তিনি কম দামের একটি বাংলা দৈনিক রাখার মনস্থ করলেন এবং 'জনসেবক' রাখতে সুরু করলেন। বহুদিনের শুভানুধ্যায়ী পাঠক প্রাণকেষ্টবাবু তৎক্ষণাৎ এসে জানতে চাইলেন—"স্বাধীনতা কি অপরাধ করেছে ?' তারপর সে এক ধুন্ধুমার ব্যাপার।

অবশ্য, নিরপেক্ষতা বজায় রাখা মানে এ নয় যে, নিজের বিচারবুদ্ধি ও বিবেককে টুঁটি টিপে মারতে হবে এবং চিন্তার স্বাতন্ত্র্যকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। স্বাধীন মত পোষণের অবাধ অধিকার গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক মাত্রেরই আছে। নিজের সেই ব্যক্তিগত মতটি কর্তব্যকর্মের কোন কিছুকে একপেশে করে ফেলতে না পারে—খেয়াল রাখতে হবে এইটুকুই।

গ্রন্থাগারিকের অভিপ্সিত গুণাবলীর ফর্দ শেষ হল। সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষণের কথাটা এর মধ্যে ধরা হয়নি, এটা লক্ষ্যনীয়। তার কারণ এ নয় যে, এগুলো নিষ্প্রয়োজন। সর্বজনের সুপরিজ্ঞাত ঐ গুণগুলোর প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে যাওয়াটা বাহুল্য বলেই শিক্ষাগত যোগ্যতার কথাটা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শুধু লাইব্রেরিয়ানের কাজ বলে কোন কথা নয়, দুনিয়ার যে কোন কাজের যোগ্যতা ও গুণাগুণ হঠাৎ এক মুহূর্তে সুইচ টিপে আয়ত্ব করা যায় না। দীর্ঘ দিনের একাগ্র সাধনা এবং অনলস প্রস্তুতিই মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের যোগ্য করে তোলে। উপযুক্ততা অর্জনের লৌহকঠিন সঙ্কল্প ও অতন্দ্র সাধনাই গ্রন্থা-গারিকের সাফল্যের স্বর্ণসোপান। এর কোন সর্টকাট নেই। "নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।"

প্রাচীন ভারতীয় ছাপা পুস্তকের প্রদর্শনী—

গত ১৭ই থেকে ২০শে অক্টোবর হুগলীর ম্যাক হাউসে প্রাচীন ভারতে ছাপা পুস্তকের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন আমেরিকার ইন্ডিয়ানাপোলিশের লিলি এন্ডাওমেন্ট ইনকরপোরেশন। এখানে প্রদর্শিত বইয়ের মধ্যে ছিল উইলিয়াম কেরীর শ্রীরামপুরের ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, যেগুলো ভারতেই ১৮৫০ সালের শেষার্ধ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে ছাপান হয়েছিল। প্রায় ৩০টি বই এখানে প্রদর্শিত হয়।

উজবেকিস্তানে সংস্কৃত গ্রন্থ আবিষ্কার

দক্ষিণ উজবেকিস্থানে সম্প্রতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে, তাসকেন্দ থেকে 'তাস' এই সংবাদ প্রচার করেছে।

আবিদাব আদতেপ প্রাসাদ খনন করার সময় এই আবিষ্কার সম্ভব হয়। ঐ প্রসাদ পঞ্চম খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময় নির্মিত হয়েছিল।

দুই মিলিমিটারের অনধিক প্রশস্ত বৃক্ষ বল্কলের দুই দিকে ঐ গ্রন্থ লেখা হয়েছিল।

সোভিয়েট সংস্কৃত পন্ডিতরা বর্তমানে গ্রন্থটির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছেন।

বাংলা টাইপরাইটারের কী-বোর্ড

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা টাইপরাইটারের কী-বোর্ড পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করার জন্য শ্রীভূপতি মজুমদারের নেতৃত্বে একটী কমিটি নিয়োগ করেছেন। স্থির করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির পরিকল্পিত কী-বোর্ড সবচেয়ে কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে তাকে নগদ দুই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পাঠকদের হোষ্টেল

একটা খবরে প্রকাশ যে অদূর ভবিষ্যতে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পাঠকদের জন্য এক হোস্টেল খোলা হবে। এতে ছয়টা ঘর ছাড়াও একটা বড় বিশ্রাম হল আর একটা ডাইনিং হল থাকবে। মোট ২৪ জন ছাত্র বা গবেষণাকারী স্বল্পকাল অবস্থান করার জন্য এটির ব্যবহার করতে পারবেন। যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী কাজের জন্য কলকাতায় আসেন তারাও এটির ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে থাকা আর খাওয়ার জন্য খরচ খুবই অল্প লাগবে।

বর্ধমান

পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদে সমাজ শিক্ষা দিবস

পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদের উদ্যোগে এবং পারহাট বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও পারহাট মহিলা সমিতির সাহায্যে ১লা ডিসেম্বর নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবস পারহাট গ্রামে পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান জেলার সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীমতী সুধাময়ী দত্ত এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ভাতার থানার বি, ডি, ও শ্রীরাখাল চন্দ্র বিশ্বাস। এই উপলক্ষে অপরাহ্নে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিরক্ষা তহবিলে সকলকে সাহায্য করিতে আহ্বান জানান। পরিষদের কর্মীরা 'বীর শিকারী' নাটিকাটির রূপ দেন এবং সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রগণ ভাদুগান ও বাউলসংগীত করেন। এছাড়াও ব্রতচারী নাচ আর কবিতা আবৃত্তি করা হয়।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে "বিশ্ব শিশু দিবস" উদ্‌যাপন

গত ১২ই হইতে ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সভা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে বিশ্ব শিশুদিবস ও শ্রীনেহেরুর জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রদর্শনীটি নানা দেশের শিশু সাহিত্যের অভিনব সমাবেশে সকলকে মুগ্ধ করে।

১৪ই নভেম্বর শিশু সম্মেলনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুপ্রভা কর্ম্মকার সভাপতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের স্বামী অন্নদানন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির পদে বৃত হন। সভায় বক্তাগণ এই দিবসের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। দশ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই শিশু প্রদর্শনীটি খুব চিত্তাকর্ষক হয়। ২৪শে নভেম্বর আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী সভার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতনের তৃতীয় বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৮শে নভেম্বর বিকাল ৪টায় মহিষাদল থানার শ্রীকৃষ্ণপুর তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতনের তৃতীয় বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস ও তুষারকান্তি পালের মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন তমলুকের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুত শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং অতিথির আসন গ্রহণ করেন তমলুক জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত রামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়। গ্রন্থ নিকেতনের সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল মহাশয় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণী ও জনহিতকর কার্যের বিবরণ পাঠ করেন। প্রধান অতিথি মহাশয় গ্রন্থনিকেতনের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া জনসাধারণকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে বলেন।

গ্রন্থাগার দিবস

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬২

এবারের গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ঃ—

মাতৃভূমির বিরাট অংশ আজ বিদেশী চীনের কবলিত। জাতীয় জীবনের আজ এক সংকটময় মুহূর্ত। শত্রুকবলিত অংশকে মুক্ত করতে দেশের আপামর জনসাধারণ আজ ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়সংকল্প। এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্‌যাপিত হবে এবারের 'গ্রন্থাগার দিবস'।

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগে আগামী ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে এক কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঐ সভায় মূল আলোচ্য বিষয় হবে—**জাতীয় প্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা**। প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কোলের উপস্থিতিতে ঐ সভায় পৌরহিত্য করবেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বি. এস. কেশবন।

পরিষদ আশা করে যে,—

★ প্রতি বছর গ্রন্থাগার দিবস বা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার সমস্ত গ্রন্থাগারে জনজীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনুকূলে জনমত গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের পক্ষে গ্রহণীয় সম্ভাব্য উপায়গুলি এবছর ঐ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

★ এই উপলক্ষে আয়োজিত সভার মূল আলোচ্য বিষয় হোক—জাতীয় প্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

★ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনুকূলে আর্থিক ও নৈতিক জনসমর্থন সদাজাগ্রত রাখতে, নিরক্ষরদের দেশরক্ষা বিষয়ে সচেতন করে তুলতে, জনগণের মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং সুশৃংখল, ঐক্যবদ্ধ ও সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার গুরুত্ব বোঝাতে, সর্বজনের কাছে সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব পৌঁছে দেবার কর্মসূচী গৃহীত হোক।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচারিত হইয়াছে

গ্রন্থাগার কেবল মাত্র গ্রন্থের ভান্ডার নয় এবং গ্রন্থাগারিক এর ভান্ডারী নন। তিনি পাঠকের বন্ধু, প্রবক্তা ও পথ প্রদর্শক। গ্রন্থাগারিক যদি বিজ্ঞ হন তাহলে যাঁরা সাহায্য চান তাঁদের তিনি সাহায্য করতে পারেন।

বর্তমান জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিতে প্রতিটি গ্রন্থাগারের তথ্য কেন্দ্র হিসাবে এবং পথ প্রদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের ন্যায্য দাবী জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করা এবং ঘটনার গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল রাখা কাজ গ্রন্থাগার ভালভাবেই করতে পারে। এই জরুরী পরিস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি এবং আমাদের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে গ্রন্থাগার পথনির্দেশ করতে পারে।

অনেক সময় বইয়ে যা পাওয়া যায় না সাময়িক পত্র, পুস্তিকা, রিপোর্ট, সংবাদ পত্র প্রভৃতিতে সে সকল তথ্যাদি পাওয়া যায়। এগুলি বেছে বার করতে হবে। এই সব উপকরণের নির্ঘণ্ট ও তালিকা প্রস্তুত করতে হয়। বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে এগুলি প্রদর্শিত হলে অনেক কাজ হয়।

গ্রন্থাগারের কাজই হচ্ছে তথ্য সরবরাহ করা; মানচিত্র, ছবি, চার্ট, পোস্টার ইত্যাদির সাহায্যে তা করা সম্ভব। জরুরী অবস্থায় লোকের কি জানা উচিত—এ সম্বন্ধে তথ্যাদি কোথায় পাওয়া যাবে এবং কি ভাবে তা ব্যবহার করতে হবে তা আমাদের বলতে হবে।

সামগ্রিক যুদ্ধের সময় প্রত্যেক নাগরিকই একজন সৈনিক। এ সময় দেশের প্রতিটি নারী-পুরুষের একটি ভূমিকা থাকে। জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কোথায় নাম লেখাতে হয়, কোথায় রক্তদান করতে হবে, কোথায় অর্থদান করতে হবে, কি করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে ও অপচয় বন্ধ করতে হবে, কি করে জাতীয় প্রতিরক্ষা সঞ্চয় সংস্থায় লগ্নী করতে হবে, দেশের সেবার জন্য প্রতিটি নাগরিক কি করতে পারেন এই সব প্রশ্নের জবাব গ্রন্থাগারকে দিতে হবে। সে জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে এই সব তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এটা জাতীয় কর্তব্য।

আপনার গ্রন্থাগার কি এই জাতীয় কর্তব্য পালন করে দেশ ও জাতিকে সেবা করবার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে? তা যদি না হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও উপকরণের জন্য

মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র

ডাক্তার বিনা ডিস্‌পেনসারী যেমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী [illegible] গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সংগঠন ও সুপরিচালনও তেমনি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম গ্রন্থাগার-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানারূপ সরঞ্জাম যথা এ্যাক্সেসন রেজিষ্টার, ক্যাটালগ কার্ড, ডেট লেবেল, বুক কার্ড, এবং কার্ড ক্যাবিনেটে, ষ্টিল র‍্যাক, বুক সাপোর্ট ইত্যাদি, আমরা সরবরাহ করে থাকি। ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অন্যান্য রাজ্যের ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান সুনাম অর্জন করেছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্যে পত্রালাপ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪

ফোন: ২৪-৪৬৮৭

আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতেছি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরমস্, ক্যাটালগ কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক পকেট, ডেট লেবেল, বুক কার্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফরমাস মত সুলভে সরবরাহ করিতেছি। নমুনার জন্য লিখিলে পাঠানো হইয়া থাকে।

প্রেস সার্ভিজ (ইণ্ডিয়া)

৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

ফোন: ৩৫-২৩৮২

সম্পাদক—অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক [illegible] প্রেস, ২০, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

দ্বাদশ বর্ষ নবম সংখ্যা পৌষ ১৩৬৯

গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র

ডাক্তার বিনা ডিস্‌পেনসারী যেমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ভিন্ন গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সংগঠন ও সুপরিচালনও তেমনি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম গ্রন্থাগার-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানারূপ সরঞ্জাম যথা এ্যাক্সেসন রেজিস্টার, ক্যাটালগ কার্ড, ডেট লেবেল, বুক কার্ড, এবং কার্ড ক্যাবিনেটে, ষ্টিল র‍্যাক, বুক সাপোর্ট ইত্যাদি আমরা সরবরাহ করে থাকি। ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অন্যান্য রাজ্যের ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান সুনাম অর্জন করেছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্যে পত্রালাপ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪

ফোন: ২৪-৪৬৮৭

PROBAD-RATNAKAR (A Dictionary of Bengali Proverbs)
by Satya Ranjan Sen

The first of its kind, the work will undoubtedly supply a longfelt want to those who like to know what is what of good Bengali. As a dictionary of Bengali usage the book is decidedly without a rival.

Vols. I, II, III & IV Rs. 3.50 each Complete volume Rs. 15.00

A HANDBOOK OF CLASSICAL SAMSKRIT LITERATURE
by V. Venkatakrishna Rao

Gives in short a clear outline of the vast and comprehensive Samskrit Literature in lucid language. It discusses, one by one, all important topics—the Ramayana, the Mahabharata, the Puranas, the works of Kalidas and other classical poets, Samskrit Drama, Champu works etc., giving at the end, "A Select List of Samskrit Authors and Works." Rs. 3.50

SCIENCE AND THE HUMANITIES
S. L. BHATIA

It describes that in this scientific age, it is of vital importance to realise where Scienc is leading us to, if it is not combined with the Humanities.

Rs. 7.50.

ORIENT LONGMANS LTD.

17 Chittaranjan Avenue, CALCUTTA 13

BOMBAY • MADRAS • NEW DELHI

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

১২শ বর্ষ] পৌষ ঃ ১৩৬৯ [৯ম সংখ্যা

বিবেকানন্দ ও গ্রন্থাগার

চঞ্চল কুমার সেন

স্বামী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ করতেই চোখের সামনে যে বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া ভেসে ওঠে তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অদম্য কর্মনিষ্ঠা, প্রচণ্ড বাগ্মিতা ও সুমহান চারিত্রিক দৃঢ়তায় বিবেকানন্দ পৃথিবীকে জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। ত্যাগ, সেবা, ও সমদর্শিতাই ছিল বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি তাঁর কর্ম এবং উপদেশের মধ্য দিয়ে বারে বারে একথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং প্রকাশ করতে পেরেছেন। বিবেকানন্দ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্ম প্রত্যয় ও দৃঢ়তাকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। তাই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন ঃ—

'He is an atheist who does not believe in himself. The old religions said that he was an atheist who did not believe in God. The new religion says that he is an atheist who doesnot believe in himself.'

নাস্তিক তাকেই বলব, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না। প্রাচীন ধর্ম বলে, যে ভগবানকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক। আধুনিক ধর্ম বলে, যে নিজেকে বিশ্বাস করেনা সেই নাস্তিক।

* * *

To succeed you must have tremendous perseverance, tremendous will. "I will drink the Ocean" says the persevering soul; "at my will mountain will crumble up". Have that sort of energy, that sort of will, work hard and you will reach the goal.

সফলতা অর্জন করতে হলে তোমাকে প্রচণ্ড অধ্যবসায়ী হতে হবে, প্রচণ্ড ইচ্ছার অধিকারী হতে হবে। অধ্যবসায়ী আত্মা বলে 'আমি সাগর পান করব", "আমার ইচ্ছায় পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।" এই রকম শক্তি এবং ইচ্ছার অধিকারী

তোমাকে হতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, আর তাহলেই তুমি তোমার চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে।

মানুষকে ভালবাসতে হবে। স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। উঁচুনীচু ভেদাভেদ ও শ্রেণীগত বৈষম্যের উর্দ্ধে আমাকে আরোহন করতে হবে। নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়েই আমি আমার জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পাব। আমার ধর্মে ক্ষুদ্রতার স্থান নেই। নীচতার স্থান নেই। অত্যাচার, অবিচারের প্রশ্রয় নেই। অনাচারের সমর্থন নেই। বৃহতের, মহতের ও সুন্দরের কল্যাণ স্পর্শে আমার ধর্ম মহীয়ান। আমি সেই মহান ধর্মের উপাসক। এই দর্শন বিবেকানন্দের বক্তৃতার প্রতি ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত প্রতি ধ্বনিত হয়ে ফিরেছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন—

This is the gist of all worship to be pure and to do good for others. We who sees Shiva in the poor, in the week and in the diseased really worships Shiva, and if he sees Shiva only in the image his worship is but preliminary.

সব সাধনার মূল কথা হচ্ছে নিজেকে খাঁটি হতে হবে এবং অপরের কল্যাণ করতে হবে। দরিদ্র, দুর্বল ও অসুস্থ মানুষের মধ্যে যিনি শিবকে দেখবেন তিনিই শিবের প্রকৃত উপাসক হবেন। শিবমূর্তির মধ্যেই যদি শিবকে দেখতে চান তিনি, তাহলে তাঁর সাধনা প্রাথমিক পর্য্যায়ের হবে।

* * *

Love never fails; my son ; today or tomorrow or ages after truth will conquer ! Love shall win the victory. Do you love your fellow-men !

ভালবাসা কখোনই বিফল হয় না···। আজ আগামী কাল, অথবা বহুযুগ পরে সত্য সবকিছুকেই জয় করবে। ভালবাসা বিজয়ীর গৌরব অর্জন করবে। তুমি কি তোমার পরিজনদের ভালবাস ?

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আদর্শ গ্রন্থাগারিকের যে সংজ্ঞা এবং গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই গ্রন্থাগারিককে সুপরিচালক হতে হবে। সংগঠন শক্তির অধিকারী হতে হবে। প্রতিটি পাঠককে সম দৃষ্টিতে দেখতে হবে আত্মপ্রত্যয়ী এবং কর্মকুশলী হতে হবে। বইকে ভালবাসতে হবে। প্রচণ্ড পাঠস্পৃহার অধিকারী হতে হবে। দুঃখে হতাশ হলে চলবে না। আনন্দে বিহ্বল হলে চলবে না। ধীরস্থির হয়ে সব কিছু সমস্যাকে গ্রহণ করতে হবে এবং সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

বিবেকানন্দের জীবন, কর্ম ও উপদেশের মধ্যে এর কি কোন সমর্থন আমরা খুঁজে পাই না ?

চার্জিং পদ্ধতির বিবর্তন

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

গত একশ বছর ধরে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের কাজ-কর্মের পদ্ধতিরও বহু অদল-বদল হয়েছে। এই পরিবর্তনকে 'যুগান্তকারী' বলা যায়। উল্লিখিত সময়ে আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলিতে—বিশেষ করে, পাবলিক লাইব্রেরীর বই লেন-দেন পদ্ধতির (Charging System) দ্রুত পরিবর্তনের কথা চিন্তা করলেই এটা বোঝা যায়। পাবলিক লাইব্রেরীতে পড়ুয়ার খুব ভীড় হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বইই ব্যবহৃত হয় বলে এবং বইয়ের চাহিদা খুব বেশী থাকায় বিলম্বে বই ফেরৎ এলে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এছাড়া বই রি-ইসু করা, রিজার্ভ করার পদ্ধতি এবং বই লেন-দেন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রাখার কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা, সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ বাড়ার ফলে কর্মীসংখ্যা না বাড়িয়ে এবং খরচ না বাড়িয়ে কী করে কাজ চালানো যায় তার উপায় উদ্ভাবন করার জন্য এ পর্যন্ত অনেক চার্জিং পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। এইসব পদ্ধতি কোন কোন গ্রন্থাগারে প্রচলিতও রয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদেই এইসব পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে।

এই চার্জিং পদ্ধতি একেবারে গোড়ার দিকে ছিল এইরূপ : গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম এবং গ্রাহকের নাম ইত্যাদি একটা খাতায় লিখে রাখা হত—এটাকে লেজার চার্জিং পদ্ধতি বলা যায়। পরে এই পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন করে ডামি (Dummy) প্রথার সাহায্যে একে কার্যোপযোগী করে তোলা হয়। এর ফলে খাতায় অনাবশ্যক লেখার কাজগুলি অনেক কমে গেল। এরপর সাময়িক শ্লিপের ব্যবহার সুরু হয়। প্রত্যেকটি বই বাইরে যাবার সময় একটা শ্লিপ লেখা হত। এতে কল নম্বর (Call No) অথবা গ্রন্থকার, বইয়ের নাম, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা এবং ইসুর তারিখ থাকত। এই সাময়িক শ্লিপই পরে বুক-কার্ডে (Book-card) রূপান্তরিত হল। পাবলিক লাইব্রেরীতে ভীড়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যেক গ্রাহককে আলাদা করে চিনবার উপায় বার করতে হল—এরই ফল হল গ্রাহকের কার্ড (Borrower's card)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রাউন চার্জিং পদ্ধতি এবং ১৯০০ সালে নিওয়ার্ক পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে এই দুটি পদ্ধতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে এই দুটি

পদ্ধতিরই ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে কিন্তু এই উভয় পদ্ধতিরই কতকগুলি অসুবিধার দিকও আছে। বিশেষ করে ব্রাউন পদ্ধতিতে কর্মীদের বেতন অত্যন্ত ব্যয় বহুল বলে বিবেচিত হচ্ছে। এজন্যই নতুন চার্জিং পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই পরিবর্তন অবশ্য পাবলিক লাইব্রেরীগুলিতেই হচ্ছে বেশী। পক্ষান্তরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুরানো রীতিই কম-বেশী অনুসৃত হচ্ছে।

ব্রাউন ও নিওয়ার্ক পদ্ধতি ছাড়া আরো অনেকগুলি চার্জিং পদ্ধতির নাম করা যেতে পারে যেগুলি ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে প্রচলিত আছে। এগুলি হচ্ছে টোকেন চার্জিং, ফোটো চার্জিং, পাঞ্চড্ কার্ড চার্জিং, অডিও চার্জিং, বুকামেটিক, ডেট্রইট শেলফ্ চার্জিং, ভিজিবল্ রেকর্ড চার্জিং ইত্যাদি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সুবিধা অনুযায়ী এইসব পদ্ধতিরও আবার রূপভেদ দেখা যায়। এর ভেতর কোন পদ্ধতিটি শ্রেষ্ঠ সেটা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যায় না। আর প্রতিটি গ্রন্থাগার একই ধরণের এবং আকৃতির নয়, তাদের সমস্যাও একরকম নয়। সুতরাং কোন নতুন পদ্ধতি চালু করতে হলে সেটা কী ধরণের গ্রন্থাগার সেটা যেমন দেখতে হবে তেমনি সরঞ্জাম ও কর্মিদের বেতন বাবদ কী রকম খরচ হবে—ব্যয়-বহুল নথি-পত্র কমবে কিনা আর পাঠকেরই বা কি কি সুবিধা হবে তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। নিওয়ার্ক, ডেট্রইট, ভিজিবল্ রেকর্ড, ফোটো চার্জিং, অডিও চার্জিং ইত্যাদি পাবলিক লাইব্রেরীগুলিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য ফোটো চার্জিং, অডিও চার্জি এগুলো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিগুলিতে বুক কার্ড বইয়ের পকেটে রাখার পাঠকের টিকিট (circulation card) হাতে ফাইল করা, অসংখ্য রেজেষ্ট্রী খাতা রাখা প্রয়োজন হয় না। ক্যামেরার সাহায্যে বই লেন-দেনের নথিপত্র ফোটো চার্জিং পদ্ধতিতে মাইক্রোফিল্ম করানো হয়। ইংলণ্ডের মত রক্ষণশীল দেশের লেণ্ডিং লাইব্রেরীগুলিতেও ১৯৫৪ সাল থেকে নতুন পদ্ধতিতে বই লেন-দেনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে বই পড়বার আগ্রহ বেড়ে যাবার ফলে পাবলিক লাইব্রেরীগুলিতে বই-এর চাহিদা বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবারগুলিতে এখানে অসম্ভব রকমের ভীড় হয়। অনেক লাইব্রেরী বিকল্প চার্জিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা পত্রিকায় প্রকাশও করেছেন। ম্যানচেস্টার কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজির লাইব্রেরীয়ানশিপের ভূতপূর্ব সিনিয়র লেকচারার মিঃ জে, পি, হ্যারিসন ম্যানচেস্টার কলেজের মাধ্যমে চার্জিং পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করার কথা চিন্তা করেছিলেন। গত ১৯৫৯ সালে তা লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনকে জানান হয়। লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এই অনুসন্ধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এরজন্য ১৫০ পাউণ্ড মঞ্জুর করেন। একজন প্রফেশনাল লাইব্রেরীয়ান,

দুজন ওয়ার্ক-স্টাডি বিশেষজ্ঞ এবং অপর এক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি ওয়ার্ক-স্টাডি টীম এই অনুসন্ধানের কাজ পরিচালনা করেন। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে পাবলিক লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগারগুলিতে এই অনুসন্ধানের কাজ চালানো হবে কিন্তু এর কাজ শুধু পাবলিক লাইব্রেরীগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

এই দলটি ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সকল কাজ হয়েছে তার ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে কাজ সুরু করে। আঠারোটি পাবলিক লাইব্রেরীর আঠারোটিই এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এঁরা পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন (ইংলণ্ড) কর্তৃক এই অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে—"A Report on a survey made of Book-charging systems at present in use in England." প্রায় ১৮০ পৃষ্ঠাসম্বলিত এই রিপোর্টে ব্রাউন পদ্ধতি (Browne-straight forward and reverse), টোকেন চার্জিং (Token charging—Readers' Token and Library Token), ফোটো চার্জিং (Photo-charging), পাঞ্চড্ কার্ড চার্জিং (Punched card charging), অডিও চার্জিং (Audio-charging) এবং বুকামেটিক (Bookamatic) ইত্যাদি প্রতিটি পদ্ধতি এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রচলিত এই সব পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সকল পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা এবং যাতে করে এগুলির উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে তা বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রিজার্ভ করার পদ্ধতি এবং কার্ড চার্জিং সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অবশ্য এই রিপোর্ট থেকে কেউ যদি কোনটি শ্রেষ্ঠ চার্জিং পদ্ধতি তার নির্দিষ্ট উত্তর পাবার আশা করে থাকে তবে তিনি হতাশ হবেন। এ ধরণের ওয়ার্ক-স্টাডি টীমের অনুসন্ধানের রিপোর্ট থেকে কোন একটা পদ্ধতি সম্বন্ধে পক্ষপাত শূণ্যভাবে এর ভাল এবং মন্দ দিক এবং আনুষঙ্গিক খরচের বিবরণ ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে। একমাত্র ফোটো চার্জিং ছাড়া এই টীম অন্য কোন চার্জিং পদ্ধতিকে সর্বত্র গ্রহণের উপযুক্ত মনে করেননি। অবশ্য বুকামেটিক ও পাঞ্চড্ কার্ডের মিশ্র চার্জিং পদ্ধতিটি সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত দেওয়া হয়নি। এই রিপোর্ট নিঃসন্দেহে মূল্যবান। তবে এর একটা প্রধান ত্রুটি এই যে খরচের দিকটা ভালোভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি। প্রাথমিক সাজ-সরঞ্জাম বাবদ খরচ ধরা হয়েছে কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর সময়ে কাগজ-পত্র এবং অন্যান্য জিনিসে সর্বসাকুল্যে কত খরচ পড়বে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা হয়নি। হাতে সর্ট করা কার্ড ২৪ বার ব্যবহার করা যায় কিন্তু পাঞ্চড্ কার্ড দুবার বা খুব বেশী হলে ছবার চলে। কর্মীর খরচও একটা বড় খরচ কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে খরচ প্রকৃতপক্ষে কত কমেছে তার উল্লেখ নেই। কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় নতুন পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি বসানোর খরচের চেয়ে বেতন ইত্যাদির খরচ অনেক কমে গেছে। তাহলেও ব্রাউন পদ্ধতির চেয়ে নতুন পদ্ধতির সবদিক দিয়ে উপযোগিতা কতখানি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলনা।

[প্রবন্ধটি রচনা করতে E.V. Corbett-এর Focus on charging Methods (The Library World Nov. 1961 p. 105)—এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে.]

বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (১) : ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশ ১৯৪৮ সালে স্বাধীন হয়েছে—কিন্তু ইংরেজী ঐতিহ্যের ছাপ এখও সেখানে অবশিষ্ট আছে। ১৮৮৩ সালে ব্রহ্মদেশের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করেন স্যার চার্লস বার্ণাড নামক জনৈক ইংরেজ। ব্রহ্মদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রবাসী যে সমস্ত ইংরেজদের ঔৎসুক্য ছিল তাদের মধ্যে ফার্নিভাল অন্যতম। ব্রহ্মদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য তিনি অনুক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি Burmese Book club প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় ব্রহ্মদেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। রেঙ্গুণ শহরের Book store এবং গ্রন্থাগার গুলির অস্তিত্বের মূলে রয়েছে বার্ণাড এবং ফার্ণিভালের কর্মপ্রচেষ্টা।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে ব্রহ্মদেশের গ্রন্থবিদ্যার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ সাধু সন্ন্যাসীরা ধর্মের অনুশাসন সম্বলিত তালপাতার পুঁথি এবং 'পরবইকা' সংরক্ষণ করতেন। এঁরাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বৌদ্ধ মঠেই নবীন শিক্ষার্থীদের অক্ষর পরিচয় হ'ত। এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে গ্রন্থ সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে একটা শ্রদ্ধা ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রন্থ সর্বসাধারণের এমন কি নিম্ন মানের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য নয় এমন ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। স্বাধীন ব্রহ্মদেশ তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আধুনিকিকরণের উদ্যোগ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাবের পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে।

ব্রহ্মদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধনের জন্য সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী উনুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শাসনকালে International Institute for Advanced Buddhistic Studies এবং তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করেছে। অন্য কোন প্রকল্প সম্বন্ধে উনুর এত আগ্রহ দেখা যায়নি। তাঁর উদ্যোগে ব্রহ্মদেশে চারিটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলি সরকারের সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই চারিটি গ্রন্থাগারের মধ্যে রেঙ্গুণের জুবিলী হলে অবস্থিত মুখ্য গ্রন্থাগারটি হ'ল ব্রহ্মদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার। এর বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা হল প্রায় ৬০ হাজার।

আকারে ক্ষুদ্র অন্য গ্রন্থাগার তিনটি মান্দালয়, মৌলমেন এবং বেসিনে অবস্থিত। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে স্থাপিত হলেও এদের যাদুঘর রূপটিই প্রবল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ব্রহ্মদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আধুনিকিকরণ অপেক্ষা যুদ্ধ বিধ্বস্ত গ্রন্থাগারগুলির পুনর্গঠনের সমস্যাই প্রবল ছিল।

আয়র্ল্যান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রহ্মদেশের কবি এবং রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক উ থেইন হান ১৯৪০ সালে জাতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করবার পূর্বেই ব্রহ্মদেশ বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। একবার বিজয়ী জাপানী সৈন্য এবং আর একার পুনর্বিজয়ী মিত্রপক্ষের সৈন্যের পদদলিত ব্রহ্মদেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল। অন্য কোন এশীয় দেশকে এত বড় আঘাত সহ্য করতে হয়নি। রেঙ্গুন শহরের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগার ভবনগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হ'ল, বই ও পুঁথিপত্র ধ্বংস হ'ল, এমনকি জাপানী সৈন্যদের রন্ধনকার্যেও ব্যবহৃত হ'ল।

যদিও ব্রহ্মদেশে ব্যাপক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই, তবুও বর্তমানে রেঙ্গুণের কয়েকটি গ্রন্থাগার সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হ'ল USIS গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে বছরে ২½ লক্ষের ও বেশী পুস্তকের লেনদেন হয়। সাধারণ এবং রেফারেন্স বিভাগ ছাড়াও এদের একটি শিশু বিভাগ আছে। এই বিভাগটি শিশুদের কাছে এত প্রিয় যে খৃষ্টমাসের দু' সপ্তাহে গ্রন্থাগার আয়োজিত অনুষ্ঠানে কার্ড দ্বারা প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

এই গ্রন্থাগারটির উদ্যোগ একটি রেকর্ড বিভাগ ও মান্দালয়ে একটি শাখা গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়। মান্দালয়ের গ্রন্থাগারটির একটি ভ্রাম্যমাণ audio-visual বিভাগ আছে। উত্তর এবং পূর্ব ব্রহ্মদেশএর মৌলমেনে রেঙ্গুণে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল পরিচালিত গ্রন্থাগারটিও সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে জনসাধারণের প্রিয়।

তবে রেঙ্গুণ শহরে Burma Translation Society পরিচালিত গ্রন্থাগারটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উনুর উদ্যোগে স্থাপিত এই সংস্থা (এখন Sarpay Belkman নামে পরিচিত) বর্তমানে অনুবাদ গ্রন্থ অপেক্ষা ব্রহ্ম ভাষায় পাঠ্যপুস্তক এবং মৌলিক পুস্তক প্রকাশে তৎপর হয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ১৯৫৬ সালে Society একটি নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। আর্থিক সঙ্কটের জন্য ১৯৫৯ সালে নামমাত্র অর্থ জমা রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। তবুও পুস্তক লেনদেনের বাৎসরিক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩৩ হাজার। গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা ১৭ হাজার। এর অর্ধেক ইংরাজী ভাষায় এবং বাকী অর্ধেক ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়।

সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে জাতীয় গ্রন্থাগারের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে প্রায় ২০ হাজার গ্রন্থ সম্বলিত রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারটির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগার দুটি প্রতিদিনই খোলা থাকে। কিন্তু স্থানাভাব এবং অপর্যাপ্ত সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মীর অভাবে এদের কার্যসূচী বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে।

১৯৫০ সালের মধ্যভাগে নূ্য ব্রহ্মদেশের শহর ও গ্রামে সাধারণের জন্য পাঠগৃহ

স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এ পর্যন্ত যে কটি পাঠগৃহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ঘাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় সহস্র সহস্র পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশ Burma Translation Societyর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও কিন্তু বিদ্যালয়ের গ্রন্থগারের অস্তিত্ব প্রায় নেই। অবশ্য এখানে রেঙ্গুনের Technical High School এবং ইনসেইনে Government Technical Institute এর সঙ্গে সংযুক্ত গ্রন্থাগার দুটির নাম উল্লেখযোগ্য।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গ্রন্থাগার ভবনটি যুদ্ধে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং অধিকাংশ পুস্তক ধ্বংস হয়। ধ্বংস স্তূপ থেকে কিছু কিছু পুস্তক উদ্ধার করা হয়। নতুন পুস্তক ক্রয় করে, এবং ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত দানের সাহায্যে ১৯৫২ সালের মধ্যে গ্রন্থাগারটিকে পুনরায় কার্যকরী করা সম্ভব হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারটির পুস্তক সংখ্যা হ'ল ৬৪,২০০। গ্রন্থাগারে বর্তমান সীমাবদ্ধ পুস্তক লেন-দেন ব্যবস্থা চালু আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুস্তকই এই গ্রন্থাগারে ক্রীত হয় কিন্তু কর্মীর অভাবের জন্য কেবল এই গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত পুস্তকের সূচী প্রস্তুত হয়। বাকী পুস্তক বিভিন্ন বিভাগে সংরক্ষণ ও পাঠকদের মধ্যে লেনদেনের জন্য প্রেরিত হয়। ১৯৫২ সাল থেকে একটি আইন দ্বারা ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত ডাক্তারী, ইন্‌জিনিয়ারীং এবং শিক্ষা বিভাগের নিজস্ব ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার আছে। ১৯৫৮ সালে বাণিজ্য, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংখ্যাতত্ত্ব নৃবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং Johns Hopkins Centre of International Relations এর পুস্তক সংগ্রহ একত্রীভূত করে Social Science Library প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। American Library Associationএর পরিচালনায় এবং Ford Foundationএর অর্থানুকুল্যে জনৈক আমেরিকান গ্রন্থাগারিক এই গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। কিন্তু সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে সামরিক শাসন প্রচলিত হবার পর এই ধরণের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে এই অবাধ অধিগম্য গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। আমেরিকায় শিক্ষিত তিনজন ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থাগারিক এই গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয় ব্রহ্মদেশের উচ্চশিক্ষার একমাত্র স্থান ছিল। ঐ বছরই মান্দালয় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় মান্দালয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি সংগঠিত হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা হল ৪৫,০০০। এশিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থা সংলগ্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে এটি অন্যতম সুসংগঠিত গ্রন্থাগার।

বিশেষ গ্রন্থাগার

রেংগুনের বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির নাম উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) **International Institute for Advanced Buddhistic Studies :** উনুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এই অবদানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগারটি আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রহ্মদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নয়নাভিরাম ভবন পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(২) **Adult Education Universites :** Asia Foundation-এর সহায়তায় এখানে ব্রহ্মদেশীয় কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ বন্ধ হয়েছে।

(৩) **Applied Research Institute**—নতুন নতুন শিল্পকে কারিগরী সাহায্য দেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়েছে।

ডকুমেন্টেশন কার্যের জন্য এর সংগে Technical Information Centre গঠিত হয়েছে।

(৪) **National Defence College**—এখানে ব্রহ্মদেশের সমর বিভাগের কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাকালে ব্রহ্মদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত সংগ্রহের জন্য এই কলেজ গ্রন্থাগার বিখ্যাত।

অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থাগারের মধ্যে Burma Historical Commission, Burma Law Institute এবং Public Administration Library উল্লেখযোগ্য। Burma Library Association প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার জন্য এই Associationকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সভ্য সংখ্যা মুষ্টিমেয় কয়েকজন গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা

গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে USIS Library চারমাসের একটি কোর্স প্রবর্তন করেছিলেন। ফুলব্রাইট কার্যসূচীর অংশ হিসাবে রেংগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৫৮-৫৯ সালে Morris Gelfand তিনটি বক্তৃতা দেন। Adult Education Universityর প্রচেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। খুব সম্প্রতি মান্দালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ জন গ্রন্থাগারিক বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ আমেরিকায় শিক্ষা প্রাপ্ত। এই মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগারিকগণ ব্রহ্মদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মেরুদণ্ড। ব্রহ্মদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিস্তারের পথে

অনেক বাধা আছে। সেই বাধা দূর করবার শক্তি এই গ্রন্থাগারিকদের নেই। বিদেশে শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করে গ্রন্থাগারিকরা এক বিরাট হতাশার সম্মুখীন হন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির কোন স্বীকৃতিই ব্রহ্মদেশে নেই। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও মর্যাদার প্রশ্নে গ্রন্থাগারিকরা কেরাণীদের সমতুল্য।

অথচ ব্রহ্মদেশে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। রেঙ্গুন ব্যতীত অন্যত্র আরও গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। সুসংহত সাধারণ গ্রন্থাগার, এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর জন্য শিক্ষা বিভাগের অধীনে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিভাগের প্রয়োজন। ব্রহ্মদেশের মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন জাতীয়গ্রন্থপঞ্জী এবং বিষয়সূচী।

ব্রহ্মদেশের গ্রন্থাগার জগতের এই অন্ধকার দিকটিই একমাত্র সত্য নয়। রেঙ্গুন শহরের পুস্তক বিপণি, ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রন্থাগারগুলি ব্রহ্মদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি লক্ষণীয়। Louis Walinskyর তাঁর Economic Development in Burma 1951-1960 গ্রন্থে এই অগ্রগতির যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ব্রহ্মদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার এই অগ্রগতিরই এক উল্লেখযোগ্য অংশ।

[Library Journal (Vol 87, November 15, 1962) এ প্রকাশিত Paul Bixler এর প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।]

মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা (২)

যোগেশচন্দ্র বাগল

রাডিয়ার্ড কিপলিঙ অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে লিখিয়াছিলেন ঃ

"East is east, West is west
And the two shall never meet."

অর্থাৎ পূর্ব—পূর্ব, পশ্চিম—পশ্চিম-এ দুইয়ের মিলন কখন হইবে না। এই উক্তিটি সম্পর্কে তখনই সুধী মহলে বেশ বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং ইহা যে অনেকটা ঝুটা তখন কেহ কেহ একথাও বলেন। দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে নানাক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপিত

হয় এবং প্রথম দিকে প্রতীচ্যবাসীরা প্রাচ্যের বহু বিষয় গ্রহণ করিয়া দ্রুত উন্নতি বা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়। কাগজ এবং মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহার সত্যতা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারে।

কাগজের উদ্ভাবক চীনাবাসী। মহম্মদীয় অভ্যুদয়কালে কাগজ শিল্পের বিষয় আরবদের মাধ্যমে স্পেনবাসীরা সর্বপ্রথম জানিতে পারে এবং ক্রমে এই শিল্পটির দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের দৃষ্টি পতিত হয়। এ বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব প্রবন্ধে কিছু করা হইয়াছে *। চীনের মুদ্রণ শিল্প মধ্যযুগে কিরূপ প্রসার লাভ করে এবং কাঠের ব্লক হইতে খুচরা টাইপ প্রস্তুত দ্বারা পুস্তকাদি ছাপার কাজ আরম্ভ হয় সে সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি। এখন কি কি সূত্রে এই শিল্প পাশ্চাত্ত্যে বিস্তার লাভ করে সেই কথা বলিব। এখানে আর একটি বিষয়ও স্মরণ রাখা আবশ্যক। রেশমী বস্ত্রের উপরে ছাপ লওয়ার প্রথা চীনে এবং জাপানে খুব চালু ছিল তবে ইহার মূল কিন্তু ভারতবর্ষে। আর পাশ্চাত্ত্যে এই প্রথা ভারতবর্ষ হইতেই যে গৃহীত হয় সে বিষয়ে পণ্ডিতমহলে দ্বিমত বড় একটা নাই। এই কথা একটু বলিয়া লই।

তুলা ও সূতী বস্ত্রের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এখানে যে সূতী বস্ত্রের উপর ছাপ লওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল—কোন কোন চীনা পর্যটকের বিবরণ হইতে তাহা আমরা পাই। পণ্ডিতগণের মতে কাপড়ের উপর ছাপ দেওয়ার পদ্ধতি ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে চীনে ও পরে জাপানে বিস্তার লাভ করে। এখান হইতে এই প্রথা নিকট প্রাচ্যেও প্রবর্তিত হয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলবাসীরা যিশু খৃষ্টের লীলাক্ষেত্র জেরুসালেম আয়ত্তে আনিবার জন্য আটবার ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করে। পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষের সূতী বস্ত্রের উপরে এই ছাপ দেওয়ার প্রথা নিকট প্রাচ্য হইতে ক্রুসেডে লিপ্ত লোকেদের দ্বারা পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন দেশে জানাজানি হয়। সেখানকার শিল্পীরা এই শিল্পটি প্রবর্তন করিতে বিলম্ব করিল না। সূতী বস্ত্রের উপর ছাপ দেওয়ার পদ্ধতির অনুক্রম কাগজের উপর মুদ্রণ। এ বিষয়টি পরে আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাইবে।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে যেমন যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং সভ্যতা সংস্কৃতির আদান-প্রদানও সম্ভব হইয়া উঠে, তেমনি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মোঙ্গল জাতির অভ্যুদয়ের ফলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের সঙ্গে চীন জাপান পর্যন্ত একটি মিলনসূত্র গ্রথিত হয়। চেঙ্গিস খাঁ হইতে তৈমুরলঙ্গ পর্যন্ত দুর্ধর্ষ মোঙ্গল শাসকদের আমলে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপরে শান্তি বিরাজ করে। দুর্ধর্ষ হইলেও মোঙ্গল শাসকদের এই রীতি ছিল যে, তাঁহারা যখনই যে রাজ্য শাসন করিতেন তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতিও তাঁহারা মানিয়া লইতেন। এই হেতু তাহাদের প্রতিপোষকতায় বিভিন্ন দেশের সাহিত্য শিল্প

*গ্রন্থাগার, ভাদ্র ১৩৬৯, ২১১—২২২ পৃঃ।

বাণিজ্যাদির উন্নতি এবং প্রসার অব্যাহত থাকিত। তাঁহাদের সময়ে দুইটি স্থলপথে ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এ দুইটির একটি পথ হইল—চীনা তুর্কিস্থানের (বর্তমান সিংকিয়াং) তারফান সহর হইয়া—এবং দ্বিতীয়টি ছিল ইরাণের তাব্রিজ হইয়া। ইহার ফলে এই দুইটি নগরী ঐ যুগে বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং নানাজাতীয় বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদের কর্ম ও মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। ইউরোপে মোংগল শাসন পোলাণ্ড প্রভৃতি আড্রিয়াটিক সাগরের তীরবর্তী দেশসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারফান শহরে চীনা মোংগল, ইউগার তিব্বতীদের সংগে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ধর্মযাজক পর্যটক প্রভৃতিরও মিলন ঘটে। ইরাণের তাব্রিজে ভারতবর্ষ আরব মিশর চীন প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা যেমন এখানে শিল্প ও ব্যবসায় উপলক্ষে মিলিত হইত তেমনি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশের লোকেরাও আসিয়া ঐ সকল কর্মে যোগ দিত। এইভাবে ইউরোপ ও এশিয়ার অধিবাসীদের নানা কর্মব্যপদেশে মিলিবার সুযোগ ঘটে। এশিয়া ও ইউরোপের সুবিস্তৃত অঞ্চলে সুস্থ জীবনযাপন সম্ভব হওয়ায় ইউরোপের ইটালী জার্মানী রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি হইতে পর্যটক ও ধর্মযাজকেরা ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশে নির্বিঘ্নে গমনাগমন করিতেন। ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে মার্কোপোলোর (Marco Polo) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ধর্মযাজক, পর্যটক, প্রভৃতিকে বিবিধ ব্যাপারে চীনাদের সংস্রবে আসিতে হইত। মধ্যযুগে চীনে কাগজের বহুল ব্যবহার, কাগজের উপরে মুদ্রণ কার্যের বিপুল প্রসার, চীনা সাহিত্যের বিশালতা—এ সকলও তাঁহাদিগকে মুগ্ধ না করিয়া পারে নাই। বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপোলো চীনাদের মুদ্রণ শিল্পের প্রসার ও উন্নতি দেখিয়া বিমোহিত হন। উভয় অঞ্চলবাসীর যোগাযোগের ফলেই যে ইউরোপের মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তন সম্ভব হইয়া উঠে পণ্ডিতগণ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

মুদ্রণশিল্পের দুইটি ধারা—একটি হইল কাপড়ের উপরে মুদ্রণ, দ্বিতীয়টি—কাগজের উপরে মুদ্রণ। সুতীবস্ত্রের উপরে মুদ্রণের কথা একটু আগে উল্লেখ করিয়াছি। সুতীবস্ত্রের উপরে ছাপ দেওয়ার প্রথা ভারতবর্ষ হইতে আগত। রেশম বস্ত্রের উপরে ছাপ দেওয়ার রীতির বহুল প্রচলন হয় চীন-জাপানে। ইউরোপীয় দেশসমূহে কিন্তু সুতী বস্ত্রের উপর ছাপই অধিকতর গ্রাহ্য হয়। এই স্থলে কাপড়ের উপরে মুদ্রণের রীতি সম্বন্ধে একটু বলি। মানুষ, বিশেষতঃ নারী প্রকৃতির পূজারী। বস্ত্রের উপরে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তুর ছাপ লওয়া হইত, ফুল ফল জীব জন্তু পশু পক্ষীর চিত্র কাঠের ব্লকে খোদাই করিয়া তাহা হইতে বিভিন্ন রকমের রঙ সহযোগে কাপড়ে তোলা হইত। কাগজে আঁকা মূল চিত্রগুলি প্রথমে আঠা জাতীয় পদার্থ সহযোগে উপুড় করিয়া কাঠে লাগাইবার রীতি ছিল। পরে কাগজটি তুলিয়া ফেলিলে ছবিটির নেগেটিভ ছাপ স্পষ্ট থাকিয়া যাইত। নিপুণ কারিগর চিত্র অংশ রাখিয়া কাঠের বাকী অংশ কুঁদিয়া লইত। এই নেগেটিভ ব্লক হইতে রঙ সহযোগে কাপড়ের

উপরে ছাপ লওয়ার রীতি চালু ছিল। ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহে এতাদৃশ ছাপার কার্যের খুবই প্রচলন হয়। ঐসব অঞ্চলে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি বড় রকমের শিল্পও গড়িয়া উঠে।

পূর্বে বলিয়াছি কাগজের উপর মুদ্রণ—বস্ত্রের উপরে মুদ্রণের অনুক্রম। এই বিষয়টি এখন বিশদ করিয়া বলি। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে কাগজের উপর মুদ্রণ প্রকৃত-প্রস্তাবে তাসের উপরে সুরু হয়। চীনে মোঙ্গল যুগে তাস মুদ্রণ বিপুলভাবে আরম্ভ হয় এবং চীনারা তাস খেলায় খুবই পটু হইয়া উঠে। তুরফান এবং তাব্রিজের চীনা মহলে তাস খেলার উন্মাদমতা লক্ষ্য করি। তাস মুদ্রণের রীতিও কাপড়ের উপরে ছাপ দেওয়ার রীতি অনুসারী। তাসের চিত্রাদি কাঠের নেগেটিভ করিয়া অনুরূপভাবে শক্ত কাগজের উপরে ছাপান হইত। চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে তাস খেলা ইউরোপে প্রচলিত হয়। বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এই খেলা এতই চালু হয় যে, তাস মুদ্রণ একটি বড় রকমের শিল্পে পরিণত হইল। ইহাতে লোকের অর্থাগম হইতে লাগিল প্রচুর। কিন্তু শিল্পরূপে দাঁড়াইলে কি হয়, ঐ ঐ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাস-খেলোয়াড়দের প্রমত্ততা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ফ্রান্সে শ্রমিকেরা যাহাতে তাস খেলায় প্রবৃত্ত না হয় সে জন্য আইন জারি করা হইল (১৩৯৭)। দেখা যাইতেছে এই সময় ধর্মযাজকেরাও এই খেলায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেননা ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি 'সিনড' বা ধর্মীয় বিচার সভায় ধর্মযাজকদের তাস খেলা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আরও দেখি, রোমে সেন্ট পিটার্স গীর্জা হইতে তাস খেলার বিরুদ্ধে প্রদত্ত একটি মর্মস্পর্শী উপদেশের ফলে (১৪২৩) শ্রোতারা নিজ নিজ গৃহে ছুটিয়া গিয়া সব তাস লইয়া আসে এবং সাধারণগম্য উদ্যানের জনগণের সমক্ষে উহা পুড়াইয়া ফেলে। কোন কোন স্থলে তাস খেলার বিরতি ঘটলেও ইহার চল বন্ধ হয় নাই। তাস শিল্পটিও ঐ সব দেশে বেশ জাঁকিয়া বসে। কার্যকরণ সম্পর্ক বিবেচনা করিলে দেখা যায় তাস খেলা এবং তাস তৈরীর পদ্ধতি চীন হইতেই ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রবর্তিত হয়।

এখন কাগজের উপরে ছাপার কথা বলি। দক্ষিণ ইউরোপে কাগজের আবির্ভাবের পর ক্রমেই ইহা একটি শিল্পরূপে গড়িয়া ওঠে। স্পেনে কাগজ তৈরী প্রথমে সুরু হয়। পরে দক্ষিণ ফ্রান্সের লোকেরা কাগজ প্রস্তুত করিতে মন দেয়। কাগজ তৈয়ারী টেকনিক বা কৌশল ছিল কিন্তু চীনা রীতির অনুসারী। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর ইটালীতে দুই তিনটি কাগজের কারখানা স্থাপিত হইল। পরে অন্যান্য দেশেও কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে। ক্রমে উত্তর ও মধ্য ইউরোপে কাগজের প্রচলন ব্যাপ্তি লাভ করে। মোঙ্গল যুগে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ এবং চীনের ভিতরে বাণিজ্যগত যোগাযোগ হেতু শেষোক্ত দেশ হইতে কাগজও যে কিছু কিছু আমদানি হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাগজের উপরে প্রথম লেখা মুদ্রণের দাবী রাশিয়ার। পণ্ডিতগণ এই দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করেন নাই বটে, তবে ইহার সপক্ষে প্রমাণের

উল্লেখও বড় একটা দেখি না। ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে কাগজের উপরে মুদ্রণ কার্য ক্রমে প্রবর্তিত হয়। কাপড়ে ছবি ছাপা এবং তাস শিল্পের বিষয় একটু আগে আমরা জানিয়াছি। কাঠের ব্লক হইতেই এগুলি ছাপা হইত। কাগজের উপরে ঐ সময়কার প্রথম মুদ্রণের নমুনা আমরা সাম্প্রতিক কালে যাহা দেখিতে পাই তাহা এক কথায় বলিতে গেলে বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রয়ী চীনা ও জাপানীদের প্রথম দিক্‌কার মুদ্রণেরই অনুকৃতি। বুদ্ধদেবের ছোট বড় ছবি কাঠের ব্লক হইতে কাগজে ছাপা হইত। এইসব ছবির নিম্নে ক্রমশঃ দুই একটি মন্ত্রও চীনা 'হরপে' মুদ্রিত হইত। মধ্য ইউরোপে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই আদর্শে খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কোন কোন কাহিনী চিত্রে রূপায়িত হয়। এই সময় সাধুসন্তদের বিস্তর চিত্রও কাগজের উপরে ছাপা হইতে সুরু হয়। যেমন ছবি, তেমনি মুদ্রণ রীতি সম্পূর্ণ চীনা ধরনের। তবে এই রীতি কাপড়ের ছাপ ও তাসের ছাপ দ্বারাও যে সমসময়ে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাও অস্বীকার করা যায় না। প্রথমে কাগজে শুধু সাধুসন্তদের ছবি ছাপা হইত। পরে চীনাদের মতই ঐ সকল ছবির নিচে তাহাদের কিছু কিছু পরিচয় এবং কখন কখন আপ্তবাক্য মুদ্রিত হইত। কাগজের উপরে ছাপা বলিয়া এই সকল ছবি সাধারণ লোকদের পক্ষে সুলভে পাওয়া সম্ভবপর ছিল। মানুষ সকল যুগে সকল দেশেই কোন না কোন রূপ সংস্কারের অধীন। ধর্মীয় সংস্কার তাহার মনের উপরে গভীর রেখাপাত করে। ঐ সব অঞ্চলে সাধারণ নরনারী আধিব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অথবা কোন শুভ কার্য আরম্ভ করিতে গিয়া এই সকল সাধুসন্তদের ছবি নিজ নিজ গৃহে ভক্তিভরে রাখিয়া দিত। একারণ এই ধরনের চিত্রমুদ্রণ এক অর্থকরী শিল্পে পরিণত হয়। নিম্নে মুদ্রিত আপ্তবাক্য সমেত সন্ত ক্রিষ্টোফারের ছবি এবং মাতা মেরীর চিত্র কোন কোন মিউজিয়ামে এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে। কাগজের উপরে চিত্র মুদ্রণ হইতেই গ্রন্থ মুদ্রণের সূচনা। তবে মনে রাখিবেন এসকলই কিন্তু চীনা রীতিতে কাঠের ব্লকে করা হইত।

চীনাদের তুলনায় ইউরোপে এই শিল্প দ্রুত প্রবর্তনে একটা সুবিধাও ছিল। চীনা ভাষায় হরপ বা অক্ষর নাই, এক একটি শব্দ বাক্যাংশ বা বাক্য লইয়াই চিত্রাকারে কাঠের ব্লকে তোলা হইত। ইউরোপীয় ভাষাসমূহের অক্ষরগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সীমিত, মাত্র ২৬টি। কাঠের ব্লকে এগুলির নেগেটিভ খোদাই করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। একারণ অল্পকালের মধ্যে গ্রন্থাদি মুদ্রণ করা খুবই সম্ভব হয়। গ্রন্থের মধ্যে প্রথমে উক্ত প্রকার সাধুসন্তের ছবি আলাদা ছাপাইয়া আঠা দিয়া লাগাইয়া দেওয়া হইত। আবার চিত্রবিহীন গ্রন্থও এক এক পাতা করিয়া ছাপিবার রীতি ছিল। প্রথম দিকে বইয়ের পাতার পর পাতা ছাপিয়া চীনাদের মত গোল পাকাইয়া রাখা হইত। পরে দেখা যায় চীনারা যেরূপ পাতার পর পাতা ভাজ করিয়া মুদ্রিত এক একটি গ্রন্থ বাঁধাইয়া লইত এখানেও সেইরূপ করা হইতেছে। ভাজের

উপরের দিকে মুদ্রিত অংশ থাকিত। ভিতরের পাতা সাদা। এখানে বলা আবশ্যক যে, তখন যে ভাবে কাঠের ব্লক কাগজে মুদ্রণ করা হইত তাহাতে দুই পিঠে ছাপা সম্ভবপর ছিল না। তবে এই ধরনের মুদ্রণ তখন খুবই চালু হইয়াছিল নানা কারণে।

পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা। এই সময় ইংল্যাণ্ডে চসার এবং তাহার কিছু পূর্বে ইটালিতে দান্তের আবির্ভাব। তাঁহারা যথাক্রমে জনসাধারণের ভাষা ইংরেজী ও ইটালিয়ানে সুবিখ্যাত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। শিক্ষায় সাহিত্যে শিল্পে—নানাদিকেই নবজাগরণের সূচনা হয়। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গ্রন্থাদি সংগ্রহ কার্য বিশেষভাবে চলিতে থাকে। ইহার দ্বারা গ্রন্থ মুদ্রণ শিল্পের বিস্তৃতি লাভ ঘটে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে। কাগজে ছাপার রেওয়াজ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে সবেমাত্র চালু হয়। এই সময়ে বিবিধ বিদ্যার হস্তলিখিত পুঁথির নকল করিয়া বিদগ্ধ সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। এক এক জন লেখক বা পণ্ডিত ব্যক্তি পুস্তক লিখিতেন। নিপুণ লিপিকার তাহা নকল করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন। এইরূপে নানা অঞ্চলে দক্ষ লিপিকারদেরও উদ্ভব হয়। কথিত আছে, প্যারিসে পঞ্চাশ জন লিপিকার মিলিত হইয়া একটি গিল্ড্ বা সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তলিখিত বই পুঁথি সংগ্রহের ধুম পড়িয়া যায়।

এখানে আর একটি কথাও বলা আবশ্যক—কাগজে ছাপা ছবি বা বই সাধারণ লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। অভিজাত শ্রেণী পশুর চামড়ার উপরে লিখিত বই পুঁথির সংরক্ষণ করিতেন। ভেড়া, ছাগল, গোবৎস প্রভৃতির চামড়া মাজিয়া ঘসিয়া পাতলা করা হইত। এই পাতলা চামড়া লিপিকারের সুবিধামত নির্দিষ্ট আকারে কাটিয়া তাহার উপর তাহারা বিবিধ বিদ্যার বই পুঁথি নকল করিতে লিপ্ত হইতেন। বিভিন্ন দেশের অভিজাতগণ বেশী দাম দিয়া এই সকল ক্রয় করিতেন, একারণেও লিপিকারদের বেশ দু'পয়সা উপার্জন হইতে থাকে। দক্ষ লিপিকারদের সুন্দর সুন্দর হরফের আদর্শে কারিগরগণ কাঠের ব্লকের অক্ষরগুলি খোদাই করিতেন। একখানি গোটা পুস্তক কাগজের উপরে টাইপে মুদ্রণের ধারণাও প্রথম জন্মে লিপিকারদের ঐরূপ পুঁথির নকল করা হইতে। কাঠের ব্লকে বই ছাপার রেওয়াজ খুচরা ধাতুর টাইপে বই ছাপার পরেও এমনকি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বলবৎ ছিল—এইরূপ প্রমাণ আছে।

পাশ্চাত্তাদেশেসমূহে কিন্তু খুচরা ধাতুর টাইপে পুস্তক মুদ্রণকেই প্রকৃত-প্রস্তাবে মুদ্রণ শিল্পের আরম্ভ বলিয়া উল্লিখিত হয়। আর পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকেই এই পদ্ধতির প্রথম উদ্ভাবন। ইহার অন্যূন অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রাচ্যে—কোরিয়ায় খুচরা ধাতুর টাইপ নির্মাণই শুধু হয় নাই, ইহার দ্বারা

গ্রন্থাদি মুদ্রণের ব্যবস্থাও হইতেছিল। কোরিয়া হইতে অল্পকালের মধ্যে জাপানে ও চীনে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়, এসব কথা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। এখানে প্রশ্ন এই—কাঠের ব্লকে ছবি ও বই ছাপার রীতির মত এই পদ্ধতিও এখান হইতে ইউরোপে প্রসারিত হইয়াছিল কিনা, এই সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদে মোঙ্গলদের আধিপত্যের হানি ঘটে; তখন তুর্কিদের অভ্যুদয় হয়, তুর্কিজাতি মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় প্রাধান্য লাভ করায় সিন্‌কিয়াঙে তারফান এবং ইরাণের তাব্রিজ এই দুইটি শহরের গুরুত্ব একেবারে কমিয়া যায়। উভয় অঞ্চল দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে যাতায়াতের পথও তুর্কিরা রুদ্ধ করিয়া দিল। স্থলপথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনসূত্র অতঃপর ছিন্ন হইল।

চীনে আবিষ্কৃত কম্‌পাশ্‌ বা দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের প্রয়োগ দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপবাসীরা ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু তখনও প্রাচ্যের সঙ্গে সমুদ্রপথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত তাহাদের মনে ভাবনার উদ্রেক হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কাজেই পূর্ব চীনে, কোরিয়ায় ও জাপানে মুদ্রণ শিল্পের যে অভাবনীয় উন্নতি হয় তাহার সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটা সম্ভবপর ছিল না বলিয়াই মনে করা সঙ্গত। ইউরোপে খুচরা ধাতুর টাইপ নির্মাণ এবং পুস্তক মুদ্রণে তাহার ব্যবহার ইউরোপীয়দেরই একটি নিজস্ব আবিষ্কার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এভিগ্‌নন ও বেলিনাবাসী কোন কোন শিল্পী প্রথম খুচরা ধাতুর টাইপ নির্মাণ-প্রয়াসী হন—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। মুদ্রণ ব্যাপারে চারিটি জিনিষের একান্ত আবশ্যক—যথা—টাইপ, প্রেস (সংকীর্ণ অর্থে), কালি ও কাগজ। এই চারিটির সমাবেশে যিনি প্রথম পুস্তক মুদ্রণ সম্ভব করিয়াছেন তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা আধুনিক কালের মুদ্রণ শিল্পের জনক বা আবিষ্কর্তার মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই ব্যক্তির নাম জোহান গুয়েটেনবার্গ (Johann Gutenberg)। প্রথম পুস্তক মুদ্রণে যে খুচরা ধাতুর টাইপ এবং কালি ব্যবহৃত হয় তাহা তাঁহারই সৃষ্টি। এইরূপ একজন মহামান্য শিল্পীপ্রধান মানুষের সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

* জোহান গুয়েটেনবার্গের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিস্তর আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও অনেক বিষয় রহস্যাবৃত। গুয়েটেন-বার্গ দক্ষিণ জার্মানীর মেন্‌জ্‌ সহরে (Mainz) একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে অনুমান ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জাতিতে স্বর্ণকার। সোনার গহনা বিবিধ প্রকারের, ইহার জন্য হরেক রকম ছাঁচের প্রয়োজন। আবার গহনার উপরে কখন কখন লোকের নাম বা তাহার অভিপ্রেত কোন কোন শব্দ খোদাই করা হইত। ইহাও অতি সাধারণ কথা যে, স্বর্ণকার গহনার উপরে নাম বা শব্দ

প্রথম সংখ্যায় মহামান্য গুয়েটেনবার্গের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

খুদিতে অক্ষরেরই আশ্রয় লইবেন। তখন কাঠের উপরে অক্ষর খোদাইয়ের কাজ খুবই ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। কাঠের উপর অক্ষর খোদাই মানে নির্দিষ্ট আকারে কাটা কাঠের উপরে ছত্রে-ছত্রে এই ধরণের অক্ষর খোদাই। গুয়েটেনবার্গ এই বিষয়টিও নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। তাহার উপর নিজের শিল্পগত অভিজ্ঞতাও প্রচুর ছিল। খুচরা ধাতুর টাইপ নির্মাণে এই দুইটিই যে তাঁহাকে খুবই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অন্যান্য স্থলের খুচরা ধাতুর টাইপ প্রস্তুত-প্রণালী তিনি যে আগেই জানিয়া লইয়াছিলেন—পণ্ডিতগণ এইরূপ মনে করেন না।

গুয়েটেনবার্গ ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মেন্‌জ্‌ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি একাদিক্রমে অন্যূন আট বৎসর কাল স্ট্রাস্‌বুর্গে নির্বাসনে কাটান। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই ক'বৎসরের মধ্যেই তিনি খুচরা ধাতুর টাইপ নির্মাণের কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং এ বিষয়ে অন্য এক ব্যক্তির সহযোগে তাঁহার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইতে থাকেন। ইহার পর গুয়েটেনবার্গ পুনরায় মেন্‌জ্‌ শহরে নিজস্ব গৃহে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইলেন। এইখানে বসিয়া তিনি তাঁহার নবাবিষ্কৃত খুচরা ধাতুর টাইপ নির্মাণে খুব বেশী করিয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার টাইপ নির্মাণ পদ্ধতিতে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। কোরিয়ার বেলায় দেখিয়াছি, বালির ছাঁচ হইতে খুচরা ধাতুর টাইপ সেখানে তৈরী হইত। গুয়েটেনবার্গ কোন ধাতুদ্রব্যে অক্ষরের ছাঁচ কাটিয়া তাহার উপরে ছিদ্রবিশিষ্ট কাঠ বা অনুরূপ শক্ত দ্রব্য বসাইতেন। ধাতু গলাইয়া ঐসব সম-আকার-বিশিষ্ট ছিদ্রের ভিতরে ঢালিয়া দিতেন। ইহার ফলে অল্প সময়ে প্রচুর ধাতুর টাইপ তৈরী করা সম্ভব হইত। শুধু টাইপ হইলেই ত চলিবে না—কালিও ত চাই। চীনে ভুসাকালির সঙ্গে একরকম আটা গুলিয়া পাকা কালি করা হইত। গুয়েটেনবার্গ ভুসাকালির সঙ্গে তৈল মিশাইয়া ধাতুর টাইপে ছাপার উপযোগী কালি তৈরী করিলেন।

প্রারম্ভিক কার্যাদি সমাপনান্তে গুয়েটেনবার্গ একটি ছাপাখানা স্থাপনেও উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু এ জন্য ত অর্থের প্রয়োজন। যতদূর জানা যায়, তিনি ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে জোহান ফুস্ট নামক মেন্‌জের জনৈক উকিলের নিকট হইতে তাঁহার ছাপিবার সাজ-সরঞ্জাম বন্ধক রাখিয়া আটশত গিলডার (জার্মাণ স্বর্ণ মুদ্রা) কর্জ করেন। দুই বৎসর ধরিয়া ছাপার কার্যও কিছু কিছু চলিল। কিন্তু ইহা আদৌ লাভজনক হয় নাই। গুয়েটেনবার্গ পুনরায় ফুষ্টের নিকট হইতে আরও আট শত গিলডার লইয়া তাঁহাকে অংশীরূপে গ্রহণ করেন। এই বৎসর হইতে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত বিয়াল্লিশ পংক্তি যুক্ত বাইবেল মুদ্রণ করিতে সুরু করেন। ইহার ছাপা শেষ হয় ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এক একটি বড় পৃষ্ঠা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুইটি স্তম্ভ, প্রতি স্তম্ভে বিয়াল্লিশটি পংক্তি—মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮২। ইহা কিন্তু কাগজে ছাপা নয়। পূর্বে বলিয়াছি অভিজাত শ্রেণীর নিমিত্ত লিপিকারগণ পশুর চামড়া

ঈপ্সিত আকার মত কাটিয়া এবং লিখিবার উপযোগী করিয়া তাহার উপরে বই পুঁথি সুন্দর হরূপে নকল করিতেন। গুয়েটেনবার্গের অভিনব বাইবেল গ্রন্থখানিও ভেড়ার চামড়ার উপরে প্রথম মুদ্রিত হয়। এক একখানি গ্রন্থের জন্য তিনশত ভেড়ার চামড়া প্রয়োজন হইয়াছিল! কথিত আছে, এই রকমে এই প্রথম বাইবেল ছাপা হয় একশত কুড়িখানি। বাইবেল মুদ্রণ শেষ হইবার পূর্বে ১৪৫৫ খৃীষ্টাব্দই কিন্তু অংশীদার ফুষ্টের সংগে তাঁহার ছাড়াছাড়ি হয়। ফুষ্টের কর্মচারী ও পরে জামাতা পিটার স্কফার গুয়েটেনবার্গের ছাপাখানার প্রায় সবটারই মালিক হইলেন। গুয়েটেনবার্গকে সামান্য কিছু টাইপপত্র লইয়া বিদায় লইতে হইল।

অন্য কথা বলিবার পূর্বে গুয়েটেনবার্গের মুদ্রণ পদ্ধতির বিষয় একটু বলি। সুদক্ষ লিপিকারের লেখার আদর্শে তিনি টাইপ তৈরী করেন। এগুলিকে বলে গথিক টাইপ। শুধু টাইপ হাতের কাছে থাকিলেই তো চলিবে না, এগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ছাপিবার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বিভিন্ন কেস হইতে প্রয়োজনীয় টাইপ লইয়া তিনি পংক্তিওয়ারী সাজাইতেন। পংক্তিগুলি ছোট বড় হইলে আমরা আজকাল তাহা সমান করিয়া লইবার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করি। পংক্তির মধ্যে অক্ষরগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া লেখা চলে। আবার কোন শব্দ সিলেবেল ভাগ করিয়া পর পর দুই পংক্তিতে চড়াইয়া দিই। গুয়েটেনবার্গ ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। কোন পংক্তি প্রস্থে অধিকতর বড় হইলে তাহার ভিতরকার শব্দগুলির মধ্যে ছোট ছোট অক্ষর বসাইতেন। এইরূপে পংক্তিগুলি সম-আয়তন করিয়া লইবার পদ্ধতি তাঁহার পরেও দীর্ঘকাল অনুসৃত হইয়াছিল। প্রত্যেক পৃষ্ঠার দুই পার্শ্বে চওড়া মার্জিন রাখিতেন, যেমন বাইবেলের পাতায় আমরা দেখিতে পাই। কমপোজ করার সময় সাধারণতঃ ভুল থাকিয়া যায়, কোন কোন শব্দও ছাড় হয়। গুয়েটেনবার্গ ছাপিবার পূর্বে কমপোজ করা বিষয়টি পড়িয়া দেখিতেন এবং ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতেন। এইরূপে পরবর্তীকালের প্রুফ পরীক্ষার প্রথাও তাঁহার আদর্শে প্রবর্তিত হয়। প্রায় তেরশ পৃষ্ঠার বাইবেল পাতাওয়ারী ছাপা হইল, কিন্তু ইহা গ্রন্থনের ব্যবস্থাও তখন করিতে হয়। এইরূপে পুস্তক গ্রন্থণ রীতিও চালু হইল। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, গুয়েটেনবার্গ মুদ্রণ কার্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটি সুষ্ঠু শিল্পে পরিণত করেন। তাঁহার অবলম্বিত মুদ্রণ রীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছিল।

গুয়েটেনবার্গকে ছোটবড় খুচরা টাইপ লইয়া তাঁহার হাতে গড়া ছাপাখানা হইতে অর্থের দায়ে বিদায় লইতে হয়, কিছু আগে একথা বলিয়াছি। ইহার পর তিনি অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও নিজের প্রিয় শিল্পটিকে আকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন। ছোটখাট বইপুঁথি ছাপা বাদে তিনি একটি বড় রকমের ছাপার কাজে হাত দেন। 'ক্যাথলিকন' নামে একখানি সাইক্লোপীডিয়া বা কোষগ্রন্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক জেনোয়াবাসী সংকলন করেন। গুয়েটেনবার্গ ১৪৬০ খৃীষ্টাব্দে এই বৃহৎ কোষগ্রন্থ মুদ্রণ শেষ

করেন। তিনি ইহাতে বাইবেলে ব্যবহৃত টাইপের অন্তত এক তৃতীয়াংশ ছোট টাইপ ব্যবহার করায় 'ক্যথলিকন' এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ঢের কমাইতে সমর্থ হন। শেষপর্যন্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪৮-এ। ইহার প্রতি পৃষ্ঠা দুই কলমে ছাপা, প্রত্যেক কলমে ছেষট্টি পংক্তি। ইহার পর পুনরায় তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয় উপস্থিত হইল।

মেন্‌জ্‌ সহর এই সময় আবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইল। গুয়েটেনবার্গের ঘরবাড়ী এবং ধন-সম্পদ যাহাকিছু ছিল সবই বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি এখন সর্বস্বান্ত হইলেন। ছাপার কাজও তাঁহাকে চিরতরে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহার উপর ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হইলেন। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ অত চোখের খাটুনি—ছাঁচ তৈরী, টাইপ ঢালাই, কম্পোজ করা, সংশোধন করা, পাতার পর পাতা ছাপা, বই বাঁধাই প্রভৃতি সব কাজই তাঁহাকে করিতে হইত। ফলে লাভ হইল তাঁহার অন্ধত্ব। তিনি মেন্‌জ্‌ শহরের আর্চবিশপের নিকট হইতে একটি মাসোহারা পাইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত কোনমতে জীবনধারণ করেন। গুয়েটেনবার্গের দেহান্ত হয় ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে।

মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে গুয়েটেনবার্গের স্থান অতি উচ্চে। আধুনিককালে তাঁহাকেই ইহার জনক বা আবিষ্কর্তা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। জীবিতকালে তিনি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে গিয়া অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার দেশবাসীরা পরে তাঁহার কৃতির কথা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। মেন্‌জ্‌ সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে 'গুয়েটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়'। এই নগরী প্রতিষ্ঠার দুই হাজার বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গুয়েটেনবার্গ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠারও আয়োজন করা হইয়াছে। মুদ্রণ শিল্প গুয়েটেনবার্গের সময় হইতে বিভিন্ন ধাপে কিরূপ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে এই মিউজিয়ামটি হইবে তাহারই একটি প্রদর্শন-ক্ষেত্র।

গুয়েটেনবার্গের মৃত্যুর পর অল্পকালের মধ্যেই জার্মানীর বিভিন্ন শহরে মুদ্রণ কার্যের দিকে লোকে ঝুঁকিয়া পড়িল, কারণ ইহা ক্রমেই একটি লাভজনক শিল্প হইয়া দাঁড়ায়। উত্তর ইটালী, অষ্ট্রিয়া, হলাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, এমনকি ব্রিটেনে পর্যন্ত পঞ্চদশ শতকের শেষেই মুদ্রণ শিল্প বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিষয়টি পরে বলা যাইবে। বর্তমান যুগে শিক্ষাবিস্তারে, সাহিত্যের প্রসারে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির গোড়াপত্তনে মুদ্রণ শিল্প যে কতখানি রসদ জোগাইয়াছে তাহা শিক্ষিতমাত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন। এককথায় গুয়েটেনবার্গ প্রবর্তিত মুদ্রণ শিল্প বিশ্ববাসীকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে বলা চলে। *

---

* প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি হইতে সাহায্য লইয়াছি ঃ

(1) The Invention of Printing in China aud its Spread Westward
—Thomas Francis Carter. 1955

(2) *Five Hundred Years of Printing*—H. S. Steinberg. 1959

(3) "Gutenberg, Johann"—Encyclopaedia Britannica—Volume 11. 1960

(4) "Printing' —Encyclopaedia Britannica Vol. 18. 1960

(5) "Mainz Remembers the Founder of Modern Printing"—E. B. Brook.

The Statesman, June 3, 1962

প্রবন্ধটি "শ্রীসরস্বতী"র ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং শ্রীসরস্বতী প্রেসের সৌজন্যে প্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইল।

—সম্পাদক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাগজের মূল্য, ছাপা খরচ ও ডাক মাশুল বৃদ্ধির ফলে 'গ্রন্থাগার' প্রকাশ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। সদস্যদের চাঁদার উপর "গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সুতরাং চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে সদস্যরা আমাদের সংগে সহযোগিতা না করলে গ্রন্থাগারের" সুষ্ঠু প্রকাশন সম্ভব নয়। আমরা সদস্যদের অবিলম্বে ১৯৬৩ সালের চাঁদা পরিশোধ করবার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে এই চাঁদা না পেলে আগামী সংখ্যা থেকে আর "গ্রন্থাগার" পাঠানো সম্ভব হবে না।

সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত। পরিষদের কাউন্সিলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি—শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এম এল এ

(পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্ত্ব শাসন বিভাগের মন্ত্রী)

সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত, বি এস, কেশবন, প্রমীলচন্দ্র বসু, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি দত্ত।

সম্পাদক—শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক—শ্রীসন্তোষ বসু

যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক—শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত

সম্পাদক, গ্রন্থাগার—অরুণ দাশগুপ্ত

সদস্য :

(ক) দাতা, আজীবন এবং সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধি—১৫

সর্বশ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী, ফণিভূষণ রায়, বাণী বসু, মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ, গণেশ ভট্টাচার্য, গোবিন্দলাল রায়, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার সেন, গীতা মিত্র, প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার বসু বিনয়ভূষণ রায়, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

(খ) (**জেলাভিত্তিক**) **প্রতিষ্ঠান সদস্যদের প্রতিনিধি—২৩**

বাঁকুড়া : ধ্রুব সংহতি। বীরভুম : জেলা গ্রন্থাগার। বর্ধমান : মাখনলাল পাঠাগার, চিত্তরঞ্জন পাঠ্য মন্দির। কলিকাতা : মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাগার, কানাই স্মৃতি পাঠাগার, শিশির স্মৃতি পাঠাগার, ভারত সভা গ্রন্থাগার। কুচবিহার : পি ভি এন এন গ্রন্থাগার। দার্জিলিং : ব্লুমফিল্ড সাধারণ গ্রন্থাগার। হুগলী : মহানাদ সাধারণ পাঠাগার, মগরা সাধারণ পাঠাগার, শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগার। হাওড়া : দুল্যা মিলন মন্দির। মালদহ : বান্ধব পাঠাগার। জলপাইগুড়ি : এডওয়ার্ড সেভেন স্মৃতি পাঠাগার। মেদিনীপুর : রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার। মুর্শিদাবাদ : লালগোল এন এম একাডেমী সাধারণ পাঠাগার। নদীয়া : নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার। পুরুলিয়া : হরিপদ স্মৃতি সাহিত্য মন্দির। ২৪ পরগণা : সোদপুর সাধারণ পাঠাগার, সুধাস্মৃতি গ্রন্থাগার। পশ্চিম দিনাজপুর : জেলা গ্রন্থাগার।

নির্দ্ধারিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি—১৫

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২) জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা, (৩) বিশ্ব-ভারতী (৪) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ (৫) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (৬) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (৭) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (৮) উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, (৯) রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১০) কলিকাতা কর্পোরেশন (১১) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (১২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, (১৩) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা (১৪) পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন (১৫) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

সভায় ১৯৬১ সালের কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সর্ব সম্মতি-ক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসৌরেন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে, পরিষদ ক্রীত জমির মূল্য কিস্তির পরিবর্তে একবারে পরিশোধ করলে অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। সেজন্য সদস্যদের সক্রিয় হ'তে হবে।

শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অনিয়মিত বেতন দানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে পরিষদকে অবলম্বে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই অব্যবস্থা অবসানের জন্য চেষ্টা করবার অনুরোধ করেন।

শ্রীসুশান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে গ্রন্থাগারিকদের যথাসময়ে বেতন দেবার জন্য সরকার গ্রাম্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষদের "রিজার্ভ ফাণ্ড" গঠনের যে পরামর্শ দিয়াছিলেন কোন গ্রন্থাগারে তা কার্যকরী করা হয়নি।

শ্রীগোপাল পাল 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সময়মত প্রকাশের জন্য এবং পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পল্লী অঞ্চলে প্রতিনিধি প্রেরণের পরামর্শ দেন।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে পরিষদের নির্বাচনে সাধারণতঃ মুষ্টিমেয় সংখ্যক সভ্য অংশ গ্রহণ করেন। পোষ্টাল ব্যালট প্রথা প্রবর্তিত হলে সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে যে সমস্ত সভ্য বার্ষিক সভায় উপস্থিত হতে সক্ষম হন না তাঁরাও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এই ব্যবস্থা সম্ভব না হলে গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রাক্কালে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে প্রত্যেক বৎসর হিসাব পরীক্ষা বিলম্বিত হবার জন্য পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচন যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না। তিনি অবশ্য আশা করেন পরবর্তী সভা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। পরিষদের আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সভ্যগণ বকেয়া চাঁদা শোধ করে দিলে কিছু আর্থিক সুরাহা হয়। গৃহ নির্মাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য তিনি সভ্যগণকে অনুরোধ করেন।

পরিষদের কার্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য তিনি সভ্যদের ধন্যবাদ জানান।

শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও শুভাকাঙ্খী শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র এই বৎসর তাঁর "সুন্দরবন" গ্রন্থখানির জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেছেন। এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য পরিষদ স্বভাবতঃই গর্বিত। বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁকে পরিষদের পক্ষ হ'তে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। শ্রী মিত্র এই অভিনন্দের উত্তরে পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

সুন্দরবন পুস্তক খানির প্রকাশক হলেন কথা শিল্প প্রকাশন। সুন্দরবনের পটভূমিকায় রচিত শ্রী মিত্রের অন্য আর একখানি গ্রন্থ "সুন্দরবনের আর্জান সর্দার" ও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ—সপ্তাহান্তিক কোর্স

গত ৫ই জানুয়ারী ১৯৬৩ এই বৎসরের সপ্তাহান্তিক কোর্সের উদ্বোধন হয়েছে। যথারীতি ছাত্র নির্বাচনের জন্য Psychometry Test এর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। নির্বাচনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

শ্রীবি এস কেশবন দিল্লীতে কর্মভার গ্রহণ করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু এই শিক্ষণ বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

কাউন্সিলের প্রথম সভা

২রা জানুয়ারী ১৯৬৩ রাইটার্স বিল্ডিংসে শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের কক্ষে কাউন্সিলের প্রথম সভায় নিম্নলিখিত ষ্ট্যান্ডিং কমিটি নির্বাচিত হয়ঃ

সংগঠন ও সংযোগ কমিটি

সভাপতিঃ শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদকঃ শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত সভ্যঃ—(১) সর্বশ্রী মঙ্গল প্রসাদ সিংহ (২) গীতা মিত্র (৩) জলি গুপ্ত (৪) নিখিল ভট্টাচার্য (৫) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (৬) সুভ্রাংশু মিত্র (৭) অশোক বসু এবংপরিষদের প্রতিষ্ঠানগত সভ্যবৃন্দ।

গ্রন্থাগার ও প্রকাশন কমিটি

সভাপতি—শ্রীতিনকড়ি দত্ত। সম্পাদক—শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত।

সভ্যঃ—সর্বশ্রী (১) সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (২) পার্থসুবীর গুহ, (৩) নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়।

গৃহ নির্মাণ

সভাপতি ঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক ঃ শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সভ্য ঃ—সর্বশ্রী (১) গোষ্টবিহারী চট্টোপাধ্যায়, (২) প্রবীর রায়চৌধুরী, (৩) কমলাকান্ত প্রামাণিক, (৪) গোবিন্দলাল রায়, (৫) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, (৬) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, (৭) পার্থ লাহিড়ী।

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ কমিটি

সভাপতি—পরিচালক ঃ শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। সম্পাদক ঃ শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত সভ্য ঃ সর্বশ্রী (১) বিমলেন্দু মজুমদার, (২) প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, (৪) ফণিভূষণ রায়, (৫) অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত, (৬) বিনয়েন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, (৭) আদিত্যকুমার ওহদেদার, (৮) গোবিন্দভূষণ ঘোষ, (৯) সুনীলবিহারী ঘোষ, (১০) সন্তোষ কুমার বসু।

পশ্চিম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার নির্দেশিকা কমিটি

সভাপতি ঃ শ্রীমতী বাণী বসু, সম্পাদক ঃ শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, সভ্য ঃ সর্বশ্রী (১) দিলীপকুমার বসু, (২) অরুণকান্তি দাশগুপ্ত, (৩) অশোক ধর (৪(বাসুদেব লাহিড়ী, (৫) বিনয়ভূষণ রায়, (৬) মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ, (৭) গণেশ ভট্টাচার্য (৮) ফণিভূষণ রায়।

পুস্তক নির্বাচন কমিটি

সভাপতি ঃ শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিকা ঃ শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত। সভ্য ঃ সর্বশ্রী ১। অমিতা মিত্র, ২। গৌরী রায়, ৩। কান্তিভূষণ রায়, ৪। মঙ্গলা প্রসাদ সিংহ, ৫। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। প্রবীর রায়চৌধুরী, ৭। প্রীতি মিত্র।

কারিগরী পঠন পাঠন ও সহায়ক কমিটি

সভাপতি—শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সম্পাদক ঃ শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য। সভ্য ঃ—সর্বশ্রী (১) ফণিভূষণ রায় (২) প্রবীর রায়চৌধুরী, (৩) অভয় সরকার, (৪) শান্তিপদ ভট্টাচার্য (৫) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।

হিসাব ও অর্থসংক্রান্ত কমিটি

সভাপতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, সম্পাদক ঃ শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সভ্য ঃ সর্বশ্রী (১) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, (২) ফণীভূষণ রায়, (৩) বাণী বসু, (৪) সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কমিটি

সভাপতি ঃ শ্রীতিনকড়ি দত্ত। সম্পাদক ঃ শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় সভ্য ঃ সর্বশ্রী (১) মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) নন্দিতা দে, (৩) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, (৫) রামমোহন বসু, (৬) চঞ্চলকুমার সেন, (৭) বিনয়ভূষণ রায়।

গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ কমিটি

সভাপতি : শ্রীঅরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত, সম্পাদক : শ্রীসন্তোষ বসু, সভ্য : সর্বশ্রী (১) চঞ্চলকুমার সেন, (২) দিলীপকুমার বসু, (৩) গণেশ ভট্টাচার্য, (৪) ফণিভূষণ রায়, (৫) বিনয়ভূষণ রায়।

কাউন্সিলের সভায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অনিয়মিত বেতন প্রদান সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অভিযোগের প্রতিকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবের অনুলিপি সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত সমস্ত গ্রন্থাগারিকদের নিকট প্রেরিত হয় :

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই সভা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অন্তর্গত গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতন যথা সময়ে না পাওয়া সম্পর্কিত অভিযোগের প্রতি রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মপরিষদ আরও আশা করে যে রাজ্য সরকার এই সব গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাসময়ে বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিবেন এবং এই সম্বন্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিবেন।

(স্বাঃ) শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ"

ওয়েষ্টবেঙ্গল কলেজ কোড এন্‌কোয়ারী কমিশন

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ কোড অনুযায়ী গঠিত "টীচার্স কাউন্সিলে" গ্রন্থাগারিকদের স্থান হয়নি। পরিষদ এই বিষয়টির প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমিশনের আহ্বানে পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং শ্রীবিমল মজুমদার টীচার্স কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিকদের গ্রহণ করবার স্বপক্ষে পরিষদের বক্তব্য পেশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির পক্ষ হতেও কমিশনের নিকট অনুরূপ বক্তব্য উপস্থিত করা হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী এই কমিশনের সভাপতি।

পশ্চিমবঙ্গ বেতন কমিটির সুপারিশ

পশ্চিমবঙ্গ বেতন কমিটির সুপারিশে সরকারী পরিচালিত গ্রন্থাগার সমূহের গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সুবিচার করা হয়নি।

এই সম্বন্ধে পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ভবতোষ দত্তর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি পরিষদের বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবার প্রতিশ্রুতি দেন।

গ্রন্থাগার দিবস

এই বৎসর যথারীতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়। বর্তমান জাতীয় সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই বৎসর গ্রন্থাগার দিবসে "জাতীয় প্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা" আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়।

মহাজাতি সদনে ২০শে ডিসেম্বরের অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ ভবতোষ দত্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

পরিষদের সহঃ সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন যে অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গেছে যে যুদ্ধাবস্থায় লোকের কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেলেও বইয়ের চাহিদা কমে না। পক্ষান্তরে, এ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও লোকে যুদ্ধ, প্রতিরক্ষা, উৎপাদন বৃদ্ধি, অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রভৃতি যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়ের বই পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করে। আমাদের দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় জনসাধারণের এই আগ্রহের সাথে যথোপযুক্ত সহযোগিতা করবার বিরাট দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকদের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। মূল্যবান পুস্তক ও পত্র পত্রিকা প্রভৃতি যাহাতে সম্ভাব্য বিমান আক্রমণে নষ্ট না হয় তার জন্য প্রয়োজন হলে স্থানান্তরে প্রেরণ করা প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

ডাঃ ভবতোষ দত্ত বলেন যে গ্রন্থাগারিকগণ কেবল গ্রন্থ রক্ষক নহেন তাঁদের পাঠকও হতে হবে। পাঠক সাধারণকে পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করাও গ্রন্থাগারিকের অন্যতম দায়িত্ব।

সভাপতির ভাষণে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বলেন যে, যে কোন অস্ত্র অপেক্ষা চিন্তার শক্তি অধিক এবং গ্রন্থ চিন্তার প্রবাহ বিস্তারের অত্যন্ত সার্থক এক মাধ্যম। গ্রন্থের মারফত যাতে কোন ক্ষতিকারক চিন্তা বা প্রচার জনমানসে প্রবেশ না করে সেদিকে সকলের বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকদের নজর রাখা প্রয়োজন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"এই সভার অভিমত এই যে গণতন্ত্রবাদী দেশে জনসাধারণকে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবে সচেতন ও সক্রিয় করিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। চৈনিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া তাহাদের মনোবল অটুট রাখিবার জন্য ও দেশহিতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এই গুরুত্ব বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে।

সুতরাং এই সভা বাংলা দেশের সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা অধিকতর জনসংযোগ, উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি প্রচার, প্রতিরক্ষা বিষয়ক পত্রপত্রিকাদি প্রচার এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিকে জরুরী অবস্থার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলুন।

এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, সরকারের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের পরিকল্পনাগুলিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়া জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়াসে গ্রন্থাগারকে কার্যকরী করিয়া তুলুন।"

সভার পূর্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন ডঃ ভবতোষ দত্ত। ৮৭ জন ছাত্রছাত্রী আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইদিন সভার শেষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একখানি মনোজ্ঞ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং ডাঃ ভবতোষ দত্ত প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকখানি দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশিত হয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

ডাইরেক্টরীর মুদ্রণ সমাপ্ত প্রায়। যে সমস্ত গ্রন্থাগার এখনও তথ্য সরবরাহ করেন নি, ডাইরেক্টরীর সংযোজনীতে প্রকাশের জন্য অবিলম্বে তা প্রেরণ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তথ্য প্রেরণের ফর্ম পরিষদ অফিস থেকে পাওয়া যাবে।

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আগামী ইষ্টারের ছুটিতে (১২ই, ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৩) অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের স্থান ও মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত [illegible]করবেন। যাঁরা স্বীয় এলাকায় সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা করতে প্রস্তুত তাঁদের অবিলম্বে পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সম্মেলনে যাঁরা টেকনিক্যাল প্রবন্ধ উপস্থাপিত করতে ইচ্ছুক তাঁদের ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রবন্ধের কপি পাঠাতে হবে।

সম্মেলন সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি আহ্বান করছেন।

নিমতিতা মহেন্দ্রনাথ স্মৃতি পাঠাগার

সম্প্রতি নিমতিতা মহেন্দ্রনাথ স্মৃতি পাঠাগারটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রাম্য গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই গ্রন্থাগারটি লইয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের মোট সংখ্যা হইল ৩২। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ (১) সদর মহকুমা ৮, লালবাগ ৮, জঙ্গীপুর ৯ এবং কান্দি ৭।

অদূর ভবিষ্যতে এই মহকুমাগুলিতে এক একটি করিয়া মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইবে।

পল্লী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ-শিবির

হাসানবাদ ১নং উন্নয়ন সংস্থার প্রচেষ্টায় গত ১৭ই নভেম্বর থেকে ১৯শে নবেম্বর পর্যন্ত নাসিরুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৯ জন পল্লী গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে একটি শিবির পরিচালনা করা হয়। এই শিবিরে ১নং উন্নয়ন সংস্থার ১২টি পল্লী পাঠাগারের কর্মিবৃন্দ যোগদান করেন। টাকী রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিক এই তিন দিন গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহায়তায় গ্রন্থাগারের উপর একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী শিবিরে উপস্থিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারবিভাগ শিবিরে দু'দিন ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং স্থানীয় সঙ্ঘ একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক পল্লী পাঠাগারের মাধ্যমে কর্মীদের জনশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য অনুরোধ করেন। শিবির-বাসীদের প্রশংসাপত্র বিতরণের পর শিবিরের কাজ সমাপ্ত হয়।

স্থানীয় গিয়াসুদ্দিন স্মৃতি সাধারণ পাঠাগারের সহায়তায় শিবিরের কার্যসূচি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবন দিল্লীস্থ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টারের পরিচালক নিযুক্ত হওয়ায় উপগ্রন্থাগারিক শ্রীযাদব মুরলীধর মুলে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন।

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ১৯৬২ সালে গৃহীত পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল। নামের পাশে বন্ধনীতে প্রত্যেকে যে বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন সেটা উল্লেখ করা হল,—

১। গণেশচন্দ্র দাস (সি)
২। হরপ্রসাদ মাইতি (বি)
৩। সাধনানন্দ ঘোষ (সি)
৪। বিশ্বনাথ মান্না (সি)
৫। রমেন্দু ভট্টাচার্য (সি)
৬। অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এ)
৭। নিরঞ্জনকুমার শ (এ)
৮। অসিতকুমার ব্যানার্জি (সি)
৯। কালিদাশ ভট্টাচার্য (সি)
১০। অসিরঞ্জন দে (সি)
১১। তারকনাথ চ্যাটার্জী (বি)
১২। অসীমকুমার চক্রবর্তী (বি)
১৩। রবীন্দ্রনাথ মালাকার (এ)
১৪। সনৎকুমার মণ্ডল (বি)
১৫। যামিনীকান্ত দে (সি)
১৬। নির্মলকুমার মান্না (বি)
১৭। অসিতকুমার সরকার (এ)
১৮। নারায়ণকৃষ্ণ ব্যানার্জী (সি)
১৯। প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল (সি)
২০। গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায় (এ)
২১। নিমাইচন্দ্র মণ্ডল (সি)

দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালীর সভাপতিত্বে দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরীর একাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের পাঠকের সংখ্যা ৪৬,০০০ এবং দৈনিক ৩,০০০ পুস্তক লেনদেন হয়। ১৯৬৩ সালের মধ্যে এই গ্রন্থাগারে অন্ধ পাঠকদের জন্য "ব্রেইল বিভাগ" খোলা হবে। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এই গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র শাসিত দিল্লী অঞ্চলের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রূপে সংগঠিত করা হবে, এই গ্রন্থাগারের কতকগুলি শাখা দিল্লীর কয়েকটি স্থানে স্থাপিত হবে। ইষ্ট প্যাটেল নগর এবং সরোজিনী নগরে দুইটি শাখা স্থাপনের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত প্রায়। দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরী অন্যান্য রাজ্য কর্তৃক অনুকরণ উপযোগী একটি আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করছেন।

দ্বারকাদাস গ্রন্থাগার

গত ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬২ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ চণ্ডীগড়ে ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের লাজপত ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই ভবনে ৩০,০০০ পুস্তক সম্বলিত দ্বারকাদাস গ্রন্থাগার অবস্থিত থাকবে। এই গ্রন্থাগারে লালা লাজপত রায় এবং লালা হরকিষণ লালের ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ রাখা হবে।

হিমালয় তথ্য প্রদর্শনী

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে চীনা আক্রমণের পটভূমিকায় হিমালয় অঞ্চলের যথাযথ পরিচয়কে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। নেফা থেকে লাদাক পর্যন্ত হিমালয়ের ভারতাঞ্চল এবং সেই সঙ্গে অন্য পারকেও এ প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

প্রত্যক্ষভাবে চীনা আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াতে আজ আমাদের দেশের এই অঞ্চলগুলো স্বভাবতই দেশবাসীর কৌতুহল উদ্রেক করেছে। যারা আক্রমণ করেছে এবং যারা আক্রান্ত হয়েছে উভয়ের সম্পর্কেই এই কৌতুহল প্রকাশ পাচ্ছে। সেই কৌতুহল নিবৃত্তির দায়িত্ব নিয়েই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিমালয়ের উভয় অঞ্চলকে পুস্তক প্রদর্শনীর সাহায্যে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। প্রদর্শনীতে ২০১টি বই স্থান পেয়েছে। তাছাড়া রয়েছে কিছু দলিল এবং মানচিত্র। সাজানো বইগুলোর দিকে চোখ রেখে প্রথমেই যেটা চোখে পড়েছে তা হল হিমালয়ের বিভিন্ন দেশ ও আমাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলো সম্পর্কে নানাদিক থেকে যতগুলো বইএর এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে তার অধিকাংশই অ-অভারতীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের লেখা। এবং সে লেখা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। এ থেকেই ধারণা করা যেতে পারে ভারতবাসী এ যাবৎ কাল ঐ সব অঞ্চল সম্পর্কে কত কম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছে। লেখকদের মধ্যে আছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃ-তত্ত্ববিদ্ ডাঃ ভেরিয়ার এলইউন, যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকারের অনুরোধে আসামের নৃ-তত্ত্ব গবেষণার কাজে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর লেখা সব কটি বই, ফিউরার হোমিনডর্ফ এর নেফা অঞ্চল সম্পর্কে সব বই, নেপাল সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের রচনা, ভুটান সম্পর্কে অ্যাশলে ইডেনের একটি প্রামাণ্য বই এ প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। কাশ্মীর ও লাদাক অঞ্চলেরও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে এখানে। যে তিব্বতকে কেন্দ্র করে হিমালয় অঞ্চলে চীনের প্রথম ব্যাপক আক্রমণ সেই তিব্বতের ভৌগলিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কে মূল্যবান রচনার সমাবেশ হ'য়েছে। এর পর উল্লেখযোগ্য হ'ল আক্রমণকারী চীন। কিন্তু এখানে প্রথমে আনা হয়েছে সেই ঐতিহ্য সমৃদ্ধ চীনকে—যে চীন আমাদের চিরকালের চেনা। তারপর দেখানো হয়েছে বিপ্লব—বিপ্লবোত্তর গণচীন—এবং আজকের নয়াচীন—যেখানে মাও সে তুং এর লেখা গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে একখানি বই। কৌতুহলী দর্শককে এই বিষয়ে মাও-এর নিজস্ব বক্তব্য জানতে সাহায্য করবে। আর আছে বিভিন্ন বই-এ চীনের অর্থনৈতিক চিত্র—চীনের জনসমস্যা ও আভ্যন্তরীণ নানারূপ সমস্যা। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আয়োজিত এই সময়োচিত প্রদর্শনীটি প্রত্যেক দর্শককে আজকের প্রকৃত অবস্থা জানতে যথার্থই সাহায্য করেছে।

সম্পাদকীয়

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (১)

[এই সংখ্যা থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।]

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সাধারণ ভাবেই সচেতনতার অভাব। গ্রন্থাগার প্রসংগে বিভিন্ন মহলে যে ভাবালুতা এবং উচ্ছ্বাসের আধিক্য আছে, তার সামান্যতম অংশকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করা যেত তবে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার জগতের চিত্রপট অন্যরকম হ'ত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কোন আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিংশ শতাব্দীর অবদান। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গত পঞ্চাশ বছরে বিবর্তনের ধারায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। যে হারে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি হয়েছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি অবশ্য সে অনুপাতে মন্থর। তরুণদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর দেশের ভবিষ্যত উন্নতি নির্ভরশীল—এই উপলব্ধি থেকেই বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষাবিদেরা নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। ছাত্রদের সৃজনশীল চিন্তাশক্তি স্ফুরণের সহায়তার জন্য পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক এই পাঠাভ্যাস সৃষ্টির সহায়ক হ'তে পারে না। পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধির সংগে সংগে অতিরিক্ত পাঠ্যবস্তু সরবরাহ করা প্রয়োজন। সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূরক হিসাবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগঠন, পরিচালন ও উন্নতি সাধনের দায়িত্ব অভিভাবক, শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালকের। কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাব কার্যতঃ তার অগ্রগতি ব্যাহত করে। নীচের চারটি প্রশ্নের জবাবের মধ্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে :

(১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কি ?

(২) উন্নত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি ?

(৩) আমাদের দেশে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি কি ?

(৪) অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকবৃন্দ কিভাবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির সহায়ক হতে পারেন ?

(১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কি ?

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কেবল কতগুলি গ্রন্থের সংগ্রহমাত্র নয়। গ্রন্থ সংগ্রহের যথাযথ ব্যবহারের আগ্রহ, পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি না করলে তা গ্রন্থাগার পদবাচ্য হয় না। বিদ্যালয় ছাত্রকে পঠন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, কিন্তু গ্রন্থাগার গ্রন্থ পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করে। গ্রন্থ সংগ্রহের যৌক্তিকতা তার ব্যবহারে। গ্রন্থ ব্যবহারের সহায়ক হলেন যথোপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার তাই তিনটি মূল উপাদানের সমষ্টি ঃ

(ক) গ্রন্থ সংগ্রহ (খ) গ্রন্থাগার গৃহ এবং (গ) গ্রন্থ নির্বাচনে এবং গ্রন্থ-সংগ্রহকে তরুণ পাঠকদের নিকট জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম গ্রন্থাগারিক।

(ক) গ্রন্থ সংগ্রহ ঃ বর্তমান যুগে গ্রন্থসংগ্রহ কেবলমাত্র পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পত্র পত্রিকা, চিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র তথ্য সমৃদ্ধ আকর গ্রন্থ (রেফারেন্স বই) থাকলে চলবে না। শিশুমনের স্বাভাবিক কৌতূহল এবং জ্ঞানতৃষ্ণা কেবলমাত্র শুষ্ক তথ্য দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। তাঁরা "কি", "কেন", "কেমন করে" ইত্যাদি জিজ্ঞাসার চিত্তাকর্ষক উত্তরের প্রত্যাশী। যদি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে তবে তরুণ পাঠকেরা আনন্দ, জ্ঞানলাভ বা তথ্য আহরণ, যে কোন উদ্দেশ্যের জন্যই হ'ক না কেন গ্রন্থাগার ব্যবহার করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যটি সংগ্রহ করবে।

গ্রন্থ সংগ্রহের আকার কেমন হবে ? সাধারণতঃ এই সংগ্রহ তিন ধরণের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে ঃ

(১) ক্লাশের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম পুস্তক
(২) ক্লাশে অথবা গৃহে পঠন পাঠনের জন্য পর্যাপ্ত পুস্তক
(৩) শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পুস্তক।

আমেরিকার বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ গ্রন্থ সংগ্রহের আকার নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত মান অনুসরণ করা হয় ঃ

২০০র অধিক ছাত্র সমন্বিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ঃ—

(১) নিম্নতম পুস্তক সংখ্যা ঃ ছাত্রপ্রতি ৫
(২) পর্যাপ্ত পুস্তক সংখ্যা ঃ ছাত্রপ্রতি ১০
(৩) বিশেষ ক্ষেত্রে ঃ ছাত্রপ্রতি ২০

গ্রন্থাগারে সব সময় অন্ততঃ ৫০০ খানি পুস্তক থাকা প্রয়োজন। সেই হিসাবে নিম্নতম পুস্তক সংখ্যা হ'ল ২০০×৫+৫০০=১৫০০। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পুস্তক সংখ্যা ছাত্রপ্রতি ১০খানি হওয়া উচিত। তারপর প্রতি বৎসর ছাত্রপ্রতি ১ খানি পুস্তক ক্রয়ের সংস্থান রাখতে হবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই সংখ্যায়

দ্বাদশ বর্ষ | দশম সংখ্যা | মাঘ | ১৩৬৯

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

১২শ বর্ষ] মাঘ : ১৩৬৯ [১০ম সংখ্যা

শিশু-সাহিত্য প্রকাশন পরিকল্পনা

মহেন্দ্র নাথ দত্ত

আধুনিক বাঙলার গোড়ার যুগে দেখা যায় যে বাঙলা ভাষার পথিকৃৎ মনীষীরা বই রচনা করে নিজেরাই তা প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ হ্যালহেডের ব্যাকরণ, আপজনের প্রথম ইংরেজী-বাঙলা অভিধান, কেরীর বাইবেলের অনুবাদ প্রভৃতি অনেক নাম করা যেতে পারে। ইউরোপীয় মনীষীদের এই প্রচেষ্টা ভারতীয় মনীষীদের হাতে তুলে নিতে দেরী হল না। রামমোহন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ধর্মতলায় ইউনিটারিয়ান প্রেস স্থাপন করে নিজের রচিত বই নিজেই প্রকাশ করেছেন। আরো পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নিজের বই প্রকাশ করেছেন। এ ধরণের বহু উদাহরণ আছে। বাংলার বাইরেও এইরূপই হওয়া স্বাভাবিক।

সমাজ যত অগ্রসর হয়, সামাজিক বিন্যাসও তত জটিল হয়। নিজ নিজ জীবিকায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন আর একই ব্যক্তির পক্ষে লেখক ও প্রকাশক হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। লেখকের দায়িত্ব বই রচনা করা, প্রকাশকের দায়িত্ব সেই রচিত বই যথোপযুক্ত সৌষ্ঠবে মুদ্রিত করে পাঠক-সাধারণের কাছে পরিবেশন করা। স্বীকার করতেই হবে যে এই দুটোই বিশেষজ্ঞের কাজ এবং গ্রন্থজগতে দুজনেই দুজনের পরিপূরক। একের সহযোগিতা ভিন্ন অন্যজন নিরর্থক হয়ে যায়। লেখকের রচনা শৈলীই তার বৈশিষ্ট্য এবং সেই বিষয়ে তার বিশেষজ্ঞ হওয়ার অপেক্ষা রাখে। প্রকাশককেও তেমনি বিশেষজ্ঞ হতে হয় সেই রচনাটির বই আকারে প্রকাশন বিষয়ে। অধিকন্তু যথাসম্ভব অধিকতর পাঠকের কাছে সেই বইটি পৌঁছে দেবার দায়িত্বও তাকে গ্রহণ করতে হয়। যোগ্য প্রকাশকের অভাবে অনেক উন্নত রচনা বিফল হতে দেখা গেছে। শিল্পীর সামাজিক সার্থকতা শুধু শিল্পসৃষ্টিতে নয়। সেই শিল্পকে জনসমাজে পরিবেশন করে জনমানসকে আন্দোলিত করাতেই শিল্পের পরিপূর্ণতা। লেখকের পক্ষে এই শেষের কাজটি করেন প্রকাশক।

সামাজিক ও শিক্ষা জগতের বর্তমান বিন্যাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মত প্রকাশকের ভূমিকা কম নয়। "The great publisher is a sort of Minister of Letters ard is not to be without the qualities of a statesman." (Unwin : *Truth about publishing*)। পাঠকের চাহিদা অনুযায়ীই যে বই প্রকাশ করা

প্রকাশকের দায়িত্ব, তা নয় ; গ্রন্থজগতে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বও বেশ কিছু পরিমাণে তার হাতে এসে বর্তেছে। এই প্রসঙ্গে বিলাতের পেঙ্গুইন এন্ড কোম্পানি বা আমেরিকার মডার্ন লাইব্রেরির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বইকে স্বল্পমূল্যে সহজলভ্য ও বহুগুণ প্রচারে এই প্রতিষ্ঠানগুলির নেতৃত্ব অস্বীকার করার নয়।

সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পরিমণ্ডলে যেমন প্রযোজক-পরিচালকদের গুরুদায়িত্ব থাকে শ্রোতা ও দর্শককে আনন্দদানের সংগে তার মানসভূমিকে রুচিবান ও সঞ্জীবিত করে তোলার, প্রকাশকের দায়িত্বটি মনে হয় তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গ্রন্থের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানে যত উঁচুতে মানুষ পৌছাতে পেরেছে তার সন্ধান। নতুন প্রকাশনার দ্বারা দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী সেই ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হল কিনা প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করতে হলে অবশ্যই সে বিচার করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে লেখক-প্রকাশক-পাঠক সম্পর্কটি এসে পড়ে। স্বতন্ত্র প্রকাশক শ্রেণীর উদ্ভব হওয়াতে সেযুগের মত লেখককে আর প্রকাশক হতে হয় না ; এখন পাঠকের হাতে লেখকের রচনা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব প্রকাশকের। লেখকের রচনা সম্পর্কে আপাত বিচার অবশ্যই প্রকাশক করে থাকেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিচার থাকে পাঠকের হাতে, কারণ কড়ি দিয়ে বই কিনবে সেই। এবং তারই একটা অংশ প্রকাশক লেখকের হাতে তুলে দেবেন। সেকালের মত রাজা ও ধনীর বদান্যতায় এখন আর লেখকদের জীবিকা অর্জন করতে হয় না। কাজেই পাঠক-সামান্যের রুচির ওপর লেখক ও প্রকাশককে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বৈচিত্র্যময় নতুন রচনার ঝুঁকি প্রকাশককে নিতেই হয়, সেখানে থাকে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। এসব ক্ষেত্রে অনেক প্রকাশকের পক্ষে ঝুঁকি নেবার অনিচ্ছা দেখান স্বাভাবিক। আবার সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অথচ অর্থনৈতিক সাফল্য অনিশ্চিত—এরকম প্রকাশনার ঝুঁকি সাধারণ প্রকাশক নিতে চান না—কাজেই এ ধরনের প্রকাশনার জন্যে সরকারী আনুকূল্যে কোন সুধী-সমিতি দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে বই-এর কয়েকটা শ্রেণীবিভাগ আছে, যেমন, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি। কোন একজন প্রকাশকের পক্ষে সমস্ত শ্রেণীর বই প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, কাজেই প্রকাশককেও এক বা একাধিক শ্রেণীর বই প্রকাশনায় বিশেষত্ব অর্জন করতে হয়। সেই শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশনায় প্রকাশক যেমন বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুযোগ পায়, তেমনি প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান হিসাবেও তার সুনাম বাড়ে।

লেখক এখানে শিশু নয়, পাঠক এখানে শিশু ; ফলে অসুবিধা এই যে প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের সমালোচনা প্রকাশকের পক্ষে পাওয়া যেমন সহজসাধ্য শিশুদের সমালোচনা পাওয়া তেমন দুঃসাধ্য। আরও মুস্কিল এই যে প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবক তাঁর বিচার অনুযায়ী শিশুটিকে বই কিনে দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে শিশু-পাঠকের সংগে প্রকাশকের যোগটি প্রত্যক্ষ নয়, প্রাপ্তবয়স্ক ক্রেতার মারফত, কাজেই সমস্যাটি অনেক বেশী জটিল।

একটা কথা উঠতে পারে, শিশুদের বিচারের দাম কি? তাদের শারীরিক পুষ্টির জন্য যেমন খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ দরকার, মনের খোরাকের জন্য বই, সংগী বা খেলাধুলো তেমনি অভিভাবকই নির্বাচন করে দেবেন। কথাটার সংগে আমাদের বিরোধ নেই। ঠিকই শিশুটিকে সামাজিক যোগ্যতায় ভূষিত করা সত্যই অভিভাবকের দায়িত্ব; শিশুর এই ক্ষমতা নেই বলে বাছ-বিচার তাঁকেই করতে হবে। কিন্তু যে বইটা শিশুর হাতে এলো তা তার সত্যই মনোগ্রাহী হল কিনা, কতটুকু রস সে পেল, সত্যই উত্তীর্ণ বই করতে হলে সে খোঁজ নেওয়াটা আগে দরকার। শিশুকে মেরেধরে যদি বা খাওয়ানো যায়, সত্যিই তার ভাল না লাগলে কোন বই-ই ভাল লাগান যাবে না বইটি অভিভাবকের কাছে যতই ভাল মনে হ'ক না কেন। শিশুই শিশুদের বইয়ের চূড়ান্ত বিচারক—একথাটা অস্বীকার করার নয়।

শিশুদের মনের পরিপুষ্টি ও বিকাশ এত দ্রুততালে হতে থাকে যে বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তাদের চাহিদা মেটাতে হয়। যেমন ধরা যাক—তিন বছর থেকে পাঁচ, পাঁচ থেকে সাত, সাত থেকে দশ, দশ থেকে বারো এবং বারো থেকে পনর। বয়স ভাগ করার বিষয়ে ভারত সরকার দুটো ভাগ করেছেন—সাতের নিচে এবং সাত থেকে বারো। কিন্তু বহু শিশু বিশেষজ্ঞের এবং শিশু-সাহিত্য লেখকের মতে এই ধরনের মোটা দুটো ভাগ করা যথেষ্ট নয়, আরও ছোট ছোট ভাগ হওয়া দরকার। বারো থেকে পনর বয়সটিও বাদ দিতে অনেকে নারাজ, কিশোর সাহিত্য বলে আলাদা কোন নাম না থাকায় শিশু সাহিত্যের মধ্যে এটিকে তাঁরা ধরার পক্ষপাতী। মনে হয় ছোট ছোট ভাগ করাটাই সমীচীন—প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিচারের পক্ষে এইটাই বেশী কার্যকর। তিন থেকে পাঁচ বয়সের শিশুদের অনেকেরই অক্ষর পরিচয় থাকে না, বই তাদের পড়ে শোনাতে হয়, কাজেই বইয়ের রচনা এবং পরিসাজ তাদের এমনি মনোগ্রাহী হওয়া দরকার, যাতে সাধারণভাবে বই সম্পর্কে তাদের একটা আগ্রহ জন্মাতে পারে, তারা যেন বই-মুখীন হয়ে বড় হয়। বড় বড় পাতাজোড়া ছবি ও হাল্কা ছড়া, ছোট গল্প এই বয়সের পক্ষে খুব উপযুক্ত, তাই পৃথিবীর সব দেশের এবং ভাষার সমশ্রেণীর বইয়ে এই জিনিসই দেখা যায়। পাঁচ থেকে উর্ধ্ব বয়সের শিশুদের চাহিদা এবং প্রয়োজনও অন্য ধরনের। তারা তখন বই পড়তে শিখছে, ইস্কুলে যাচ্ছে। কাজেই তাদের জন্য বইও চাই অন্য। লেখক ও প্রকাশককে সেইভাবে চিন্তা করতে হবে।

শিশু-সাহিত্য প্রকাশনায় একটা বড় ভূমিকা হল ছবির। তারা যে ছবি ভালবাসে শুধু, সেজন্যে নয়। শিশুমন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, একটা লাঠির ওপর বসে বোঁ বোঁ করে তারা কল্পনায় গাড়ি চালিয়ে যেতে পারে। শিশুমন আবার বিক্ষিপ্ত, একটা খেলনা বেশীক্ষণ ভাল লাগে না; তারা আবার অভিজ্ঞতাহীন এবং কোন চিন্তাকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে পারে না। এ-সব চাহিদা মেটাতে ভূরি ভূরি কথার চেয়ে একটি ছবি অনেক ফলপ্রসূ। অনেক কথা খরচ করে গন্ধমাদন

পর্বত বয়ে আনার গল্পটা যেভাবে বোঝান যাবে তার চেয়ে একটি ছবি দিয়ে অনেক সহজে বোঝান সম্ভব। অবশ্য কথাও কিছু সঙ্গে চাই। কাজেই শিশু সাহিত্যের প্রকাশককে ছবির দিকেও একান্তভাবে দৃষ্টি দিতে হয়।

শিশু-সাহিত্যে যোগ্য লেখকের মত যোগ্য চিত্রশিল্পীর দানও কম নয়। সেজন্য লেখকের সঙ্গে চিত্রশিল্পীকেও সমদৃষ্টিতে দেখা কর্তব্য। ছোটদের একটি বইয়ে লেখা এবং ছবি দুই-ই সমপর্যায়ের উন্নত না হলে বইটি উত্তীর্ণ হতে পারে না। বিকৃত রুচির লেখাও যেমন শিশু-সাহিত্যে পরিত্যাজ্য—তেমনি ছবিও। এদিক দিয়ে কিছু পরিমাণে অভিভাবকের দায়িত্বও প্রকাশককে নিতে হবে।

শিশু-সাহিত্য প্রকাশনা ক্ষেত্রে যেমন বিশেষজ্ঞ প্রকাশকের প্রয়োজন মনে হয়, তেমনি বিশেষভাবে ছোটদের জন্যও বইয়ের দোকান থাকা দরকার। বড়দের লাইব্রেরিতে ছোটদের কিছু বই থাকলেও ছোটরা তা থেকে ষোলআনা লাভবান হতে পারে না। ছোটদের বই সে দোকানে ভালভাবে প্রদর্শিত হওয়া সম্ভব নয়—কাজেই ছোটদের মনোমত পছন্দ করার উপায় থা.ক না। সেই জন্য শুধু মাত্র ছোটদের বই থাকবে—এমন দোকান থাকা দরকার। দেশ-বিদেশের সেরা সেরা বই সেখানে সংগৃহীত হতে পারে। ছোটরাও সেখানে ক্রেতা হিসাবে যেতে পারে, বই পছন্দ করে কিনতে পারে। তাতে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। প্রকাশকরাও অন্যান্য প্রকাশনার সঙ্গে তাদের প্রকাশনার তুলনামূলক বিচার করে লাভবান হতে পারেন। কি ধরনের বই ছোটরা পছন্দ করে, তাদের কি ধরনের বইয়ের অভাব প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য এ ধরনের বইয়ের দোকান থেকে পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া প্রয়োজন শুধু ছোটদের জন্য লাইব্রেরী। দেশে এর প্রচুর প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। সেখানে থাকবে শুধু ছোটদের বই—অর্থাৎ ৩ থেকে ১৫ বৎসরের ছেলেদের পাঠের উপযোগী। স্কুল পাঠ্য পুস্তক তাতে না থাকলেই ভাল।

বহু উচ্চারিত হলেও একটি মূল কথা এখানে স্মরণযোগ্য যে শিশুরাই ভবিষ্যৎ। আমাদের অবর্তমানে তারাই দীপ জ্বালিয়ে রাখবে। বর্তমানে সমাজরক্ষক হিসাবে আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। সচেতন প্রকাশকের আর্থিক সফলতাই একমাত্র চিন্তা হতে পারে না যেমন পারে না অধ্যাপনা-ব্রতী অধ্যাপকের। আর্থিক সাফল্যের অনেক পথ আছে। প্রকাশককে খুব সচেতন-ভাবে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রয়াসী হতে হবে—তবেই তিনি হবেন আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার কাজটা বাস্তবিকই আজ সমবেত দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমানের এই পারস্পরিক নির্ভরশীল জটিল যুগে কারুরই পক্ষে সে দায়িত্ব একক প্রচেষ্টায় পালন করা সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে সমভাবে দায়িত্বটি বণ্টন করে নিতে হবে, এবং এইখানেই আসে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা।

পরিকল্পনা বিষয়টা এতই গুরুতর এবং প্রকৃত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে

তুলতে হয় যে এখানে কল্পনার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা আমরা জানবো কি করে? সারা দেশজুড়ে শিশু সাহিত্যের কতটা উন্নতি হয়েছে, বিভিন্ন অঞ্চলের কি কি বিভিন্ন সমস্যা; এর মধ্যে জুড়ে আছে লেখকের সমস্যা, চিত্রশিল্পীর সমস্যা, প্রকাশকের সমস্যা, পুস্তকবিক্রেতার সমস্যা, মুদ্রকের সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, এবং সর্বোপরি শিশু সাহিত্যের নীতিগত ও আদর্শগত সমস্যা। প্রাথমিক অবস্থায় সমস্ত বিষয়টি অনুশীলন করার জন্য একটি পর্যালোচনা কমিটি এবং পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। এই কমিটিতে থাকবেন—লেখকের প্রতিনিধি, চিত্রশিল্পীর প্রতিনিধি, প্রকাশকের প্রতিনিধি, সেই সংগে মুদ্রকের প্রতিনিধিও এবং কমিটিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপন করতে হলে, বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি। এছাড়াও আরও একটি বড় কাজ আমাদের করা দরকার—সেটি হল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিশু সাহিত্যের একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি স্থাপন এবং বিভিন্ন রাজ্যেও একটি করে লাইব্রেরি স্থাপন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিশু-সাহিত্যে কি কি বই প্রকাশিত হচ্ছে, তার যদি এক জায়গায় সংগ্রহ থাকে, সর্বদিক দিয়ে শিশু সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে সেটি সহায়ক। মোটা রকমের আর্থিক সংগতির প্রয়োজন হয় না, যদি আমরা সকল প্রকাশকের সহায়তা পাই। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি সদস্যভুক্ত প্রকাশকদের স্বেচ্ছাকৃত দানে একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন; সেই রকম সকল শিশু-সাহিত্য প্রকাশকের স্বেচ্ছাকৃত সহায়তায় এই রকম লাইব্রেরি গড়ে তোলা যায়। সেই লাইব্রেরি থেকে পরিকল্পনাকারী কমিটি পর্যবেক্ষণের, প্রয়োজন নির্ধারণের এবং পরিকল্পনার প্রভূত সাহায্য পাবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

আর একটা কাজের কথায় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভারতের ইদানীং কালের একটি বড় সমস্যা হল—National Integration। নিজের রাজ্যের ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে প্রত্যেককে ভারতীয় মন নিয়ে চিন্তা করতে শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ দায়িত্বটা সাহিত্যের মাধ্যমে অনেকটা পালন করা যেতে পারে। বিভিন্ন ভাষার শিশু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলিকে অপরাপর ভাষায় অনুবাদ বা ভাবান্তর করে যদি অপরাপর রাজ্যের ছোটদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে শিশু বয়স থেকে তাদের ভারতীয় করে গড়ে তোলাটা অনেক সহজসাধ্য হয়—পরিকল্পনা কমিটি অবশ্যই এবিষয়ে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করবেন বলে ভরসা করি।

[প্রথম নিখিল ভারত শিশু-সাহিত্য সম্মেলন-এর কলিকাতা মার্বেল প্যালেসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনের (১৬.৯.৬২) 'শিশু সাহিত্য প্রকাশন-পরিকল্পনা' সংক্রান্ত আলোচনার উদ্বোধন-ভাষণ।]

"শ্রীসরস্বতী" পত্রিকায় সৌজন্যে প্রকাশিত

বনবিহারী মোদক

আন্ত গ্রন্থাগার পারস্পরিক গ্রন্থ বিনিময়

পাঠকরা গ্রন্থাগার থেকে বাস্তব উপকার কতটুকু কি পান, গ্রন্থাগারের সাফল্য বা ব্যর্থতা তাই দিয়েই নিরূপিত হয়। বইপত্রের আয়োজনকে সাধ্যমত সুব্যবস্থিত করেই কর্তব্য শেষ হল মনে করে, আমরা গ্রন্থাগারকর্মীরা হয়ত আত্মতুষ্টির ভাব নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি। কিন্তু, সেটা আর যাই ই হোক, গ্রন্থাগারের সাফল্যের আসল মাপকাঠি নয়। সর্বাধিকসংখ্যক পাঠকের সমস্ত চাহিদার কতটুকু আমরা মেটাতে পারছি—এ-প্রসঙ্গে আসল বিবেচ্য সেইটাই।

নানা ধ্যান-ধারণাবিশিষ্ট মানুষ নানারকম চাহিদা নিয়ে গ্রন্থাগারে আসেন, এটা আমাদের অজানা নয়। লাইব্রেরী যত সমৃদ্ধ ও সুব্যবস্থিতই হোক না কেন, সকলের সব চাহিদা পূরণ করা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই অবস্থাটা পরিবর্তন করার কোনো প্রচেষ্টাই কি আমরা করতে পারি না?

যত্নশীল ও বিদগ্ধ একজন পাঠক হয়ত এমন একখানি বই চাইছেন, আমার গ্রন্থাগারে যেটি নেই। অনতিদূরে অবস্থিত আরেকটি লাইব্রেরীতে ঐ বইখানার একাধিক কপি আছে, এটা আমি জানি। তা সত্ত্বেও আমি যদি সেই ভদ্রলোককে বইটি যোগাড় করে দেবার কোনও ব্যবস্থা না করি, তাহলে কি আমি কর্তব্যভ্রষ্ট হব না?

কিন্তু এই ধরণের স্থায়ী সমাধান করতে হলে, একবার একখানা বই আনিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। এক অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে নিয়মিত গ্রন্থবিনিময়-ব্যবস্থার প্রবর্তনই এ-ব্যাপারের একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান। "বিনিময়" শব্দটি এখানে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে, এইজন্যে এটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। কোনো জিনিসের বদলে অন্য জিনিস বরাবরের জন্যে লেনদেন করাকেই সাধারণতঃ বিনিময় বলা হয়। বক্ষ্যমান নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থবিনিময় কিন্তু বরাবরের জন্যে বদলা-বদলি বোঝাচ্ছে না। নির্দিষ্ট দিনকতকের জন্যে বই বদলা-বদলিই আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যবস্থার লক্ষ্য।

সমুন্নত গ্রন্থাগারব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রসমূহে এই গ্রন্থবিনিময়ের কাজ যেভাবে পরিচালিত হয়, তার অনেক কিছুই আমাদের দেশেও সাফল্যের সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক একটি অঞ্চলের ছোট-বড় সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সংগ্রহ একটি ইউনিয়ন ক্যাটালগে নির্দেশিত হয়। ঐ ক্যাটালগ সমস্ত গ্রন্থাগারেই রাখা হয়। এর সুফলস্বরূপ অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁর নিকটতম গ্রন্থাগারে বসেই, দূরতম গ্রন্থাগারে রক্ষিত তাঁর দরকারী কোনও বইয়ের হদিস পেতে পারেন। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে, বই পাওয়ার ব্যাপারেও তাঁকে অসুবিধে পোয়াতে হয় না।

বিনিময়ব্যবস্থা চালু করার বাস্তব সুবিধে-অসুবিধেগুলো এইবার বিচার করে দেখা দরকার। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন। একই কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন গ্রন্থাগারসমূহের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা যতটা সফল হতে পারে, বিভিন্ন সংস্থার কর্তৃত্বাধীন লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে ততটা হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগীতার গুণগানে আমরা যতই পঞ্চমুখ হই না কেন, বিষম ব্যবস্থাধীন গ্রন্থাগারসমূহের ক্ষেত্রে বিনিময়ের বা অন্য যে কোন ব্যাপারের খুব বেশী সাফল্য আশা করাটা, বর্তমান বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই ভুল। মফস্বলের সরকার-পরিচালিত ও বেসরকারী লাইব্রেরীগুলোর সম্পর্কের কথা চিন্তা করলেই একথার সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারব।

গ্রন্থবিনিময়ের কার্যপ্রণালী নিম্নোক্ত তিন প্রকারে পরিচালিত হওয়া সম্ভব ঃ

(১) একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন সমস্ত লাইব্রেরী থেকে বই আনবে এবং প্রতিটি লাইব্রেরীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেসব বই বণ্টনের ব্যবস্থা করবে। বই ফিরিয়ে এনে মালিক গ্রন্থাগারগুলোর কাছে সেগুলো ফেরৎ পাঠানোর দায়িত্বও থাকবে ঐ কেন্দ্রীয় সংগঠনেরই ওপর।

(২) এক একটি গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে অন্য লাইব্রেরী থেকে বই আনবে এবং কাজ শেষ হলে, নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে তারাই সেগুলো ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে।

(৩) চুক্তি ও স্বীকৃতির আওতাভুক্ত যে কোন গ্রন্থাগারের যে-কোন bonafide সদস্য, ব্যক্তিগতভাবে অন্য যে-কোন লাইব্রেরীর বইয়ের প্রার্থী হতে এবং বই নিতে পারবেন—গ্রন্থাগারসমূহ নিজেদের মধ্যে এইরকম নিয়ম চালু রাখবেন।

এইবার প্রথা তিনটির আপেক্ষিক দোষগুণের আলোচনায় আসা যাক। প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটির গুণ ঃ

(ক) চাহিদা ও সরবরাহ একই কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে, এই রীতিতে বণ্টনও সুসমঞ্জস হতে পারে।

(খ) কোনও একটি লাইব্রেরী তার কাজে গাফিলতি করলেও, কেন্দ্রীয় সংগঠন অন্য সহযোগীদের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারেন।

(গ) একটি বিভাগ শুধু এই আদানপ্রদানের কাজ নিয়েই থাকে। ফলে কাজটি দক্ষতা ও তৎপরতা সংগে সাধিত হতে পারে।

(ঘ) যে ইউনিয়ন ক্যাটালগ এই ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ, একমাত্র কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষেই তা সুষ্ঠু ও সুব্যবস্থিতভাবে তৈরী করা এবং সবসময় হালনাগাদ রাখা সম্ভব। ব্যবস্থাটির কয়েকটি দোষও আছে। তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলোই উল্লেখযোগ্য ঃ

১। অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব থাকে বলে, ইউনিট লাইব্রেরীগুলো এতে নিরুদ্যম হয়ে পড়তে পারে।

২। কেন্দ্রীত ব্যবস্থা অনেকটা নিষ্প্রাণ যন্ত্রবৎ কাজ করে। একটি ইউনিট লাইব্রেরীর একজন পাঠক হয়ত জরুরী প্রয়োজনে কোনও একটি বিশেষ বইয়ের জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন। দূরস্থিত কেন্দ্রীয় সংগঠন তাঁর সেই তাগিদ বুঝবেও না, তাড়াতাড়ি কিছু করবেও না।

দ্বিতীয় প্রথাটির (গ্রন্থাগারের নিজস্ব উদ্যোগ) ভালো-মন্দ এইবার তলিয়ে দেখা যাক ঃ

গুণ ঃ নিজেদের প্রয়োজনের জন্যে গ্রন্থাগার নিজেই এতে সচেষ্ট হয়। ফলে গন্ধমাদন টানাটানির দরকার হয় না, ঠিক বিশল্যাকরণীটি আসে।

দোষ ঃ সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় গ্রন্থাগারগুলো ছোটখাট লাইব্রেরীগুলোর সঙ্গে আদান-প্রদান রাখতে উৎসাহ বোধ করবেন না। "আমাদের নেই, এমন কোনও বই-ই তো ওদের কাছ থেকে পাবার আশা নেই। তাহলে মিছিমিছি এত হুজ্জোৎ করে লাভ কি ?" —তাঁদের ভাবটা হবে অনেকটা এইরকম।

সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথা যেটিতে বলা হয়েছে, সবশেষে উল্লিখিত সেই তৃতীয় প্রথাটির সুবিধে-অসুবিধেও প্রণিধানযোগ্য। এটির গুণ ঃ

প্রয়োজন ও রুচিমাফিক, পাঠক নিজেই তাঁর নিজের চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারেন। গ্রন্থাগারকে বিনিময় সম্বন্ধীয় কোন ঝামেলাই পোয়াতে হয় না।

দোষ ঃ ১। এক লাইব্রেরীর সভ্য আরেকটি লাইব্রেরী থেকে বই আনতে গেলে সেখানে তিনি যথোচিত মনোযোগপূর্ণ সেবা পাবেন কিনা, আমাদের দেশের ব্যবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে সে কথা খুব নিশ্চিতভাবে বলা চলে না।

২। আমাদের গ্রন্থাগারের একজন সদস্য আপনার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে, বইটির কোনও ক্ষয় ক্ষতি করলে, আমাদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আপনাদের মন কি একটুও বিরূপ হবে না? বলা বাহুল্য, তা হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং তার ফলে গ্রন্থাগার দুটির পারস্পরিক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হওয়াও অসম্ভব নয় মোটেই।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তিন নম্বরের ব্যবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রবন্ধের আওতার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, ওতে বইয়ের লেনদেন সবকিছুই হচ্ছে পাঠকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে; এ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের সক্রিয় করণীয় প্রায় কিছুই নেই। কাজেই, প্রথমোক্ত পদ্ধতিটির যে কোনও একটিই আমাদের বেছে নিতে হবে। ও দুটির তুলনামূলক বিচারে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, হরেদরে দুটোই প্রায় সমান। অতএব স্থানীয় অবস্থা ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে যেটিই সুবিধেজনক বলে মনে হোক না কেন, বিনা দ্বিধায় সেটিই গ্রহণ করার কোন বাধা নেই।

গ্রন্থ বিনিময়ের কাজ সাফল্যের সঙ্গে চালাতে গেলে একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, ছেড়া ও জরাজীর্ণ বই প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝির কারণ ঘটায়। হাল আমলে প্রকাশিত বাংলা বইগুলো এতই ঠুনকো ও দুর্বল যে, এসব বই আনকোরা নতুন অবস্থায় অন্য গ্রন্থাগারকে দিলেও,

ফেরৎ পাওয়ার সময় সেগুলোর মলিন ছিন্নদশা প্রায় অবধারিত। অল্প আর্থিক সংগতি নিয়ে যে সব ছোটখাট গ্রন্থাগারের কাজ-কারবার, অন্যের দ্বারা ঘটানো এই ক্ষতি তাদের মনোকষ্টের কারণ হওয়া খুবই সম্ভব। কাজেই, এই অপ্রীতিকর সম্ভাবনা পুরোপুরি এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। বেশী পুরনো বা জীর্ণ বই দেওয়া একান্তই অপরিহার্য হলে, আলাদা তালিকা করে সেগুলো প্যাকেট বা পুঁটুলি বেঁধে দেওয়া ভাল। প্রাপক পক্ষ তাতে ওগুলোর জীর্ণদশা সম্বন্ধে প্রথম থেকেই সচেতন ও সতর্ক হতে পরাবেন।

সংসারের অন্য যে কোন কাজের মতো, একাজের সাফল্যের জন্যেও নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব সর্বাধিক। কেন্দ্রীয় সংগঠন বিনিময় কার্যের নিয়ামক হলে, তাঁরাই দরকার মাফিক নিয়মকানুন তৈরী করবেন। সহযোগী গ্রন্থাগারগুলো সেসব নিয়ম সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা, সেদিকেও তাঁদেরই লক্ষ্য রাখতে হবে।

সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীগুলো নিজেরাই যদি বিনিময়ের কাজ চালান, তাহলে তো সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। কারণ, তখন তো আর তাঁদের ওপর অভিভাবকত্ব করার মতো কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা নেই, যে বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দেবে।

এই ব্যবস্থা একবার চালু হয়ে গেলে, সংগ্রহের কোনও অসম্পূর্ণতার জন্যে কোনো লাইব্রেরীকেই নিন্দিত হতে হবে না। কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় অথচ দাম বেশী, এমন বই বেশী কিনে মোটা টাকা আবদ্ধ করে রাখারও দরকার হবে না। এই জাতের বই একটা গ্রন্থাগার কিনলে, অন্যান্য সহযোগীরাও তার থেকেই কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। ফলে এক একটি লাইব্রেরীর পক্ষে তাঁদের গ্রন্থ সংগ্রহের একটি বিভাগকে সুসম্পূর্ণ করে তোলা সম্ভব হবে। একটা গ্রন্থাগারের পক্ষে সব বিষয়ের সব বই কেনা সম্ভব নয়, হয়ত বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের দু-একটা শাখার সমস্ত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কেনা সম্ভব এবং সমর্থনযোগ্য। তাতে সহযোগী গ্রন্থাগারসমূহের সংগ্রহ একত্র ধরলে, অতীব সমৃদ্ধ ও সর্বাংগীণ সুসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থভাণ্ডার পাওয়া যাবে। সফল বিনিময় ব্যবস্থার সক্রিয় অংশভাগী হলে, ছোট্ট একটি গ্রন্থাগারও সুধী পাঠক সমাজকে আশ্বাস দিতে পারবে :

"আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে......"

বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (২) : ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া তিন হাজারেরও বেশী দ্বীপ নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে যবদ্বীপের লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। এর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটী অর্থাৎ সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার লোকসংখ্যার অর্ধেক। মলাক্কা দ্বীপে পৌঁছানোর আশা নিয়ে কলম্বাস তাঁর যাত্রা সুরু করে আকস্মিক ভাবে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

রোমান হরফে ইন্দোনেশিয়ার ভাষা লিখিত হয়। যদিও এখনও অনেক ভাষা এবং হরফ এখানে প্রচলিত আছে তবুও অধিকাংশ ইন্দোনেশিয় জাতীয় ভাষা "ভাসা ইন্দোনেশিয়া"র সঙ্গে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজী ভাষা সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য।

ইন্দোনেশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা জাতীয় অষ্টম বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার (১৯৬১-১৯৬৯) অন্তর্ভুক্ত। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের উন্নয়নের ভার পৃথক সরকারী দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

বিদ্যালয়, সাধারণ এবং প্রাদেশিক গ্রন্থাগার

ইন্দোনেশিয় সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হ'ল প্রতি বালককে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা। বুনিয়াদী শিক্ষা বিভাগের অধীনে ১৯৬০সালে একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার শাখা গঠিত হয়েছে। প্রাথমিক এবং উত্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী সাহায্য দান হ'ল এর কাজ। ১৯৪৫ সাল থেকে প্রকাশিত ৯০০ গ্রন্থ সম্বলিত একটি তালিকা ১৯৬১ সালে সংকলিত হয়েছে।

জেলার ভিত্তিতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি স্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত তথ্যানুসারে ১৯৬১ সালে পাঠক প্রতি বইয়ের সংখ্যা হ'ল '০১৫। পাঠকের সংখ্যা বেশী হ'ল যবদ্বীপের বাইরে। গল্প উপন্যাস ব্যতীত ইতিহাস ও জীবনীর চাহিদা (শতকরা ২০) সর্বাপেক্ষা অধিক। সমাজবিজ্ঞানের চাহিদা হল শতকরা ১৭'৩ ভাগ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবস্তুর চাহিদা হ'ল ব্যবহারিক বিজ্ঞান শতকরা ১৭ ভাগ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শতকরা ৬ ভাগ। অর্থাৎ ১০ হাজার পাঠক প্রতি ৯ খানি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বই এবং ৩ খানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বই লেনদেন হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা বিভাগ জেলা এবং গ্রামগুলির মধ্যে বিতরণের জন্য প্রায় ২০০টি আঞ্চলিক কেন্দ্রকে পুস্তক সরবরাহ করে থাকেন। এক একটি জেলায় আনুমানিক লোক সংখ্যা হ'ল ৫ লক্ষ। প্রত্যেকটি জেলার জন্য এক একটি জেলা গ্রন্থাগার আছে।

জেলা গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যা হ'ল ৪। গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য চাঁদার প্রয়োজন হয়। এই চাঁদা দিয়ে সরাসরি পুস্তক ক্রীত হয় না। জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারে এই অর্থ জমা দেওয়া হয়।

প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের সংখ্যা হল ১৮। এর মধ্যে ৭০ হাজার পুস্তক সম্বলিত জাকার্তার গ্রন্থাগারটিই সর্ববৃহৎ। উল্লেখযোগ্য আর দুটি গ্রন্থাগার হ'ল সেমারাঙগ (পুস্তক সংখ্যা ৪০ হাজার) এবং মাকাস্সার (পুস্তক সংখ্যা ১০ হাজার)। ১৯৬১সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনে প্রতিটি অঞ্চলের গ্রন্থাগার-গুলিকে কারিগরী সাহায্য এবং গ্রন্থ সংগ্রহ ও কর্মপদ্ধতিকে সুসংহত করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা না করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সম্ভারের সন্ধান ও তাদের যথাযথ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছেন। জাকার্তার প্রাদেশিক গ্রন্থাগার জাকার্তা এবং বোগরের ৬২টি গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের একটি পরীক্ষা-মূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করবার চেষ্টা করছেন। প্রকৃতপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই ভিত্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মুখ্যতঃ পৃথক পৃথক কতগুলি বিদ্যালয়ের সমন্বয় সাধন করে গঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। উপরন্তু ইন্দোনেশিয়ায় কলা শিক্ষার প্রাকস্নাতক পর্যায়ের কলেজেরও অস্তিত্ব ছিল না। ফলে ইন্দোনেশিয়ার কোন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বিদেশী শাসন চলাকালীন অবশ্য কয়েকটি বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। এখন এগুলিকে উন্নত করবার চেষ্টা চলেছে। বর্তমানে আমেরিকার সহায়তা সত্ত্বেও শক্তিশালী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব হচ্ছেনা। প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই সমস্ত কর্মপন্থা গৃহীত হচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ ইন্দোনেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রতিষ্ঠিত "মেডিকেল স্কুল লাইব্রেরী" এবং "স্কুল অব ইকনমিক্স লাইব্রেরী'র নাম করা যেতে পারে। প্রথমোক্ত গ্রন্থাগারটি ১৮৫০ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এরপুস্তক সংখ্যা এখন ১৫ হাজার। "স্কুল অফ লিটারেচার লাইব্রেরী"র চীনা পুস্তক সংগ্রহ ঐ অঞ্চলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

বৈদেশিক সাহায্যের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সুসংগঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের জন্য আধুনিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ এবং গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার ব্যাপারে এই বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। Kentucky Contract Teamএর

পরিকল্পনা অনুযায়ী United States Agency for International Development নামক সংস্থা বান্দুংএর Institute of Technology, জাকার্তার Gadjah Mada University এবং সুরাবায়ার Airlangga Universityকে অনেক অর্থ সাহায্য করেছেন। Ford Foundation ও বান্দুং, মদান এবং মালাংস্থ Teachers Collegeকে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

বিশেষ গ্রন্থাগার

ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থাগার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। Bibliotheca Bogoriensisএর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক সংগ্রহের খ্যাতি বিশ্ব জোড়া।

বোগরের Botanical Gardens এ ১৮৪১ সালে এই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রন্থ সম্বলিত এই গ্রন্থাগার ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন গবেষণাগারে অবস্থিত ২৬টি শাখা গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহ করে। কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক ১৫০০ খানি পত্র পত্রিকা এই গ্রন্থগারে নিয়মিত গৃহীত হয়। গ্রন্থাগারের নিজস্ব নতুন একটি চারতলা ভবনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জীববিদ্যা এবং কৃষি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের তথ্য সরবরাহ করবার জন্য বর্তমান বৎসর থেকে Documentation Serviceএর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে যে দুটি গ্রন্থাগারের উন্নতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে তাদের নাম হল National Science Foundation Library এবং Department of Communication Library। প্রথমোক্ত গ্রন্থাগারটি বান্দুংএ অবস্থিত। শেষোক্ত গ্রন্থাগারটি সম্প্রতি বান্দুং থেকে জাকার্তায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

কলা, সাহিত্য এবং সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক সমৃদ্ধ জাকার্তাস্থ Museum Library ১৭৭৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এর পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার। জাপ শাসনকালীন (১৯৪১ থেকে ১৯৪৫) প্রকাশিত পুস্তক সংগ্রহে এই গ্রন্থাগার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিপ্লবী যুগের (১৯৪৫—১৯৪৯) পুস্তকের জন্য জোগজাকার্তার প্রাদেশিক গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। জাকার্তার Library of Social and Political History এবং জোগজাকার্তার Hatta Foundation Library যথাক্রমে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য বিখ্যাত।

জাতীয় গ্রন্থাগার

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের নতুন ভবনটিতে মোট ২৬,০০০ বর্গ মিটার স্থান থাকিবে। জাকার্তার ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীর পশ্চাতে এই গ্রন্থাগার গৃহটি নির্মিত হবে। গ্রন্থাগারে একসঙ্গে ৫০০ পাঠকের বসবার বন্দোবস্ত থাকবে, চারলক্ষ পুস্তকের উপযোগী স্থান থাকবে।

অন্য দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের ন্যায় এই গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্তব্য হবে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কিত সমস্ত ও পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করা, ইন্দোনেশিয়ায় প্রকাশিত পুস্তক পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে জমা নেবার জন্য আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলন ও প্রকাশ, পুস্তক ও পত্র পত্রিকার ইউনিয়ন ক্যাটালগ সংকলন ও সংরক্ষণ করা। স্থানীয় এবং বিদেশী গ্রন্থাগার কর্মীদের সহায়তায় এই গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজ সুরু হয়েছে।

ডকুমেন্টেশন কার্য

Council for Sciences of Indonesiaর অধীন ৭টি গবেষণাগার স্থাপন করবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। গবেষণা কর্মীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করবার জন্য National Clearing Centre for Scientific & Technical Information সংস্থা স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। এই ব্যাপারে Unesco সহযোগিতা এবং সাহায্য গ্রহণ করা হবে। ১৯৫৮ সাল থেকে ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদির সারাংশ *Indonesian Abstracts*এ প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি বাৎসরিক সূচী সংকলিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৬৬ সালে যখন National Clearing Centre পুরোপুরি কাজ সুরু করবে তখন গবেষণা কর্মীদের অনুরোধে কোন বিষয়ের উপর গ্রন্থপঞ্জী সংকলন, কোন প্রবন্ধের মাইক্রোফিল্ম এবং ফটোষ্ট্যাট কপি এবং অনুবাদ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। এই Centre আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টেশন সংস্থা F I Dর সদস্য।

কয়েকটি সমস্যা

(ক) ইন্দোনেশীয় ভাষায় গ্রন্থের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের জন্য গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা খুব প্রবল।

১৯৫২ সালে প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। গত বছর এটি ইন্দোনেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গত দশ বছরে ১৩৬ জন গ্রন্থাগারিক এই কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

(খ) ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী অভাব খুব অনুভূত হয়। ১৯৫৩ সালে National Bibliographic Centre প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন থেকেই এর উদ্যোগে একটি মাসিক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় আইনের অভাবে গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

(গ) ইন্দোনেশীয়ায় পুস্তক ও পত্রপত্রিকা আমদানীর বিধি ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। একখানি পুস্তক আমদানী করতে হলে ২৮টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

(ঘ) গ্রন্থসূচীর বিষয় শিরোনামা সংক্রান্ত সমস্যা যদিও সমাধানের পথে কিন্তু ব্যক্তিগত নামের সংলেখ নিরূপণের এ সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। Sears *Subject Headings* ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইন্দোনেশীয়ার নামকরণ

পদ্ধতি অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত। সম্প্রতি এই সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণ এবং যথাযথ নীতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

(ঙ) ইন্দোনেশীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৫৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে পরিষদের পুনরুজ্জীবন হয়। পরিষদ শিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রন্থপঞ্জী সংকলন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশনের পরিকল্পনা করছে। তবে গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বর্তমানে পরিষদের মুখ্য কর্তব্য।

[Winarti Partaningart লিখিত *Library Journal* (November 15, 1962) প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। আগামী সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে]

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক

বর্গীকরণ

(১) Saifuddin, M.A.H. Subject headings : A list with Colon & Dewey classification numbers. Hyderabad, Apex Books Concern, 1962. 128 p. Rs. 8·50.

লেখক আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক। বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত বিষয় শিরোনামার বাঁ দিকে ডিউই সংখ্যা (ষোড়শ সংস্করণ) এবং ডান দিকে কোলন সংখ্যা (ষষ্ঠ সংস্করণ) দেওয়া হয়েছে। ডিউই এবং কোলন পদ্ধতিতে বর্গীকরণের কাজে এ পুস্তকখানি সহায়ক হবে।

(২) Guide to use of Dewey Decimal Classification. N. Y., Forest Press, 1262-133P.

নামেই গ্রন্থখানির পরিচয়।

(৩) La Montague, L.E. American library classification : with special reference to the Library of Congress. Hamden (conn), The Shoestring Press, Inc., 1961. ii,433 p. $ 9·50

মুখ্যতঃ Libray of Congress বর্গীকরণের ইতিহাস হলেও গ্রীক দার্শনিকদের যুগ থেকে বেকন পর্যন্ত এবং ১৬৯৩ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার

বর্গীকরণের ইতিহাস এবং হ্যারিস, ডিউই, লয়েড স্মিথ এবং কাটারের অবদানের একটি সুন্দর সমীক্ষা। প্রথম পরিচ্ছেদে সাধারণভাবে বর্গীকরণ সম্বন্ধে আলোচনাটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমের উপযোগী।

(৪) de Grolier, E. A study of general categories applicable to classification and coding in documentation Paris, Uenesco, 1962. 250 p. 15 s.

বর্গীকরণের নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে তার এক সমীক্ষাও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রঙ্গনাথনের কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

(৫) Palmer, B.I. Itself an education : Six lectures on classification. London, Library Association, 1962. 70 P. 16.

সূচীকরণ

Johnson, A.F. Practical Cataloguing. London, Association of Assistant Librarians, 1962. 116 p.

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপযোগী সূচীকরণ সম্পর্কিত পুস্তক।

পরলোকে হেনরী শার্প

ক্রয়ডনের প্রাক্তন বরো লাইব্রেরিয়ান হেনরী শার্প গত ৫ই ডিসেম্বর ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত *Cataloguing* পুস্তকখানির সাথে সমস্ত গ্রন্থাগারিকেরাই পরিচিত।

নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি

ডাঃ ফ্রেমন্ট রাইডার সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহারের উপযোগী নতুন একটি আন্তর্জাতিক বর্গীকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর মতে গ্রন্থাগারের মঞ্চে বই সাজানোর জন্য সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক চিহ্ন (নোটেশন) সম্বলিত বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রয়োজন। Bliss এবং Colonএ এক একটি বিষয়ের ক্ষুদ্রতম বিভাগের জন্য স্থানের বন্দোবস্ত করায় পদ্ধতিগুলি খুব জটিল হয়েছে। Decimal Classificationও এই দোষে দুষ্ট। একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংখ্যা যদি ১০ লক্ষ হয় তবে কোন

একটি বিষয় সম্বন্ধে বই খুঁজতে হলে গ্রন্থাগারিককে ২০ থেকে ৩০ খানির বেশী বইতে হাত দিতে হবে না। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের ক্ষুদ্রতম বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়। মোটামুটি ভাবে রাইডার পদ্ধতি Dewey এবং Library of Congressএর সমন্বয়।

ডাঃ রাইডার *Microcard* এর উদ্ভাবক এবং *Scholar and the future of the research library* ও বিতর্কমূলক *Campact book storage* গ্রন্থের লেখক। *And master of none* আত্মজীবনীতে তাঁর গ্রন্থাগারিক জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন উপভোগ্য।

পূর্ব বার্লিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

বার্লিনে গণতান্ত্রিক জার্মানির রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে ১৯৬২ সালে ৭৫,০০০টি নতুন বই তালিকাভুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত বছরে গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার। তাঁরা এক বছরের মধ্যে চার লক্ষ বই বাড়িতে পড়বার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই এক বছরে গ্রন্থাগারের ফটোবিভাগ থেকে ২৬০০০টি মাইক্রোফিল্ম ও ফটোস্টাট সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন যোগাযোগ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল মালাগাসি ও অন্যান্য দেশের আরো বাহান্নটি দেশের গ্রন্থাগার ও সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এই সংখ্যাটি যুক্ত হলে গণতান্ত্রিক জার্মানির সঙ্গে সম্পর্কভুক্ত বিদেশের গ্রন্থাগার ও সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০৩।

উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহ গ্রন্থাগারিক শ্রীসুনীল রায় কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ সরকারী বৃত্তিতে গ্রন্থগারিকতার উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ৪ঠা জানুয়ারী মন্ট্রিল (কানাডা) যাত্রা করেছেন। মন্ট্রিলে দেড় বছর অবস্থান কালে তিনি এম, এল এসসি ডিগ্রি লাভের জন্য পড়াশুনা করবেন।

জওয়ানদের জন্য পুস্তক

গত নভেম্বর মাসে জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে জওয়ানদের জন্য পুস্তক এবং পত্র পত্রিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ পর্যন্ত ৪০,০০০ পুস্তক এবং ১০,০০০ পত্রিকা জওয়ানদের নিকট প্রেরিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের কর্মীরা অতিরিক্ত সময় কাজ করে সংগৃহীত পুস্তক বাছাই এবং প্রেরণের বন্দোবস্ত করেছেন।

নির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশ হ'ল রোমাঞ্চকর ও গোয়েন্দা কাহিনী। তারপরেই হল অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী। এ ছাড়া এ সংগ্রহে আছে জীবনী ও ক্লাসিক। প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে ইংরেজী, বাংলা এবং হিন্দীর সংখ্যাই বেশী।

অন্ধদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেরাদুনে অন্ধদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় ব্রেল পদ্ধতিতে মুদ্রিত পুস্তকাদি এই গ্রন্থাগারে থাকবে। এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে পুস্তকাদি লেনদেনের জন্য ডাক কর্তৃপক্ষ কোন শুল্ক ধার্য করবেন না।

ভারতীয় সংস্কৃতি কোষ

গত ২০শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবীর মারাঠী ভাষায় রচিত "ভারতীয় সংস্কৃতি কোষের" প্রথম খণ্ড আনুষ্ঠানিক ভাবে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ করেন। এই বিশ্বকোষের একটি হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হবে।

বাঙালায় মহাত্মা গান্ধীর রচনাবলী

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাঙলা ভাষায় 'গান্ধী রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড এখন কলিকাতার ১নং হেস্টিংস স্ট্রিটে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস-এর পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রকাশন বিক্রয় কার্যালয়ে বিক্রয়ের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। এই খণ্ডের দাম পাঁচ টাকা। ভারত-সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রক 'কালেকটেড ওয়ার্কস অফ মহাত্মা গান্ধী' নামে যে পুস্তক প্রকাশ করছেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কয়েকটি খণ্ডে তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ করেছেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতন হার

গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৬৩) পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের শ্রীনরেন দাসের এক দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরেন মিশ্র রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের করণিক, গ্রন্থাগারিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীগণের বেতনহার ঘোষণা করেছেন। গ্রন্থাগারিকদের বেতন হার নিম্নরূপ ঃ

(ক) কেবল মাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দশ হাজার পর্যন্ত পুস্তক সম্বলিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ—

(১) অন্ততঃপক্ষে লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের জন্য ১৬০—২৯৫ টাকা।

(২) অন্ততঃপক্ষে অনুমোদিত লাইব্রেরীয়ানশিপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ইন্টারমিডিয়েটদের জন্য ১১৫—১৮৫ টাকা।

(খ) দশ হাজারের অধিক পুস্তক সম্বলিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ—

অন্ততঃপক্ষে লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের জন্য ২০০—৪০০ টাকা।

লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমা (ডিসেম্বর ১৯৬২) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। রোল নং অনুযায়ী বিন্যস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নাম দেওয়া হল ঃ

প্রথম শ্রেণী

সর্বশ্রী পিযূষকান্তি মহাপাত্র, অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় শ্রেণী

সর্বশ্রী দেবকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর সাহা রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা মিত্র, দীপ্তি গুহঠাকুরতা, সুভাষচন্দ্র ঘোষ।

তৃতীয় শ্রেণী

সর্বশ্রী অরুণকুমার বসু, মনোরমা সেন, সুলেখা ঘোষ, ফনিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণা দত্ত, দীপ্তি ভট্টাচার্য, অমূল্যকুমার গুহ, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, অসিতরঞ্জন দে, চণ্ডীদাস দেববর্মা, নন্দকিশোর প্রসাদ, মীরা মজুমদার।

শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

শিল্প শ্রমিকদের জন্য কলিকাতায় একটি শিক্ষণ তথা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব পশ্চিবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নলজী (বোম্বাই)

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেক্‌নলজীর গ্রন্থাগার গৃহ পরিকল্পনা থেকে কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা হল :

গ্রন্থাগারে ১ লক্ষ পুস্তক এবং ২০ হাজার পত্র পত্রিকা থাকবে। পাঠকক্ষে প্রাক্‌ স্নাতকদের জন্য ২০০ (প্রাক্‌ স্নাতক ছাত্র সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ), স্নাতকোত্তরদের জন্য ২০০ (স্নাতকোত্তর ছাত্র সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ) এবং শিক্ষকদের জন্য ৫০টি আসনের (শিক্ষক সংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ) বন্দোবস্ত থাকবে।

প্রয়োজনীয় মোট স্থানের পরিমাণ নির্ধারণ করতে নিম্নলিখিত মান অনুসরণ করা হয়েছে :

পুস্তক : প্রতি বর্গ ফুটে ১৫ খানি
ছাত্র : প্রতি ছাত্রের জন্য ২৫ বর্গ ফুট
শিক্ষক : প্রতি শিক্ষকের জন্য ৪০ বর্গ ফুট

নির্ধারিত স্থানের পরিমান :

পুস্তক :	১১,৭০০	বর্গ ফুট
পাঠকক্ষ :	৭,২০০	,,
অফিস :	৪০০	,,
মোট :	১৯,৩০০	,,
অতিরিক্ত শতকরা ৫ ভাগ :	৬,৫৬০	,,
সর্ব মোট :	২৫,৮৬০	,,

সংবাদের সূত্র : Mhatra, R. P. Higher Technological Institute, Bombay. *Indian builder* Vol 11, January 1963, 22, 23, 27.

শ্রী বি এস কেশবনের বিদায় সম্বর্ধনা

জাতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবন দিল্লীস্থ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টারের পরিচালক নিযুক্ত হওয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অফ কালচারের যুক্ত উদ্যোগে গোলপার্কস্থ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ কালচারের ভবনে গত ৯ই জানুয়ারী (১৯৬৩) তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করেন।

উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষ থেকে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীবিমল মজুমদার এবং শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীকেশবনের কর্মদক্ষতা, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে পরিষদ শ্রীকেশবনের কাছে বিভিন্ন ভাবে ঋণী। কেবলমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ্য নয়। পরিষদ যখনই তাঁর সাহায্য প্রার্থী হয়েছে শ্রীকেশবন কখনও তাকে বিমুখ করেন নি। পরিষদের প্রতি তার অসীম মমত্ব বোধের সুযোগ পরিষদ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছে।

সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্প কিছুদিন পরে তিনি একদিন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন গভর্ণর শ্রীরাজগোপালাচারীর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। দীর্ঘকায় এক বলিষ্ঠ যুবক সেদিন শ্রীরাজগোপালাচারীর সাক্ষাৎ প্রার্থী ছিলেন। সেই যুবক এসপ্লানেড থেকে বেলভেডিয়ারে জাতীয় গ্রন্থাগার স্থানান্তরণের প্রস্তাব করেন এবং এই ব্যাপারে গভর্ণরের সহায়তা প্রার্থনা করেন। এই প্রস্তাবের অভিনবত্বে তিনি যুবকটির প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। সেদিনের সেই যুবক হচ্ছেন শ্রীকেশবন। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে শ্রীকেশবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

তিনি বলেন যে বাংলা দেশ কেশবনকে খ্যাতি দিয়েছে। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থিতির জন্যই কেশবনের যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ণ হয়েছে।

শ্রীকেশবন বলেন যে তিনি এই সম্বর্ধনায় অভিভূত হয়েছেন। তিনি ডাঃ রায়ের মন্তব্যকে সমর্থন করে বলেন যে বাংলা দেশের কাছে তিনি ঋণী। নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কলকাতা শহর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যপক উন্নতির জন্য তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তাদের মন্তব্য উল্লেখ

করে তিনি বলেন যে এই সুনামের সম্পূর্ণ অধিকারী হচ্ছেন গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ। এসপ্লানেড থেকে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হবার সময় তাঁর সহকর্মীরা দিবা রাত্র দৈহিক ক্লেশ সহ্য করেছেন—প্রতিটি কর্মী সর্বদা নিজ নিজ দায়িত্ব সুসম্পাদন করেছেন বলেই জাতীয় গ্রন্থাগারের এই রূপান্তর।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এমন প্রাণোজ্জ্বল সংগঠন ভারতবর্ষের কোথায়ও তিনি দেখেননি। অন্য কোন গ্রন্থাগার পরিষদের এমন বহুমুখী কর্মসূচী নেই। একদল যুবক পরিষদের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেন যে এঁরা নিজ নিজ ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে এত সচেতন যে তাদের কর্মধারার কোন অন্তরায়কে তাঁরা সহ্য করেন না এবং বয়স বা পদমর্যাদাকেও অগ্রাহ্য করেন। সুসজ্জিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মিত আত্মপ্রকাশ প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকেরই গর্বের বিষয়।

তিনি ইয়াসলিকের কর্মসূচীরও প্রশংসা করেন।

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

প্রয়োজনীয় সংবাদাদির জন্য পরিষদ অফিস

৩৩ নং হুজুরিমল লেন, কলিকাতা-১৪

এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আহ্বায়ক : **বিদ্যাসাগর সাধারণ পাঠাগার**

স্থান : **কাকদ্বীপ**, ২৪ পরগণা

তারিখ : ১৩ই (শনিবার) ও ১৪ই (রবিবার)

এপ্রিল ১৯৬৩

মূল প্রবন্ধ : **জাতীয় উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা।**

সম্পাদকীয়

শ্রী বি এস কেশবন

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবন দিল্লীস্থ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টারের পরিচালক নিযুক্ত হবার সংবাদ পৌষ সংখ্যা 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের অতীত এবং বর্তমান এই উভয় রূপের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই কেবল এই গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম হবেন। এসপ্লানেড থেকে বেলেভডিয়ারে রূপান্তর এবং তারপর গ্রন্থাগারের দ্রুতবিকাশ আজ একে যথার্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা দান করছে। এর আয়তনের বিপুলতা, গ্রন্থসম্ভারের প্রাচুর্যতা এবং কর্মনৈপুণ্য সাধারণের এবং বিদগ্ধ সমাজের প্রশংসা লাভ করেছে। গ্রন্থাগারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় এবং তাকে কার্যকরী করবার জন্য শ্রীকেশবনের অবদান অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগারের প্রাচীন এবং নবীন কর্মীদের সহযোগিতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের বিস্তার এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচায়ক।

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ কালে একটি অতি সামান্য বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না—তা হ'ল গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান। জাতীয় গ্রন্থাগারের অবয়বকে সুশ্রী রূপ দেবার জন্য শ্রীকেশবনের প্রয়াস অনেকের কাছে আতিশয্য বলে মনে হয়েছে। গ্রন্থাগারের টেবিল অথবা মেঝেতে কলমের কালি নিক্ষিপ্ত হলে সভ্যপদ বাতিল হবার সতর্কীকরণ অনেক পাঠকের উষ্মার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা কি জাতীয় গ্রন্থাগারে পঠনপাঠনোপযোগী মনোরম স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করেনি ?

শ্রী কেশবন নিজ কর্মস্থলে 'শক্ত' মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে কেশবন বিদায় সম্বর্ধনা সভায় সমবেত কর্মীবৃন্দের মনোবেদনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ আপাতকঠিন বহিরাবরণের মধ্যের 'কোমল' মানুষটির জন্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর কাছে ঋণী। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পরিষদের প্রতিটি সম্মেলনে ও সভায় উপস্থিত থাকতেন। পরিষদের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছে। বিভিন্ন সভায় মুক্ত কণ্ঠে পরিষদের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি ঘোষণা করতেন যে সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যত্র এমন সজীব ও কর্মচঞ্চল পরিষদের সংস্পর্শে তিনি আসেন নি।

পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সহায়তা পরিষদ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার তিনি একজন অত্যুৎসাহী পাঠক। মূল্যবান প্রবন্ধ সম্বলিত কোন সংখ্যা তাঁর হস্তগত হ'লে অবিলম্বে

তিনি সম্পাদককে (শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়) অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে দ্বিধা করেন নি। শ্রীকেশবন পরিষদের নির্মম সমালোচকও ছিলেন। তাঁর সমালোচনা পরিষদ পথনির্দেশ হিসাবেই গ্রহণ করেছে।

শ্রীকেশবনের সঙ্গে পরিষদের সম্পর্ক এক যুগেরও বেশী। পরিষদ ব্যথিত চিত্তে শ্রীকেশবনকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তিনি গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সামগ্রিক উন্নতির জন্য তাঁর অনলস কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন—পরিষদ এ বিশ্বাস রাখে। শ্রীকেশবন দীর্ঘায়ু হোন—তাঁর কর্মক্ষমতা অব্যাহত থাক।

শ্রী মুলে ও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী কেশবনের স্থলে উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীযাদব মুরলীধর মুলে জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে এবং রেফারেন্স বিভাগের সহঃ গ্রন্থাগারিক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় উপ-গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত হয়েছেন। আমরা উভয়কেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

শ্রী মুলের সঙ্গে পরিষদের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। পরিষদ বিভিন্ন সময়ে তাঁর অকৃপণ সহায়তা লাভে বঞ্চিত হয় নি। শ্রী মুলে সাধারণতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখা পছন্দ করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার সুচিন্তিত সমাধানে তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে তাঁর পরিচিত মহলই কেবল অবহিত আছেন।

পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের যে সমস্ত প্রাক্তন ছাত্র উত্তরকালে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্বভাব বিনয়ী শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। পরিষদ স্বভাবতঃই এজন্য গর্বিত। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষক এবং পরীক্ষক হিসাবে অনেকদিন পরিষদকে সাহায্য করেছেন।

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিদ্যাসাগর সাধারণ পাঠাগারের আহ্বানে আগামী ১৩ই (শনিবার) ও ১৪ই (রবিবার) এপ্রিল ১৯৬৩ কাকদ্বীপে (২৪ পরগণা) সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতবর্ষ আজ এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। কারিগরী বিদ্যার প্রসার ও ব্যাপক শিল্পোন্নতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করাই সংকট ত্রাণের একমাত্র উপায়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহ সত্ত্বেও তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সংকুচিত করা হয়নি। শিল্পে অধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের জন্য জনসাধারণকে সঞ্চয়মুখী করবার প্রচেষ্টা চলেছে।

শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক জগতের নতুন তথ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত

কর্মীদের অবহিত করা গ্রন্থাগারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। উপরন্তু প্রতিরক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্বও গ্রন্থাগারের। এই শেষোক্ত বিষয়টি 'গ্রন্থাগার দিবসে' এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'গ্রন্থাগারে' বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

দেশের সামগ্রিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাই সপ্তদশ গ্রন্থাগার সম্মেলনে 'জাতীয় উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা' আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছে।

আমরা আশাকরি এই সম্মেলনে গ্রন্থাগারিকেরা পারস্পরিক মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের দ্বারা এই দায়িত্ব পালনের নবনব পন্থা নির্ধারণে সক্ষম হবেন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (২)

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের তিনটি মূল উপদানের মধ্যে প্রথম উপাদান গ্রন্থসংগ্রহ সম্বন্ধে পৌষ সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) **গ্রন্থাগার গৃহ**ঃ গ্রন্থসংগ্রহের গুরুত্ব গ্রন্থাগার গৃহ অপেক্ষা অধিক সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি পর্যাপ্ত গ্রন্থ সংগ্রহ অপর্যাপ্ত স্থানের জন্য অকার্যকরী হয়ে পড়ে। ছাত্রদের মধ্যে পুস্তক পাঠের আগ্রহ সৃষ্টিকরা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্তব্য। সে জন্য গ্রন্থাগার গৃহটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে পুস্তকমঞ্চ এবং পাঠকক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

গ্রন্থাগার গৃহের জন্য কত স্থানের প্রয়োজন? স্থানের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করতে হলে প্রথমে স্থির করতে হবে যে গ্রন্থাগারে কি কি জিনিস থাকবে। এই সব জিনিসের যেমন,—শেল্ভ, টেবিল, চেয়ার, ক্যাটালগ কেবিনেট ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে, এই সাজ-সরঞ্জাম গৃহের কতখানি স্থান দখল করবে তার আয়তন নির্ধারণ করতে হবে। Reed এর মতে এই স্থানের ৩ থেকে ৩½ গুণ হ'ল গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের ক্ষেত্রফল।

(Reed, J. B. : Library planning, *in* Handbook of special librarianship. 1962. p, 244. 250)

কয়েকটি গ্রন্থাগারে স্থানের পরিমাণ সম্বন্ধে সমীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মত অনুযায়ী গ্রন্থাগার গৃহে রক্ষিত প্রতিটি বস্তুর চতুস্পার্শে ১৮ ইঞ্চি (১½ ফুট) প্রশস্ত শূন্য স্থানের কল্পনা করে নিতে হবে। অর্থাৎ দৈর্ঘে ৮ ফুট এবং প্রস্থে ৬ ফুট একটি টেবিল ৪৮ বর্গ ফুট পরিমাণ স্থান দখল করবে। কিন্তু গ্রন্থাগার গৃহে এই টেবিলটির চতুস্পার্শে ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ অতিরিক্ত স্থানের সংস্থান রাখতে হবে, অর্থাৎ টেবিলটির জন্য মোট স্থানের পরিমাণ হ'ল ঃ—

দৈর্ঘ (৮ ফুট+১½ ফুট+১½ ফুট) × প্রস্থ (৬ ফুট+১½ ফুট+১½ ফুট) =৯৯ বর্গ ফুট। সুতরাং অতিরিক্ত স্থানের পরিমাণ হল ৯৯ বর্গ ফুট—৪৮ বর্গ ফুট=৫১ বর্গ ফুট। গ্রন্থাগার গৃহে রক্ষিত সমস্ত বস্তুগুলি অধিকৃত স্থান নির্ধারণের সময় দেওয়ালকেও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। অর্থাৎ কল্পনা করে নিতে হবে যে, দেওয়ালের ১৮ ইঞ্চির মধ্যে কোন বস্তুই থাকবে না।

তাঁর সমীক্ষা থেকে দুটি উদাহরণ উদ্ধৃত হ'ল ঃ

	গ্রন্থাগার নং ১	গ্রন্থাগার নং ২
গৃহে রক্ষিত সাজ-সরঞ্জাম অধিকৃত স্থানের ক্ষেত্রফল	৫৯৪ (৩৩%)	৬৬৫ (৩৭%)
দেওয়ালসহ এই সাজ-সরঞ্জাম গুলির চতুষ্পার্শ্বস্থ শূন্য স্থানের ক্ষেত্রফল	১০২৬ (৫৭%)	১৩৭৭ (৬০%)
অতিরিক্ত	১৮০ (১০%)	২৫২ (১১%)
গ্রন্থাগার গৃহের মোট ক্ষেত্রফল (আসন্ন)	১৮০০ বঃফুঃ	২২৯৬ বঃফুঃ

গ্রন্থাগার নং ১ ঃ ৫৯৪ বঃফুঃ এর প্রায় ৩গুণ হ'ল ১৮০০ বঃফুঃ

গ্রন্থাগার নং ২ ঃ ৬৬৫ বঃফুঃ এর প্রায় ৩½ ,, ,, ২২৯৬ বঃফুঃ

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেসন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি ঃ

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১০০।১, ভূপেন্দ্রমোহন বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৪। প্রকাশকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১০০।১, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪

৫। সম্পাদকের নাম—অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা—৪৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা-১৬

৬। স্বত্বাধিকারী—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সম্পূর্ণ সত্য।

তারিখ স্বাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ প্রকাশক, গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই সং খ্যা য়

দ্বাদশ বর্ষ একাদশ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৬৯

RECENT BOOKS FOR LIBRARIES

WHAT RELIGION IS

IN THE WORDS OF SWAMI VIVEKANANDA

Edited by John Yale

With an Introduction by Christopher Isherwood

The great religious teacher, Swami Vivekananda, disciple of Sri Ramakrishna, travelled for many years speaking to all types of audiences, preaching the universality of religion. The growing interest in his ideas has brought this present volume, which contains the essence of his teaching. Christopher Isherwood's Introduction shows Vivekananda's importance in the world of religion, and contains an excellent summary of his life. (Phoenix House Ltd.)

Price Rs. 24.00 nP.

A TAGORE READER

Edited by Amiya Chakravarty

Hailed by Mahatma Gandhi as "The Great Teacher", known to others as "India's Poet Laureate", "The Sun of India", and "The Sentinel of the East", Rabindranath Tagore was at once the living embodiment of Modern Indian culture and its greatest spokesman in the West. Recipient of the Nobel Prize for Literature in 1913, the great poet and philosopher, artist and educator was a man whose spiritual personality and unremitting efforts in the arena of international understanding inspired the entire world. As a tribute to this complex and courageous man, we are proud to offer this centennial edition of selections from Tagore's most significant writings. Price Rs. 36.00 nP.

RAJENDRA PRASAD

FIRST PRESIDENT OF INDIA

By Kewal L. Panjabi, I.C.S. (Retd.)

The book relates the fascinating story of an unknown boy—without money or influence—who rose to be the first President of India. Penetrating Rajendra Prasad's habitual shyness and reserve, the author reveals his personality which symbolises the urges and aspirations of the Common Man in India.

Price Rs. 9.00 nP.

I MEET RAJAJI

By Monica Felton

By presenting Rajaji through his conversations with her, Mrs. Felton has succeeded in capturing the special decisive flavour of the man, and in vividly conveying to her readers the Indian atmosphere and approach to current problems. Price Rs. 15.00 nP.

INDIA'S SPOKESMAN

FROM SPEECHES AND ADDRESSES BY PANDIT JAWAHARLAL NEHRU

Selected and Edited by C. D. Narasimhaiah, *University Professor of English, Mysore University*

Professor C. D. Narasimhaiah has made a selection from the Prime Minister's speeches and addresses in such a way as to cover a fairly wide range of subjects on which 'India's Spokesman' has expressed himself with deep insight and real understanding. It will be seen that almost all his important speeches delivered during the most trying period of our recent history are included here.

Price Rs. 6.00 nP.

MACMILLAN AND COMPANY LIMITED

(Incorporated in England with Limited Liability)

294, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA 12

সদ্য প্রকাশিত

রুশ গল্প সঞ্চয়ন

রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সুনির্বাচিত গল্প সংকলন

এই সংকলনটিতে রয়েছে : পুশকিন, লেরমন্তভ, তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি শেড্রিন, নিকোলাই লেসকভ, নিকোলাই উসপেনস্কি, সিবিরিয়াক, মিখাইল আর্টজিভাশেভ ইগন তি পোতাপেঙ্কো, ফিয়েদর সোলোগুব, আলেক্সি রেমিসভ, চেখভ, ম্যাকসিম গোর্কী ও লিও তলস্তয়ের গল্প।

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দাম : ৬·০০

আধুনিক রুশ গল্প

ইদানিংকালের সোভিয়েত লেখকদের ছোট গল্পের সংকলন।

অনুবাদ : ইলা মিত্র দাম : ৫·০০

লোক-বিজ্ঞানের বই

এল. লান্দাও ॥ ওয়াই রুমার

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

দাম : ১·৫০

ভারতের অর্থনীতি কোন পথে ?

সনৎ রায় ০·৪০

বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন :

আলেকজান্দার কুপরিন :

রত্নবলয় ৫·৫০ ॥

সদরুদ্দিন আইনী :

সেকালের বুখারায় ৪·০০ ॥

মিখাইল শলোখফ :

ধীর প্রবাহিনী ডন ৯·০০ ॥

সাগরে মিলায় ডন ৬·০০ ॥

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৪

গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র

ডাক্তার বিনা ডিস্‌পেনসারী যেমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ভিন্ন গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সংগঠন ও সুপরিচালনও তেমনি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম গ্রন্থাগার-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানারূপ সরঞ্জাম যথা এ্যাক্সেসন রেজিস্টার, ক্যাটালগ কার্ড, ডেট লেবেল, বুক কার্ড, এবং কার্ড ক্যাবিনেটে, ষ্টিল র‍্যাক, বুক সাপোর্ট ইত্যাদি আমরা সরবরাহ করে থাকি। ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অন্যান্য রাজ্যের ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান সুনাম অর্জন করেছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্যে পত্রালাপ করুন

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

২৬, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪

ফোন : ২৪-৪৬৮৭

প্রকাশের পথে

Library Service in India To-day

Proceedings of a symposium held under the joint auspices of the Bengal Library Association and the USIS, Calcutta.

(Bengal Library Association, English Series No. 2)

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩০ মূল্য : ভারতবর্ষ ৩.০০

গ্রেটবৃটেন ৭ শিঃ আমেরিকা ১ ডলার

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

১২শ বর্ষ] ফাল্গুন ঃ ১৩৬৯ [১১শ সংখ্যা

এস. আর. রঙ্গনাথন

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার

[বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী (clientele), কাজকর্ম, পাঠ্যবস্তু, পাঠকক্ষ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার পার্থক্য এই প্রবন্ধে নির্দেশিত হয়েছে]

০ পাঁচটি স্তর

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ছাত্র ছাত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য গ্রন্থাগারকেই বলা হয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার (academic library)। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা যায়ঃ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়। শেষোক্ত চারটি স্তরে ছাত্র ছাত্রীরাই প্রধানতঃ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী এটা আমরা ধরে নিতে পারি এবং প্রথম স্তরে স্নাতোকোত্তর গবেষণায় নিযুক্ত ছাত্র ছাত্রী, বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং শিক্ষকবৃন্দ নিজেরাই প্রধানতঃ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী। সাধারণভাবে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের মুখ্য ব্যবহারকারীদের বয়সের সীমারেখা নিম্নরূপ ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ২২ বৎসরের উর্ধে

কলেজ ঃ ১৮ থেকে ২২ বৎসর

উচ্চবিদ্যালয় ঃ ১৩ থেকে ১৭ বৎসর

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ১০ থেকে ১২ বৎসর

প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৫ থেকে ৯ বৎসর

৫ বৎসর থেকে ২২ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ শৈশব থেকে যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত চিন্তাশক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। সে জন্য বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিষয়েই প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখন এই পাঁচটি স্তরের গ্রন্থাগার সমূহের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

১ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বয়ঃপ্রাপ্তরাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মুখ্য ব্যবহারকারী। তাঁদের সকলেরই চিন্তাশক্তি সুগঠিত। গবেষণাই তাঁদের উপজীব্য। জ্ঞান সমুদ্রের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের গভীরে প্রবেশ করে জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এখানে গ্রন্থাগারের প্রধান কর্তব্য হ'ল ব্যবহারকারীদের চিন্তার খোরাক হিসাবে তাঁদের সম্মুখে জ্ঞান সমৃদ্ধ সাময়িক পত্র পত্রিকা থেকে জায়মান চিন্তাধারাগুলিকে (nascent micro-thought) উপস্থিত করা। অর্থাৎ Documentation হবে এই গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় সমূহের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে প্রকাশিত মূল্যবান সাময়িক পত্রের প্রবন্ধাদি হবে বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাঠ্যবস্তু। কি কি সাময়িক পত্র গ্রন্থাগারে থাকবে গ্রন্থাগারের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী তা স্থিরীকৃত হবে। গ্রন্থাগারে নেই এমন কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধের প্রয়োজন হলে আন্ত গ্রন্থাগার বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে তা সংগ্রহ করা অথবা প্রবন্ধটির ছবি (Microfilm, Photostat ইত্যাদি) তুলে নিতে হবে। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির তালিকা (Documentation list) এবং সারাংশ (abstract) সম্বলিত তালিকা নিয়মিত প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির প্রতি গবেষণা কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। গবেষণা কর্মীদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাহিদা সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের অবশ্যই তাঁদের সংস্পর্শে আসতে হবে। তাঁদের গবেষণার নির্দিষ্ট বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে হবে এবং Documentation Serviceকে তাঁদের প্রত্যেকের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। পৃথকভাবে অধ্যয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের (cubicles) বন্দোবস্ত করতে হবে। পাঠকরা তাঁদের প্রয়োজনীয় পুস্তক পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য জিনিষ এনে সেখানে যতদিন পর্যন্ত প্রয়োজন ব্যবহার করতে পারবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে প্রতিদিন লেনদেনের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। অবশ্য গ্রন্থাগার কর্মীদের এই প্রকোষ্ঠে থেকে প্রয়োজনীয় কোন পাঠ সামগ্রী অপর কোন পাঠকের জন্য নিয়ে আসার অধিকার সব সময়েই থাকবে। অস্নাতকদের (Undergraduates) জন্য কলেজ গ্রন্থাগারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকে তদতিরিক্ত এই কটি পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের থাকবে।

২ কলেজ গ্রন্থাগার

কলেজ গ্রন্থাগারের মুখ্য ব্যবহারকারী হচ্ছে অস্নাতক ছাত্র ছাত্রী। তাঁদের চিন্তা শক্তি গবেষণায় নিবৃত্ত হবার মত পরিণতি লাভ করে না কিন্তু তাঁদের অধীত বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁদের মন অনেকখানি বিকাশপ্রাপ্ত এবং আগ্রহও অনেকটা কেন্দ্রিভূত হয়ে থাকে। কলেজ গ্রন্থাগারে পাঠ্য-বস্তুর মধ্যে প্রধানতঃ থাকবে বিভিন্ন বিষয়ের উন্নত মানের পুস্তক এবং পাঠ্যতালিকা নির্ধারিত

বিষয়ের উৎকৃষ্ট ধরণের পাঠ্যপুস্তক (Textbook)। একই সময়ে অনেক ছাত্ররই বিশেষ একখানি পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হতে পারে, সেজন্য এই ধরণের পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বেশী রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক ছাত্রের মানসিক গঠন অনুসারে নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন এবং মান নির্ণয়ে গ্রন্থাগার কর্মীর সাহায্য করা উচিত। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ এবং যথাসময়ে ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারকে শিক্ষকদের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলা প্রয়োজন। প্রতিটি অধ্যায়নকালের (Term) শেষে পরবর্তী কালের জন্য পুস্তক নির্বাচন এবং নির্বাচিত পুস্তকের ক্রয়যোগ্য সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য এই যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠতর করা প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে পাঠকদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করারও প্রয়োজন আছে। তবে সেই গ্রন্থপঞ্জী Documentation listএর মত গভীরতাপূর্ণ হবে না। কলেজ গ্রন্থাগারে একটি বৃহৎ পাঠকক্ষ ব্যতীত আরেকটি সাধারণ পাঠকক্ষ থাকবে যেখানে বসে ছাত্ররা তাদের ইচ্ছামত সাধারণ Stack Room থেকে জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই নিজেরা বেছে নিয়ে এসে পড়বে।

৩ উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী অবস্থায় যাঁরা আছে তাঁরাই হবে প্রধানতঃ উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী। তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং তা প্রকাশের ইচ্ছা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে এই ইচ্ছাকে উৎসাহিত করতে হবে। সুতরাং উচ্চবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ কাজ হবে ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করা। প্রত্যেক ছাত্রকে তার ইচ্ছানুসারে যে কোন বিষয় বেছে নিয়ে ক্ষুদ্রাকারের গবেষণার সুযোগ করে দিতে হবে এবং সে তার এই 'গবেষণালব্ধ' জ্ঞানকে একটি নোট বইয়ের আকারে প্রকাশ করবে। এই নোট বইয়ে অন্যান্য বইয়ের মত সূচীপত্র, মুখবন্ধ, পরিচ্ছেদ বিভাগ, গ্রন্থসূচী ইত্যাদি থাকবে। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ কয়েক বৎসর এই ধরণের প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছিলেন। যে সমস্ত যুবক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আজ অনেকেই বেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা প্রায়ই আমার কাছে স্বীকার করেন যে এই ধরণের প্রতিযোগিতা তাঁদের জ্ঞানস্পৃহাকে একটা নতুন পথে পরিচালিত করেছিল যা' আজও তাঁরা ভুলতে পারেন নি এবং তাঁদের ভবিষ্যত জীবনে এর প্রভাব থেকেই যাবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা' আরও বেশী করে থাকবে উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। পাঠকক্ষে কমপক্ষে ১২০টি আসন থাকবে যাতে করে অন্ততঃ এক সংগে তিনটি শ্রেণীর ছাত্রদের বসবার ব্যবস্থা করা যায়। যখনই কোন শিক্ষক অনুপস্থিত হবেন তখনই সেই শ্রেণীর ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।

৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চিন্তাশক্তি সংগঠিত হয় না। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত ক্ষুদ্র গবেষণার কাজে এরা প্রবৃত্ত হতে পারে না। অপরপক্ষে তাদের অনুসন্ধিৎসা আরও প্রখর এবং জ্ঞান জগতের বিস্তৃততর ভূমিতে বিচরণ করে থাকে। সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ হবে বিভিন্ন ধরণের এবং ঐ বয়সের ছাত্রদের চিন্তাশক্তির মান অনুযায়ী। ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসাকে প্রবলতর করতে সাহায্য করে নিজ নিজ শ্রেণীর পাঠক্রম। গ্রন্থাগার এই অনুসন্ধিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে সেই সমস্ত শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের উপর পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করে তাদের পাঠক্রমকে সাহায্য করবে। স্বভাবতই গ্রন্থাগার কর্মীকে শিক্ষকদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে প্রাত্যহিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে যাতে করে নিয়মিত পাঠক্রমের উপর গ্রন্থাগারের পাঠক্রম ছাত্রদের উপর অতিরিক্ত বোঝা স্বরূপ না হয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ও গ্রন্থাগারের অভিজ্ঞতার মধ্যে সংহতি সাধন করা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হবে। ছাত্ররা যাতে নোট ও ডাইরী রেখে, নতুন কোন শব্দ অথবা কোন শব্দের বিশেষ প্রকাশ ভাল লাগলে লিখে রেখে সুসম্বন্ধ অধ্যয়নে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তার জন্যে গ্রন্থাগারকেই শিক্ষা দিতে হবে। এই বিষয়ে আমি Oxford University Press প্রকাশিত Teaching in India Seriesএর *Organisation of Libraries in India* এবং *School and College Libraries* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। পাঠকক্ষের আসবাবপত্র সমূহ উপযুক্ত আকারের হওয়া চাই। বর্তমান প্রবন্ধে যে আত্মপ্রকাশের কথা বলা হয়েছে ছাত্রদের সেই সুযোগ এখানে আরও বেশী পরিমাণে করে দিতে হবে।

৫ প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মুখ্য ব্যবহারকারীরা কখনই খুব বেশী সময় তাদের মন একটা বই অথবা একটি বিশেষ চিন্তায় কেন্দ্রিভূত করে রাখতে পারে না। অপরপক্ষে তাদের ভাল লাগার জগত অনেক বেশী ব্যাপ্ত। বর্ণমালার মাধ্যমে কোন চিন্তাকে গ্রহণ করা এবং তার থেকে আনন্দলাভ করার মত ক্ষমতা তখনও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। তাদের বইগুলো হবে প্রধানতঃ আকর্ষণীয় ছবিতে পূর্ণ। তাদের বই পড়ার আগে ও পরে গল্প বলে শোনাতে হবে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে ছাত্রদের মনকে হালকা করার জন্যে খেলাধূলারও ব্যবস্থা রাখতে হবে। ছবি আঁকা মাটির পুতুল তৈরী করা এবং এই ধরণের অন্যান্য কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা যাতে তাদের মনের ভাবকে সহজে প্রকাশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই ধরণের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে কী পরিমাণ উন্নতি সাধান করা যায় তার প্রমাণ আমি Munichএর শিশু গ্রন্থাগারে দেখেছি। তাছাড়া আমি এই ব্যবস্থার আরও কল্যাণদায়ক রূপ দেখেছি

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পর দক্ষিণ কানাড়া জেলার মাঙ্গালোরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত শিশু গ্রন্থাগারে। প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এই সমস্ত কাজের প্রয়োজনেই উপযুক্ত ঘর, আসবাবপত্র, ছবি আঁকার উপযুক্ত দেওয়াল এবং অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম প্রয়োজন।

৬ প্রত্যাশা

আমি সর্বশেষে এই প্রত্যাশা করছি যে অচিরেই নব জাগ্রত ভারতবর্ষের শিশু, ছাত্রছাত্রী এবং গবেষণা কর্মীরা পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্বিতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকারী হবেন। এই প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে তুলতে প্রয়োজন রাষ্ট্র, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকবৃন্দ, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী এবং অভিভাবকদের আন্তরিক ও সুনির্দেশিত সহযোগিতা। ঈশ্বর এই প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে সহায় হোন।

[অরুণ ঘোষ কর্তৃক অনূদিত]

কুণাল সিংহ

প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার সুরু হয়েছিল বাংলা দেশে। তার ফলে এই রাজ্যে অনেক প্রাচীন গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আছে।

জমিদারগণের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল সবচেয়ে বেশী। অনেক বড় জমিদার গৃহে আজও পুরাতন গ্রন্থাগারগুলি অতীতের সেই ঔজ্জ্বল্যের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। এইরূপ অনেক পুস্তক সংগ্রহ বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার ও বর্ধমান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে। জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিল সেদিনকার বাঙ্গালী সমাজ। বাঙ্গালী যুবকদের চেষ্টায় অনেক গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তন হয়েছিল তখন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের মতে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে উইলকিন্সের বাংলা হরফ আবিষ্কার এবং ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তন বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা করে। এর পরই সুরু হয় একাধিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন। শিবপুরে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এটি বোধহয় উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার। এর পর ক্রমে ক্রমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লাইব্রেরী (১৮০০ খৃঃ) হিন্দু কলেজ লাইব্রেরী (১৮১৭ খৃঃ), ওরিয়েন্টাল সেমিনারী লাইব্রেরী (১৮২৩ খৃঃ), সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী (১৮৩৬ খৃঃ) ইত্যাদি বহু গ্রন্থাগারই

সেদিন গড়ে উঠেছিল। নব পর্যায়ের সুরু তখন থেকেই। ১৮৫০ সালের আগে পাব্লিক লাইব্রেরীর অস্তিত্ব বাংলাদেশে ছিল না। অধিকাংশই ছিল বিদ্যায়তন অথবা কোনও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার তখন জনসাধারণের চাহিদা কিছুটা মিটিয়েছে। তারপর ১৮৫১ সাল থেকে একাধিক পাব্লিক লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে। এই সময়ে আমরা পাই, রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর (১৮৫১ খৃঃ), হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৪ খৃঃ), কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫১ খৃঃ), কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৮ খৃঃ), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৯ খৃঃ), জনাই পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৬০ খৃঃ) ও মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৬৯ খৃঃ)। এদিকে কলিকাতায় ১৮৭০—৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যাদুঘর ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের এই নবজাগরণের দিনে হুগলী জেলাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব তাঁর ছাপাখানা স্থাপন করবার কিছুকাল পর সেখানে একটি লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। আজও শ্রীরামপুরের এই গ্রন্থাগারে পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি ও গ্রন্থের মূল্যবান সংগ্রহ রক্ষিত আছে। উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক ও পুঁথির সংগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ক্ষোভের কথা এই যে, কলকাতার বাইরে থাকার জন্য এ সব গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ বিদগ্ধজনের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গিয়েছে। এমন কী কলকাতাতে অনেক বৃহৎ গ্রন্থাগার আছে যেখানকার বহু মূল্যবান গ্রন্থ কখনও পাঠকবর্গের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীর পালি ও তিব্বতীয় ভাষায় বহু পুস্তক আছে যাদের বাইরের আলো দেখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অনেক জায়গাতেই দেখা যায় প্রয়োজনীয় বই তাদের পাঠকবর্গের কাছে এসে পৌঁছোয় না—হয় পাঠক তাদের খবর জানেন না কিংবা সেগুলি অনেক দূরের কোনও গ্রন্থাগারে থাকার জন্যে তাদের সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলিতে যে মূল্যবান পুস্তক, পুঁথিপত্র আত্মগোপন করে আছে তার উদ্ধার করা আশু প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার সহায়ক এই গ্রন্থসম্ভার অনাদৃত ও অবহেলিত হয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন—প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করছেন। তাঁরা যদি এই সমস্ত গ্রন্থ ও পুঁথি পত্রের উদ্ধার সাধন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেন তবে তাঁরা বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজের প্রশংসা অর্জন করবেন।

অবিলম্বে প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির একটি সমীক্ষা, পুস্তকাদির বিশদ তালিকা (Descriptive Cataloguing) প্রণয়ন, জরাজীর্ণ পুস্তকাদির সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পুস্তক ও পত্র পত্রিকার একটি কেন্দ্রীয় তালিকা (Union

Catalogue) জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে রক্ষিত হবে এবং গবেষণা কর্মীদের অনুরোধে এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি একটি আন্ত গ্রন্থাগার বিনিময় প্রথার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দেবেন।

এই বিষয়ে যদি বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ একটু তৎপর হন তবে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

—— ——

বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (৩)—পূর্বপাকিস্থান

গত মহাযুদ্ধের পর এশিয়ার নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি এবং সর্বাধুনিককালে আফ্রিকা ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা আধুনিককালে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান এই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। নব্বই কোটি লোক সংখ্যা সমন্বিত এই দেশের দুটি অংশ ভৌগলিক, জাতি এবং ভাষাগতভাবে বিচ্ছিন্ন। আমেরিকার সহায়তায় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও উন্নতির যে প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সময়ের আবর্তনের মধ্যে তা পরিপূর্ণতা লাভের অপেক্ষা রাখে।

বৃটিশ অধিকৃত ভারত বিভাগের পরিণতি হল গভীর তিক্ততা, রক্তক্ষরণ এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত অধিবাসীদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ সাধন। দীর্ঘ ১৫ বৎসর পরেও সহস্র সহস্র বাস্তু ত্যাগী বসতি স্থাপনে সমর্থ হয় নি। হিন্দুদের দেশ ত্যাগ পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা এবং কারিগরী ক্ষেত্রের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। পাকিস্তান সরকারের Directorate of Archives and Librarlesএর পরিচালক শ্রী এম এন সাফা মন্তব্য করেছেন যে অধিকাংশ বৃহদাকার বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, গ্রন্থাগার এবং সংরক্ষণশালা ভারতের এলাকাভুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিশৃঙ্খলা, এবং অবহেলা সত্ত্বেও যে পাকিস্তানের কিছু গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বর্তমান তা নিতান্তই আশ্চর্যজনক।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পুস্তকের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করায় এই সমস্ত গ্রন্থাগারের উন্নতির মন্দগতি কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের অস্তিত্বকেই বজায় রেখেছে। যখন খাদ্য, বাসস্থান ঔষধপত্রের তীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছে তখন গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারকে বিলাস সামগ্রী বলে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার যে শিক্ষা সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্বন্ধে সচেতন তার অনেক নিদর্শন আছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ১৯৫০ সালে করাচীতে পাকিস্তানের জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

প্রাদেশিক এবং জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য প্রাদেশিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়। যদিও গ্রন্থাগার গৃহটি কার্যোপযোগী নয় তবুও এটিই হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের অবাধ অধিগম্য পাঠকক্ষ এবং কার্ড ক্যাটালগ সমন্বিত প্রথম গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের বহুল ব্যবহার উৎসাহব্যঞ্জক। এখনও অবশ্য পুস্তক লেনদেনে ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়নি। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৩০ সহস্র। এই সংগ্রহের অধিকাংশ হল USIS, Asia Foundation এবং কলম্বো পরিকল্পনা প্রদত্ত ইংরেজী পুস্তক। পত্র পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ১৫০। এর কয়েকটি USIS এর দান। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় এই গ্রন্থাগার অচিরে পূর্ব পাকিস্তানের ১৫টি জেলা ও সদর মহকুমায় বিস্তৃত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্র হবে। জেলা গ্রন্থাগারগুলি ইতোমধ্যে পুস্তক ক্রয়ের জন্য সরকারী সাহায্য লাভ করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বন্দর এবং শিল্পকেন্দ্র হিসাবে খ্যাত খুলনা এবং চট্টগ্রামে আরো দুটি অতিরিক্ত গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। ৮২ সহস্র গ্রন্থ সমন্বিত ঢাকাস্থ Secretariat Library পূর্বপাকিস্তানের সর্ববৃহৎ সরকারী গ্রন্থাগার। এই সংগ্রহের অধিকাংশ হ'ল সরকারী রিপোর্ট ও দলিলপত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গবেষণা কর্মীদের জন্য এই গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত।

জেলা গ্রন্থাগারগুলি সরকারী দাক্ষিণ্যে ক্রমোন্নতির আশা রাখে; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠাগার যে কোন নবীন আগন্তুকের বিস্ময় সৃষ্টি করবে। শত শত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট এই গ্রন্থাগারগুলি চাঁদার বিনিময়ে কেবল মাত্র সভ্যদের জন্য উন্মুক্ত। এদের মধ্যে কতকগুলি আবার "সাধারণ" গ্রন্থাগার আখ্যা দেওয়া হয়। জেলা গ্রন্থাগারের ন্যায় এই গ্রন্থাগারগুলিরও পুস্তক সংগ্রহের অধিকাংশ হল বৃটেনে প্রকাশিত পুরাতন, অপ্রচলিত এবং জরাজীর্ণ পুস্তক। কোন কোন গ্রন্থাগারে দ্বাদশ সংস্করণ *Encyclopaedia Britanian* নিয়ে রেফারেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। কোন গ্রন্থাগারে পুস্তকাকারে বা শীট আকারে গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। তালাবন্ধ কাঁচের আলমারীতে পুস্তক সংরক্ষিত হয়। এই পুস্তক প্রতিষ্ঠান ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসের নিকট পুস্তকের জন্য অনুরোধ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থাগারগুলির নূতন পুস্তকের উৎস হ'ল এই দূতাবাসগুলি। জেলা গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি সংস্থা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি সাধারণতঃ একজন সরকারী অফিসারের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির পরিচালনাধীন। কমিটির সম্পাদকের

নির্দেশে গ্রন্থাগার করণিক গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন। এই করণিক প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থ সংগ্রহের রক্ষক। অপহৃত পুস্তকাদির মূল্য এই করণিকের নিকট হ'তে আদায় করা হয় বলে তিনি সাধারণতঃ গ্রন্থসংগ্রহের যথাযথ ব্যবহারের জন্য উৎসাহী নন। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—দেশের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী—গ্রামের জনসাধারণের কাছে এই গ্রন্থাগারই বই পেঁছে দিচ্ছে।

বিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার

যে সমস্ত বিদ্যালয় এবং কলেজে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আছে তার ব্যবহার সীমিত। অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই অপর্যাপ্ত স্থান। পাকিস্তানে প্রায় ১০ সহস্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত গ্রন্থ ও কর্মীসহ কোন গ্রন্থাগার নেই। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। কয়েকটি কারিগরী বিদ্যালয় এবং ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন বিদ্যালয়ে সুন্দর গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই সমস্ত বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ধনবানদের পুত্রকন্যার প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা এবং রাজসাহীর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পূর্ব পাকিস্থানের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার। ১৯২২ সালে স্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার। অধিকাংশ পুস্তকই গ্রেট বৃটেনের। গ্রন্থাগারে ফার্সী, বাংলা, উর্দু এবং সংস্কৃতের প্রাচীন সংগ্রহ অত্যন্ত মূল্যবান। তালপাতার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। এগুলি সংরক্ষণ ব্যবস্থা সন্তোষজনক কিন্তু নতুন কোন সংরক্ষক ব্যবহার করা প্রয়োজন। এগুলি মাইক্রোফিল্ম করবার পরিকল্পনা আছে। ১৯৫৭ সাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে আমেরিকান সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে এই গ্রন্থাগারে আমেরিকান পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করেছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগে আমেরিকায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সালে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং দ্রুতগতিতে এটি সংগঠিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার অন্যতম অংশ।

পুস্তকাভাব

পূর্ব পাকিস্তানের গ্রন্থাগার বড় সমস্যা হ'ল উপযুক্ত সংখ্যক পুস্তকাভাব। বাংলা গল্প উপন্যাস ও ধ্রুপদী সাহিত্যের পুস্তক সংখ্যা অবশ্য অনেক। বৃটেন এবং আমেরিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু ধ্রুপদী সাহিত্যেরও পুস্তক পাওয়া যায়। Franklin Publications নামক একটি নিউ ইয়র্কের প্রকাশন সংস্থা আমেরিকায় প্রকাশিত পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করে। USISও অনেক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৬১-৬২ সালে প্রকাশিত অনুবাদের সংখ্যা ৫০। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে পুস্তকের অভাব অত্যন্ত অনুভূত হয়। ১৯৫৭ সালের একটি সমীক্ষায়

প্রকাশ যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন এবং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন কোন পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে পারেন নি। এঁরা অন্যের পুস্তক ধার করে আবার অনেকে পাঠ্য পুস্তক ব্যতীতই পাঠ সমাধা করেছে। পুস্তক আমদানীর উপর বাধা নিষেধ আরোপিত হবার ফলেই এই পুস্তকাভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

একজন শিক্ষক বৎসরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১৫০ টাকা মূল্যের পুস্তক আমদানী করতে পারেন। পাকিস্তানে ব্যবহৃত পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই হল বিদেশী পুস্তক। এই সমস্ত পুস্তকের মূল্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উর্দ্ধে। বিশেষ করে শিক্ষাব্রতী এবং ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকের মূল্য অত্যধিক। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক ও পত্রপত্রিকার প্রয়োজন অত্যন্ত অনুভূত হচ্ছে। গ্রন্থের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বিদেশী পুস্তক আমদানী করা প্রয়োজন কিন্তু স্থানীয় লেখক সৃষ্টি না হলে এই পুস্তকাভাবের সমস্যার সমাধান হবে না।

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ

কেবলমাত্র পুস্তকাভাব নয় গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে পাকিস্তানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। USIS এবং British Council এবং Peace Corpsএর গ্রন্থগারিকগণ ব্যতীত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা ৬ এর বেশী নয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ভারত বিভাগের পূর্বে কলকাতায় শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিন বৎসর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরদের জন্য গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের একটি ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে। এটিকে দুই বৎসরের এম এ কোর্সে রূপান্তরিত করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৯৬১-৬২ সালে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হবার জন্য প্রায় ১০০ খানি আবেদনপত্র গৃহীত হয়েছিল। তার মধ্যে ২৫ জনকে নির্বাচিত করা হয়। এর মধ্যে ১২ থেকে ১৫ জন হয় তো সাফল্যের সঙ্গে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিবৎসর একটি স্বল্প মেয়াদী শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের জন্য উপযুক্ত চাকুরির অভাবজনিত সমস্যাও প্রবল।

গ্রন্থাগার পরিষদ

পাকিস্তানে তিনটি গ্রন্থাগার পরিষদের অস্তিত্ব আছে। নিখিল পাকিস্তান গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিম পাকিস্তান গ্রন্থাগার পরিষদ লাহোরে এবং পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার পরিষদ ঢাকায় অবস্থিত। প্রথমোক্ত পরিষদটির সদর দপ্তর

করাচিতে স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতি দুই বৎসরের জন্য দপ্তরটি পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৮ সালে করাচীতে, ১৯৫৯ সালে পেশোয়ারে, ১৯৬০ সালে ঢাকায় এবং ১৯৬১ সালে লাহোরে—এ পর্যন্ত মোট এই চারটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি সম্মেলনে গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করে থাকেন। কিন্তু সমস্যা জর্জরিত পাকিস্তান সরকার আশা করেন যে গ্রন্থাগারিকেরাই এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

বৈদেশিক সাহায্য

পূর্ব পাকিস্তানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নে USIS বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগারে আমেরিকার প্রকাশিত পুস্তক এবং বিশেষ করে আমেরিকার পুস্তকে গ্রন্থপঞ্জীর এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ USIS এর পক্ষ থেকে দান এর পূর্বে কোন পুস্তক সম্বন্ধে কোন তথ্য পূর্ব পাকিস্তানের কোন গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে প্রচুর সংখ্যক পুস্তক উপহার দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০০টি কলেজ আমেরিকার ইতিহাস এবং সাহিত্য সংক্রান্ত পুস্তক লাভ করেছেন। প্রাথমিক এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলেও USIS এর পক্ষ থেকে পুস্তক দান করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান হোল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য একলক্ষ ডলার মূল্যের পুস্তক। USIS গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং গ্রন্থাগার পরিচালন সম্বন্ধে বক্তৃতামালারও আয়োজন করে থাকেন। USIS গ্রন্থাগারের কর্মীদের গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য উৎসাহিত করা হয়। USIS ঢাকা এবং অন্যান্য দুটি সহরে সাতটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি সুসংহত পরিকল্পনার প্রয়োজন। গ্রন্থাগার পরিচালনায় পাশ্চাত্য প্রথা পরিমার্জন করে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার উপর নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালন সম্বন্ধে নিজ দেশে প্রচলিত আদর্শ সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু তাকে কার্যকরী করা স্থানীয় উদ্যোগ ব্যতীত সম্ভব নয়।

[*Library Journal* Nov. 15, 1962 পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা USIS গ্রন্থাগারের পরিচালক James A. Hulbert এর প্রবন্ধ অবলম্বনে অশোকা দাশগুপ্ত কর্তৃক লিখিত।]

ভারত ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গ্রন্থবিনিময়

লেনিনগ্রাদের বড়ো বড়ো গ্রন্থাগারগুলি ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান, উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিশ্বজ্জন সভা ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে ব্যাপকভাবে গ্রন্থ-বিনিময় করে থাকে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা হল নিখিল-সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমির গ্রন্থাগারের—যার প্রতিষ্ঠা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থাগার পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি। ১৯৬০ সালের শেষে যে হিসেব নেওয়া হয়, সেই হিসেব অনুযায়ী তখন এই গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষেরও বেশি। এই লেনিনগ্রাদ গ্রন্থাগারে বিদেশী গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা আসে বিশ্বের ৮৫টি দেশের ২ হাজারেরও বেশি জ্ঞানানুশীলন কেন্দ্র থেকে। ভারতের প্রায় ১১৫টি বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিখিল সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমির এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থ-বিনিময় করে থাকেন। ১৯৬৩ সালে এই সংখ্যা ১১৫ থেকে বেড়ে ১২৫ দাঁড়াবে।

ভারতের যে সব বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা সংস্থার সঙ্গে লেনিনগ্রাদ গ্রন্থাগারের খুব নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে পুস্তক ও পত্রিকা বিনিময় চলে, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিট্যুট, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ সায়েন্সেস, দিল্লীর জাতীয় মুহাফিজখানা ও দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও সাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।

১৯৬১ সালে নিখিল সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমির এই গ্রন্থাগার ভারতের বিভিন্ন বিশ্বজ্জনসভা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪,৭৬২টি বই পাঠায় এবং ভারতের কাছ থেকে পায় ২,৭২৪টি ভারতীয় বই। তাছাড়া, ভারতের ২ শতাধিক সাময়িক পত্রিকা—প্রধানতঃ বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক পত্রিকা ও বিভিন্ন সংস্থার পত্র-পত্রিকা—এই গ্রন্থাগারে আসে। বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টর, অধ্যাপক সি ভি রমন ও ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টর অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তাঁদের নিজ নিজ সংস্থার যাবতীয় প্রকাশন নিয়মিতভাবে পাঠান। অধ্যাপক জে বি এস হলডেনও তাঁর সম্পাদিত "জার্নাল অফ জেনেটিক্স্" পাঠিয়ে থাকেন। বিনিময়ে এঁরাও নিখিল সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞান গ্রন্থ ও পত্রিকা পেয়ে থাকেন।

এশিয়ার জাতিসমূহ সংক্রান্ত গবেষণা ভবনের (ইনস্টিট্যুট অব পিপ্লস্ অফ এশিয়া) লেনিনগ্রাদ শাখা কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ফিলোলজিক্যাল

সোসাইটি, বোম্বাইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটি ও বরোদার ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে নিয়মিত গ্রন্থ পত্রিকার বিনিময় করে থাকে। এখানকার গ্রন্থাগারে ভারতের ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে খুব মূল্যবান ভারতীয় গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে। প্রাচ্য সাহিত্যের পাণ্ডুলিপির যে দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ এখানে রয়েছে, তার মধ্যে একটি হল ভূর্জপত্রের লেখা একটি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ—যেটা খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে রচিত বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে সিন্‌কিয়াং-এর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মঠ থেকে রুশ প্রত্নবিজ্ঞানীরা এই পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেন। এই ইন্‌স্টিটিউট পরিদর্শনে এসে ভারতীয় বন্ধুরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এর অতি মূল্যবান সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দিকে। খ্যাতনামা ভারতীয় পণ্ডিত ডাঃ রঘুবীরের অনুরোধে এই ইনষ্টিটিউট তার সংগ্রহ থেকে অনেকগুলি তিব্বতী আয়ুর্বেদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, তাংগুত ও মঙ্গোলীয় ভাষায় লেখা বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এবং সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লেখা ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থের ৩ শতাধিক মাইক্রোফিল্ম ও আলোকচিত্র তাঁকে পাঠিয়েছে। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে মধ্যযুগের একটি পারসীক পাণ্ডুলিপির মাইক্রো-ফিল্মও সম্প্রতি এখান থেকে পাঠানো হয়েছে। "টেগোর সোসাইটি"র (রবীন্দ্র-অনুশীলন সমিতি) ২ জন সদস্যের কাছে এঁরা সম্প্রতি পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সোভিয়েত গবেষকদের লেখা কয়েকটি গ্রন্থ ও শেচর বাৎস্কি কর্তৃক অনূদিত রামায়ণের সটীক রুশ সংস্করণ।

বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আরেকটি হল ১৭৯৫ খৃীষ্টাব্দে স্থাপিত 'সলতিকফশেচদ্রিন রাষ্ট্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগার।" ১৯৬০ সালের হিসেব অনুযায়ী, এখানকার পুস্তক সংখ্যা হল ১ কোটি ২৫ লক্ষ। এই গ্রন্থাগার ভারতের ১১টি প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এবং বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত পুস্তক বিনিময় করে থাকে এগুলির মধ্যে, লক্ষ্ণৌয়ের বীরবল সাহানী প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা ভবন, কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, দিল্লীর কয়েকটি গবেষণা-সংস্থা, প্রাচ্য দর্শন ভবন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৮১৯ খৃীষ্টাব্দে। পরে এখানকার গোর্কি গ্রন্থাগারের সংগ্রহের একাংশ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। এখানকার প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচ্য ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থের সংগ্রহ অনন্যসাধারণ। তাছাড়া, ১৩০০র বেশি অমূল্য প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ও কাঠের ফলকের উপর খোদাই করা ৫০ হাজারেরও বেশি পাণ্ডুলিপি এখানকার সংগ্রহে আছে। এই গ্রন্থাগারটিও ভারতের অনেকগুলি বিশ্বজ্জন সভার সঙ্গে নিয়মিত পুস্তক বিনিময় করে থাকে। ১৯৬২ সালে দিল্লীর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স-এর কাছ থেকে ভারতীয় চারুকলা সম্পর্কে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ ও ৬টি ভারতীয় ভাষার বৃহৎ অভিধান ও কোষগ্রন্থ

এই গ্রন্থাগার উপহার পায়। প্রতিদানে এই গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে প্রাচীন রাশিয়ার ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রত্নবিদ্যা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে অনেকগুলি গ্রন্থ এবং রুশ-মঙ্গোলীয় ও সংস্কৃত-রুশ অভিধান সহ অনেকগুলি অভিধান উপহার পাঠানো হয়। মাদ্রাজের তামিল আকাদমি এই গ্রন্থাগারকে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন তামিল গ্রন্থ ও পত্রিকা পাঠিয়ে থাকেন।

ভারতের কাছ থেকে সোভিয়েত গ্রন্থাগারগুলি সমস্ত বিষয়েই বই ও পত্রিকা পেয়ে থাকে। ইংরেজি ছাড়া প্রধানতঃ বাংলা, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, মলায়ালী ও তামিল ভাষায় মুদ্রিত বই ও তামিল ভাষায় মুদ্রিত বই ও পত্রিকাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে খুব বেশি সংখ্যায় আসে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যেমন প্রধানতঃ ভারতবিদ্যা, ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য দিক সম্পর্কে ভারতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকার চাহিদা খুব বেশি, তেমনি ভারতের গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানসংস্থাগুলিতে অটোম্যাটিক্‌স্‌, টেলিমেকানিক্‌স্‌, রেডিওইঞ্জিনিয়ারিং, মহাকাশ-গবেষণা, মেশিন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে সোভিয়েত গ্রন্থ ও পত্রিকার চাহিদা সবচেয়ে বেশি।

দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সৌজন্যে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক

বর্গীকরণ

(১) Rider, Fremont : Rider's International classification for the arrangement of books on the shelves of general libraries. Preliminary .edition, Printed as manuscript for the receipt of corrections, emendations and amplifications. Middletown, Conn., The author, 1961, xxxiii, [7], 1184 p. $15·50

Rider প্রবর্তিত নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে মাঘ সংখ্যা গ্রন্থাগার (পৃঃ ৩৬৯) আলোচিত হয়েছে।

(২) Shamurin, E.I. Otcherki po istorii bibliotechno-bibliograficheskoi klassifikatsii [Essays on the history of the library classification] Moskva, Izdatelstvo Vsesouiznoi Knizhnoi Palaty, 1955—59. 2v.

বর্গীকরণের ইতিহাস সম্বন্ধে রুশ ভাষার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রঙ্গনাথনের অবদানের যথা যোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

(৩) Dutta, D. N. Library classification ; theory and Practice. Nagpur, Western Book Depot, 1962. viii, 320p.

মূখ্যতঃ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য। বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা, প্রচলিত বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলির বিবরণ এবং ব্যাবহারিক বর্গীকরণের রীতিনীতি সহ পুস্তখানিতে ৬৪টি পরিচ্ছেদ আছে। পরিশিষ্টে ছটি বর্গীকরণ পদ্ধতির তুলনা মূলক Table এবং পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

(৪) Collision, R. L. : Bibliographies ; subject and national ; a guide to their contents, arrangement and use. 2nd ed. London, crosby Lockwoou, 1962. xviii, 185 P. 25s.

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয় গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে আরো অধিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মাণীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। Unesco প্রকাশিত *Bibliography, documentation, terminology* নামক পত্রিকায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে বিশদ তথ্য প্রকাশিত হয় বলে এই সংস্করণে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে পরিচ্ছেদটিকে সংকুচিত করা হয়েছে।

(৫) দীপঙ্কর সেন ও সুপ্রিয়চন্দ্র দাস : মুদ্রণ পরিচয়। কলিকাতা, জেনারেল, ১৯৬২। চার টাকা।

বাংলা ভাষায় মুদ্রণগণিত ও অক্ষর বিন্যাসের রীতিনীতি সম্পর্কিত পুস্তকখানি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এবং মুদ্রণ শিল্প শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী। শ্রী সেন স্কুল অব প্রিন্টিং টেক্নোলজির অধ্যাপক।

(৬) Singhvi, M. L. & Shrimali, D. S : Udaipur union catalogue of scientific and technical periodicals. Udaipur, Library Services Study Circle. C/o Rajasthan Universits Extension Library, 1962. 30 p. 33 cm.

স্থানিক ভিত্তিতে সংকলিত Union Catalogue তালিকায় একটি মূল্যবান সংযোজন। ৪১৮ খানি পত্র পত্রিকা তালিকাভুক্ত হয়েছে।

(৭) Binns, Norman E. An introduction to historical bibliography. 2nd ed., rev. & enl., London, Association of Assistant Librarians, 1962. viii, 388 p. 40s.

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপযোগী সুপরিচিত গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ।

(৮) *Index Translationum* ও *Index Translationum Indicarum*

UNESCO প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থের পঞ্জী Index Translationum এর চতুর্দশ খণ্ড (১৯৬১) সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে দ্বিতীয় থেকে একাদশ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় অনুবাদ গ্রন্থগুলির একটি পৃথক তালিকা *Index Translationum Indicarum* প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয়

গ্রন্থাগারের উপ গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় এটির সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত ২৮৭০টি অনুবাদ গ্রন্থ এই তালিকায় স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা

(৯) Wheeler, J. L. & Goldhor, H. Practical administration of public libraries. N. Y, Harper & Row, 1962, xi, 571 p. $7·50

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। পাঁচখণ্ডে ৩৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত গ্রন্থখানিতে প্রতি পরিচ্ছেদে বিশদ গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে প্রায় ২০০ খানি পুস্তক এবং ২০০০ প্রবন্ধ, পুস্তিকা এবং রিপোর্টের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

(১০) Ashworth, W, *ed.* Handbook of special librarianship and information work. 2nd ed. London, Aslib, 1962. v, 508 p.

বিশেষ গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসারের ফলে এই সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে পৃথক পুস্তকের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ১৯৫৫ সালে Aslibএর উদ্যোগে প্রথম এই পুস্তখানি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণটি পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত। অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের লিখিত ১৩টি পরিচ্ছেদে বিশেষ গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। সম্পাদক লিখিত বিশেষ গ্রন্থাগারে যান্ত্রিক কলাকৌশলের (mechanical aids) এর ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনাটি এই বিষয়টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হবে।

সাধারণ

(১১) Foskett, D. J. The creed of a librarian. : no politics, no religion, no morals. London, Library Association, Reference, Special and Information Section, N. W. Group, 1962. 13 p.

গ্রন্থাগারিকতা পেশা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা।

উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুরাতন সাময়িকপত্র, পুঁথি, চিঠিপত্র ইত্যাদির এক উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চল হতে বহু দর্শক এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই গ্রন্থাগারের অমূল্য গ্রন্থরাজির সংরক্ষণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ইহাকে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করার দাবি জানান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে সরকার এই গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন কিন্তু যে ভবনটিতে গ্রন্থাগার অবস্থিত উহার উপরিতল ভাড়া দেওয়া আছে বলে উহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। ১৮৫১ সালে স্থাপিত এই গ্রন্থাগারটি তদানীন্তন বাংলা তথা ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম গ্রন্থাগার। কবি মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল প্রমুখ মনীষি বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থাগারে পদার্পণ করেন।

বিদ্যালয় কর্মীদের নূতন বেতন হার : নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গের সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির করণিক, গ্রন্থাগারিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য রাজ্য সরকার যে বেতন হার ঘোষণা করেছেন, সেই সম্পর্কে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :—

৮ই জানুয়ারী রাজ্যের শিক্ষা বিষয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সাহায্য প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের করণিক, গ্রন্থাগারিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মিগণের জন্য বেতন হার ঘোষণা করিয়াছেন।

আমরা দুঃখিত যে, এই বিলম্বিত ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাইতে পারিতেছি না। আমাদের আন্দোলন চলাকালীন, বিগত ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি, সি, রায় তৎকালীন বিরোধী নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে এই মর্মে একটি বিবৃতি দান করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন যে, সাহায্য প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধস্তন কর্মিবৃন্দ, করণিক এবং গ্রন্থাগারিকদের বেতনহার অনুরূপ স্তরের সরকারী কর্মচারীগণের বেতন হারের সহিত সদৃশ হইবে। একজন নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী ১২৫৲ হইতে ২০০৲ বেতন পান এবং একজন চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মীর বেতন হার ৬০৲ হইতে ৮০৲। সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের অধস্তন কর্মিবৃন্দ এবং করণিকগণের জন্য ঘোষিত বেতন হার অনুরূপ স্তরের সরকারী কর্মচারীদের বেতন হারের ধারে-কাছেও পৌঁছাইতে পারে নাই। সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকগণকে কোন বেতন হারই দেওয়া হয় নাই।

ইহা ছাড়াও, সরকারী এবং বিদ্যালয়ের মহার্ঘ ভাতা ২০ টাকা বাদে একজন ম্যাট্রিকুলেট করণিকের বর্তমান বেতন হার মাসিক ৫৫ হইতে ১৩০ টাকা। সুতরাং মহার্ঘ ভাতাসহ ঘোষিত নূতন বেতন হারে প্রারম্ভিক স্তরে ৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি ব্যতীত সর্বোচ্চ স্তরে কোন লাভই হইবে না। করণিকগণের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যেই অভিজ্ঞতার জন্য এই ৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কিছুই পাইবেন না!

বর্তমান জাতীয় সংকটকালে সরকারের অসুবিধার কথা আমরা জানি। তত্রাচ, সরকারের নিকট আমরা এই আবেদনই জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন সরকারী কর্মচারী এবং অনুরূপ স্তরের অন্যান্য কর্মিবৃন্দের ক্ষেত্রে সদৃশ বেতন হার প্রবর্তন করেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত পুস্তক বাজেয়াপ্ত

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম এ, পি-এইচ ডি, ৪ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬ কর্তৃক রচিত এবং শ্রীমতী এস চৌধুরী, বি এ, ৪ বিপিন পাল রোড কলিকাতা-২৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইলাইট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ হরমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা-১০ হইতে শ্রী আর সি বসু কর্তৃক মুদ্রিত এবং ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় ৬-১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২ কর্তৃক পরিবেশিত 'গ্লিম্পসেস অব বেঙ্গল : দি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি নামক পুস্তকটির 'উৎসর্গপত্রে' ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের যথা অহোম ও বাঙালীর মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব উদ্রেকের কারণ হ'তে পারে এমন বিষয় নিবদ্ধ থাকায় আসাম-সরকার ১৮৯৮ সালের দন্ডপ্রণালী সংহিতার (১৮৯৮ সালের ৫ সংখ্যক আইন) ৯৯ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে উক্ত পুস্তকের যাবতীয় কপি বাজেয়াপ্ত হ'ল ব'লে ঘোষণা করেছেন।

বেহালায় 'বুক ব্যাঙ্কের' উদ্বোধন

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে বেহালা অঞ্চলে আর্য সমিতিতে একটি 'বুক ব্যাঙ্কের' উদ্বোধন করেন রোটারী জেলা গভর্ণর শ্রী এ রহিম খান। দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতার রোটারী ক্লাব এই ব্যাঙ্কটি দান করছেন। বেহালায় এই জাতীয় পরিকল্পনা এই প্রথম। ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারদের হাতে পাঠ্যপুস্তকগুলি দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র-ছাত্রী পাঠ্যপুস্তক কিনতে অক্ষম, তাঁদের ব্যবহারের জন্য এইসব বই দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের জন্য রোটারী ক্লাব নানারকম চেষ্টা করেছেন এবং বর্তমান পরিকল্পনা তারই অংগ।

এই প্রসংগে রোটারিয়ান খান ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বলেন যে, গরীব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য তাঁরা বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করছেন। বর্তমান বৎসরে এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৪জন কৃতী ছাত্র সাহায্য পাচ্ছে।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ৯ই মার্চ হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার ভবনে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে

পৌরোহিত্য এবং এতদুপলক্ষে আয়োজিত একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার। হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বর্তমানে দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। সমাজসেবিকা শ্রীপারুল ভট্টাচার্য বলেন যে, গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র কতকগুলি সৌখীন উপন্যাসের সমাবেশ না করে যদি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের সমাবেশ করা যায়, তবে দেশের অগণিত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর অশেষ উপকার সাধন করা সম্ভবপর হয়।

তিনি প্রসঙ্গতঃ এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে পূর্বের মত গুরুগৃহে রূপান্তরিত করিবার জন্য দেশের গ্রন্থাগার পরিচালকবৃন্দের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতিদ্বয় শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও সুবোধ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দেন।

এতদুপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রচুর লোক সমাগম হয়।

বাংলা সাহিত্যের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার

ভুবনমোহনী স্বর্ণপদক

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের জন্য তিন বৎসর অন্তর এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

সরোজিনী বসু পদক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ গবেষণার জন্য ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু পদকের অধিকারী হয়েছেন।

লীলা পুরস্কার

শ্রীমতী পুষ্প দেবী লীলা পুরস্কার লাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্য রচনার জন্য একজন লেখিকাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯শে জানুয়ারী মহাজাতি সদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে এই তিনটি পুরস্কার বিতরিত হয়।

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার

এই বৎসর শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় "জাপানে" ভ্রমণ কাহিনীর জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেছেন।

রবীন্দ্র পুরস্কার

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "স্মৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গালী" এবং শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী "রম্যানী বীক্ষ্য" গ্রন্থের জন্য এই বৎসর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। এ, মুখার্জী এণ্ড কোং উভয় গ্রন্থের প্রকাশক।

ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী সিঁথি ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে পাঠাগারের সভ্যদের ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করা হয়। শ্রীকেশবলাল ঘোষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী ॥ চব্বিশ পরগণা

গত ২৯শে জানুয়ারী বর্তমান বৎসরের জন্য বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীর নির্বাচন নিষ্পন্ন হয়েছে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হয়েছেন—সভাপতি—ডাঃ দুর্গাচরণ চ্যাটার্জি; সহঃ সভাপতি—ডাঃ নীহার মুখার্জি ও ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল ঘোষ; সম্পাদক—গোবিন্দ ঘোষ; সহঃ সম্পাদক—রামদেব চ্যাটার্জি ও নন্দলাল ঘোষ; গ্রন্থাগারিক—হীরেন ঘোষ; সহঃ গ্রন্থাগারিক—মৃগাঙ্ক দাস ও সুধীর কারার; কোষাধ্যক্ষ—চিত্তরঞ্জন ঘোষ; সভ্যগণ—গোবিন্দ হালদার, লালমোহন ঘোষ, মহিউদ্দিন সাপুই অনিমেশ চ্যাটার্জি, অভয়পদ দাস ও ফলকৃষ্ণ হালদার।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ॥ নদীয়া

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে কর্মকর্তা নির্বাচন করে বর্তমান বৎসরের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়—

সভাপতি—বিশ্বরঞ্জন রায় এম এল সি, সহঃসভাপতি—শ্রীহরিদাস দে, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ: গ্রন্থাগার—শ্রীমহাবীর মুখোপাধ্যায়, প্রচার—শ্রীগৌরীশংকর দাস, সামাজিক—শ্রীসুনীলকুমার সাহা, ক্রীড়া—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিল্ডিং—শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীনির্মল পুততুন্ড, অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক—শ্রীপ্রদ্যোৎ বসু।

সম্পাদকীয়

জাতীয় প্রতিরক্ষায় ও দেশ-সংগঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে যাঁদের কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই জানেন স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা আসার অনেক আগেই প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে এর আহ্বান এসে পৌঁছেছিল। দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়ে—বিশেষ ক'রে তথাকথিত মধ্য প্রাচ্যের ও জাপানের জাগরণে—এই সমাজের যুবমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রঙ্গলাল থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার কবিরা স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে যে সব কবিতা রচনা করেছিলেন তা' এই যুবমানসের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশমাত্র। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম একদিনের ব্যাপার নয়। মুহূর্তের উত্তেজনায় অসাধারণ কোন কিছু ক'রে ফেলার উন্মাদনা আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিশ্চয়তা নেই। তাই ধীরে ধীরে, বুঝে সুঝে, পরিকল্পনামত কাজ করে যাওয়াই প্রয়োজন। আর এটা মুহূর্তের উত্তেজনায় এমন কি চরম স্বার্থত্যাগ করার চেয়েও কঠিন। তাই আমাদের মনে যে ভাব অংকুরিত হ'ল—তাকে অনেকদিন ধরে বাঁচিয়ে রেখে দৃঢ়মূল ক'রে তোলবার কঠিন দায়িত্ব কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উপর এসে প'ড়ল। আমাদের ব্যায়াম সমিতি আর গ্রন্থাগার এই দায়িত্ব কেমন ক'রে পালন ক'রেছে তা' অল্প বিস্তর আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই বিদেশী সরকারের ক্রোধবহ্নি এদের ভস্মীভূত ও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু অত্যাচারের কঠোর দণ্ড সহ্য ক'রেও সকলের অগোচরে এরা আপনাদের সঞ্জীবিত রেখে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ক'রে গেছে।

স্বাধীনতোত্তর যুগে

স্বাধীনতা পাবার পর গ্রন্থাগারের শক্তিতে বিশ্বাসী সরকার এর উপর এক গুরুতর দায়িত্ব দিতে ইতস্ততঃ করেননি। সে দায়িত্ব হচ্ছে—দেশকে শিক্ষিত ক'রে তোলার দায়িত্ব—দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার দায়িত্ব। অবশ্য বাংলা তথা ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করে তোলা সহজ কথা নয়। সরকারের সংগে জনসাধারণের স্বাধীনতার আগে যে যোগ ছিল সেই যোগের জায়গায় সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে নতুন যোগসূত্র গ'ড়ে তোলা সহজ কথা নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ও পঞ্চাশের মন্বন্তরে জীবন বাঁচানোর তাগিদে মানুষ যখন অবনতির নিম্নতম স্তরে চ'লে গিয়েছিল তখন তার থেকে তুলে এনে তাকে

আপন সহজ চারিত্রিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা সহজ কথা নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে নিরক্ষরতা যে হারে উত্তরোত্তর বেড়ে চ'লেছিল সেই হারে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করা সহজ কথা নয়। সবচেয়ে প্রধান কথা, যে মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে একটা নতুন প্রেরণা এনে দেওয়া, যে আমার কাজ আরও ভাল ক'রে ক'রতে হবে—আমাকে আরও বড় হ'তে হবে—আর এই জন্যে আমার কর্মপদ্ধতিকে উন্নততর করবার উপায়গুলো অধিগত ক'রতে হবে—এই প্রেরণা এনে দেওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। সারা জগতে শিল্প বিপ্লব হ'য়ে গিয়েছিল—আমরা তার খোঁজও রাখিনি। সারা জগতে মানুষকে রোগ-যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কত নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়েছে আমরা সেদিকে চোখ কাণ কিছুই দিইনি। কৃষিকার্যে, জীবন যাপনে, জীবনকে নতুন ক'রে দেখার ব্যাপারে, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অভিনব যুগের রাজত্ব চলছিল—আমরা সেদিকের কিছুই জানি নি। অথচ এই অভাবনীয় নতুনের আবির্ভাবকে আমাদের মধ্যে বরণ ক'রে নিতে পারার জন্যই আমাদের স্বাধীনতার দরকার ছিল। স্বাধীনতার সিংহ দরজা দিয়ে যদি আমরা বাইরের জগতের এই নতুন জীবনকে আমাদের মধ্যে আহ্বান করে দিতে না পারি, তবে আমাদের স্বাধীনতা ব্যর্থ। তাই আমাদের পরিকল্পনা রচিত হ'ল শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সব বিষয়ে অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও নতুন ভারত গ'ড়ে তোলার শিক্ষা প্রচারে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব স্বীকৃত হল। এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দীকৃত অর্থে গ্রন্থাগার গুলোর উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলতে লাগল।

বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে

যতটুকু হ'য়েছে তার জন্য নিশ্চয়ই আমরা আনন্দিত। যাঁদের প্রচেষ্টায় এবং দূরদৃষ্টির ফলে গ্রন্থাগার সমুন্নতির পরিকল্পনা রচিত হ'য়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। তবু মনে হয় গ্রন্থাগারের উপর হয়ত আরও দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারত। মাত্র শিক্ষার সীমিত ক্ষেত্রের সঙ্গে একে যুক্ত না ক'রে, একে আমাদের সমুন্নতির কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসা যেতে পারত। বিলেতের শিল্পবিপ্লবে কুশল কর্মী সৃষ্টির কাজে Mechanics' Institute গুলোর অবদান কম ছিল না। আর এই Mechanics' Institute এর অঙ্গীভূত গ্রন্থাগারগুলোই এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র ছিল। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কর্মকুশল মানুষ তৈরী হ'য়েছে পৃথিবীর সর্বত্র আর সেই কুশল মানুষের কলানৈপুণ্যেই সেই দেশের উন্নতির ভিত গ'ড়ে উঠেছে। তাই পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা ও কাজ সম্বন্ধে ধারণা আগাগোড়া ব'দলে গেছে। গ্রন্থাগার এখন গ্রন্থের আগার মাত্র নয়, এমন কি গ্রন্থাগার, পাঠাগার মাত্রও নয়—গ্রন্থাগার এখন জনমিলন কেন্দ্র—Community Centre। এখানেই পাওয়া যাবে মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজনের যোগান—এখানেই গঠিত হবে সার্থক নাগরিক। গ্রন্থাগার দেবে মানুষকে বৃত্তির কৌশল, অবসরের সঙ্গ, চিত্ত

বিনোদনের সন্ধান, জীবনের আদর্শ—এক কথায় তার সব কিছু। তাই শিক্ষার নানা শাখার একটা উপশিক্ষা হিসেবে দেখলে এর বিপুল প্রাণস্রোতকে অবজ্ঞা করা হবে, একে সার্থকরূপে ব্যবহার করা হবে না।

প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে

ব্যয়সঙ্কোচ ও গ্রন্থাগার

সৈনিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরিকল্পনাগুলোর পুনর্বিন্যাস করা হ'চ্ছে। শান্তির সময় দেশের বৈষয়িক অগ্রগতির জন্য যে প্রয়াস একমুখী ছিল তা'কে আজ দ্বিধাবিভক্ত করতে হ'চ্ছে দেশরক্ষার প্রয়োজনে। ফলে অতি স্বাভাবিক কারণেই বৈষয়িক উন্নতির দিকে অর্থ বিনিয়োগ করার ক্ষমতা আমাদের সংকুচিত হ'য়ে উঠেছে। শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ যে ভাবে কর্তিত হ'য়েছে—আশংকা হয় তাতে গ্রন্থাগার সমুন্নতির পরিকল্পনা অনেক অংশেই ব্যাহত হবে। প্রতিরক্ষার সুবিধের জন্য বৈষয়িক উন্নতিমূলক পরিকল্পনাগুলোকে সাময়িক স্থগিত রাখতে হ'লে অবশ্য বলারও কিছু নেই। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে—প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম, প্রতিরক্ষার অজুহাতে তাকে শক্তিহীন করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা। এই প্রসংগে আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন রচিত বিলেতের গ্রন্থাগার সমীক্ষার বিবরণ থেকে সামান্য একটু উদ্ধৃত করি—"...War-time conditions demonstrated, as never before the essential value of the library service. Libraries did not become less but more important."। বস্তুতঃ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেক নাগরিকের সংগে সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার। সরকারী উপদেশ নির্দেশগুলো যাতে সব নাগরিকের কাছে পৌঁছায় এটা দেখা একান্ত দরকার। কিন্তু গ্রন্থাগার ছাড়া এ কাজের দায়িত্ব আর কার উপর দেওয়া যেতে পারে? জনসংযোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানা বিষয়ের সঠিক সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রন্থাগারের উপরই থাকা ভাল।

যুদ্ধ, জনমানস ও গ্রন্থাগার

পূর্বোক্ত গ্রন্থাগার সমীক্ষার বিবরণের শেষ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে—বিগত মহাযুদ্ধকালীন সময়ে গ্রন্থাগারে বইয়ের চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণ জীবন যাপনের ও অবসর বিনোদনের সহজ উপায়গুলি দুর্লভ হয়ে যাওয়াতে মানুষকে বই পড়েই সময় কাটাতে হোত। তাছাড়া যুদ্ধের সময় নানা বিষয়ে জানবার প্রয়োজন বেড়ে যায়। শুধু দেশ বিদেশের ভূগোল ইতিহাসই নয়, যুদ্ধের সময় আমাদের অনেক জিনিসের বিকল্পের সন্ধান রাখতে হয়, নানা বিষয়ের প্রয়োগবিদ্যার প্রয়োজন হয়। তা' ছাড়া বিমান আক্রমণ প্রভৃতির সময় দীর্ঘকাল ধ'রে ঘরে বন্ধ থাকতে হয় বা আশ্রয়স্থানে অপেক্ষা করতে হয়। এইসব সময়েও বই পড়ে সময় কাটাবার অভ্যাস করে নিয়েছিল বিলেতের যুদ্ধকালীন সাধারণ নাগরিকেরা। আজকের

যুগের যুদ্ধ সার্বজনীন। যুদ্ধক্ষেত্রও দেশবিস্তৃত। সুতরাং অসামরিক লোকদের দিকে কম নজর দিয়ে সামরিক লোকদের দিকে বেশী নজর দেবার নীতি আজকের দিনে অচল। আজ চাষী, মজুর, সৈনিক, শিক্ষক সকলকেই দেশরক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে। তাই সকলকেই উন্নত পদ্ধতিগুলো আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র অধিগত করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। পশ্চাদ্‌ভূমির সরবরাহ ছাড়া যেমন বন্দরগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে—তেমনি সারা দেশের নিত্য প্রবহমান যোগান ছাড়া সৈনিকদের পক্ষে দেশরক্ষা করাও সম্ভব হয় না।

জাতির মনোবল ও গ্রন্থাগার

সঠিক সংবাদ প্রকাশ করে এবং জাতীয় গৌরবজনক ঘটনাবলীকে জনসাধারণের গোচরীভূত করে গ্রন্থাগার জাতির মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারে।

বস্তুতঃ দেশ রক্ষায় গ্রন্থাগারের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একবার প্রচার করেছিল—দেশ গড়তে মানুষ চাই—মানুষ গড়তে শিক্ষা চাই, শিক্ষার জন্য গ্রন্থাগার চাই। আজ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সেই কথা আরও জোর ক'রে বলতে হচ্ছে—প্রতিরক্ষার জন্য শিক্ষিত মনোবল সম্পন্ন দেশপ্রেমী মানুষ চাই, আর সেই মানুষ গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের।

সমস্যা

আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব

আপন দায়িত্ব পালন করতে হলে গ্রন্থাগারকে পুনর্গঠন করতে হবে। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য আমাদের অর্থ পরিমাণের কোন রকম নিশ্চয়তা নেই। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যতটুকু সমুন্নতি হয়েছে সেইটুকুও বজায় রাখতে হলে আজ আগের চেয়ে অনেক বেশী টাকার দরকার হবে। কাগজের ওপর শুল্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের দাম বাড়বে। কেরোসিন তেলের দর বাড়ায় পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যয় বাড়বে। আর অন্যান্য জিনিসের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের আনুসঙ্গিক ব্যয়ও বেড়ে যাবে। ফলে যে কখানা বই কেনা হত,—যতটুকু সময় গ্রন্থাগার খুলে রাখা হত—যে কখানা চিঠি লেখা হত—যে কখানা কাগজপত্র ব্যয় করা হত সবের জন্যই আজ বর্ধিত খরচের প্রয়োজন হবে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা খাতে যে সব টাকা দিতেন তা' কমে যাবে। রাজ্য সরকারও বর্ধিত ব্যয়ের প্রয়োজন আপন কোষ থেকে কতটুকু মেটাতে পারবেন বলা কঠিন। এমত অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলো প্রয়োজনানুযায়ী কাজ করতে পারছে—এ আশা করা খুবই শক্ত। গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা এতদিন বলেছি, কিন্তু এই আইনের অভাবে যে অসুবিধা হতে পারে এমনভাবে এর আগে কখনও আমরা তা' বুঝিনি।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে প্রতিকূলতা

আপৎকালীন অবস্থায় দেশের স্বাভাবিক যোগাযোগ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হবে—এ আশংকা হয়ত একান্ত অমূলক নয়। তখন প্রত্যেক অঞ্চলে অনেক বেশী শাখা গ্রন্থাগার, অনেক বেশী চলমান গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেবে। যদি দেশে আঞ্চলিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার (Integrated library service) প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত তা হলে হয়ত আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষেরা আপন আপন এলাকায় শাখা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ভাবতে পারতেন। কিন্তু আশংকা হয় গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হওয়ায় এদিকে কোন কিছু করা হয়ত সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে অধিকতর অর্থের প্রযোজন ত' আছেই, তাছাড়া সাংগঠনিক সমস্যাও কম নয়।

বৃত্তি শিক্ষণে দেশকালোপযোগিতার প্রতি উদাসীনতা

তৃতীয় সমস্যা—আমাদের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা আমাদের দেশোপযোগী ও কালোপযোগী করে গড়ে তোলা দরকার। এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার যে সব ব্যবস্থা আছে তাতে দেশকাল নিরপেক্ষ তত্ত্বই মাত্র প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, নিরক্ষরতা দূরীকরণে, জনসংযোগের কাজে, কৃষিশিল্প বিষয়ক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করার বিষয়ে, গ্রন্থাগারিক কিভাবে কী করতে পারেন—সে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা এখন একান্তই দরকার।

ক্রমবর্ধমান জীবিকার ব্যয় ও গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বল্প বেতন

চতুর্থতঃ গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনার ব্যয়ের সংগে সংগে গ্রন্থাগারিকদের জীবনযাপন ব্যয়ও অনেক বেড়ে যাবে। একেই দীর্ঘকাল ধরে স্থিরীকৃত বেতনে কাজ করে বাংলা দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকেরা ক্রমবর্ধমান জীবিকার ব্যয় সংকুলান করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন—তার উপর যুদ্ধকালীন ব্যয়বৃদ্ধিতে তাঁদের অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে উঠবে। কাজের স্বাধীনতা আর মোটামুটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে কোন মানুষই প্রাণ ঢেলে কাজ করতে পারে না। তাঁকে জীবিকার তাগিদে অন্য ধান্দায় ঘুরতেই হয়, ফলে কাজ তার দ্বারা ভালভাবে হতে পারে না। আপৎকালীন অবস্থার কথা তুলে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগারিকদের বেতন নির্ধারণের যুদ্ধপূর্ব সুপারিশকে পর্যন্ত স্থগিত রাখার একটা আশংকা অনেকের মনে উঠেছে। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগার উন্নয়নের পক্ষে এটা একটা মস্ত বাধা হয়ে উঠবে।

কাজেই গ্রন্থাগারের কাছ থেকে আমরা যদি উপযুক্ত কাজ চাই তাহ'লে আমাদের অর্থের বরাদ্দ অনেক বাড়াতে হবে। প্রতিরক্ষার দোহাই দিয়ে গ্রন্থাগারের ব্যয় কমালে প্রতিরক্ষার কাজের মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব

কিন্তু গ্রন্থাগার সংগঠনের মূল দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। পাঠকদের মনে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আস্থার সঞ্চার তাঁকেই করতে হবে। পাঠকদের সংগে মিশে তাঁদের জিজ্ঞাসা,

কৌতুহল, সমস্যা সব কিছু বুঝে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। প্রদর্শনী, বক্তৃতা, পাঠচক্র, গল্প, আলোচনাচক্র আয়োজন করে পাঠকদের সার্থক পড়ার অভ্যাস তাকেই তৈরী করতে হবে। বাংলা ভাষায় অনেক বিষয়ে বই রচিত হচ্ছে না। যদি গ্রন্থাগারিকেরা একত্র হন—তাঁরা যদি অভাব জানান এবং কেনবার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহ'লে বাংলা ভাষায় সব বিষয়ের বই রচিত হতে পারে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বোচ্চ জ্ঞান বিতরণের আয়োজনে গ্রন্থাগারিকেরা এক অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন পাঠক মন প্রস্তুত করার।

গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য

গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদার দাবী আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত ক'রেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দাবী করে নয়—কাজ দিয়ে আমাদের উপযোগিতা সপ্রমাণ ক'রতে পারলে তবেই আমরা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারব। সাধারণতঃ একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে রোগী যেমন নির্ভরতা বোধ করে, একজন শিক্ষকের কাছে যেয়ে একজন ছাত্র যেমন নির্ভরতা বোধ করে, পাঠকেরাও যেদিন আমাদের কাছে এসে সেই রকম নির্ভরতা বোধ করবেন সেদিনই আমরা বৃত্তিকুশল বলে দাবী ক'রতে পারব, সেদিন মর্যাদাকে আমাদের খুঁজতে হবে না—মর্যাদাই আমাদের বরণ ক'রে নেবে। আমাদের কাজকে ভালবাসতে হবে, সেবার আদর্শকে সামনে ধরে রাখতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে। নতুন ভারত গ'ড়ে তোলবার প্রেরণা নিয়ে এগোতে হবে। ব্যক্তিগত মান মর্যাদার কথা ভুলে যেতে হবে। দেখা যাবে, তাতে দেশেরও উন্নতি হবে, আমাদের মর্যাদারও হানি হবে না। আমরা যেন আমাদের কাজ ঠিক মত ক'রে যেতে পারি। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা যদি আমাদের ঠিকমত সাহায্য না করেন—খুবই পরিতাপের বিষয় হবে সন্দেহ নেই, তবুও জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে আমরা কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হয়েছি—এ ধিক্কারের সম্মুখীন আমাদের হ'তে হবে না।

[সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের
মূল আলোচ্য প্রবন্ধ]

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সংখ্যা

গ্রন্থাগার

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

এ ই সং খ্যা য়

দ্বাদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা চৈত্র ১৩৬৯

TO BE PUBLISHED SHORTLY

WEST BENGAL

LIBRARY DIRECTORY

COMPILED BY

THE DIRECTORY SUB-COMMITTEE OF

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

- COVERS MORE THAN 4,500 LIBRARIES INCLUDING

GENERAL LIBRARIES : DISTRICT, AREA, RURAL AND OTHER GOVERNMENT SPONSORED LIBRARIES, PUBLIC AND SUBSCRIPTION LIBRARIES

SCHOOL, COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARIES

SCIENTIFIC, RESEARCH, CULTURAL & INSTITUTIONAL LIBRARIES

●● CONTAINS TABULATED INFORMATION ABOUT

NAME, ADDRESS & YEAR OF ESTABLISHMENT

NATURE OF THE LIBRARY & MANAGEMENT, ACCOMMODATION, CLASSIFICATION & CATALCGUE

TOTAL BOOKS AND PERIODICALS, TOTAL ANNUAL READERS AND ISSUES

RATE OF SUBSCRIPTION, DEPOSIT, INCOME AND EXPENDITURE

●●● COMPREHENDS DISTRICTWISE DATA ABOUT

POPULATION

LITERACY

LIBRARIES

● *ALPHABETICAL INDEX IS AN ADDED ATTRACTION OF THIS VOLUMINOUS WORK*

● *LASTING INTEREST IS ITS SPECIALITY*

MECHANICAL DATA

Size	:	Double Demy 8vo.
Printed area	:	20·5 cm × 22 cm
Paper		White Printin
Composition	:	Monotype
Binding	:	Board cover
Language		English
Total page	:	500 (approx.)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১২শ বর্ষ] চৈত্র ঃ ১৩৬৯ [দ্বাদশ সংখ্যা

উদ্বোধনী ভাষণ

শ্রীঅশোক সেন

(কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী)

বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগার ও উহার উদ্যোক্তাদের একটি প্রধান দায়িত্ব হইতেছে দেশে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার সঠিক বিবরণ সুদূর পল্লীবাসীদের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সেই সংবাদই নূতন পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারে।

দেশের বর্ত্তমান একটি প্রধান সমস্যা হইতেছে উহার প্রতিরক্ষা এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের উপর একটি গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। কারণ প্রধানতঃ তাহাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল করা যাইতে পারে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রস্তুতি সম্পর্কে দেশের জনগণকে তথ্য সরবরাহ গ্রন্থাগারের কর্তব্য। আশা করা যায় যে গ্রন্থাগার সমূহ এই কর্তব্য পালন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেনা।

মানুষ যখন সভ্যতার শিখরে আরোহণ করে তখন সে কাহিনীর কতকাংশ পুস্তকে অথবা অন্যভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। মিশরে মানুষের জ্ঞান শত শত বৎসর ধরিয়া প্রাচীন পুঁথি পত্রে রক্ষিত হইতেছে। কাজেই অনেক জায়গায় গ্রন্থাগার একটি জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হইয়া এবং এই জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ করিয়া জনসাধারণ তাহাদের তৃপ্তির খোরাক মিটাইয়া থাকে।

গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই গ্রন্থাগারগুলিকে রাজনীতির আওতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইবে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্বোধন করিয়াছিলেন সেই পরিষদ নিশ্চয় রাজনীতির আওতা হইতে দূরে থাকিবে।

[ভাষণের সারাংশ]

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্যে আপনাদের কাছ থেকে যখন আহ্বান পেয়েছি তখন তার মধ্যে এত আগ্রহ ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছি যে, এ-বিষয়ে যোগ্যতা ও দায়িত্বের কথা তখন কিছুই ভাবি নি ; সে সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠেছি এখন আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় তথ্য-চিন্তা এখন একটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রূপ ধারণ করেছে ; তাকে একটু দূরে থেকে দেখেছি, তার ভিতরে প্রবেশ ক'রে কোন ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ করি নি। এ-বিষয়ে আপনারা অনেকেই পরিশ্রম ও নিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘ দিন অনুশীলন করেছেন, আপনাদের মধ্যে রয়েছে পরিশীলিত বৈজ্ঞানিক মনের পরিচ্ছন্নতা ; ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও আপনাদের মনকে উত্তেজিত ক'রে তুলছে বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা, আপনারা আপনাদের সম্মিলিত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সমাধান প্রত্যাশা করেছেন তা-ও কোন মানসিক সমাধান মাত্র নয়—কর্মিজনোচিতভাবে বাস্তব সমস্যার আপনারা চান বাস্তব সমাধান। আপনারা চান সদিচ্ছা-প্রণোদিত কতকগুলি কথা মাত্র নয়—আপনারা চান কর্মক্ষেত্রে পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরা বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চলবার কর্মনির্দেশ। সে ব্যাপারে নিজেকে অপারগ মনে করছি কোন বিনয়বশতঃ নয়—অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতার অভাব বশতঃ। তবে এ-ও জানি, পথচলার নির্দেশ আপনাদের মধ্যেই হয়ত আপনারা খুঁজে পাবেন আপনাদের তপস্যা ও প্রজ্ঞাকে নিষ্ঠার সংগে কেন্দ্রীভূত করে, কিন্তু সেই তপস্যা ও প্রজ্ঞার কেন্দ্রীভূত প্রয়োগের সংগে আপনারা দেশের জাগ্রত গণমানসের কাছ থেকে পেতে চান সক্রিয় সমর্থনের প্রেরণা ; তাই আপনারা আপনাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আহ্বান জানান আমাদের। আপনাদের সেই আহ্বানের উত্তরে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে অকৃত্রিমকণ্ঠে অন্ততঃ এই কথা বলতে পারি ; আমরা আপনাদের সহকর্মী না হতে পারলেও আমরা আপনাদের সহমর্মী। সমান হৃদয় এবং সমান আকুতি নিয়ে আপনাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি—এবং আপনাদের সংগে মিলিত কণ্ঠে প্রার্থনা করতে চাই—মানুষ হিসাবে এগিয়ে চলার পথে আমরা যেন এক সংগে চলি—এক সংগে কথা বলি—আমাদের চলায় এবং বলায় আমাদের মধ্যে যেন গ'ড়ে ওঠে এক প্রাণ এক মন।

আজ আপনাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে পরেছে অনেক দিনের পুরণো একটি প্রার্থনা—একটি বোধিসত্ত্বের প্রার্থনা। তিনি ডাক দিলেন দিকে দিকে যাঁরা সম্বুদ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ নিজের মধ্যে যারা বোধির আলো লাভ করেছেন তাদের সকলকে—শুধু ডাক দিলেন না, কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁদের কাছে একটি বিশেষ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন—

'সর্বাসু দিক্ষু সম্বুদ্ধান্ প্রার্থয়ামি কৃতাঞ্জলিঃ।'

সে প্রার্থনা কি? কেউ নির্বাণ লাভ ক'রোনা, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির জন্য মানুষ থেকে কেউ দূরে স'রে প'ড়োনা; এইখানেই সবাই থাক—এই মহামানবের মধ্যেই এবং

ধর্মপ্রদীপং কুর্বন্তু মা ভূদন্ধমিদং জগৎ।

সবাই মিলে ধর্মের প্রদীপ জ্বেলে দাও—এই জগৎ যেন অন্ধ না হ'য়ে যায়। যে জগতে আমরা বাস করি সেই জগতের কোনও একটি প্রান্ত যাতে অন্ধকারে অন্ধ না হয়ে থাকে তার দায় প্রত্যেক মানুষের। সুতরাং আমরা যে যেখান থেকে হৃদয়ের মধ্যে লাভ করেছি যতটুকু আলো তাকে নিয়ে মানব-বিমুখ হয়ে উঠবার কারো কোন অধিকারই নেই—আমাদের সকলেরই যে রয়েছে মহৎ দায়, হৃদয়ে যতটুকু আলো পেয়েছি তাই নিয়েই এগিয়ে আসতে হবে, তাই দিয়ে যতটুকু পারি পৃথিবীর কোণে কোণে ধর্ম প্রদীপ জ্বেলে দিতে হবে—আমাদের এই জগতের কোন অংশকে আমরা অন্ধ হয়ে যেতে কিছুতেই দেব না।

এই সংকল্প নিয়ে যারা এগিয়ে আসবেন তাঁদের পুরোভাগেই আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রন্থাগারিকগণকে। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে মানুষ পেয়েছে যত আলো, তাকে পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে দিয়ে মানুষের জীবনকে উদ্ভাসিত করে তোলার মহৎ ব্রত আপনাদের। এ-কথা শুধু সাহিত্যিকের সুরে সালংকারে বলছি না, এ সত্যকে জীবনের প্রথমে উপলব্ধি করেছিলাম সামান্য কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, আপনাদের সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাটুকুই আপনাদের নিকটে উপস্থিত করছি। পাঠশালা ছেড়ে যখন প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম তখনই পূর্ববঙ্গের একটি পল্লীর একটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হয়ে উঠেছিলাম। ছোট্ট জমিদারের বাইর বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের এককোণে একটি কাঠের আলমারি; কিছু দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ডিটেকটিভ উপন্যাস, কিছু বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের 'শট দরে বিক্রি'র গ্রন্থাবলী এবং কিছু বিবাহে উপহার প্রাপ্ত কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের উপন্যাস—এই পুঁজি নিয়ে আমাদের গ্রন্থাগারের আরম্ভ—আমরা কায়ক্লেশে তার সঙ্গে যোগ দিতে লাগলাম স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বই—অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ,' 'কর্মযোগ,' 'প্রেম'—আর দেশ-বিদেশের কিছু কিছু জীবনী। অর্থাগমের জন্য চাঁদার ব্যবস্থা আমরা অনেক ক'রে দেখেছি, তাতে অপকার ব্যতীত উপকার কিছুই হয় নি; আমরা তাই গ্রামে সম্ভাব্য দু'টি নৈমিত্তিক ঘটনার জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতাম, একটি বিবাহ, অপরটি শ্রাদ্ধ। এই দুই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের অর্থপ্রার্থীর মধ্যে আমরা দু' একটি নিরীহ জীবও গিয়ে নাছোড়বান্দা হয়ে বসে থাকতাম—প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে হোক, অথবা ভ্রূকুটি-কুটিল বিরক্তিতে হোক, দু'একটি টাকা মিলত; সাংবৎসরিক সেই স্বল্প আয়, দিয়েই আমরা আমাদের গ্রন্থাসংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করেছি। আমরা গ্রাম্য এই গ্রন্থাগারের জন্য জল কাদায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিভিক্ষা করেছি, সেই ভিক্ষার চাল বিক্রি ক'রে

আমরা ভাল একখানা বই কিনবার চেষ্টা করেছি। একটা গ্রাম্য গ্রন্থাগারে অন্য কোন দিক থেকে কোন সাহায্যের কথা সেদিন আমরা ভাবতেই পারি নি।

এই সব অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসের কথা আজ আপনাদের এখানে বসে শোনবার চেষ্টা কেন করছি। সেদিনকার সেই সকল দৈন্য এবং স্বল্পায়াসের ভিতর দিয়েও এই কথাটি অনুভব করেছিলাম, আমাদের সেই দৈন্যক্লিষ্ট স্বল্পায়াসের ভিতর দিয়েই সেই অখ্যাত পল্লীতে মিটু মিটু ক'রে একটি প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল; আরও লক্ষ্য করেছি, সেই পল্লীর সকল শুভবুদ্ধি এবং মঙ্গল-প্রয়াস এই ভাঙা আলমারী আর ছেঁড়া খোঁড়া পুঁথিপত্রের ক্ষীণ প্রদীপটিকে অবলম্বন করেই আস্তে আস্তে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছিল। গ্রামের কোন রাস্তায় বর্ষার দিনে কিছুতেই হাঁটা যায় না, আগামী বর্ষার আগে মাটি কেটে তাকে বেঁধে ফেলতেই হবে, কোন পরিবার অনাহারে ক্লিষ্ট —তাদের জন্য কি করা যেতে পারে, কোথায় মহামারীর আকারে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে—চিকিৎসা-সেবা-শুশ্রূষার কি ব্যবস্থা করা যায়—এ সব চিন্তা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কর্মোপায়ের উদ্ভাবন—এ আমরা ঐ গ্রন্থাগারের ভাঙা আলমারী ও ছেঁড়া পুঁথিপাতার সামনে বসেই করেছি। আবার দেশের পরাধীনতার গ্লানি—সে গ্লানি দূর করবার পন্থা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আলাপ আলোচনা তারও কেন্দ্র ছিল ঐ একই স্থান। আজ তাই সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করি, গ্রামের ভিতরের একটি গ্রন্থাগার শুধু গ্রামবাসীর জ্ঞানপিপাসাকেই চরিতার্থ না ক'রে গ্রাম-বাসীর সকল মহৎ প্রেরণারই কেমন একটি প্রাণকেন্দ্র হয়ে দেখা দিতে পারে।

আমরা বাঙলা দেশের গ্রামের ছেলে, আমাদের কৈশোর ও যৌবনের সাক্ষ্য নিয়ে আমরা বলতে পারি তখনকার দিনে জাতিগতভাবে শুধু স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা নয়, একটা বড় জাতি হিসাবে সব দিক থেকে গড়ে উঠবার যে মহৎ প্রেরণা, তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল বাঙলার-পল্লীতে-পল্লীতে-গড়ে-ওঠা এই গ্রন্থাগারগুলিই। আমরা লক্ষ্য করেছি, যেখানেই এই মহৎ প্রেরণার প্রথম স্পন্দন দেখা দিয়েছে সেইখানেই যত ছোটখাট ভাবে হোক গড়ে উঠেছে একটি গ্রন্থাগার, অল্পদিনের মধ্যে সেইটিই দেখা দিয়েছে সমগ্র অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্ররূপে। আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির এই কাজ ও দান সম্বন্ধে আমরা যদি অবহিত হয়ে না উঠি তবে আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাস শোচনীয়ভাবে অপূর্ণ থেকে যাবে।

বন্ধুগণ, আধুনিক জীবনে গ্রন্থাগার আমাদের জীবন গঠনে যে কতখানি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে আছে, সে-কথা আপনাদের শোনাতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা; কিন্তু কোন সচেতন সংগঠন ব্যতীতই যে গ্রন্থাগার আমাদের জাতীয় জীবনে কি স্থান অধিকার করেছিল তারই একটি পরিচিত টুকরো ছবি আপনাদের মনের সামনে আবার তুলে ধরে আপনাদের মহৎ দায় ও দায়িত্বের কথাটাকেই আপনাদের সামনে বড় ক'রে তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। আপনাদের কাজ জাতীয়

জীবনের কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, একেবারে গোড়ার ক্ষেত্রে—যেখান থেকে একেবারে বনেদ গড়ে ওঠে সেইখানে। কিন্তু এই মজা এই, বনেদটা সাধারণতঃ মাটীর নীচেই ঢাকা থাকে, সুতরাং ওটার অপরিহার্যতা এবং মূল্য সম্বন্ধে আমরা সব সময় খুব একটা অবহিত থাকতে চাই না,—বাহবা দিতে আমরা অভ্যস্ত বাইরের গড়ে ওঠা বিচিত্র রূপ ও কারুকার্যকে। প্রতিনিয়ত বড় গলায় বাহবার প্রত্যাশা আপনারা না-ই করলেন, নিজেদের কাছে নিজেদের মূল্যবোধ যেন কখনও ম্লান না হয়ে ওঠে। আপনাদের সেই ব্রাহ্মণ্য-মর্যাদাবোধ আপনাদের অন্তর্মহিমা দান করুক।

পৃথিবীর কতকগুলি উন্নত দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ কি ব্যাপক রূপ গ্রহণ করেছে তা আপনাদের জানা আছে। তাঁদের কার্যক্রমের বিস্তৃতি সুদূর-প্রসারী। তুলনায় আমাদের দৈন্য ও পশ্চাদ্বর্তিতা আমাদের মাঝে হয়ত নৈরাশ্যের সঞ্চার করতে পারে। কিন্তু এ তুলনামূলক দৃষ্টি যেন আমাদের উদ্যমকে শিথিল না ক'রে অধিকতর প্রেরণা দান করে। বাঙলা দেশে নগরে পল্লীতে, আনাচে-কানাচে গ্রন্থাগার অবলম্বনে যেখানে যত পৃথক পৃথক চেষ্টা চলেছিল, তার সবটাকে ঐক্যবদ্ধ এবং সংহত ক'রে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে একটা সক্রিয় রূপদান আপনারা 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন' দান করেছেন। অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা বে-সরকারীভাবে আপনারা যে সংগঠন ও আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন আজ সরকারী চিন্তা ও চেষ্টা তার সঙ্গে বহুভাবে মিলিত হচ্ছে। এই যৌথ চেষ্টার সুফল অবশ্যম্ভাবী। আপনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা যে সব কার্য-পরিকল্পনা স্থির করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় পরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী অনেক স্থানে তারই একান্ত অনুকূলভাবে দেখা দিয়েছে। এটা আপনাদের শ্লাঘারও কথা, কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে আশা-আনন্দেরও কথা।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, অন্যান্য দেশে যে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার ভিতরে একটা বড় লক্ষ্য দেখতে পাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৃহৎ জনসাধারণের ব্যবধানটাকে যথাসম্ভব ঘুচিয়ে দেওয়া। এই জন্য তাঁরা বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত বইগুলিকে জনসাধারণের জন্য নূতন করে ঢেলে সাজিয়ে নেবার বিপুল ব্যবস্থা করেছেন। এ বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের দেশে আমাদের আরও বেশী করে সচেতন হয়ে উঠবার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ আমাদের উচ্চশিক্ষা-বিধি যেমন করে আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষ এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একটা বৃহৎ ব্যবধান এবং রীতিমত একটি শ্রেণী বৈষম্য রচনা করেছে এমনটি অপর দেশে করে নি। যাঁরা আমাদের মধ্যে শিক্ষাবিদ্ এই শোচনীয় পরিণতি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি, তাঁরা এই দৃষ্টিতে শিক্ষা-নীতির পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হয়ে উঠেছেন; কিন্ত সে তো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। এ বিষয়ে এখনই অনেকখানি কাজ করতে পারেন আপনারা। এ কাজের জন্য বিশেষ-ভাবে লিখিত গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন, সে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থাও আপনাদেরই

খানিকটা হাতে নিতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সকল আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলিকে যত সত্বর সম্ভব আমাদের গ্রন্থাগারের কাজের সঙ্গেই মিলিয়ে নিতে হবে। গ্রন্থাগারকে শুধু বই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তথ্য-জ্ঞান-আনন্দ বিকীরণের ভিতর দিয়ে সর্বাঙ্গীন মানসিক সমুন্নতি সাধনের ব্যাপক রূপের মধ্যে তাকে বিকসিত করে তুলতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে। আমাদের গ্রন্থাগারকে ব্যাপক রূপ দিতে গিয়ে একটি সংগ্রহশালাকে এর অঙ্গীভূত করে তুলতে হবে। শুধু বই নয়—আমাদের মণীষা এবং আমাদের শিল্পবোধ যার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাদের এই গ্রন্থের সঙ্গে এনে যুক্ত করতে হবে; আমাদের ভাস্কর্য, চিত্র, অন্যান্য শিল্পকলা—সব একত্র করে তবে তো আমাদের জাতীয় মনের সমগ্র পরিচয়। বিদেশে গিয়ে গিয়ে এ সব জিনিস দেখে শিখে তবে আমাদের নিজেদের পরিচয় জানতে হচ্ছে, এ কথা আমাদের লজ্জার; এ লজ্জা দূর করতে যেন আমরা বদ্ধপরিকর হই।

যা যা আদর্শের দিক থেকে করণীয় বলে মনে করেছি সেগুলোর সঙ্গে অনেক রূঢ় সমস্যা জড়িয়ে আছে তা জানি। আমি নিজে সেগুলোকে তুলছি না এই জন্যে যে, জানি, সেগুলির উপস্থাপনা এবং সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের চেয়ে আপনারা ভাল করতে পারবেন। লক্ষ্য করেছি, কিছুদিন ধরে আপনারা বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং অগ্রগতির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে একটি সংবিধান রচনা আশা করেছেন। সরকারের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর না করে আপনারা নিজেরাই এ বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ে বিশেষজ্ঞ দিয়ে একটি সংবিধানের খসড়া তৈরী করে, দিয়েছেন। এতে আপনাদের আগ্রহের সততা এবং কর্মকুশলতা উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। সরকারের পক্ষ হতে কোথায় বাধা দেখা দিয়েছে অথবা বাধাব্যতীতই স্বাভাবিক শম্বুক-গতিত্বের বিড়ম্বনায় আপনারা বিড়ম্বিত তা জানি না। তবে একে ত্বরান্বিত ক'রে তোলবার আগ্রহ এবং যুক্তি উভয়কেই সমর্থন করি। সরকারী ও বে-সরকারী এই দুটি পৃথক ধারণা আমরা আমাদের পূর্ববর্তী শাসনধারা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকেই পেয়েছিলাম। এখন যখন আস্তে আস্তে এই আদর্শের দিকেই এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছি—যে দেশের জনগণ ছাড়া একটা সরকারের পৃথক অস্তিত্বকে আর মানব না—গণতন্ত্রের মধ্যেই সরকারী যন্ত্রটাকে যতটা সম্ভব ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হবে, তখন জনগণের কল্যাণবোধের সততায় জাত এই সংগঠন প্রচেষ্টাকে গণপ্রতিনিধিগণ যত সত্বর বিধিবদ্ধ করে কাজের সহায়তা করেন, ততই ভাল বলে মনে করি।

গ্রন্থাগারিকগণের বেতনের হার বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সমান হওয়া উচিত বলে আপনারা যে দাবী জানিয়েছেন তাতে ভিন্নমত হবার আমি কোনও অবকাশই দেখতে পাচ্ছি না। গ্রন্থাগারিক সম্বন্ধে আমাদের যে

একটা মামুলি ধারণা আছে যে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িবে শুধু একটা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বই দেওয়া নেওয়ার কাজ করেন, এ ধারণা আমাদের যতশীঘ্র ভেঙে যায় ততই ভাল। মহাবিদ্যালয়ে হোক, বিদ্যালয়ে হোক, নাগরিক, সরকারী, বেসরকারী গ্রন্থাগারে হোক বা গ্রাম্য পাঠাগারে হোক, সর্বত্রই কোথায় সত্যকারের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন অনুসারে কি করে গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে তার ভার অনেকখানি গ্রন্থাগারিকের উপরে; বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে উপদেশ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। পাঠক শ্রেণীর রুচি সৃষ্টির আগ্রহকে গড়ে তুলবার দায়িত্বও অনেকখানি এই গ্রন্থাগারিককের। তাঁর কাজ তাই শুধু যান্ত্রিক নয়, অনেকখানি সৃষ্টিমূলক। তাঁকে যেমন বিভিন্ন দিকের তথ্য জানতে হয়, তেমনই সেই তথ্যকে পরিবেশনের কৌশলকেও জানতে হয়। এর কোনটাই শিক্ষক অধ্যাপকের কাজের থেকে কম নয়, তাই দক্ষিণার বেলাতেও ঘাটতি পড়বার যুক্তিসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

বন্ধুগণ, আপনারা কাজের মানুষ, অপ্রয়োজনে কথা নিজেরাও বেশী বলতে ভালবাসেন না, শুনতে নিশ্চয়ই ভালবাসেন না। কর্মচঞ্চল আপনাদের যাত্রাপথ—তার পাশে দাঁড়িয়ে আবার বলছি, সমাজ বিবর্তনের গতিতে আপনাদের পুরোগামী ব'লে শ্রদ্ধা করি, আপনাদের কর্মপ্রচেষ্টায় অবিমিশ্র মানব-কল্যাণবোধকে স্বীকার করি—আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে আনন্দ ও গৌরববোধ করি—আপনারা সকলে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। এখনও বিশ্বাস করি যেখানে মানুষের মঙ্গলেচ্ছা সেইখানেই মানুষের শ্রী ও বিজয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রীর ভাষণ

শ্রীমায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকর্মী বন্ধুগণ,—

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হ'তে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই আপনাদের। লজ্জাহীন বিশ্বাসঘাতকতার কালো শ্যেনপাখির মতো ঝড় যখন শান্তিবাদের সৌম্যসুন্দর আদর্শকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত, অবিশ্বাসের কালোছায়া যখন দেশকে আতঙ্কিত করার মিথ্যা প্রয়াসের ক্ষমাহীন আয়োজন চলেছে, দেশের সেই দুঃসহতম সংকট মুহূর্তে আপনাদের তীর্থযাত্রা হ'ক সার্থক, ভবিষ্যতের কর্মসূচীতে প্রকাশিত হ'ক বিজয়ীপ্রাণের চিরকল্যাণের ইঙ্গিত—আজ আমি এই কামনাই করি।

শিক্ষার প্রগতি এবং সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার পরিচালনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগারিক হচ্ছেন জনগণের বাণীরূপের রূপকার। দেশের পুস্তিকাকেন্দ্রিক (বোধিকা কেন্দ্রিক)

শিক্ষানুশীলন স্থলে জগদ্দল পাথরের মতো বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জীবনের আনন্দের পথে অন্তরায়, নিছক বস্তুবাদের সদম্ভ ঘোষণায় স্বার্থসিদ্ধির অহরহ প্রচেষ্টা; চিরকল্যাণময়ী বাণীর আরাধনার হোতা হচ্ছেন গ্রন্থাগারিক। তপোবনের শাশ্বত বাণী, সত্য সুন্দরের রূপ, বলিষ্ট জীবনের সাধনা—সবার উপরে মানুষ সত্যের অপরূপ আদর্শ বাংলার সুদূরতম গ্রামের নির্জন নিস্তব্ধতায় কেউ যদি ধ্বনিত করতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন গ্রন্থাগারিক।

জ্ঞান পরীক্ষা সর্বস্ব নয়, জ্ঞান পরম সাধনার ধন, নৈরাশ্যের কালো অন্ধকারে বিশ্বাসের অমল আলোর আভাষ। জ্ঞান আহরণের নামে প্রকৃত জ্ঞানলাভের যে হীন অপলাপ চলেছে, জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক জীবনে যে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে উঠেছে, আজ সহস্র সহস্র জ্ঞান পিপাসুর প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারোদ্ঘাটনের গুরু দায়িত্ব আপনাদের ওপর। দানবদমনের শান্তিমন্ত্র পাঠের ক্ষুদ্র আয়োজনও যদি করতে পারেন, দশের ও দেশের পরমতম কল্যাণ সাধিত হবে।

জাতির সর্বাঙ্গিন উন্নতি তথা বিশ্বমানব কল্যাণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি আমরা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। হিংসা দিয়ে দ্বেষ দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির হীনবুদ্ধি যেন জাতীয় ঐতিহ্যকে গ্রাস না করে ফেলে তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের সকলকেই। বাংলার গ্রামে গ্রামে, পৌর মন্দিরে, বিদ্যালয়ে. বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপনার মূলে অন্তর্নিহিত আছে জাতির আশা ও আকাংখা। জাতির আশা আকাংখাকে ফলবতী করার মহান প্রতিজ্ঞা নূতন করে গৃহীত হবে সাংখ্যকার কপিলের সাধনা-ধন্য পূত যজ্ঞ ভূমিতে, এইটুকু মাত্র স্মরণ করিয়ে পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানাই আপনাদের প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হ'ক। দুরূহ অগ্নিপরীক্ষার পর দেশের অমলিন ঐতিহ্যের ভাস্বর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হ'ক দেশ হতে দেশান্তরে। জয় হিন্দ।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের ভাষণ

শ্রীশক্তি সরকার

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীসেন ও সুধীবৃন্দ,

সুন্দরবনের দ্বারপ্রান্তে পশ্চিম বঙ্গের এক জনপদে......আজ আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম স্বাগত জানাই। অভ্যর্থনা সমিতির এক গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। ত্রুটি ঘটার প্রচুর সম্ভবনা এবং সেজন্যে পূর্বেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের এ ক্ষুদ্র পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠুক। এক আনন্দময় ভাবলোকের সৃষ্টি হোক ও সবার উপরে প্রীতির বন্ধনে প্রীত হোক এই নিখিল চরাচর।

বিংশ শতকের ষষ্ঠদশকে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি মানুষ আজ মিলিত হয়েছি এক সংকটপূর্ণ দুঃসময়ে। মাতৃভূমি বন্ধুত্বের বিশ্বাসহন্তা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও আরও আক্রমনাশঙ্কায় মুহ্যমান। এক ঐতিহাসিক বিশ্বাস, একটা আস্থা ও এক শান্তিপূর্ণ-সৌহার্দ্য কত সহজে গুড়িয়ে দিয়ে গেল। মানুষের প্রতি আস্থা হারানো পাপ বিশ্বাস করেও জোর পাই না মনে। অতি বুদ্ধিবাদী মানুষ নভোজয়ী হয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাত্রার প্রস্তুতি করছে। মানুষের বিজয় বার্তা তার চিরাচরিত কল্পনাকে হার মানতে বলেছে। কিন্তু কেন জানিনা উল্লাসে মন নেচে উঠে না। পৃথিবীর চারপাশে চেয়ে দেখি। সন্দেহ, সংশয়, ভীতি আর দেশে দেশে গুপ্ত ও প্রকাশ্য শত্রুতা আর সবার উপরে প্রভুত্ব প্রয়াসী এক তীব্র হননকারী প্রতিযোগিতা। একদিকে একদল প্রাচুর্যের চূড়ায় বসে অপচয় আর অপব্যয়ের নিষ্ঠুর কৌতুকে মত্ত অন্যদিকে অপুষ্ঠি ও অশিক্ষার গন্দমাদন চাপে অন্যদল হেটমুণ্ড।

এক সর্বনাশা নৈতিক সংকটের মধ্যে এসে পৌঁছেছি। যে বিবেক আর নীতির বন্ধনকে মূল্য দিয়ে এসেছি এতদিন তা যেন আলগা হয়ে গিয়েছে। দুটো সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধের ভীভৎস অভিজ্ঞতায়ও সে ভীতগ্রস্ত হয় নি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক নেই মনে। গুপ্তাস্ত্রের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তার প্রস্তুতির বিশ্রাম নেই, জীবনের উপর মূল্যবোধ নেই, নেই সমাজের প্রতি মূল্যবোধ। পুরাতনধ্যান ধারণা ভেঙে পড়েছে কিন্তু সেই শূন্যস্থানে নূতন ভিত্তি গড়ে উঠছে না। প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মের সুগঠিত দেহে ফাটল ধরেছে চারদিকে। কখন কোন অংশ ধ্বসে পড়ে? কাকে আঁকড়িয়ে ধরবে? যাঁরা বয়স্ক ও প্রাচীন তাঁরা অসহায় বোধ করছেন। চোখের সামনে দেখছেন আধুনিকতার নামে উচ্ছৃংখলতার ছড়াছড়ি আর ভোগ-সর্বস্বতার মাতব্বরি। বাস্তুবাদীতার নামে বস্তুপ্রাপ্তির দরাদরি। আদর্শবাদিতা এখন শ্রেফ বোকামি। সব মিলিয়ে এক উন্নাসিকতা।

আজ নূতন জ্ঞানের প্রয়োজন। যে জ্ঞান আলো আর অন্ধকারের সীমারেখা জানিয়ে দেবে, ধ্রুব ও অধ্রুবের পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে এবং গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য'কে শিখিয়ে দেবে। কেবলমাত্র ভেঙে পড়েছে মনে করে আতঙ্কগ্রস্ত হলে চলবে না। সে নেতিবাদের কথা, সে কাপুরুষের কথা। এই অন্ধকার কাপুরুষতার মুক্তি দিতে পারে জ্ঞানের অনির্বান দীপশিখা। তাকে উজ্জলতর করাই আজকের যুগের প্রথম কাজ। আমি সেই আহ্বান করি গ্রন্থাগারের কাছে।

আজ সবার উপরে প্রাধান্য দিতে হবে জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানচর্চার। অবশ্য জ্ঞানের আক্ষরিক অর্থে নয়। spcialised knowledgeকে জ্ঞান বলতে আমি আপত্তি জানাই। specialised knowledgeয়ের প্রয়োজন নেই এ কথা বলিনা কিন্তু এর একদেশদর্শিতা সভ্যতাকে যতটা না পুষ্ঠ করেছে তারচেয়ে ক্ষতি বড় কম করছে না। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিস্কার মানুষের জ্ঞানরাজ্যের সীমাকে ধারণা-ভিত্তিকভাবে বর্ধিত করেছে। কিন্তু সর্বনাশের বীজকে সে পরিহাস করতে পারছে

না। প্রতিযোগিতাই আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্তৃতির উৎস কিন্তু সহযোগিতা সে শেখায় নি। আজকে আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার আবিস্কারক কি জ্ঞানের বিশিষ্ট প্রকাশ বলে অভিনন্দিত কোরব? না জানি আরও কত মরণাস্ত্র অপ্রকাশিত আছে। যে জ্ঞান সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে উদ্বুদ্ধ নয়, যে জ্ঞানে সভ্যতা সুষ্ঠু করে না তাকে অভ্যর্থনা করার যুক্তি খুঁজে পাই না। তা ছাড়া জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার তার কল্যাণ প্রসূতায়। ব্যবহারিক প্রয়োগে জনসাধারণের কল্যাণ সৃজনই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

জ্ঞানের এক বৃহৎ ব্যবহারিক প্রকাশ আধুনিক বিজ্ঞান। দূরকে নিকট করেছে, ভৌগলিক সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড সংকীর্ণতার বাধাকে চূর্ণ করে দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে। কিন্তু মানুষের মাঝে আত্মার আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারে নি। দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে কিন্তু হৃদয় সংকীর্ণ থাকবে কেন? আজও জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে চলেছে প্রতিযোগিতা অথচ সহযোগিতা ছাড়া আজকের মানুষ বাঁচতে পারবে না। প্রতিযোগিতার দৌড়ে সে কোন গহ্বরের দিকে চলেছে তা আজও বুঝতে পারছে না। অপরকে ছোট করে নিজেকে বড় করার সংকীর্ণ প্রাচীন মনোভাব। যার অবশ্যম্ভাবী ফল রক্তাক্ত ইতিহাস। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণের আবেদন কি ব্যর্থ হবে?

ব্যর্থ চেতনাকে সমষ্টি চেতনায় সম্প্রসারিত না করতে পারলে আধুনিকতা গর্বিত এই বস্তুবাদী সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে। শুষ্ক জ্ঞানের মরুবালিতে হৃদয়ের সপ্রেম স্রোতধারা লুপ্ত হলে সর্বনাশা বিনষ্টের গতি কে রোধ করবে? জ্ঞানে যদি মানুষকে ল্যাবরেটরীর গবেষণার বিষয়বস্তু রূপে দেখতে শেখায় অর্থাৎ ইট, কাঠ, পাথর আর মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই এমনি ধরণের নিস্পৃহ হৃদয়হীন শুষ্ক বিচার করে তাহলে সে জ্ঞানের কাছে আতঙ্কগ্রস্ত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই জ্ঞান চর্চা কেবলমাত্র জ্ঞান চর্চার জন্যই এ প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। বিজ্ঞান চর্চায় হৃদয়কে শুষ্ক রেখে মস্তিষ্ককে প্রাধান্য দিলে কুফল প্রসব অবশ্যম্ভাবী।

অবশেষে আজকের পটভূমিতে পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত মানুষের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, দেশ, বিভাগ ও উদ্বাস্তু ইত্যাদি সমস্যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে বাঙ্গালীর হৃদয়বৃত্তিতে এক বিশেষ ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে। সুফল ও কুফল দুই-ই সে প্রসব করেছে। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। দেশের চিন্ময়ী দেবী মূর্তি কল্পনা বাঙ্গালীর হৃদয়জাত গড়া মূর্তি। তাই "বন্দেমাতরম" ফাঁসির মঞ্চেও স্তব্ধ হয়নি। কিন্তু এ বিশ্বাস আজ আর এতটুকু নেই।

দেশপ্রেমের এ এক বিরাট ঘাটতি। বুদ্ধি বৃত্তির অহমিকা বাঙালীর কম ছিল না। বৃটিশ রাজত্বে সারা ভারতে সর্বভারতীয় বিভিন্ন জীবনে কি চাকুরীতে কি মেধায়, কি নেতৃত্বে সে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। উৎকর্ষতার সার্টিফিকেট অন্যান্য প্রদেশবাসীর কাছে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বিষয় ছিল, সে স্থান থেকে সে

আজ চ্যুত। এক ক্ষয়িষ্ণুতা অগ্রসরমান। এক সঠিক হটে যাওয়া চিত্র। এই সর্বনাশা অবস্থাকে বন্ধ করতে হবে। জাতিভেদ পেশাগত ভেদ ইত্যাদি মানবাত্মা অপমানকারী কুসংস্কার অনেক ভেঙেগ গেছে, কৌলিন্য ও অভিজাত্যের ভ্রান্ত দর্শন বিলুপ্ত প্রায়। নূতন আইডিয়া নূতন আদর্শ আরোপ করার এই সময়।

উন্নত চিন্তার কাছে উন্নত জ্ঞান বাঁধা। এই চিন্তা দৈন্যই আজকের সভ্যতার সংকট। যে কোন সভ্যতার দীর্ঘস্থায়িত্ব নির্ভর করে তার নূতন নূতন চিন্তাবিদের আবির্ভাবে। ইতিহাসের সচল গতিপথে নূতন নূতন চিন্তাবিদের অভাব ঘটলে সে সভ্যতা শৈবালদামে অচল হয়ে উঠে। আজকের যুগের পাঠাগার সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশ। মানুষের চিন্তাধারায় সকল পরিচয় লুকিয়ে আছে এই সারবন্দী কালো কালো অক্ষরে। তাই পাঠাগারকে আমরা সভ্যতার মাপকাঠি বলতে পারি। প্রতিটি দেশপ্রেমিক প্রতিটি চিন্তাবিদ প্রতিটি সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। রম্যতার ছদ্মবেশে এক আক্রমণকারী আমাদের আক্রমণ করেছে। সাহিত্য, দর্শন, চিন্তা, ব্যবহার সবখানে তার গুপ্ত অভিযান চলেছে। ফলে জীবন হয়েছে বন্গাহীন আর জীবনী শক্তি হয়েছে পংগু। এই আবহাওয়ার প্রতিরোধ আর প্রতিবাদ করতে পারে সুসংগঠিত পাঠাগার। সেই আহ্বান জানাই আমি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের কাছে। শুভায় ভবতু। জয় হিন্দ।

শিবশঙ্কর মিত্র

কাকদ্বীপের আহ্বান

সুন্দরবনের মানুষ আমরা। সুন্দর বন নিয়ে আমাদের গর্বের অবধি নেই। বাদা অঞ্চলে এক প্রবাদ চালু আছে—বনের রক্ষক বাঘ, আর বাঘের রক্ষক বন। বলতে গেলে, এই বন শুধু বাঘের রক্ষক নয়—গোটা সমতটকে চিরজীবি করে রেখেছে এই বনানী।

গংগার অববাহিকায় হিমালয় ধৌত অপরিমেয় পলিমাটিকে অতল সাগরে বিলীন হতে দেয়নি এই বন। ধরে রেখেছে খরস্রোতা ধারাবাহী অজস্র পলিকণাকে শত সহস্র মূখী শিকড়জালে আষ্টেপৃষ্ঠে। দক্ষিণ বাংগালাকে যেমন রক্ষা করেছে, তেমনি সাধন করেছে এর বিস্তৃতি।

তেমনি সমুদ্রের প্লাবন ও বংগোপসাগরের ঘূর্ণি বাত্যার ঝাপটাকে আগল

দিয়েছে এই বন যেন বুক পেতে। ইতিহাস বলে, সমতটের অবনমন ঘটেছে—আনুমানিক পাঁচ-সাত বছরের ব্যবধানে। তবু বাংলাদেশের সেই অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতিকে বারবারই যেন এই বন পূর্ণ করে দিয়েছে প্লাবনের হাবুডুবু জলরাশির ওপর আবারও শির শীর্ষকে সমুন্নত করে।

বাদা অঞ্চলের মানুষ সামাজিক শৃঙ্খল ও বাঁধনে পড়ে নিরন্ন হয়ে থাকলেও, সুন্দরবনের আবাদ তার সোনার ফসলে সমতটের মানুষের ঘরে ঘরে হাসি ফোটাতে কার্পণ্য করেনি কোনও দিন।

এতো কৃতজ্ঞতার বাঁধনে পড়ে বোধ হয় আজ আপনাদের সংগম তীর্থের ছায়ায় অবস্থিত কাকদ্বীপে শুভাগমন। এই শুভাগমনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে আমরাও কম প্রস্তুত হয়ে নেই। আমরাও যে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ।

বাঙলাদেশের নাড়ীর সংগে, বাংলাদেশের যুগ যুগ ব্যাপী উত্থান পতনের সংগে আমরাও যে বিজড়িত। আমাদের দেশের মাটিতে নবীন পলিমাটির প্রলেপ দেখে বিগতযুগের ঐতিহাসিকরা মনে করেছিলেন, ভাগীরথী ও পদ্মার অন্তবর্তী সমতট বুঝি অতি আধুনিক দেশ।

আমাদের সুদূর অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য মহাভারত। ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণে সিদ্ধ না হলেও, ঐতিহ্যও কম অকাট্য নয় বলে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। মহর্ষি কপিলের শাপে সগরবংশ ধ্বংস হয়। সেই সূর্যবংশাবতাংস ভগীরথ সুরধুনী গংগাকে বংগভূমিতে বাহিত করেন। সেই ধারার সংগম স্থল সাগরদ্বীপ। কাপদ্বীপের সংলগ্ন এই সাগরদ্বীপে আজও মহর্ষি কপিল, সগর ও ভগীরথ মূর্তি পূজিত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে।

এরপর আসে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন। এই প্লাবন সমগ্র বংগদেশকে যেমন, তেমনি এখনকার দ্বীপাঞ্চল বাসীদেরও অলোড়িত করেছিল। ইতিপূর্বে এক তাম্রলিপ্ত ও তারকেশ্বরে অবস্থিত "সিংহল দ্বীপে" সিংহবাহু রাজার পুত্র বিজয় সিংহের কাহিনী ছাড়া বিশেষ কিছু সুবিদিত ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদদের দ্বারা এই যুগের ইতিহাস আজ অনেকখানি আলোকিত। সুদূর বেঁড়াচাপা চন্দ্রকেতুগড়, শিবগংগা বা বালান্ডা মহাবিহারের কথা ছেড়ে দিলেও, কাকদ্বীপের অতি সন্নিকটে, মাত্র ১৫।১৬ মাইল উত্তরে হরিনারায়ণপুরে ২০০০ বছরের নিদর্শন উদ্ঘাটিত। এই ধ্বংস স্তূপে যে যক্ষিণী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার তুলনা নেই। সুংগ ও কুশান যুগের নিদর্শন আজ প্রতিষ্ঠিত। সুদূর অতীতে গ্রীক ও রোমবাসীদের বাণিজ্য পোতের আনাগোনায় যে কাকদ্বীপ অঞ্চলও সরগরম হয়েছিল, তা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই বিষয়ে অপরিমিত পোড়ামাটির নিদর্শনই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ ছাড়া কাকদ্বীপ অঞ্চলে অদ্যাবধি অপরীক্ষিত চন্দনপীড়ির জংগলে ভগ্ন মন্দির এবং বুড়বুড়ির তটে বিশালক্ষী মন্দিরের কথা তো আছেই।

পাঠান যুগের ইতিহাসকে তো আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও বৈষ্ণবদের

মিলিত 'মেলায়' ধরে রেখেছি। এদেশে গাজী, পীর, বনবিবি, গোষ্ঠপূজা, রাসলীলা, ধর্মযাত্রা, চড়ক প্রভৃতি মেলার তো শেষ নেই। এইযুগে কবি কৃষ্ণরাম দাসের "রায়-মঙ্গল" দক্ষিণা রায়ের ইতিহাসকে শুধু বাঁচিয়ে রাখেনি, তাকে ব্যাঘ্রভীতি-নিবারক দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই "রায়মঙ্গলে" কাকদ্বীপের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ

"গোজনা বাহিয়া চলে,
কর্ণধার কুতূহলে
ধামাই বেতাই কৈল পাছে।
সারি গায় জুড়ি জুড়ি,
কাকদ্বীপ গজ-ঘড়ি
ছড়াইল বণিকের বাজে।।"

মোগল আমলের কাহিনী আমাদের অশ্রুসিক্ত। শুধু আমাদের কেন, সমগ্র সমতটাঞ্চল ও সুন্দরবন এক ভয়াবহ আবহাওয়ায় পড়ে। মগ, পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গী দস্যুদের আক্রমণে এ দেশের মানুষ জর্জরিত হয়ে ওঠে। নদীর দেশের মানুষ আমরা নদীর ধারে কাছে যাওয়াও আমাদের নিষিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। অক্সফোর্ডে রক্ষিত তালিশের গ্রন্থের হস্তলিপি থেকে জানা যায়, কি নির্মমভাবে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরা সুন্দরবনাঞ্চলে মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, নারী নির্যাতন করেছে। নদী থেকে উঠেই এরা ছেলে, বুড়ো, যুবক, নারী—যাকেই পেত, তাদের ধরে নিয়ে দাস ব্যবসা করত। বর্ণনায় আছে, এই বন্দীদের হাতের তালু ছিদ্র করে সরু বেত চালিয়ে বেঁধে জাহাজের খোলে ফেলে রেখে দিত আর হাঁস-মুরগী খাওয়াবার মত ছিটে ফোঁটা অসিদ্ধ ভাত ছড়িয়ে কোন মতে এদের বাঁচিয়ে রাখত বিক্রী করবার জন্য।

এই অত্যাচার ও অনাচার থেকে এদেশের মানুষকে রক্ষা করেন যশোর নগর ধামের রাজা প্রতাপাদিত্য। কাকদ্বীপ এই রাজার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চাঁদ খাঁ-চক্ বা চ্যান্ডিকান নামে এই রাজ্যকে বিদেশীরা বর্ণনা করেছেন।

রাজা প্রতাপাদিত্য মোগল বাহিনীদের স্তব্ধ করবার জন্য তাঁর রাজ্যের উত্তরাংশে যেমন অসংখ্য দুর্গ ও নৌ-ঘাঁটি করেছিলেন, তেমনি মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের দমন করার জন্য দক্ষিণে,সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ও পার্শ্বে অসংখ্য দুর্গ, পরীখা ও নৌ-ঘাঁটি করেছিলেন। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি সব দুর্গ তৈরী হয়েছিল কাকদ্বীপ অঞ্চলের আশেপাশে। সাগর দ্বীপের দুর্গ, মাতলা দুর্গ ও মণি দুর্গকে ভগ্নাবশেষ থেকে আজও নির্দিষ্ট করা যায়। মণি দুর্গকে জয়রাম হাতীর গড়ও বলে। এরই সন্নিকটে জটার দেউল তার ৭০ ফুট সু-উচ্চ চূড়া আজও সমুচ্চ রেখে বিজয় বার্তা ঘোষণা করছে। এই স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও, গল্প আছে—প্রতাপের সেনাধ্যক্ষ রুডা মোগলদের নৌ-যুদ্ধে পরাজিত করে এই বিজয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতাপের পতনের পর এই দস্যুরা আবার মাথা চাড়া দেয়। বঙ্গেশ্বর সায়েস্তা খাঁ এই জল দস্যুদের আরাকান যুদ্ধে শেষ বারের মত সায়েস্তা করেন। তখন সায়েস্তা খাঁ এদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা যে মগদের আশ্রয়ে এই দস্যু অভিযান করে বেড়াও, মগেরা তোমাদের কি বেতন দেয়? উত্তরে তারা বলেছিল,—মোগল রাজ্য আমাদের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট। বাঙ্গলা দেশ তো আমাদের জায়গীর। যদৃচ্ছা লুণ্ঠন করি বারমাসা এরজন্য আমাদের আমলা আমীনের কোনও খরচও নেই।

কাকদ্বীপ অঞ্চল এইযুগে কি বিপাকে পড়েছিল, তা এই উক্তি থেকেই প্রতীয়মান হবে।

মোগল ও নবাব আমল শেষ হতে না হতে নতুন ও আধুনিক যুগের আবির্ভাব। কাকদ্বীপের নদীকূল থেকে আমরা দেখেছি—কত দেশ বিদেশের জাহাজ একে একে এলো বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের পট পরিবর্তন করতে। পর্তুগীজ জাহাজ এলো, এলো ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজেরা। এলো নীলের ব্যবসাদারেরা, এলো লবণ ও বস্ত্রের খরিদ্দারেরা। যে নদী পথে বাঙ্গলা দেশের নৌ-বহর পাড়ি দিয়েছিল এক সময়, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, চীন, সিংহল, প্রভৃতি দেশে—সেই পথেই এলো পশ্চিমের কত জাতের কত নৌবহর আমাদেরই দ্বীপ ঘেষে।

এরা এনেছিল যেমন অনেক আশীর্বাদ বহন করে, তেমনি এনেছিল পরাধীনতার অভিশাপ। দুশো বছর সে অভিশাপে জর্জরিত হয়ে সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা অবশেষে আবার স্বাধীনতা পেয়েছি। এ সংগ্রামের অংশীদার অনেক কাকদ্বীপ বাসি। বাঙ্গলাদেশের অন্যতম সংগ্রাম তীর্থ মেদিনীপুর আমাদের নদীর অপর পারে। আমরা অনেকেই সেই মেদিনীপুর থেকে আগত অধিবাসী। সংগ্রামী রক্ত আমাদের ধমনীতে বাহিত। বান, প্লাবন, নোনা, ঝড়-ঝাপ্টা, ব্যাঘ্র-কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বাঁচি। সংগ্রামী না হয়ে আমাদের উপায় কি! এর পরও আমরা অনেক আন্দোলন করেছি। সে সব আন্দোলন বালকোচিত ভুলভ্রান্তিতে পরিচালিত হলেও আমরা প্রগতিতে বিশ্বাস হারাইনি। আপনারাও আমাদের সে বিশ্বাস হারাতে দেন নি। নানা ভাবে আপনারা হস্ত প্রসারিত করেছেন। জ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষা, নতুন চিন্তাধারা আপনারা বহন করে আনছেন এই অনাদৃত অঞ্চলে। স্কুল, হাসপাতাল, বাজার-হাট, রাস্তা-ঘাট, জেঁকে উঠেছে—আমাদেরই কেন্দ্র করে। তাই আমাদেরও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

সর্বোপরি আজ আপনারা এনেছেন গ্রন্থাগারের বাণী। হয়ে উঠুক আমাদের জীবনে গ্রন্থাগার মূলকেন্দ্র। নিশ্চয় আপনাদের অজানা নেই—আমরা মেলা জমাতে বিশারদ। মানুষে-মানুষে, নৌকায়-নৌকায়, আমোদ-আহ্লাদে, হৈ-হল্লায় আমরা অতি সহজে মেলা জমাতে পারি। গ্রন্থাগারও হয়ে উঠুক আজ আমাদের তেমনি মেলাকেন্দ্র।

আমাদের এই সাগর সঙ্গমের দেশে সগর বংশজাত ভগীরথ একদিন যেমন ব্রহ্মা প্রদত্ত রথে চড়ে শঙ্খ নিনাদে ভাগীরথীর ধারা পথ নির্দেশ করে এনেছিলেন,—তেমনি করেই আজ আপনারা গ্রন্থাগারের শঙ্খ নিনাদে জ্ঞান ধারার স্রোতকে সমুদ্রকূলের এই সৈকতে বহন করে আনুন—বাদাবনে মানুষের এর থেকে শ্রেষ্ঠ কামনা বুঝি আর নেই।

গদাধর নিয়োগী

চব্বিশ পরগণা ও তার পাঠাগার

পশ্চিম বঙ্গের প্রতিটি অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমশই সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে এবং আশার কথা রাজ্য সরকারের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার—রাজ্য গ্রন্থাগার ও প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, শহরে, থানায় ও গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করছেন। এই সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, পুস্তকাদি ক্রয় করবার খরচ, গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রাদি ক্রয়ের খরচ রাজ্য সরকার বহন করেন, যদিও স্থানীয় অধিবাসীদের দানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি ব্লক অঞ্চল, এমন কি প্রতি অঞ্চল পঞ্চায়েতে সরকার পরিচালিত গ্রামীন পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন যার দ্বারা রাজ্য থেকে জেলা, জেলা থেকে মহকুমা, মহকুমা থেকে থানা, থানা থেকে ব্লক, ব্লক থেকে অঞ্চল পঞ্চায়েতে স্থাপিত এই পাঠাগার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্রোত বহন করে নিয়ে যেতে পারে।

এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্রোত কিভাবে প্রবাহিত করা হচ্ছে তার একটি অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারের কার্যপ্রণালী অনুধাবন করা যেতে পারে। ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জেলা। এর আয়তন ৫২৮৫ বর্গ মাইল। ১৯৬১ সালে আদম সুমারীতে লোক সংখ্যা দেখান হয়েছে ৬২ লক্ষের উপর। পুরুষের সংখ্যা ৩৪ লক্ষ এবং মেয়েদের সংখ্যা ২৮ লক্ষ। আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ৩০.২, এর মধ্যে পুরুষ ১৫ লক্ষ, স্ত্রীলোক ৫ লক্ষ। শিল্পাঞ্চল বলে এই জেলায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশী—১৭½ লক্ষ পুরুষ ও ৮৫½ হাজার স্ত্রীলোক। বেশীর ভাগ শ্রমিক আসে অন্য রাজ্য থেকে এবং তাদের এই অঞ্চলে বসবাসেরও মেয়াদ নির্দিষ্ট। এই জেলায় সরকার পরিচালিত ১১৫টি ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় স্থাপিত ৬০টি সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এই সব সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীদের জ্ঞানস্পৃহা যাতে অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয় তার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য বৎসরে এই রকম ৪৫টি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। স্কুল কাম্ কমিউনিটি সেণ্টার আছে ৮টি।

সদ্য স্বাক্ষরদের অধিকতর শিক্ষালাভের সুবিধার জন্য বয়স্ক উচ্চবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এই জেলায় ৩টি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোকের জন্য এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ২৪ পরগণায় বিভিন্ন প্রকার পাঠাগারের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :—

১। গভর্ণমেণ্ট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
২। জেলা গ্রন্থাগার (Govt.Sponsored)
৩। মহকুমা গ্রন্থাগার (ঐ)
৪। শহর গ্রন্থাগার (ঐ)
৫। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (ঐ)
৬। গ্রামীন গ্রন্থাগার (Govt Sponsored)
৭। সমাজশিক্ষাকেন্দ্র গ্রন্থাগার (ঐ)
৮। স্কুল কাম কমুনিটী গ্রন্থাগার (ঐ)
৯। সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার।
১০। সাহায্য বিহীন গ্রন্থাগার।

সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ২টী—একটি বাণীপুর ও অপরটি টাকীতে। যদিও সম্প্রতি টাকীর সরকারী গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়েছে। টাকী ব্যতীত আরও দুটি জেলা গ্রন্থাগার-একটি বিদ্যানগরে অপরটি রহড়ায় স্থাপন করা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদ পরিচালিত বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক কাজ করেছে। আলীপুর, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা অঞ্চল ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যে গ্রন্থাদি বিভিন্ন পাঠাগারে পাঠান হয়। রহড়ায় জেলা গ্রন্থাগারটি রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা করেন। বারাকপুর, বারাসাত মহকুমা এই গ্রন্থাগারের সীমানার মধ্যে। টাকী জেলা গ্রন্থাগারটি বসিরহাট ও বনগাঁ মহকুমায় কাজ করছে।

মহকুমা গ্রন্থাগার তিনটি। বনগাঁ সাধারণ গ্রন্থাগার, ব্যারাকপুর সুরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউট পাঠাগার,এবং ডায়মণ্ডহারবারে সরিষার রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত গ্রন্থাগারটি এদের অন্তর্ভুক্ত। গৃহ নির্মাণ বাবদ ৪০,০০০ টাকা, গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য ৮,০০০ আসবাবপত্রাদির ৪,০০০ টাকার ব্যয় বরাদ্দ আছে। ব্যয়ের এক অষ্টমাংশ পরিচালকমণ্ডলী বহন করেন। শহর গ্রন্থাগার তিনটি। একটি বরিষা, একটি বরাহনগর ও অপরটি বেলঘরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামীন গ্রন্থাগার ৪৯টি আছে। গ্রন্থের সংখ্যা ১,২৬,৩৭৯। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে একজন গ্রন্থাগারিক, একজন সাইকেল পিয়ন আছে। গ্রন্থাগারিকের বেতন ৭৫৲ টাকা, সাইকেল পিয়নের ৪০৲ টাকা। বিবিধ খরচ বাবদ ৫০ টাকা দেওয়া হয়। রহড়া গ্রন্থাগারিক শিক্ষা শিক্ষণকেন্দ্র খোলা হয়েছে (Govt. Sponsored)। গ্রামীন গ্রন্থাগারিকগণ এখানে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের অনেকগুলির ভার রামকৃষ্ণমিশন নিয়েছেন। বিশেষভাবে নরেন্দ্রপুর, সরিষা ও বরানগরের নাম উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর ২০৫টি গ্রন্থাগার সরকারী সাহায্য লাভ করেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য। এই সব পাঠাগারে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নাই। বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় গ্রন্থাদির তালিকার অভাবও বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

মানুষের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সেই জ্ঞানস্পৃহাকে নির্দিষ্টখাতে প্রবাহিত করতে হলে গ্রন্থাগারের প্রতি আরও দৃষ্টি দিতে হবে। কর্মীদের বেতন, উপযুক্ত পরিবেশ ও বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় গ্রন্থ পরিবেশনের ব্যবস্থা দেশের ও দশের উন্নতি বিধানে সাহায্য করবে।

[সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে ২৪ পরগণা জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ]

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল ১৯৬৩ কাকদ্বীপে (২৪ পরগণা) বিদ্যাসাগর পাঠাগারের আহ্বানে সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ উপশিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রীশক্তিকুমার সরকার অভ্যর্থনা সমিতির যথাক্রমে সভানেত্রী এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নাম দেওয়া হল ঃ

সহ-সভাপতিগণ ঃ শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর, রাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রীমতী মহারাণী অধিরাণী বর্ধমান, উপমন্ত্রী, শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্কর, এম এল-এ, শ্রীজ্ঞানতোষ চক্রবর্ত্তী, এম-এল-এ, শ্রীঅবন্তী দাস, এম-এল-এ।

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপ্রণবপ্রসাদ রায়, এম-এল-এ।

সহ-সম্পাদক ঃ শ্রীনলিনী হালদার, শ্রীকমলাকান্ত প্রামাণিক।

সভাবৃন্দ ঃ সর্বশ্রী রণবীর বর্মণ, অনাদিমোহন ওঁতি, এম-এল-এ, এস, এম, আবদুল্লা, এম-এল-এ, আহম্মদ আলি মুফতী, এম-এল-এ, আব্দুল ওয়াব লস্কর, প্রবোধচন্দ্র প্রধান, দীনবন্ধু দাস, যতীশচন্দ্র দাস, গৌরাঙ্গ সাহা, লক্ষীকান্ত মণ্ডল, অমূল্যচরণ প্রধান, ধনঞ্জয় ভাণ্ডারী, শ্রীনিবাস বিশ্বাস, শ্রীমতী আশা বর্মণ, শচীন্দ্র-নাথ ঘোষ, হরিপদ দাস, যাদবচন্দ্র মণ্ডল, বরেন্দ্রকুমার মাইতি, সুশান্তকুমার মাইতি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১৭৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাণী প্রেরণ করেন তাঁদের নাম দেওয়া হ'ল।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীকেশবচন্দ্র বসু, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীহুমায়ুন কবীর, শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রী বি কে গুহ, শ্রী বি মালিক, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী এস দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রেম কৃপাল (কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়), শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ (পরিষদের প্রথম সম্পাদক), শ্রী বি এস কেশবন, ডাঃ এস আর রঙ্গনাথন, শ্রীবসিরউদ্দীন, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীএস আর ভাটিয়া।

IFLA, Special Libraries Association (USA), American Library Association, UNESCO, Japan Library Association, Associazione Italiana Biblioteche, Librarian of Congress (Washington), Punjab

State Library Association, Delhi Public Libray, U.P. Library Association, Greek National Library, Ghana Libray Board, Hongkong Library Association, The K Nazimuddin Muslim Hall & Library, Dinajpur (E. Pak.).

জাতীয় জরুরী অবস্থার জন্য এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবলমাত্র হাওড়া ও ২৪ পরগণার জেলা এবং গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনে যোগ দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ছিল—"জাতীয় প্রতিরক্ষায় ও দেশ সংগঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" (গ্রন্থাগার, ফাল্গুন, সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য)।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়েছিল:

(১) শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থ উৎপাদনের মান

(২) শ্রীমতী বাণী বসু : শিশু গ্রন্থ-পঞ্জী

(৩) শ্রীঅজয়কুমার রায় : বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণে সমস্যা

(৪) শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বাংলা বিষয় নাম নির্বাচনের সমস্যা

(৫) শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ : কাগজ, কালি ও বাঁধাইয়ের উপাদান

(৬) শ্রীগদাধর নিয়োগী : ২৪ পরগণার গ্রন্থাগার

(৭) শ্রীসুধীর ব্রহ্ম : গ্রন্থাগারে ম্যাপের ভূমিকা

(৮) শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ : বিবেকানন্দ সাহিত্য

মূল প্রবন্ধ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ আলোচনান্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

১ জাতীয় পুনর্গঠন ও প্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধীয়:

১১ বর্তমান আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করিতেছে যে,

১১১ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেক নাগরিকের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার।

১১২ সরকারী নির্দেশ ও অন্যান্য তথ্যাদি সকল নাগরিকের নিকট পরিবেশিত হওয়া প্রয়োজন।

১১৩ বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগক্ষেত্রে তথা জাতীয় জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যাঁহারা নিয়োজিত আপৎকালীন অবস্থায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্বের সরবরাহ যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ও ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১১৪ প্রতিরক্ষার জন্য দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন দেশপ্রেমী মানুষ গড়ার প্রয়োজন।

১২ উপরোক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়োজনে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের গুরুত্বই সর্বাধিক; এবং তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অপরিসীম।

১৩ গ্রন্থাগারের এই অপরিসীম দায়িত্বের কথা পর্যালোচনা করিয়া এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, আপৎকালীন অবস্থায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মসূচী কোনক্রমে সংকুচিত না করিয়া প্রয়োজনমত সম্প্রসারিত করা হউক। সুতরাং প্রতিরক্ষার কথা চিন্তা করিয়া গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা কোনক্রমেই সমীচীন হইবে না।

১৪ এই সম্মেলন মনে করিতেছে যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উপরোক্ত অর্থে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে দেশের বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হইয়া সর্বরকম অপচয় নিবারণ করা আশু প্রয়োজন।

১৫ এই সম্মেলন মনে করিতেছে যে, উপযুক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণকে প্রতিরক্ষার জন্য দৃঢ় ও কৃতসংকল্প করিয়া তোলার মহান দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রহণ করিতে হইবে।

২ গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধীয়

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করিতেছে যে, ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি এবং বিভিন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সুপারিশমত পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

৩ গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্বন্ধীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোচিত বেতন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাইতেছে, সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সেই প্রচেষ্টাকে পুনরায় অনুমোদন জানাইতেছে এবং পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে এই কর্মসূচীকে প্রয়োজন অনুযায়ী ত্বরান্বিত করা হউক।

৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশন মনে করে যে শিক্ষক শিক্ষিকার পুত্র কন্যাগণ যেরূপ বিনা বেতনে সন্তান সন্ততিদের বিদ্যালয়ে পড়াইবার সুযোগ পাইতেছেন গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য ও সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

৫ গ্রন্থ উৎপাদনের মান সম্বন্ধীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশন মনে করে জিলা গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য সঙ্গতি সম্পন্ন গ্রন্থাগারে বই বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা করা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তত্রত্য সমস্ত গ্রন্থাগারের বই কম খরচে ভালভাবে বাঁধাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সম্মেলন সরকারকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিতেছে।

৬ বৃত্তি-কৌশল (Technical) বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্বন্ধীয়

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বৃত্তি-কৌশল (Technical) সম্বন্ধীয় যে সব প্রবন্ধাদি উপস্থাপিত হইয়াছে সেইগুলি বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করা হউক।

৭ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্বন্ধে।

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগারে নিযুক্ত যে সকল কর্মী স্নাতক নহেন তাহাদেরও উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হউক। পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও ডি. পি. আই-কে এই সকল কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বীকৃতি দানের অনুরোধ করা হউক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য এবং বিদ্যাসাগর পাঠাগারের কর্মিবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং স্থানীয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলের কাছে পরিষদ কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাঁদের গ্রন্থাগারিকদের এই সম্মেলনে যোগ দিতে অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যে সমস্ত সংবাদপত্র সম্মেলনের সংবাদাদি প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের মূল্যবান স্থান দিতে কার্পণ্য করেন নি তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিষদের অগণিত হিতাকাঙ্খীবৃন্দ বিভিন্নভাবে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করেছেন, তাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব

গত ৫ই মার্চ মহাজাতি সদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ও প্রধান অথিতির আসন অলকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য শ্রীশক্তিকুমার সরকার। বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, অনিল রায়চৌধুরী এবং তিনকড়ি দত্ত। সভাপতি ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে অতীতে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যে হতাশা দেখা দিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে দূরীভূত হইয়া নব উদ্দীপনার সঞ্চার হইতেছে তাহা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। প্রধান অতিথি শ্রী সরকার তাহার ভাষণে জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারিকদের গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। পুনর্মিলনোৎসব কমিটির আহ্বায়কদ্বয় সর্বশ্রী কমলাকান্ত প্রামাণিক ও অমিতাভ বসু বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারিকদের ঐক্যবদ্ধ হইবার আবেদন জানান। সভাশেষে সর্বশ্রী পরিমল কুমার চৌধুরী ও অরুণ কুমার ঘোষের পরিচালনায় একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।

রাহুল সাংকৃত্যায়ণ

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ গত ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৩ লোকান্তরিত হয়েছেন। এক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী কেদারনাথ পাণ্ডে বৌদ্ধশ্রমণ জীবনে রাহুল সাংকৃত্যায়ণ নাম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ জগতের চরম মর্যাদা "ত্রিপিটকাচার্য" উপাধীতেও তিনি ভূষিত হন। হিন্দী সাহিত্য জগতে তাঁর দান অপরিসীম। প্রায় ১৭০ খানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য সকল বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম। বাংলা ভাষায় অনূদিত তাঁর একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ "ভোলগা থেকে গঙ্গা"।

হেমেন্দ্র কুমার রায়

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের জীবনাবসান ঘটেছে। বাংলা শিশু সাহিত্য যে কজন সাহিত্যিকের কাছে ঋণী, হেমেন্দ্র কুমার তাঁদের অন্যতম। শিশু সাহিত্যিক রূপে হেমেন্দ্রকুমারের পরিচয় আমাদের কাছে সর্বাধিক হলেও 'ভারতী'র যুগ থেকে ৭৫ বৎসরের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সাহিত্যের অন্যান্য ভূমিতেও তিনি বিচরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'যাঁদের দেখেছি' স্মৃতি গ্রন্থখানা স্মরণ করা চলে। বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমারের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও এর মূল্য অন্যান্য দিক থেকেও কোন অংশে কম নয়।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার সম্মেলন

[সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় (৩০শে চৈত্র, ১৩৬৯) সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে পরিষদের কয়েকটি প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই বিশেষ সংখ্যাটিতে তাই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হ'ল]

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে কাকদ্বীপে আজ এবং আগামী কাল। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য ইদানীং কয়েক বছর ধরিয়া এই ধরণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত বছর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল শিলিগুড়ীতে। এই ধরণের গ্রন্থাগার সম্মেলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ফলে সম্প্রতিকালে এদেশে গ্রন্থাগার সচেতনতা যে কিছুটা বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কিছু করণীয় বাকি আছে, একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। ভারতের মত দেশ যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় এখনো নগণ্য, সেখানে শুধু শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানস্পৃহা পূরণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য নয় শিক্ষাপ্রসারেও গ্রন্থাগারের বিরাট ভূমিকা গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। বৃটিশ আমলে এদেশে যে সব গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তার মূলে ছিল বে-সরকারী উদ্যোগ ও আগ্রহ। সরকারী কৃপাদৃষ্টি গ্রন্থাগারগুলি কখনই খুব বেশি পায় নাই। বরং তখনকার দিনে গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী কর্তারা বেশ কিছুটা সন্দেহের চোখেই দেখিতেন। এই সব গ্রন্থাগারের মারফৎ লোকের মধ্যে পাছে বিপজ্জনক ধ্যানধারণা ছড়াইয়া পড়ে, এই ভাবনাতেই সরকারী আমলারা অধিকাংশ সময় সশঙ্কিত থাকিতেন। স্বাধীনতার পরবর্তী আমলে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সরকারের নিকট হইতে গ্রন্থাগারগুলি আজকাল অর্থ সাহায্য পাইতেছে এবং আগেকার দিনে গ্রন্থাগারগুলিকে কেবল গ্রাহক ও পাঠকদের চাঁদার উপর নির্ভর করিতে হইত, এখন আর সম্পূর্ণভাবে সে রকম নির্ভর করিতে হয় না। কিন্তু তবু এখনও সরকারী দাক্ষিণ্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কমই বলা চলে। সম্প্রতি জরুরী অবস্থার জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস পাওয়ায় গ্রন্থাগারগুলির ভাগেও বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব সরকার আরও বেশি করিয়া যাহাতে নিজেদের হাতে লন, সেজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের তরফ হইতে গ্রন্থাগার আইনের দাবী দীর্ঘদিন হইতে উঠিয়াছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে, গ্রন্থাগারকে জাতির শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের প্রকৃত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহারের সুযোগ লোকে যাহাতে পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই যুক্তি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। আমাদের দেশে শিক্ষা প্রসারের ফলে ক্রমশঃই লোকের বই পড়ার আগ্রহ বাড়িতেছে। কিন্তু আগ্রহ কাজে লাগাইতে হইলে যে আর্থিক সামর্থের প্রয়োজন, সে সামর্থ অনেকেরই নাই। দৈনন্দিন সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে লোকে এমন হিমসিম খাইতেছে যে, চাঁদা দিয়া গ্রন্থাগারের সভ্য হওয়ার কথা অনেকে চিন্তা করিতেও পারেন না। তাছাড়া চাঁদা পরিবারের একজন লোক দিলেই পরিবারের অন্য সকলের বই পড়ার আগ্রহ ঠিকমত মিটিতে পারে না। কারণ সেখানে সমগ্র পরিবারকেই নির্ভর করিতে হয় একটিমাত্র বই-এর উপর। ফলে আর্থিক সামর্থ এবং সুযোগের অভাবে বই পড়ার আগ্রহ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। গ্রন্থাগারগুলি হইতে বিনা চাঁদায় বই পড়ার সুযোগ দিবার ব্যবস্থা না হইলে নব্যশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এবং শিশুদের মধ্যেও পড়ার আগ্রহ ধরিয়া রাখা আমাদের দেশে খুবই কঠিন। বলা বাহুল্য, এই সুযোগ গভর্ণমেন্টই একমাত্র দিতে পারেন। কারণ গ্রন্থাগারগুলির ব্যয় নির্বাহের প্রধান দায়িত্ব গভর্ণমেন্ট না লওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা সার্থক হইতে পারে না; গ্রন্থাগার সম্মেলনের তরফ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য গভর্ণমেন্ট বিত্তবানদের উপর গ্রন্থাগার কর বসাইতে পারেন। যাঁরা সম্পত্তি করের আওতায় পড়েন তাঁদের নিকট হইতে কর লইয়া গ্রন্থাগারগুলিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলে নূতন করে সাধারণ মানুষের আপত্তির কারণ থাকিবে না—বরং সমগ্রভাবে দেশ উপকৃত হইবে। দুঃখের বিষয়, গভর্ণমেন্ট এ পর্যন্ত এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। ফলে গ্রন্থাগারগুলির এখনও 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থাও ঘুচিতে চাহিতেছে না।

এ পর্যন্ত এ দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে যতটুকু অগ্রগতি ঘটিয়াছে তার মূলে প্রধানতঃ আছে বেসরকারী উদ্যোগ। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী আমলে ব্যাপারটা ঠিক এই পর্যায়ে থাকা উচিত ছিল। বিদেশী আমলে সরকার ও দেশের জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্যের যে সীমারেখা ছিল, সে সীমারেখা স্বাধীন দেশে থাকা উচিত নয়। গ্রন্থাগারকে যদি জাতীয় জীবনের একটা মূল্যবান এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবেই আমরা দেখি—এবং দেশের প্রয়োজনে না দেখিয়াও উপায় নাই—তবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দায়িত্ব গভর্ণমেন্টকে আরো সক্রিয় ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে যাঁরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছেন। এই আন্দোলনের সমস্যা এবং অভাবগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের সহযোগিতা

গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের তরফ হইতে এ অনুযোগ উঠিয়াছে যে, "গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতা আহ্বান না করিয়াই সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া থাকেন।" বলা বাহুল্য, এই আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হয় বেশী। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে, অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত ইহাকে জাতীয় জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত করিতে হইলে কেবল সরকারী কর্মচারীদের খেয়ালখুসিমত চলিলে কখনই এ আন্দোলন প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতারা এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন যে দেশের এই জরুরী অবস্থার আমলে গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় গ্রেট বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গ্রন্থাগারগুলি জাতির মনোবল গড়িয়া তোলায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। আমাদের দেশেও গ্রন্থাগারগুলিকে এই ভূমিকা আজ গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনের ফলে সরকারী মহলে যদি এই চেতনার উদ্বোধন সম্ভব হয়, তবেই এই সম্মেলন সত্যকার সার্থক হইয়া উঠিবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাগজের মূল্য, ছাপা খরচ ও ডাক মাশুল বৃদ্ধির ফলে 'গ্রন্থাগার' ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছে। সদস্যদের চাঁদার উপর গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সুতরাং চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে সদস্যরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু প্রকাশন সম্ভব নয়। আমরা সদস্যদের অবিলম্বে ১৯৬৩ সালের চাঁদা পরিশোধ করবার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই চাঁদা না পেলে পুনরায় গ্রন্থাগার পাঠানো সম্ভব হবে না।